NB 1·3 2/155

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পঞ্চাশাধিক টীকাদি হইতে উদ্ধৃতি সহ, বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের
অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor. Selection Grade,
Provincial Educational Service.)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬/১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী-১
১৯৬৫

মূল্য—

2/155

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

6/00

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পঞ্চাশাধিক টীকাদি হইতে উদ্ধৃতি সহ, বিশদ ব্যাখ্যা)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের

অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(Ex-Professor. Selection Grade,

Provincial Educational Service.)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬/১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১

মহেশ লাইব্রেরী ও বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট ও

গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

১৯৬৫

মূল্য— 10/-

“নিবেদন” (১—২৯ পৃষ্ঠা) ও ২—১ হইতে ২—২০৮ ও ৪০—১২৯ হইতে ৪০—১৯৪ পৃষ্ঠা ও কভার ও টাইটেল পৃষ্ঠা ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, বারাণসী শাখা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত। ৪০—১ হইতে ৪০—১২৮ পৃষ্ঠা, সঙ্গম প্রেস বারাণসী হইতে মুদ্রিত।

প্রশস্তি

যাঁহার এক হাজার টাকা দানে, এই দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, ভগবানের কাছে এ গরীব চিরদিন সেই দানবীর শ্রী কে, কে, বিরলাজীর মঙ্গল কামনা করিবে, ও অন্তরের সহিত এই বৃদ্ধ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে। তাঁহার নিকট নিজের ঋণ স্বীকার করিয়া; সুপ্রকাশিত ভাবে, তাই তাঁহার নাম উপরে দিলাম।

নিবেদন

যাঁহার মহান শক্তি ও মহতী কৃপা, এই শোককাতর জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে প্রেরণা দিয়া, ৩০০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী শ্রীগীতার ব্যাখ্যা রচনা করাইয়াছে, প্রাণের সকল ভক্তি তাঁহার চরণে উজাড় করিয়া দিয়া, বারবার তাঁহাকে প্রণাম করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে,
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্র মরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈ-।
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ।

মা গীতার কথা কি বলিব ? সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্বশাস্ত্রসার, প্রকৃতই অনন্ত বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা, আমার এই মা গীতা। অনন্ত বিভাবময়ী মা আমার ; তাই যে টীকাকার তাঁহার যে মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে আরতি করিয়াছে, আরতির আলোকে তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গীতা এরূপ সর্ব্বাত্মক যে, ভক্তিবাদীরা উহা তাঁহাদেরই গ্রন্থ এবং ভক্তিই গীতার প্রধান লক্ষ্য বলেন, জ্ঞানবাদীরা বলেন যে জ্ঞানেরই উহা প্রধান গ্রন্থ, বিশেষ করিয়া অদ্বৈতবাদের, আর কর্ম্মীরা ইহাকে ভগবানের দ্বারা স্বয়ং বিঘোষিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্ণায়ক মহা গ্রন্থ ভাবেন।

শাস্ত্র গ্রন্থ অনেক পড়িয়াছি, মলাট হইতে মলাট পর্য্যন্ত। কিন্তু গীতার মত সঙ্গতি পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ গ্রন্থ, কোথাও পাইলাম না। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী ইহা। অনেক ঘাঁটিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে গীতা রচনার কালে যতগুলি শাস্ত্র তখন প্রচলিত ছিল, সব অতি সুসংস্কৃত ভাবে ইহাতে আনা হইয়াছে। অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব এই গীতা। তাই আমি সব ছাড়িয়া, এমন কি রসায়ন শাস্ত্রে যে সব বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে গুলিকে অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগীতা লইয়া মজিয়া গিয়াছি; তাহার ফল আমার ৩০০০ পৃষ্ঠায় লেখা গীতার টীকা, যাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ এই প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

বলিতে বাধা নাই, এই টীকা লিখিতে আমার সেই প্রাণের দেবতার অসীম কৃপায় আমার কোথাও কিছু আটকায় নাই। আমার নিজস্ব

মৌলিক ব্যাখ্যা সমূহ, সহজ বুদ্ধিসঙ্গত ও সঙ্কীর্ণতাহীন ভাবে, সরল ভাষায়, ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা, যেন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও, পূর্ব্বে কি লেখা হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই। অনেক স্থলে আমি নিজে কূট প্রশ্ন তুলিয়াছি, এবং যুক্তির, বা অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক যুক্তির, দ্বারা তাহার সমাধানও করিয়াছি। গীতার অনেক স্থান বেশ কঠিন, এবং অনেক স্থলে মনে হইবে যেন সঙ্গতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেক টীকাকার এ সবের কোনই সমাধান করেন নাই, মাত্র শাব্দিক অনুবাদ দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু, ভগবানের অসীম কৃপায়, এরূপ প্রত্যেক স্থল, আমি যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

আমি প্রথম খণ্ডে বার বার বলিয়াছি, যে গীতার কোথাও অসঙ্গতি নাই। ইহা সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক। ইহা একটু ধ্যান করিলেই দৃষ্ট হয়। বার বার বলিয়াছি যে প্রায় সকল স্থলে গীতা-মা নিজেই অর্থ বলিয়া দিয়াছেন; সেই শ্লোকের সামান্য কিছু পূর্ব্বে বা সামান্য কিছু পরে।

আমার তথা-কথিত নিজের করা সমাধান ও ব্যাখ্যাদিতে সত্যই আমার কোনও কৃতিত্ব নাই; মা-ই আমার মনে অর্থ ফুটাইয়া দিয়াছেন। তবে, "মা'র কৃপায় প্রাপ্ত ব্যাখ্যা" এই কথাগুলি যদি প্রতি ব্যাখ্যার গোড়াতে লিখিয়া দি, প্রায় সকল পাঠকই, আমি নিজের দর বাড়াইতে, দেব-কৃপার অছিলায় কপট বিজ্ঞাপন দিতেছি, এইরূপ ভাবিবেন, (কথা কহিয়া দেখিয়াছি, অনেকে এইরূপ ভাবিয়াছেন) তাই, ঐরূপ না করিয়া, "আমার মোটা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা" বা "আমার ব্যাখ্যা ঘেসো ফুলের সমান", এইরূপ লিখিয়াছি। সুধীজনরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

গীতা সকল শাস্ত্রের ঘন নির্য্যাস। শুধু অনুবাদ পড়িয়া, গীতা পড়া হইয়া গেল, ইহা হয় না। নিজের চিন্তায় অর্থ বাহির করা, সকলের সেরূপ অবকাশ থাকে না, আর তাহার জন্য জমী কিছু তৈয়ার থাকা চাই। কোনও একখানি টীকা লইয়া চলা, তাহাও সমীচীন নহে, কারণ সাধারণতঃ সকল টীকাই সাম্প্রদায়িক। হয়, দীর্ঘ অবকাশে নিজেকে রাখিয়া, সেই অবকাশ কিছু মাত্র নষ্ট না করিয়া, তীব্র ভাবে মাথা খাটান, অথবা চক্ষু খুলিয়া রাখিয়া বিভিন্ন মতের সব টীকাগুলি পড়া, অথবা কোনও একখানি বই খুঁজিয়া আনা, যাহাতে বহু টীকার উদ্ধৃতি ও সঠিক ভাবে সারসংগ্রহ পাওয়া যায়, তাহা বেশ ভাল করিয়া পড়া—এ তিনের কোন একটি না করিলে, গীতা পড়া, পড়া মাত্রই থাকিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন টীকা ক্রয় করায় অনেক অর্থ লাগে, এবং অনেক টীকা এখন আর পাওয়া যায় না। এই সব বুঝিয়া, আমরা অনেক টীকা সংগ্রহ করিয়াছি, যাহার ভিতর অনেক দুষ্প্রাপ্য টীকাও আছে এবং এই গুলির উদ্ধৃতি ইত্যাদি আমাদের পুস্তকে দিয়াছি, যাহাতে খুব বেশী অর্থ না খরচ করিয়া এবং একসঙ্গে এইগুলি পাইয়া লোকে যেন তাহা পড়িতে পারে। আমাদের বহু অর্থব্যয়, এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, পাঠকগণ ইহা বুঝিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

নিজের মুখে বলা ঠিক হয় না, আমরা, ভাষায় বা ভাবে কোথাও জটিলতা রাখি নাই; গোঁজামিল বা কষ্ট কল্পনা চালাই নাই, মাত্র শাব্দিক অনুবাদ দিয়া কঠিন স্থান গুলিতে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বইগুলি নানাভাবে অভিধানের মত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলি, যথা ব্রহ্ম, প্রকৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যজ্ঞ, যোগ ইত্যাদি, গীতার যে শ্লোকে প্রথম আসিয়াছে, সেই শ্লোকের আলোচনায়, আরও কোন্

কোন্ শ্লোকে সেই শব্দ আসিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদে নিজের মন গড়া কোন কথা প্রবিষ্ট করান হয় নাই। এই সম্বন্ধে, যে ত্রিংশাধিক প্রশংসাপূর্ণ অভিমত গুলি আমরা গীতার প্রথম খণ্ডের উপর পাইয়াছি, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজন ও নানা সাময়িক পত্রিকা সমূহের নিকট হইতে পাইয়াছি, যাহার মাত্র কিছু ঐ প্রথম খণ্ডের সহিত গ্রথিত হইয়াছে, এবং অন্যগুলি, গ্রথিত হইবার পর পাওয়ায়, মুদ্রিত করা হয় নাই, সেই অভিমত গুলিতে ঐ প্রথম খণ্ডের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আর একটি কথা, আমাদের অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা যেখানে পাইয়াছি, তাহা সেই টীকার উদ্ধৃতিতে রাখিয়াছি, আত্মসাৎ বা চুরি করি নাই। নিজের মুখে আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না।

বই গুলিতে সকল রকম পূর্ণতা দিতে আমরা চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করি নাই। খুবই খাটিয়াছি। নানা স্থল হইতে উদ্ধৃতি দিয়া, বই গুলিকে সর্ব্বশ্রেণীর উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তবুও বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতে পারি নাই, নানা দিক বাদ পড়িয়াছে। গীতা কি সামান্য শাস্ত্র ? দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কিছু দিবার ইচ্ছা রহিয়াছে।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ, ঋষি প্রতিম নানা টীকাকারদের রচনায় পাওয়া যাইবে। আমরা সহজ বুদ্ধি সঙ্গত ও সাধারণের উপযোগী অর্থ সমূহ দিয়াছি; সেই দিকটাই বা বাদ যায় কেন ? আমাদের মোটা বুদ্ধি প্রসূত অর্থ ও অন্য টীকাকার দিগের অর্থ, দুই অর্থই দিয়াছি; আমাদের দেওয়া অর্থ যাঁহারা না পড়িতে চাহিবেন, পড়িবেন না। পরেই পাইবেন খুব ভাল জিনিস, ঋষিকল্প টীকাকার দিগের ব্যাখ্যা। দুই এক জনের নহে, অনেকেরই ব্যাখ্যা দিয়াছি, যাঁহাদের নাম আছে, বা যাঁহাদের বহু শিষ্য আছে, তাঁহাদের। যিনি যে সম্প্রদায়ের চাহিবেন

তিনি তাহা পাইবেন। আমাদের এ পুস্তক সকল সম্প্রদায়ের সেবায় আসিবে। আমরা যত্ন করিয়াছি যে যাহাতে কেহ না বলেন যে অমুক প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়কে আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি। সকলকেই এ পুস্তক সেবা দিবে। এতগুলি টীকা, কি ভারতবর্ষে, কি অন্যত্র প্রকাশিত আমাদের জানা গীতার কোনও পুস্তকে পাই নাই। আমাদের পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, অনেকেই ইহার উদ্ধৃতি Reference ইত্যাদি তৈরী মাল মশলা ব্যবহার করিবেন ও পয়সা রোজগার করিবেন। আমরা কোন যশই পাইব না।

টীকাকারেরা প্রাতঃস্মরণীয়। স্থান সঙ্কুলনার্থ, তাঁহাদের যথাবিধি অনুসারে নাম না লিখিয়া, শঙ্কর, রামানুজ, মধুসূদন, শ্রীধর, তিলক, অরবিন্দ, সন্তদাস, বিদ্যানন্দ, কৃষ্ণপ্রেম, রাধাকৃষ্ণন্, মোদী, গোয়েন্কা, দামোদর, নীলকণ্ঠ, আনন্দগিরি, ব্যোমব্রহ্ম, আশুতোষ, জগদীশ, জগদীশ্বরানন্দ, ভক্তিপ্রদীপ, ভক্তিসুধাকর, বিনোবা, চিন্তামণি, গিরীন্দ্র শেখর (বা গিরীন্দ্র), মহানামব্রত, ভূপেন্দ্র নাথ, রামদয়াল, বলদেব, বিশ্বনাথ, মতিলাল, তেলাং রামকণ্ঠ, S. N, Das Gupta, বিবেকানন্দ, লিখিয়াছি। একই কারণে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা না লিখিয়া গীতা লিখিয়াছি। আমি যেন ক্ষমা পাই।

টীকাকারগণ প্রথমে বড়, তাহার পর তাঁহার ছোট, এই ভাবে সাজান হয় নাই; সকলেই আমার কাছে বড়। আমরা ইচ্ছা করিয়াই উল্টাপাল্টা ভাবে বহুস্থলে নামগুলি দিয়াছি। কেহ যেন না মনে করেন, তিনি যাঁহাকে ভক্তি করেন, তাঁহার নাম নীচে আসিয়াছে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, এই দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ অধ্যায় রাখিব; কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডই ৪০০পৃষ্ঠার হইয়া পড়িল, এবং

খরচও অনেক হইল। সেই জন্য, আর অন্য অধ্যায় ইহার সহিত যুক্ত করা হইল না। তাহা ছাড়া, হিতাকাঙ্ক্ষীরা সকলেই বলিলেন, যদি অধ্যায়গুলি পৃথক পৃথক মুদ্রিত করা হয়, পৃথক পৃথক দাম সেইজন্য ভারি দামের হইবে না বলিয়া, আর তাহাদের মুদ্রিত হইয়া বাজারে বাহির হওয়ার সময়ের মাঝে ব্যবধান থাকিবে বলিয়া, ঐ রূপ ভাবে প্রকাশিত অধ্যায়গুলি লোকের কিনিতে তত গায়ে লাগিবে না।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে দেওয়া Bibliographyতে যে সব নাম আছে, তাহার উপর এই খণ্ডে ও পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে আরও কয়েকটি (যথা রামকণ্ঠ, মতিলাল, Telang, Dr. S N. Das Gupta) টীকাকার দিগের টীকা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ পদ্মবিভূষণ মহোদয়, আমার প্রথম খণ্ডের উপর প্রদত্ত অভিমতে লিখিয়াছিলেন "গ্রন্থকার যেখানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত সব ব্যাখ্যার উপযোগ করিয়াছেন, যেখানে অতি প্রাচীন (দশম শতাব্দীর) রামকণ্ঠ কৃত একটি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যার উপযোগ করেন নাই কেন, তাহা বুঝা গেল না"—সেই রামকণ্ঠের টীকা হইতেও এইবার উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে।

আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠক দিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ের কি বলা হইয়াছে জানিতে চাহেন, তাঁহারা প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি পড়িবেন। পরিপ্রশ্নমালা ও অধ্যায়ের কোন্ শ্লোক ভক্তি মূলক, কোন্ শ্লোক কর্ম্ম মূলক, কোন্ শ্লোক জ্ঞান মূলক, ইহার নির্দ্দেশ তাঁহাদের জন্যই দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা কঠিন শব্দের অর্থ, অনুবাদ ও ভূমিকা পড়িবেন। যাঁহারা আরও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা

চাহেন, তাঁহাদের জন্য পঞ্চাশাধিক টীকা হইতে উদ্ধৃতি ও আমাদের ব্যাখ্যা রহিয়াছে, যে ব্যাখ্যা গুলির বহু ব্যাখ্যা নূতনতর, অর্থাৎ মৌলিক। এই পঞ্চাশাধিক টীকার উদ্ধৃতি হইতে যিনি যে সম্প্রদায়ের তিনি সেই সম্প্রদায়-গ্রাহ্য টীকা পাইবেন গবেষকেরা এতগুলি টীকা একত্রে পাইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার সুবিধা পাইবেন এবং মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণাও পাইবেন। শুধু এত টীকার উদ্ধৃতি নহে, উপনিষদ, মহাভারত কথামৃত ইত্যাদি পুস্তকের এত reference, আমাদের জানা গীতা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে নাই।

আমি ঋণী রহিয়াছি সেই সব মহাজনদিগের নিকট যাঁহারা প্রথম খণ্ডের উপর প্রশংসাপূর্ণ অভিমত দিয়াছেন। অভিমত পুস্তিকা, গীতার সহিত গ্রথিত করাইবার জন্য, তাড়াতাড়ি ছাপাইতে হইয়াছে, এবং সেই জন্য তখন পর্য্যন্ত যাঁহাদের অভিমত পাইয়াছিলাম, তাঁহাদেরই নাম তাহতে আছে। তাঁহারা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ M. A. D. Litt. পদ্মবিভূষণ, ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী M. A. Ph, D. D. Litt, শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি ভারতী ভাগীরথী, শ্রী অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য M. A. [Eng. and Hist.], B. T. সাহিত্য শাস্ত্রী, শ্রী শঙ্কর নাথ রায়, ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য M. A. (Hon). Ph D. (Lond) D. Litt (Lin) Bar-at-Law, কাব্যতীর্থ, ন্যায় বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), ময়ূর ভঞ্জ প্রোফেসার, অধ্যক্ষ সংস্কৃত ও পালি বিভাগ B.H U.; শ্রীক্ষেত্রেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Retired Professor, some time Vice Chancellor and now Director Research Institute, Varanasi University. শ্রী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, M. A পদ্মভূষণ, Retired Head, Philosophy Department A. U. ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য M A. Ph.D ব্যাকরণাচার্য্য Research

Assistant Sanskrit University ; শ্রী অনিলবরণ রায় M. A. of Pondichery Aravinda Ashrama, শ্রী গঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থ-সম্পদভূষিতা; সাধুমা; শ্রীমৎ শঙ্কর সোঽহং তীর্থস্বামী। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী সত্যানন্দজী ; শ্রী মহন্ত ব্রজবিদেহী স্বামী ধনঞ্জয় দাস জী; পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রী কালীপদ তর্কাচার্য্য।

এই সব মনীষীদিগের অর্দ্ধেকের সহিত আমার পূর্ব্বে কোন আলাপ ছিল না। গীতার উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ থাকায় আমার পুস্তক ঠিক ভাবে তাঁহাদের দ্বারা যাচাই হইবে ভাবিয়াই, আমি তাঁহাদের নিকট আমার পুস্তক পাঠাই। উহাঁরা যথার্থই মহাজন। আমার পুস্তক খানি চাপিয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা সকলেই উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ, অভিমত পাঠাইয়া, এ দীনকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শিবতুল্য স্বামী প্রত্যগাত্মা নন্দ সরস্বতী মহারাজ আমার নামের ক্ষেত্র ও পদ এ দুইয়ের উপর সংস্কৃত কবিতায় রচিত আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া, এ অভাজনের গীতার টীকা রচনা সার্থক করিয়াছেন। স্বনাম ধন্য শ্রী সুরজিৎ লাহিড়ী মহোদয়) Ex-Governor West Bengal, ও Ex-Chief Justice Calcutta High court). একটী সুন্দর অভিমত পাঠাইয়াছেন ; আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম। বহু মহাজন আমার গীতা কিনিয়া পড়িয়া অভিমত পাঠাইয়াছেন যথা, পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, (General Secretary, Ramakrishna Mission) ও শাস্ত্র গবেষণায় প্রথিত যশা শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী (Ex-Chief Justice Calcutta High-Court ও Present Chairman, Law Commission and Legal Terms Commission) (ইহাঁর সুদীর্ঘ অভিমতে,

আমি যাহাতে প্রসিদ্ধি পাই বইখানি বিশ্লেষণ করিয়া প্রাণখুলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন)। ইহাঁদের নিকট চিরঋণী থাকিলাম।

যে পুস্তক গুলি হইতে উদ্ধৃতি লইয়্যছি, সেই পুস্তকগুলির গ্রন্থকার দিগের, প্রকাশকদিগের ও মালিকানা সত্ত্ব যাঁহাদের আছে তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। মূল গ্রন্থগুলির প্রকাশকদিগকে আমাদের বইখানা এই ভাবে সেবা দিবে যে তাঁহাদেব গ্রন্থগুলির বিক্রয় বাড়িবে।

আমরা বহু স্থলে, আমাদের প্রেরণায় অর্থাৎ মোটা বুদ্ধিতে যাহা পাইয়াছি সেই রূপ ব্যাখ্যা দিয়াছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, উপর উপর ভাবে আমাদের বই গুলিকে না পড়িয়া পাঠকেরা যেন তন্ন তন্ন ও পক্ষপাত শূন্য ভাবে এ গুলিকে পরীক্ষা করেন; সেইসব স্থল গুলিকে বিশেব করিয়া, যেখানে আমরা অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছি। পাঠকেরা দয়া করিয়া বেশ বুঝিয়া বুঝিয়া যেন পড়েন; সামান্য কিছু ছাড়িয়া গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে। আমি চাই পরীক্ষিত হইতে, আমাদের লেখা বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া যাচাই করাইতে। আমাদের বিনীত অনুরোধ পাঠক প্রথমে শ্লোকের অর্থ নিজে বাহির করিতে যেন চেষ্টা করেন, তাহার পর টীকাদি দেখেন, তাহার পর আমাদের ব্যাখ্যা দেখেন; তাহা হইলে আমাদের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। আমি নামী শিক্ষক ছিলাম, সে নাম বজায় আছে কিনা জানিতে চাই।

আমাদের সিদ্ধান্তগুলির কথা, এই খানে বলিয়া ফেলিতে চাহি, কারণ জীবন তো শেষ হইয়া গেল, বলিবার আর অবকাশ পাইব না। আমরা মূর্খ, মুর্খের সিদ্ধান্তগুলিকে পণ্ডিতেরা যেন কৃপার চক্ষে দেখেন ও মূর্খকে ক্ষমা করেন। আমাদের মনে হয়, (এবং তাহা হয়তো মূর্খ-ভাবে উপনিষদ পড়িয়াছি বলিয়া হইয়াছে) প্রাচীন উপনিবদ্ সমূহে,

পরমাত্মা শব্দ নাই। পরমাত্মা অর্থে, এবং আরও অনেক অর্থে, জীবাত্মা অর্থে তো বটেই, আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া, একটু বুঝিয়া পড়িলে কোন গোল বাধে না। কিন্তু ক্রমে ইহা এরূপ হইয়াছে যে সাধারণের দ্বারা আত্মাশব্দ জীবাত্মা অর্থে গৃহীত হইতে থাকায়, শাস্ত্রে যেখানে আত্মা অর্থে পরমাত্মা পরিস্কার ভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে, সাধারণে সেখানেও আত্মা অর্থে জীবাত্মা লইতেছেন। গীতাতে পরমাত্মা, এ শব্দও আছে, এবং পরমাত্মা অর্থে আত্মা শব্দও কয়েক স্থানে ব্যবহার পাইয়াছে, তবে সাধারণতঃ "নিজ" এই অর্থে আত্মাশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা আত্মনা=নিজের দ্বারা। জীবাত্মা অর্থে, অর্থাৎ, যাহাকে সাধারণতঃ আত্মা বলা হয়, গীতায় দেহী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই, জটিলতা না আনিবার জন্যই, গীতা এইরূপ করিয়াছে। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়তো ভুল, তাহা যদি হয়, সুধীজনেরা যেন এ মূর্খকে ক্ষমা করেন। আর এক কথা (হয়তো ইহাও মূর্খের ধারণা, গীতা জীবাত্মাকে ও পরমাত্মাকে এক করে নাই, এবং কারণ ও সূক্ষ্ম শরীরাবৃত জীবাত্মা সসীম-কিছু, নানা যোনিতে প্রবেশ করিতে, নানা জীব দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে গীতা ইহা বহুস্থানে বলিয়াছে। কঠোর বৈদান্তিকদের মত জীবাত্মা ও ঈশ্বর illusory ইহা গীতা বলে নাই। জীবাত্মা সম্বন্ধীয় নানা দার্শনিক theories আছে, যথা অবচ্ছেদ, চিদাভাস, প্রতিবিম্ব ইত্যাদি, তবে এখানে তাহাদের ভিতর যাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই; গীতার ভিতর আমরা নিজেদের রাখিলাম। আর এক কথা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর (ভগবান) পরমাত্মা সব একই; তবুও, বোধ হয় বুঝিবার সুবিধার জন্য গীতা ঈশ্বরকে যেন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপর রাখিয়াছে। যে সব শ্লোকে ইহা পরিদৃষ্ট হয়, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীরা অবশ্যই তাহাদের অর্থ

নিজেদের মতানুযায়ী করিয়াছেন। আমরা মূর্খ আমরা কি-ই বা জানি?

আর এক কথা, আমাদের মনে হয়, পরিষ্কার ভাবে না বলিলেও গীতা বলিতেছে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সমন্বয় হয় এবং হওয়া উচিৎ, (যথা ৪।২২)। অদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ টীকাকার রামকণ্ঠ এইরূপ নিজের অভিমত দিয়াছেন। আত্মারামেরা সাধারণতঃ কর্ম্মে নামেন না, ইহা ঠিক, (৩।২৪,২৫), কিন্তু সেখানে কর্ম্মের অর্থ বৈদিক কর্ম্ম, কর্ম্মযোগের কর্ম্ম নহে। তাঁহারা ঐরূপ, কারণ তাঁহারা নির্যোগক্ষেম। তবুও অনেকেই লোক-সংগ্রহার্থ, অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ পূজাদির দৃষ্টান্ত স্থাপনার্থ, কর্ম্মে নামেন, শ্রী কৃষ্ণের মত। জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না, ইহা যাঁহা-দের মত, তাঁহারা যেন মূর্খের এ সব সিদ্ধান্ত ক্ষমা করেন।

আমরা প্রথম খণ্ডে বার বার বলিয়াছি, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লই, গীতার লক্ষ্য মানুষকে গুণাতীতত্বের দিকে লইয়া যাওয়া; গীতা প্রতি ষট্‌কে ইহা বহুবার বিঘোষিত করি-য়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, গীতার লক্ষ্য এবং গীতার মৌলিকত্ব, এই গুণাতী-তত্ব। কি চমৎকার ভাবে, আর মাত্র চারিটি কথায় (নির্দ্বন্দ্বোনিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম, আত্মবান, ২।৪৫) গীতা গোড়াতেই ইহা বলি-য়াছে। আরও একটি কথা যাহা প্রথম খণ্ডে অনেকবার বলিয়াছি, এখানে আরও একবার বলিয়া লই, তাহা এই যে, মনের সাম্যভাব এবং সাম্য দৃষ্টি রাখা ও ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযমে রাখা, এই দুইটি বিষয়ের উপর গীতা খুবই জোর দিয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর এত জোর দেওয়া আমাদের দেখা কোনও পুস্তকে নাই।

আর, রাগদ্বেষ শূন্য ভাবে, নিজ নিজ স্বধর্ম্ম পালন, গীতার মূল কথাই যেন ইহা। যেখানে পাইয়াছে, গীতা ইহার উপর জোর

দিয়াছে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতা একস্থানে নয়, দুই স্থানে বলিয়াছে। এই স্বধর্ম্ম পালনের যুক্তিতে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামাইয়াছিলেন।

আর, আত্মানাত্ম বিবেক, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ার কথা, ইহার অর্থ, আমরা লইয়াছি, "আমিও আমার" পরিহার করা। এই পরিহার করাই চিত্তশুদ্ধি। এই ত্যাগই ত্যাগ। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, তাগী, তাগী অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী বলিলে গীতা, গীতা বলা হয়। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ঊর্দ্ধমূলং শ্লোকের অর্থ আমরা এইরূপ লইয়াছি যে অতদাত্মকত্ব অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্মফল বৃক্ষের গোড়া কাটিয়া দিতে হইবে।

কর্ম্মসন্ন্যাস গীতার মান্য নহে। গীতা গৃহীর দ্বারা গৃহীকে কথিত হইয়াছে। গীতায়, মহাভারত-উক্ত নারায়ণীয় ধর্ম্ম বা "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম" ("প্রবৃত্তি" এখানে পরিভাষিক শব্দ) বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, যে ধর্ম্মের মূল কথা সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে সহজাত ধর্ম্ম প্রতি-পালন করা, ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য সমূহ করিতে থাকা; যখন পথ খুঁজিয়া পাওয়া নিজ পুরুষকারে, নিজ সামর্থ্যে কুলাইবে না, তখন অকপট ভাবে "মামেকং শরণং ব্রজ' হওয়া। এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম, ইহা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

"মায়া" শব্দ গীতায় পাঁচ বার আসিয়াছে (৪।৬, ৭।২৫, ৭।১৪, ৭।১৫; ১৮।৬১) মনে হয় গীতায় সময়ে ইহার ততটা প্রচলন ছিল না, যতটা ইহার এখন হইয়াছে। এখন তো অতি সাধারণ পুস্তকে প্রতি পাতায় ইহাকে পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহার সে অর্থও ছিল না, যে অর্থ ইহা এখন পাইয়াছে। মনে হয়, গীতার সময়, ইহার অর্থ ছিল, ত্রিগুণের সেই বৃত্তি, যে বৃত্তি আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে পাই, যে বৃত্তি

আমাদের ভ্রম প্রমাদে, ও বিষয়াভিমুখে রাখে, ঈশ্বরাভিমুখী হইতে দেয় না ; এবং প্রকৃতির বিধানে প্রাপ্ত এই ত্রিগুণ, তিন গাছা দড়ি বাঁধা ভাবে আমাদের ভ্রামিত করাইতে থাকে। ঈশ্বর, আমাদের হয়রান করিবার জন্য মায়া নামক একটা-কিছুকে পাঠান্ তাহা নহে ; ঈশ্বর এমন নিষ্করুণ নহেন। মায়া আমাদেরই বৃত্তি, আমাদের কর্ম্মফলে উৎপন্ন। তবে ঈশ্বর মায়াধীশ, প্রকৃতি তাঁহারই নিয়ম পালন করে ; তাই "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" যে ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মায়ার দড়ির বাঁধন হইতে সে খালাস পায়। শক্তি ও ইচ্ছার ভাব, আত্মমায়া ও যোগমায়াতে আছে। এইখানে ইহা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মায়া শব্দের অর্থে বহু বহু পরিবর্ত্তন হইতে থাকিয়াছে। ঋগ্বেদে ইহার অর্থ ছিল Supernatural Power অথর্ব্ববেদে inherent mystery (Das Gupta) বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও প্রশ্ন উপনিষদে এই শব্দটি মাত্র একবার আসিয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে পরিষ্কার ভাবে মাত্র দুইবার আসিয়াছে (১।১০ 'বিশ্বমায়া নিবৃত্তি' ও মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্ ; অর্থের পরিবর্ত্তন লক্ষিতব্য)। পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে deceitful conduct, নাগার্জ্জুন ও লঙ্কাবতারে sense of illusion, মায়া অর্থ পায়। গৌড়পাদই প্রথম "worked out a system with the help of Maya doctrine. In Sankara, the word Maya is used in the sense of illusion, both as a principle of creation, as "Sakti" (power) or accessory cause and as phenomenal creation itself, as the illusion of world appearance (Dr. S. N Das Gupta's History of Indian Philosophy Vol. II)। শঙ্করের পর, অনুবর্ত্তীরা মায়ার অর্থ আরও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বর বেচারীকে দোষী করিয়াছেন,

যেন তিনিই মায়ার ভেল্কী দেখাইতেছেন, ও মানুষকে ফাঁদে ফেলিতেছেন।

গীতার এই টীকা রচনায়, উৎসাহ আমি সকলের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা নহে, অনেকেরই বক্র দৃষ্টি লাভ করিয়াছি। এই "নিবেদন" পড়িয়া তাঁহারাই বলিবেন, "নিবেদন" লেখা হয় নাই, ছাই লেখা হইয়াছে, বইতো নয় ছাই। অনেকেই বলিয়াছেন chemistryর লোক, আবার গীতার কি জানে? তবুও অনেকের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছি। যাঁহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ ও যথা যোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ দিলাম।

বিশেষ ভাবে আমি যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের ভিতর চারি জনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একজন দানবীর শ্রী কে● কে● বিরলাজী, দ্বিতীয় শ্রী শ্রীপ্রকাশজী (Ex-Governor Assam, Madras, Maharashtra and Bombay), তৃতীয় শ্রী সম্পূর্ণানন্দ জী (Governor Rajasthan), চতুর্থ অযাচক আশ্রমের প্রথিতনামা অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ জী। শ্রী শ্রীপ্রকাশ জী শুধু প্রসিদ্ধ পদ সমূহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি গুণ গ্রাহী ও মহানুভব। আমার জন্য, অকুণ্ঠিত মনে তিনি Hon'ble Sri P. C. Sen, Chief Minister, West Bengal Government, এবং প্রসিদ্ধ দানবীর শ্রী কে● কে● বিরলাজীকে স্বয়ং পত্র লেখেন। তাঁহার পত্রে, শ্রী বিরলাজী আমাকে, বিনা সর্ত্তে তৎক্ষণাৎ ১০০০৲ পাঠাইয়া দেন। শ্রেষ্ঠ দান তাহাই, যেখানে নামের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই; মহৎই এইরূপ মহৎ দান করিতে পারেন। এই টাকা না পাইলে আমার এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা অসম্ভব হইত, আমি শ্রীবিরলাজীর নিকট কত ঋণী

তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। এই গ্রন্থের শিরোভাগে তাই তাঁহার নাম মুদ্রিত করিয়াছি। আমি বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট, এবং বহু প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশকদিগের নিকট, আমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি গীতা বিক্রয় করিয়া টাকা করিতে চাহি না, তাঁহাদের টাকায় মুদ্রিত বই ও copyright তাঁহাদের দিয়া দিব, এই বলিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছি. সাহায্য বা পয়সা কিছুই পাই নাই। পরিচিত ও অপরিচিত বহু ধনাঢ্য এবং বহু প্রসিদ্ধ নামা ব্যক্তিগণের নিকট, আমার একখানি গীতা কিনিয়া মুদ্রণ ব্যাপারে সাহায্য করিতে আবেদন করিয়াছি, কিন্তু রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। বহু ধনাঢ্য নামকরা লোকেদের নিকট একখানি বই কিনিবার জন্য reply card সহ বার বার আবেদন জানাই, কিন্তু reply card গুলি ফিরিয়া আসে নাই। বহু তথা-কথিত ধর্ম্মসংস্থা গুলির নিকট হইতেও আমার দ্বারা বার বার প্রেরিত reply card গুলি ফিরিয়া আসে নাই! অনেক মধ্যবিত্ত সংস্থা, কিন্তু, আবেদন করিবা মাত্র আমার বই কিনিয়াছেন। মধ্যবিত্ত অনেক লোক আমার বই কিনিয়াছেন। যাঁহারা এ গরীবের বই কিনিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ গরীব ঋণী রহিল।

দানবীর শ্রীবিরলাজী আমাকে কোন সর্ত্তে বাধেন নাই। তবে আমার এই বিষয়ে কয়েকটি ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি হিসাব নিকাশ কিছুই চাহেন না, কিন্তু তবুও মোটা মোটা কি কি খরচ তাহা তাঁহাকে জানাইতে, প্রেসের রসিদাদি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি যে টাকা দিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে বই বা কিছুই চাহেন না, তবে আমার ইচ্ছা এইরূপ হইয়াছে যে (১) কিছু বই মনীবী সমালোচকবৃন্দের নিকট ও বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয় গণের

নিকট পাঠাইতে হইবে, (২) তাহার পর, যাঁহারা আমার গীতার প্রথম খণ্ড আমার নিকট হইতে (দোকান হইতে নহে) ছয় টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যে কিনিয়াছেন এবং বিনা অনিচ্ছায় কিনিয়াছেন, বা কিনিবেন. (যাহারা কিনিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমার নিকট আছে) তাঁহাদের এই দ্বিতীয় খণ্ড তিন টাকায় দেওয়া হইবে। ৬+৩ অর্থাৎ নয় টাকায় ৫০০+৪০০ পাতার বই পাওয়া হইবে. যাহা তাঁহাদের খুসী করিবে। যাঁহারা আমার প্রথম খণ্ড দোকান হইতে কিনিয়াছেন বা কিনিবেন, ৩,৭৫টাকায় (তিন টাকা বার আনায়) দোকান হইতে এই দ্বিতীয় খণ্ড পাইবেন। দুই ক্ষেত্রেই V.P খরচ স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা আমি ইচ্ছা করিয়াছি শ্রীবিরলাজীকে পাঠাইয়া দিতে। এই কম দামে গীতা দেওয়ার পুণ্য শ্রীবিরলাজীর হউক, আমার নহে। যে বইগুলি বিক্রীত হইবে না, তাহা শ্রীবিরলাজীকে পাঠাইয়া দিব। আমার এই ইচ্ছা জানাইয়া শ্রী বিরলাজীকে পত্র লিখিতেছি. দেখি কতদূর কি হয়। গীতার টাকা আমি নিজের কাজে লাগাইতে ইচ্ছা করি না।

তৃতীয় আমার উপকারী মহাজন ডাঃ শ্রী সম্পূর্ণানন্দ (Governor Rajasthan)। ইনি কয়েকখানি বই কিনিয়াছেন, এবং আমার জন্য ইনিও বেঙ্গল গভর্ন:মণ্টের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য. শ্রী শ্রীপ্রকাশজীর পত্র পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীসম্পূর্ণানন্দজীর D. O. পত্রের উত্তরে D. O. পত্রে "Let us see what we can do for Sri Chatterjee" ইহা তাঁহাকে জানান সত্ত্বেও, মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় কোন সাহায্যই দিলেন না। তাঁহার Education Department গরীবের নিকট, নয়-দশ মাস, নানা information, নানা Press-এর estimate ও বড় মনীষীদিগের report ইত্যাদি

গ্রহণ করিবার পর, তৎসত্ত্বেও কোন কারণ না দর্শাইয়াই, গরীবকে জানাইয়া দিলেন 'The West Bengal Government does not intend to make your book a State publication." মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট appeal করিয়া কিছুই হয় নাই।

এখানে, আরও এক স্থানে বিফলতার কথা জানাইতে পারা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটও এ গরীব সাহায্য চাহে। সেখানকার উপাচার্য্য মহাশয় ডাঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অভিমত পাইতে, বইখানি তাঁহাকে পাঠান ও আমাকে লেখেন তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে। বেশ কয়েক মাস তাগিদ পাওয়ার পর, ডাঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানাইলেন, "আপনার পুস্তকের কিয়দংশ পড়িয়া, আমি আমার অভিমত উপাচার্য্য মহাশয়কে জানাইয়াছি"। ইহা লক্ষিতব্য "কিয়দংশ" কথা তাঁহারই কথা। উপাচার্য্য মহাশয়কে, তিনি কি অভিমত পাঠাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলে, তিনি জানান, "He is of the opinion that the University need not take any interest in its publication. We can at the most have a copy of it for our Library." উপাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বেকার পত্রগুলিতে তাঁহায় সাহায্য করিবার ইচ্ছা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ডাঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের অভিমতের উপর তিনি আর কি করিতে পারেন? তিনি দুঃখিত হইয়া লেখেন "Prof. Gopinath Bhattacharya in his letter to me, did not write to me that he had only read portion of your book." সবই আমার কপাল।

চতুর্থ আমার উপকারী, অযাচক আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দজী। ইনি নিজে এক খণ্ড বই ক্রয় করেন, এবং তাহার পর, তাঁহার 'প্রতিধ্বনি' কাগজে, শুধু সুন্দর একটি সমালোচনা

বাহির করেন তাহা নহে, দুই মাস ধরিয়া দুই তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী, বিনা মূল্যে আমার গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বাহির করেন। ঐ বিজ্ঞাপনে, তাঁহার নানা দেশে অবস্থিত ভক্তেরা খান ৩০ বই ক্রয় করেন। শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় কুড়িটি সংস্থা আমার বই কিনিয়াছেন। 'উদ্বোধন' আমার একখণ্ড বই কিনিয়াছেন এবং সুন্দর সমালোচনাও বাহির করিয়াছেন। যোগী শ্রীমৎ কালীপদ গুহরায় আমার বইয়ের একখণ্ড কিনিয়াছেন, এবং তাঁহার হিমাদ্রি পত্রিকায় সুন্দর সমালোচন বাহির করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ধনঞ্জয় দাসজী (কাঠিয়া বাবা) তাঁহার বাসুদেব পত্রিকায় আমার বইয়ের সুন্দর ও সুদীর্ঘ একটি সমালোচনা বাহির করিয়াছেন ও তাঁহার ভক্তেরা কয়েক খণ্ড বই লইয়াছেন। শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র সেন ভক্তি ভারতী ভাগিরথী মহোদয় "দেশ" পত্রিকায় সুন্দর একটি সমালোচনা বাহির করিয়াছেন। Rama Krishna Home of Service এর অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রী ভাস্বরানন্দজী তাঁহাদের Home of Serviceএর লাইব্রেরীর জন্য একখণ্ড বই ক্রয় করিয়াছেন এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন।

আমার বয়স ৭৬, আমি শোকপ্রাপ্ত ও রোগগ্রস্থ ; দৃষ্টি শক্তি যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই ; আমাকে একাহাতে সব করিতে হইতেছে। গীতার উপরে লিখিত, ও দর্শন ও উপনিষদের উপর লিখিত, নূতন যে সব বই পাইতেছি সেগুলি পড়া ও সার সঙ্কলন করা, প্রেসে তাগিদ দিতে বার বার যাওয়া, এবং lens লাগাইয়া proof correct করা এবং সর্ব্বোপরি বই ছাপাইবার পয়সা সংগ্রহের জন্য নিজের লাইব্রেরির দামী দামী বই বিক্রয় করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে থাকা, নানা স্থানে পত্র লেখা, গীতা কেনাইবার জন্য লোকদের খোসামোদ করা, V.P. P. parcel করা, ও পাঠান, যাঁহাদের

শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের নিকট হইতে রূঢ় ব্যবহার পাওয়া—এই সব আমার হইয়া চলিয়াছে। গীতার নেশাও ছাড়িতে পারিতেছি না। ৩০০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি, "যাক সব" বলিয়া ফেলিতে দিতে পারিতেছি না। এই পাণ্ডুলিপি কি শেষে উইয়ের খাদ্য হইবে—এই চিন্তা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

কেন প্রথম খণ্ডে ধারাবাহিক ভাবে অধ্যায় গুলি দেওয়া হয় নাই, তাহা সংক্ষেপে প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক। আমার ৩০০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি, ৫০০ পৃষ্ঠা করিয়া, ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। প্রথম খণ্ডে, প্রথমেই প্রথম অধ্যায় দিতেই হইবে বলিয়া তাহা দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক অনেক কথা জানাইয়া দিবার জন্য। তাহার পর, দেখা হইল দ্বিতীয় অধ্যায় উহার সহিত যদি দেওয়া হয়, গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়িবে। ওদিকে, বড়ই ইচ্ছা হইল, পঞ্চদশ অধ্যায় লইতে, কারণ উহা দার্শনিক অধ্যায়, গভীর তথ্য পূর্ণ, এবং উহাতে, টীকাদির সহিত, সম্পূর্ণ নূতন ভাবের মৌলিক ব্যাখ্যা আমি দিয়াছি। ব্যাখ্যা, ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত করিতে থাকিলে, পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে হয়তো আমি বাঁচিয়া থাকিব না; জীবনে আর অবকাশ পাইব না উহা মুদ্রিত করিতে। তাহার পর, ভক্তি ষট্‌কের শেষ অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় লইতে ইচ্ছা হইল। এইগুলি লইয়া, ইহার সহিত পঞ্চম অধ্যায় দিয়া ৫০০ পাতা করা হইল। আরও, এইরূপ করা হইল এই জন্য যে এই গুলি ছোট ছোট অধ্যায় হওয়ায়, সংখ্যায় অন্ততঃ অনেক গুলি অধ্যায় মুদ্রিত করা হইয়া যাইবে। আর খাপছাড়া ভাবে অধ্যায় গুলি লইবার যে বিশেষ অন্তরায়, অর্থাৎ তাহাদের ভিতর যে ক্রমিক ভাব ও পারস্পরিক যোগ রহিয়াছে, তাহা ফুটিয়া

উঠিবে না সেই অন্তরায়. অপসারণ করা হইল, প্রথম অধ্যায়ে "অধ্যায় সংযোগ" নামক একটি বৃহৎ ও বিশেষ প্রবন্ধ দিয়া, যাহাতে মৌলিক ভাবে এবং নানা টীকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া, অধ্যায় গুলির সংযোগ বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় পড়িয়া যাইবার কালে, এ প্রবন্ধ পড়িতেই হইবে; এবং উহা পড়া হইয়া যাইলে, খাপছাড়া ভাবে অধ্যায় গুলি পঠিত হইতে থাকিলেও পাঠকের কোন অসুবিধা থাকিবে না।

কয়েক জন বই-বাজারের বিশেষ ব্যক্তি আমায় পরামর্শ দিয়াছেন যে যদি আমার পুস্তকের Publicity ও বিক্রয় চাওয়া যায় তাহা হইলে (১) বইয়ের মলাট Stiff ও Artistc করিতে হইবে, যাহাতে হাজার বইয়ের ভিতর লোকের নজর আমার বইয়ের উপর যেন পড়ে, (২) কাগজ Semiglaze করিতে হইবে। (৩) "পদচ্ছেদ" ও "অন্বয়" তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের মতে ইহাদের কোনও মূল্য নাই, কেবল স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে)। (৪) উদ্ধৃতি অত টীকাকারদের যেন না দেওয়া হয়; শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর ও মধুসূদন হইলেই যথেষ্ট হইবে, এবং উহাও অতি সংক্ষেপে, চার পাঁচ লাইনে দিলেই হইবে। (৫) Bibliographyতে অত বইয়ের নাম না দিয়া, মাত্র এক লাইন দিলেই চলিবে যে পঞ্চাশাধিক টীকার মাল লওয়া হইয়াছে; দীর্ঘ তালিকা অনেক স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। (৬) বই খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে, সংশয় নাই, "a masterpiece"। কিন্তু কয়জন মহামহোপাধ্যায়ের কিনিবার সামর্থ্য হইবে? বইয়ের যদি বিক্রয় চাওয়া হয় তো তাহার জন্য ভিতরে শিক্ষকের মত অত ব্যাখ্যাদি না করিয়া, বাহিরে চটকদার যেন করা হয়। আপনার, শিক্ষকের মনোভাব ত্যাগ করুন।

এ সম্বন্ধে গুণগ্রাহী ক্রেতারা ও পাঠকেরা তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী এ বুদ্ধিহীন গ্রন্থকারকে কি পরামর্শ দেন ?

আমার এই ছোট্ট ৪০০ পৃষ্ঠার পুস্তক দুই প্রেসে মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। যাহা প্রথম প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২—১ হইতে ২—২০৮ ও ৪০—১২৯ হইতে ৪০—১৯৩ ; যাহা দ্বিতীয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা হইয়াছে ৪০।১ হইতে ৪০—১২৮। ইহা ৪০ শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া এইরূপ, ৪০—১ ইত্যাদি পৃষ্ঠাসংখ্যা পাইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা, উপরে মাঝ খানে, দেওয়া হইয়াছে, যথা ২।৬১। প্রথম প্রেস পারিয়া উঠিতে ছিলেন না বলিয়া তাঁহাদেরই অনুরোধে অন্য একটি ছোট প্রেসকে খানিকটা দিতে হইয়াছে। এখানে বড় প্রেস নাই বলিলেই হয়। প্রেসের কথা আর কি লিখিব ? বড় প্রেসটি দশমাসে মাত্র ২১৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিয়াছেন। ছোট প্রেসটিতে যুক্তাক্ষর বেশী না থাকায় যেন তেন করিয়া বানানের কাজ সারিয়াছে। উপায় ছিল না। এ প্রেসটিও যদি কাজে জবাব দিত, আমার গীতা দুই বৎসরের বাহির হইত না। এই সব নানা কারণে, এবং বিশেষ করিয়া আমায় দৃষ্টি ক্ষীণতার জন্য বর্ণাশুদ্ধি অসংখ্য রহিয়া গিয়াছে Lens লাগাইয়া Proof Correct করিয়াও সব correct করা হইয়া উঠে নাই। প্রেসের জন্য লেখা অত্যন্ত খারাপও হইয়াছিল, হাত কাঁপে বলিয়া। এই অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধির জন্য দয়ালু পাঠকেরা যেন এ অক্ষম বৃদ্ধকে ক্ষমা করেন।

এই খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হইয়াছে…। মুদ্রিত হইয়াছে ৪০০ খানা। খরচ পড়িয়াছে…টাকা। মনীষী মহাজনদিগের নিকট সমালোচনার জন্য, ও আত্মীয় ও হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের নিকট পাঠাইতে হইবে প্রায় একশত খানা। যাঁহারা আমাদের প্রথম খণ্ড ছয় টাকা বা তদূর্দ্ধ

মূল্যে কিনিয়াছেন বা কিনিবেন, মাত্র তাঁহাদের জন্য ইহার দাম ৩৲ টাকা রাখা হইল। V.P. খরচ স্বতন্ত্র। দোকান হইতে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় দুই খণ্ড লইবেন তাঁহারা নয় টাকা বার আনায় পাইবেন। স্বতন্ত্র ভাবে দ্বিতীয় খণ্ড বিক্রীত হইবে না যতক্ষণ না প্রথম খণ্ড সমস্ত বিক্রয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিক্রয় লব্ধ অর্থ আমি শ্রী বিরলাজীকে পাঠাইতে চাহি, যদি তিনি গ্রহণ করেন।

যদি উৎসাহ পাই, কম্ কম্ করিয়া অন্যান্য অধ্যায় গুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব—কম্ কম্ এই জন্য যে, এ গরীবের বাড়ীতে বেশী বই রাখিবার স্থান নাই।

কি করিয়া ইহার পরের খণ্ডগুলি বাহির করিতে পারিব, জানি না। দিনতো শেষ হইয়া আসিল। "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে"—"হবে" কেন, বাঁধন ছেঁড়া ছেঁড়া হইয়া আসিয়াছে। যাহা করেন ভগবান।

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য M.A. (Hon) Ph D (Lond), D Litt (Lin) Bar at Law, কাব্যতীর্থ, ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), ময়ুরভঞ্জ প্রোফেসার অধ্যক্ষ সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য M.A. Ph.D. ব্যাকরণাচার্য্য, প্রাক্তন পুরাণ গবেষক, কাশীরাজ ন্যাস ও Research Assistant Varanasi Sanskrit University—এই দুই জনের নিকট আমি বিশেষ রূপে ঋণী; বই খানি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, সেই গোড়া হইতে ইঁহারা যত্ন সহকারে সমস্তটা পড়িয়াছেন।

যে সমস্ত পুস্তক হইতে অনেক কিছু অনুবাদ, বা তাৎপর্য্য ভাবে বা উদ্ধৃত ভাবে লওয়া হইয়াছে, তাহাদের নাম, বা ঐ সকল টীকাদি যে সকল মহাত্মাগণের, তাঁহাদের নাম :—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শঙ্করভাষ্য, হিন্দী অনুবাদ সহিত (অনুবাদক শ্রী হরিকৃষ্ণ দাস গোয়েন্‌কা, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর।)

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামানুজ ভাষ্য, হিন্দী অনুবাদ সহিত (অনু-বাদক শ্রী হরিকৃষ্ণ দাস গোয়েন্‌কা, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর।)

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রী শ্রীধরকৃত "সুবোধিনী" টীকা সমেতা, মূল ভাষানুবাদ ইত্যাদি সমেতা (শ্রীনারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর, ভক্তি শাস্ত্রি প্রভুণা সম্পাদিত)

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ও শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী কৃত গীতা গূঢ়ার্থ-দীপিকা টীকা, অনুবাদ ইত্যাদি সহিত তিন খণ্ড (শ্রী ভূত-নাথ সপ্ততীর্থকর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত ও শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত)

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীধর স্বামিকৃতটীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা সম্বলিত শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক-দীপিকা বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যাত, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ লিখিত ভূমিকা-সহ তিন খণ্ড।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রী রামদয়াল মজুমদার কর্ত্তৃক আলোচিত তিন খণ্ড।

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (গীতা গৌরব) গীতাব্যাস মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীবিদ্যানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক আলোচিত, পাঁচ খণ্ড।

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (গীতারহস্য), লোকমান্য শ্রী বালগঙ্গাধর তিলক কর্ত্তৃক আলোচিত ও শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত।

৯। শ্রীঅরবিন্দের গীতা, শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

১০। The Bhagavad Gita by Dr. S. Radhakrishnan.

১১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রী চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিতা ও ব্যাখ্যাতা।

১২। ভগবদ্গীতা, শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক আলোচিত।

১২। Srimad Bhagavad Gita, edited and translated by Sri Bhakti Pradip Tirtha.

১৪। The Yoga of the Bhagavat Gita by Sri Krishna Prem.

১৫। The Gita according to Gandhi, with commentaries etc. by Sri Mahadev Desai.

১৬। গীতা, শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

১৭। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা সমন্বয় ভাষ্য, গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক আলোচিত।

১৮। "জ্ঞানেশ্বরী", জ্ঞানেশ্বর মহারাজের ভাবার্থ দীপিকা টীকার, শ্রীরঘুনাথ মাধব ভগাড়ে কর্ত্তৃক হিন্দীতে অনূদিত।

১৯। The Bhagavad Gita, a fresh approach, by Dr. P.M. Modi.

২০। গীতা মধুকরী, টীকা অনুবাদ সঙ্কলিতা, শ্রী আশুতোষ দাস সম্পাদিত।

২১। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।

২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, স্বামী সন্তদাস বাবাজী বর্ত্তৃক আলোচিত।

২৩। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা।

২৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীসচ্চিদানন্দ বাল ব্রহ্মচারী বিরচিত ভাষ্যাদি সমেত।

২৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তত্ত্ববিবেচনী, হিন্দী টীকাসহিত শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্‌কা আলোচিত (গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর)।

২৬। গীতা প্রবচন, শ্রীবিনোবাকৃত ও শ্রীহরিভট্ট উপাধ্যায় অনূদিত।

২৭। স্থিতপ্রজ্ঞদর্শন, শ্রী বিনোবাকৃত ও শ্রীহরিট্ট উপাধ্যায় অনূদিত।

২৮। গীতা প্রশ্নোত্তর, শ্রী গীতানন্দ শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত।

২৯। প্রণবগীতোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

৩০। Thoughts on the Gita, by Swami Vivekananda.

৩১। The Lights of Bhagawat Gita by Sri Baij Nath Khanna.

৩২। গীতায় ঈশ্বরবাদ, ও অন্যান্য পুস্তক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

৩৩। Hints on the Study of the Bhagavad Gita by Annie Besant.

৩৪। The Religion and Philosophy of the Gita by Swami Sharvananda

৩৫। গীতাতত্ত্ব, স্বামী সারদদানন্দ প্রণীত।

৩৬। ভগবদ্ গীতার সমালোচনা, ৺সোহহং স্বামী প্রণীত।

৩৭। ভগবদ্ গীতা, শ্রীধরস্বামীর টীকার অনুবাদ, শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত।

৩৮। An Analysis of the Gita by Sailendra Nath Chatterjee.

৩৯। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ত্তৃক অনূদিত।

৪০। গীতা পরিচয়, শ্রীরামদয়াল মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

৪১। গীতাভাষ, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় প্রণীত।

৪২। গীতা পঞ্চদশী শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৪৩। গীতা নিবন্ধাবলী, (হিন্দী) শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্কা প্রণীত।

৪৪। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও উপদেশ (হিন্দীতে) শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। (গীতা প্রেস)

৪৫। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতা ভাষ্য।

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাবার্থবর্ষিণী টীকা।

৪৭। শ্রীমহানামব্রতের গীতাধ্যান।

৪৮। শ্রীজগদীশ্বরানন্দের গীতা ছোট ও বড়।

৪৯। Swami Nikhilananda's Bhagawat Gita.

৫০। গীতার বাণী, অনিলবরণ রায় প্রণীত।

৫১। Recurrent and parallel passages by G.C.O. Haas.

৫২। Sri Bhagawat Gita by Sri Gita Premi.

৫৩। Max Muller's Sacred Books of the East series-এর Telang-এর ভগবদ্গীতা

৫৪। মতিলাল রায়ের গীতা।

৫৫। রাজানক রামকণ্ঠের সর্ব্বতোভদ্র টীকা।

৫৬। Madhwacharya's Bhashya, translated by S. Subba Rau M. A.

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতেও উদ্ধৃতি লইয়াছি :—

উপনিষদসমূহ, মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনাদি পুস্তক, কবিগুরুর The Religion of Man ও শান্তিনিকেতনাদি পুস্তক, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ, বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিরহস্য জ্ঞানযোগ ও অন্যান্য পুস্তক, ভগিনী নিবেদিতার Religion and Dharma ইত্যাদি, জয়দয়াল গোয়েনকার হিন্দীতে জ্ঞানযোগের, ভক্তিযোগের, কর্ম্মযোগের তত্ত্ব ইত্যাদি, নীলকণ্ঠের ভাব দীপিকা, আনন্দগিরির টীকা, Articles on Gita (3 articles) from Cultural Heritage of India, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত, যোগবাশিষ্ট, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, সিদ্ধান্ত লেশ সংগ্রহ ইত্যাদি।

Dr. S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy all the Volumes. Radhakrishnan's Indian philosophy Chatterje & Dattas Indian Philosophy. Deussen's Philosophy of the Upanishad, Ranade's History of Indian Philosophy Volume II, etc Swami Vireshwarananda's Brahma Sutra, Basu's Studies in the Vedanta Series and other books, Govinda Bhasya ইত্যাদি বহু বহু গ্রন্থ।

আর বেশী কি বলিব? গ্রাহকদিগের, পাঠকদিগের ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাজনদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা মুদ্রিত বইগুলি কিনিয়া ও কিনাইয়া, ও যে খণ্ডগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সেইগুলির মুদ্রণে সাহায্য করিয়া, বইগুলির যেন প্রচার করিয়

দেন। এত টীকা সমেত এরূপ বই, কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এ বৃদ্ধের বয়স ৭৬, অথর্ব্ব ; বৃদ্ধের জীবনান্তে যাহা অমুদ্রিত থাকিবে তাহা অমুদ্রিতই থাকিয়া যাইবে। যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহাজন কোন অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করাইবার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বই (মাত্র কয়েকখানি ছাড়া) তাঁহারই হইবে। আমি একপয়সাও চাহি না।

পুঃ—এই মাত্র দেখিলাম, গীতা সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ পত্রিকা "পার্থসারথি", ১৩৭২, ভাদ্র সংখ্যায়, আমার গীতার এক তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন, বিনামূল্যে ও অযাচিত ভাবে দিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম।

B 6/15 Pitambarpura
Varanasi

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

পাঠকের নিকট আমার প্রার্থনা

আপনি গুণগ্রাহী, আমার বিনীত ও বিশেষ অনুরোধ, বইখানি যেন ভাল করিয়া পড়েন, শুধু (ডাঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাষায়) "কিয়দংশ" পড়িয়া, বা "নিবেদন" পড়িয়া, বা উপর উপর এখানে সেখানে দেখিয়া যেন মত গঠন না করেন। "বিবৃতি" (২—৩০ হইতে ২—৪০ পৃষ্ঠা) ও আমাদের ব্যাখ্যাগুলি, বিশেষ করিয়া যেগুলি একাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী, সেগুলি যেন ধীর ভাবে পড়িয়া যান। "নিবেদন"টি যেন ভাল করিয়া পড়েন ও তাহার সপ্তমপৃষ্ঠার নিম্নাংশ ও অষ্টম পৃষ্ঠার উপরের অংশ (গীতা পড়িবার পাঠক্রম), দশম পৃষ্ঠার মাঝের অংশ, আমাদের সিদ্ধান্তগুলি, (দশম পৃষ্ঠার নিম্নাংশ ও ১১, ১২, ১৩, ১৪ পৃষ্ঠা), বিংশ পৃষ্ঠার নীচের বার আনা, ২১ পৃষ্ঠা ও ২২ পৃষ্ঠা (প্রেস একস্থানের পাতা উল্টাইয়া দিয়া ৪০-১২৩, ১২৫, ১২৪, ১২৬ করিয়াছে, এখানে তাহা জানাইলাম)। এগুলি ও ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠা যেন দেখেন। বই ৪০০ copy মুদ্রিত হইয়াছে ও বইয়ে ৪৩০ পৃষ্ঠার উপর পাতা হইয়াছে।

আবার অনুরোধ জানাই, নিম্নে দেওয়া পৃষ্ঠাগুলি যেন ধীরভাবে পড়িয়া যান:—২-১ শেষের দিক। ২-২ মাঝখান। ২-১০ নীচের বার আনা। ২-১১ নীচের বার আনা। ২-১৩ উপরের অর্দ্ধেক। ২-১৪ উপরের কিছু ও নীচের কিছু। ২-১৫ উপরের কিছু। ২-১৬ মাঝ ও নীচের দিক। ২-১৭ মাঝ। ২-১৮ সবটা। ২-১৯ মাঝ। ২-২০ মাঝ ও নীচের দিক। ২-২১ মাঝ। ২-২২ মাঝ ও নীচের

দ্বিক। ২-২৩ মাঝ ও নীচের দিক। ২-২৪ মাঝ ও নীচের দ্বিক। ২-২৫ উপরের অর্দ্ধেক ও নীচের দ্বিক। ২-২৬ উপরের দিক ও মাঝ। ২-২৭ নীচের দ্বিক। ২-২৮ মাঝ ও নীচের দিক। ২-৪৫ রামকণ্ঠ। ২-৪৭ নীচের দিক। ২-৪৮ মাঝ। ২-৫৯ মাঝ। ২-৬১ (নীচের দ্বিক), ৬২ ও ৬৩। ২-৬৪ শেষের দ্বিক। ২-৬৫ মাঝখান ও শেষের দিক। ২-৬৬ (মাঝখান ও শেষের দ্বিক) ও ৬৭, ৬৮, ৬৯। ২-৭৫এর অর্দ্ধেক। ২-৭৬ গোড়ার বার আনা। ২-৭৮ শেষের দিক। ২-৭৯ নীচের বার আনা। ২-৮০ মাঝখান। ২-৮২ মাঝখান। ২-৮৫ গোড়ার ও শেষের দ্বিক। ২-৮৬ শেষের অর্দ্ধেক। ২-৯২ শেষের বার আনা। ২-৯৩ শেষের অর্দ্ধেক। ২-৯৪ গোড়া। ২-৯৮ গোড়ার অর্দ্ধেক ও শেষের দিক ২-১০৫ গোড়ার অর্দ্ধেক। ২-১০৬ মাঝখান। ২-১০৭ মাঝখান ও শেষদিক। ২-১০৮ প্রায় সবটা। ২-১১৫ গোড়ার দিক ও শেষের কয় লাইন। ২-১১৬ প্রায় সবটা। ২-১২০ শেষের দ্বিক। ২-১২৬ শেষের দিক। ২-১২৭ মাঝখান। ২-১২৮ গোড়ার দিক। ২-১২৯ শেষের দিক। ২-১৩০ গোড়ার দ্বিক। ২-১৩১ গোড়ার দিক। ২-১৩৭ মাঝের ও শেষের অংশ। ২-১৩৮ গোড়ার দ্বিক। ২-১৪১ প্রায় সবটা। ২-১৪২ গোড়ার দ্বিক। ২-১৪৩ অনুবাদ। ২-১৪৫ মাঝখান। ২-১৪৭ মাঝখান। ২-১৪৮ শেষের দিক। ২-১৪৯ শেষের দিক। ২-১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩। ২-১৫৮ দুইকমের ব্যাখ্যা। ২-১৬৪ মাঝখান। ২-১৭১ শেষের বার আনা। ২-১৭২ গোড়ার অংশ। ২-১৭৪ গোড়ার অংশ। ২-১৮৩ মাঝখান। ২-১৮৫ প্রায়

সবটা। ২-১৮৬ শেষাংশ। ২-১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২ ও ১৯৩ (অর্দ্ধেক)। ২-১৯৩ শেষার্দ্ধ। ২-১৯৪ শেষার্দ্ধ। ২-১৯৬ গোড়ার বার আনা। ২-১৯৭ গোড়া। ২-১৯৮ সবটা। ২-১৯৯ শেষাংশ। ২-২০০ গোড়ার অর্দ্ধেক। ২-২০৪ মাঝখান।

৪০-১ শেষাংশ। ৪০-৩ প্রায় সব। ৪০-৪ গোড়ার কয় লাইন। ৪০-৭ শেষার্দ্ধ। ৪০-৮ গোড়া। ৪০-২০ শেষার্দ্ধ, ৪০-২১ প্রায় সব, ৪০-২২, মাঝ ও শেষাংশ ৪০-২৩, ২৪, ২৫, ২৬। ৪০-৩৩ প্রায় সব। ৪০-৩৭ শেষাংশ। ৪০-৩৮ শেষাংশ। ৪০-৩৯ হইতে ৫২ পৃষ্ঠা সবটা। ৪০-৫৮ শেষার্দ্ধ। ৪০-৫৯ প্রায় সবটা। ৪০-৬৮ প্রায় সব। ৪০-৭২ প্রায় সব। ৪০-৭৬ প্রথমার্দ্ধ। ৪০-৭৯ প্রায় সবটা। ৪০-৮০ প্রথমার্দ্ধ। ৪০-৮৪ বার আনা। ৪০-৮৫ প্রায় সব। ৪০.৮৬ নিম্নার্দ্ধ। ৪০-৮৭ সবটা। ৪০-৮৮ প্রথমার্দ্ধ। ৪০-৯৭ শেষার্দ্ধ। ৪০-৯৮ সবটা। ৪০-৯৯ মাঝখান। ৪০-১০৬ শেষার্দ্ধ। ৪০-১১২ শেষার্দ্ধ। ৪০-১১৬ নীচের বার আনা। ৪০-১১৭ প্রায় সবটা। ৪০-১১৮ প্রায় সবটা। ৪০-১১৯ সবটা। ৪০-১২৩ নীচের বার আনা। ৪০.১২৬ নীচের বার আনা। ৪০-১২৭ বার আনা। ৪০-১২৮ নীচের চৌদ্দ আনা। ৪০-১২৯, ১৩০, ১৩১ সবটা। ৪০-১৩৩ উপরের অংশ। ৪০-১৩৪ নীচের বার আনা। ৪০-১৩৫ অর্দ্ধেক। ৪০-১৩৯ উপরের ও নীচের কয় লাইন। ৪০-১৪০ সবটা। ৪০-১৪৪ মাঝখান। ৪০-১৪৭ নীচের অংশ। ৪০-১৪৮ উপরের অংশ। ৪০-১৫১ নীচের অর্দ্ধেক। ৪০-১৫২ উপরের অর্দ্ধেক। ৪০-১৫৪ নীচের অর্দ্ধেক। ৪০-১৫৭ নীচের বার আনা। ৪০-১৫৮ উপরের অর্দ্ধেক। ৪০-১৬৫

নীচের অংশ। ৪০-১৬৬ উপরের অর্দ্ধেক। ৪০-১৬৯ মাঝখান। ৪০-১৭১ নীচের অর্দ্ধেক। ৪০-১৭২, ১৭৩, ১৭৪ ও ১৭৫ (অর্দ্ধেক) ৪০-১৮০ (নীচের বার আনা), ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ (নিম্নার্দ্ধ), ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭ (উপরের অর্দ্ধেক)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিলাম যে যুদ্ধে নামিয়া, সম্মুখে শত্রুসৈন্যে, পিতামহ, আচার্য্যগণ ও কাতারে কাতারে সজ্জিত নিজের আত্মীয়গণকে দেখিয়া এবং তাঁহাকে ইহাদের সকলকে নিহত করিতে হইবে ভাবিয়া, অর্জ্জুন স্বজন-প্রীতির মোহে, বিকট পাপের ভয়ে, এবং যুদ্ধের কি শোচনীয় পরিণাম হইবে তাহা মানস চক্ষে দেখিতে পাইয়া, বন্ধু, গুরু ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে আকুলভাবে নিজ মনোভাব বলিতে বলিতে শোক-সংবিগ্ন-মানসে রথোপরে বসিয়া পড়িলেন। ইহাই বিষাদযোগ।

তাহার পর কি হইল, ভগবান অর্জ্জুনের স্ত্রী-সুলভ আচরণ দেখিয়া কি বলিলেন, অর্জ্জুন আরও কি কি কথা পাড়িলেন; তাহার পর, তাহাতে ভগবান কি বলিলেন, শোক, মোহ, ও পাপ-ভয় ইত্যাদির প্রভাব হইতে অর্জ্জুন যাহাতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহার জন্য কি প্রকারের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন. গীতার সেই আরম্ভ অংশ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শোকেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, পথ খুঁজিয়া না পাইয়া, যে অকপটে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তাহাকে ঠিক পথে চালিত করেন।

এই অধ্যায়ে যে যে প্রকরণগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহার ভিতর প্রথম প্রকরণ, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান বা অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্বন্ধীয় হওয়ায়, পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত নাম-করণের নিয়মানুসারে, এই অধ্যায়ের নাম

সাংখ্য-যোগ হইয়াছে। প্রকরণগুলি মোটামুটি এইরূপ ঃ—(১) সাংখ্য, ইহার ভিতর পড়ে আত্মানাত্ম বিবেক (বা পাকা আমি ও কাঁচা আমিকে চেনা বা 'আমি ও আমার' মন হইতে বিসর্জ্জন দেওয়া, এই) প্রকরণ ও স্বধর্ম্মপালন প্রকরণ, (২) বুদ্ধিযোগ প্রকরণ, যাহাতে পড়ে কর্ম্মের চতুঃসূত্রী এবং যাহা আনে ইন্দ্রিয় সংযম, স্থিতপ্রজ্ঞা ও ব্রাহ্মীস্থিতি, ও যাহার মূল কথা, মনে সাম্য-ভাব ও গুণাতীতত্ব আনা। সাম্যভাবেই স্থিত প্রজ্ঞা ও গুণাতীতত্ব আসে, ও ব্রাহ্মী স্থিতিই তাহার চুড়ান্ত অবস্থা। গীতার আসল কথা এই সাম্য-ভাবে থাকা ও গুণাতীতত্ব পাওয়া, যাহা প্রতি ষট্‌কে সে শিক্ষা দিয়াছে।

সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞানকে কর্ম্মযোগ ষট্‌কের ভিতর ফেলা হইয়াছে এইজন্য যে, এইজ্ঞানে মানুষ আত্মাকে দেহ ও মনের সুখ-দুঃখে অর্থাৎ অনাত্ম বিষয়ে জড়াইতে দেয় না এবং সেই জ্ঞানে স্থির থাকিয়া কর্ত্তব্য যাহা, তাহা সে নির্লিপ্তভাবে করিতে সমর্থ হয়। এইখানেই বলিয়া দেওয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, "সাংখ্য যাহা গৌণার্থে কর্ম্মশূন্য স্থিতি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মপালনরূপ কর্ম্ম-সমর্থক "সাংখ্যযোগে" সংস্কারিত করিয়াছেন, আর কর্ম্ম "অর্থাৎ সকাম কর্ম্মকে "নিষ্কাম কর্ম্মযোগে" আনিয়াছেন, "সন্ন্যাস"কে, সংস্কারিত করিয়া "কর্ম্ম ফল-সন্ন্যাস" করিয়াছেন, (যথা পঞ্চম অধ্যায়ে) এবং তৎকালে প্রচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে আনিয়াছেন। তিনি নষ্ট কিছুই করেন নাই, সবকিছু সুমার্জ্জিত ও উন্নীত করিয়াছেন অর্থাৎ যোগে পরিণত করিয়াছেন। তিনি কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। সাংখ্য বা অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আলোচনা পরে আরও বিশদ্‌ভাবে করা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় একটি অতি মহত্বপূর্ণ অধ্যায়। মধুসূদন সরস্বতী

এই অধ্যায়ের "গীতা-সূত্র" নাম দিয়াছেন; এই নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার কারণ ইহার শ্লোকগুলি অন্যান্য অধ্যায়ের সূত্রভাবে রহিয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেশব কাশ্মিরী এই অধ্যায়ের নাম "গীতার্থসংগ্রহ প্রকাশ দিয়াছেন। ইহার আর এক নাম "সমত্বযোগ" অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় কি ভাবে অন্যান্য অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধিত, টীকাকারদিগের কিছু আলোচনা নিম্নে দেখান হইল :—

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় চতুর্থ ও অষ্টম শ্লোক, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের সূত্র। সপ্তমশ্লোক, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূত্র। ষষ্ঠশ্লোক সপ্তম হইতে দ্বাদশ শ্লোকের সূত্র। একবিংশ শ্লোক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের, পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোক চতুর্দ্দশ ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ের সূত্র। দ্বিপঞ্চাশত শ্লোক পঞ্চদশ অধ্যায়ের সূত্র। প্রথম অধ্যায়ের টীকায় ইহা বলা হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলি যে ভাবে সপ্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়ের সূত্র হইয়াছে, তাহার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন এই অধ্যায়ে জ্ঞান, জ্ঞানসাধন নিষ্কাম কর্ম্ম, তজ্জাত চিত্তশুদ্ধি ও তৎফল জ্ঞাননিষ্ঠা, এইসকল আলোচিত হইয়াছে। সকল অধ্যায়গুলি লইয়া, তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। চুম্বকে তাহা এইরূপ :—

'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' (২।৪৮) (সত্ত্বশুদ্ধির সাধনস্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা) তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। 'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ (২।৭১) (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আচরণীয় শমদম প্রভৃতি সাধন-পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস নিষ্ঠা) পঞ্চম অধ্যায়ে

সংক্ষেপে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত অংশে প্রথম ষট্‌কে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বংপদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (২।৬২) বেদান্ত-বিচার অনুকৃত যে অনেক প্রকার ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে, তাহারই পরবর্ত্তী ছয়টি (৭-১২) অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপরে 'বেদাবিনাশিন নিত্যং (২।২১) (তৎ ত্বং পদের একতাবোধত্বের যে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য দেখাইয়া বিবৃত করা হইয়াছে। আর "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা" (২।৪৫) ত্রৈগুণ্য নিবৃত্তিরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠার ফল. অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের নিবৃত্তি যে কিরূপে হয়, তাহা এবং সেই ত্রৈগুণ্য নিবৃত্তিই যে জীবন্মুক্তিতাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক্ নিরূপিত হইয়াছে। "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং (২।৫২) পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষ ছেদন নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" (২।৫৬) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে যে পরবৈরাগ্যের উপকারিণী দৈবী সম্পৎ অদেয়া এবং যামিমাং পুষ্পিতাং (২।৪২) ইত্যাদিতে যাহা বলা হইয়াছে, যে তদ্‌বিরোধিনী আসুরী সম্পৎ দেয়া, এইপ্রকারে উক্ত দুই স্থানে যে উক্ত দুটি বিষয় সূত্রিত হইয়াছে, ষোড়শ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। আর, নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থো (২।৪৫) ইত্যাদিতে দৈবসম্পদের অসাধারণ কারণ যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূত্রিত হইয়াছে, তাহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং তথায় তদ্‌বিষয়ক বিরোধ সকলেরও পরিহার করা হইয়াছে। এই প্রকারে ত্রয়োদশাদি পাঁচটি অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহার ফলে যে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার

নিবৃত্তি ও জীবন্মুক্তির প্রবৃত্তি তাহা বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে। আর, অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্ব কথিত সকল বিষয়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে।

রামদয়াল, মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছেন ও আনুষঙ্গিক ভাবে বলিয়াছেন (১) আত্মদর্শন করা অবধি শোকের নিবৃত্তি নাই; বিনা কর্ম্মে কিছুতেই আত্মদর্শন হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভবার্জ্জুন' চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গোড়ার কথা; 'মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ' চতুর্থ অধ্যায়ের কথা (নির্লিপ্ত ও 'অকর্ম্ম' ভাবে কার্য্য করা) এবং 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি' তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়ার কথা।

কৃষ্ণানন্দ। অর্জ্জুনের বিষাদ-চিত্ত শুদ্ধির হেতুভূত নিষ্কাম কর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থানীয় হইয়া, গৌণীভক্তিরূপ কর্ম্মযোগের সূচনা করিলেন।

মতিলাল রায় (প্রবর্ত্তক সংঘের সংঘ নেতা) যে ধর্ম্ম, সনাতন আখ্যা লাভ করিয়া অতীতে মানুষের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে, অর্জ্জুন দেখিলেন বস্তুতঃ তাহা একেবারেই জীবনক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে।

Sharvananda (Sannaysi). The inner reality of man is neither of the flesh, nor of the mind...and as such it can neither be a doer nor an enjoyer.

আচার্য্য শঙ্কর, তাঁহার উপোদ্‌ঘাতের বার আনা অংশে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয়না, এবং জ্ঞানী বা সাংখ্যযোগীর এবং সেই হিসাবে সকলকারই সন্ন্যাসী হওয়া প্রয়োজন, ইহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; বাকী অংশে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু ধারণা দিতে পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ গীতা হইতে, বহুলাংশে সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত করা হইল। শঙ্কর বলিয়াছেন—"অবিদ্যা হইতে অহংকারের

উৎপত্তি; অহংকার দুঃখের বীজস্বরূপ। অবিদ্যা প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোক হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমি ও আমার" জ্ঞানই অহংকার। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়গণের প্রতি "ইহারা আমার ও আমি ইহাদের", এইরূপ স্নেহ প্রাবল্যের ও বিচ্ছেদের ভয়ে, শোক ও মোহ সূচক কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। শোকে তাঁহার বিবেক আছন্ন হইয়া পড়ায় "ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব" এইরূপ পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তিনি উদ্যত হইয়াছিলেন। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যতীত শোক মোহের বিনাশ সাধনের উপায়ান্তর নাই। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া যথা বিহিত আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন টীকাকারের টীকায় জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রয়োজন ইহা শ্রুতি প্রমাণ সহ দেখাইয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্কর তাহা অন্যান্য শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও বলিয়াছেন জ্ঞান ও কর্ম্মের, কেহ একটি এবং কেহ অন্যটি, লইবে, কিন্তু দুটি এক সঙ্গে চলিবে না। তিনি বলেন ইহাই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে সিদ্ধ হইতেছে। "অশোচ্যান্" হইতে অষ্ট ত্রিংশতম শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমার্থ তত্ত্ববিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহাকেই সাংখ্য, ও তদ্‌বিষয়িনী বুদ্ধিকে সাংখ্য বুদ্ধি বলা হয়।" "আত্মায় ষড়বিধ বিকারের অভাব, আত্মা অকর্ত্তা, অভোক্তা, এই প্রকারের নিশ্চয়তা উক্ত বুদ্ধি হইতেই হয়। এই বুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে, সন্ন্যাসীগণের বিশেষ কর্ত্তব্য; সেইজন্য গৌণার্থ লইয়া, সাংখ্য ও সন্ন্যাসকে এক বলা হইয়াছে আর এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, আত্মাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহাতে বিচার করা হয়, মোক্ষ সাধনের চেষ্টা

স্বরূপ সেই মার্গ বা অনুষ্ঠানকে যোগ বলা হয়। কর্ম্ম-নিষ্ঠাই যোগ বুদ্ধি। বিশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসীগণ জ্ঞান-যোগের অনুষ্ঠান করেন, ও অন্যান্য মনুষ্যেরা চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞান পথে উঠিবার জন্য কর্ম্ম-যোগের সাধনা করেন"। শঙ্কর প্রমুখ জ্ঞানীদিগের মতে "তত্ত্বমসি" প্রতিপাদিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বুদ্ধির নাম "জ্ঞান", এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার মতে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই ধারণা জ্ঞানে থাকে না, কর্ম্মে পূর্ণ মাত্রায় থাকে। "এই দুইবুদ্ধি একই কালে একই পুরুষে কখনই থাকিতে পারে না।"

কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটি বিশেষ বিশেষ পথ ভগবানকে পাইবার। কিন্তু জ্ঞানবাদীরা বলেন, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মতে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠ হইলেই কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। আত্ম জ্ঞান নিষ্ঠ হইবার জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, এই চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্যার প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি হইলে "সব কিছু একমাত্র ব্রহ্ম" ইত্যাকার পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম্ম-প্রয়োজন না থাকিলেও, অনেক সময় লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে থাকেন। ভগবানের শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন, যেমন কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেইরূপ লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্মও কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। জনকাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন; আত্মা বিষয়াসক্ত নহে, এইরূপ বিবেচনা তাঁহাদের হইয়াছিল; কামনা বিহীন কর্ম্ম যে অবস্থা আনে, তাহাতে নিজে হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইজন্য জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যদি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ আত্মবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই ধরা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ম্ম দ্বারা

চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানোৎপত্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। জ্ঞানীরা বলেন, "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে"; আত্মা নির্লিপ্ত। "অর্জ্জুনের বিনা জ্ঞানে উদ্ধার হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া শোক সমুদ্র হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"অশোচ্য" ইত্যাদি, "অর্থাৎ ভীষ্ম দ্রোণাদি সদাচারী আর পারমার্থিক রূপে নিত্য হওয়ায় অশোচ্য।"

"অগতাসূন্" শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন, আত্মার জন্ম, দেহের জন্মাধীন নহে; আত্মার বিনাশও দেহের মরণাধীন নহে। আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই, এই কারণে তজ্জন্য শোক অকর্ত্তব্য। দেহ পরিণামধর্ম্মশীল, তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও নাশ ঘটিয়া থাকে। অগত্যা, তাদৃশ দেহের জন্য শোক অকর্ত্তব্য। আচার্য্য শঙ্কর, উপরে যাহা বলা হইয়াছে—তাহা ছাড়া এই শ্লোকার্দ্ধের আর বিশেষ কোনও ব্যাখ্যা যেন নাই। শ্রীধর বলেন, দেহ ও আত্মায় অবিবেক থাকায়, অর্জ্জুনের এত শোক হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁহাকে বিবেক জ্ঞান দিয়াছিলেন। শ্রীমৎ বলদেবের ঐ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা, অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রাপেক্ষাও বলবান, কিন্তু জ্ঞান-শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষাও বলবান। জ্ঞানশাস্ত্র যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহা করিলে পাপ হয় না। শ্রীমৎ মধুসূদনের উক্তি উপরে ও প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, অর্জ্জুনের দুইপ্রকার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। (১) নির্লিপ্ত স্বপ্রকাকশ আত্মাকে মরণশীল, এবং ক্ষণ-বিধ্বংসী দেহকে স্থায়ী মনে করিয়া, সকল প্রাণীই মোহাচ্ছন্ন হয়। আত্মীয় নাশ ভয়ে এই সাধারণ মোহ অর্জ্জুনের হইয়াছিল, আর (২) স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধকে অধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করা, যাহা সাধারণ মোহ নহে, অর্থাৎ

সকল প্রাণীর হয় না, সেই মোহ অর্জ্জুনের হইয়াছিল। আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপ-জ্ঞান জন্মাইলে উল্লিখিত সাধারণ মোহ বিদূরিত হয়; আর ক্ষত্রিয়ের কি ধর্ম্ম উহা ভাল করিয়া উপলব্ধিত হইলে, দ্বিতীয় মোহ দূর হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা মৃত বন্ধুর বিয়োগ ও জীবিত গণের বিয়োগাশঙ্কায় কখনই মুহ্যমান হন না। পণ্ডিতেরা সমাধি} দশায় যখন থাকেন, তখন এইপ্রকার কোনও আভাসই তাঁহাদের মনে থাকে না, আর ব্যুত্থান সময়ে, শরীরের বিনাশশীলতা ও আত্মার অবিনাশশীলতার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় কোনও প্রকার কাতরতা অনুভব করেন না। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় দূর হইলে, অনর্থক শোক থাকে না। বশিষ্ঠ শোক-মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও নিন্দিত ক্রিয়াবলী অনুকরণীয় নহে। এইপ্রসঙ্গে, এইরূপ ভাবের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ সূরী বলেন শরীর নাশে আত্মনাশ হইবে ও স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে অধর্ম্ম হইবে, অর্জ্জুনের এইরূপ মোহ হইয়াছিল। কৃষ্ণ তাই যেন তাঁহাকে বলিলেন, আকাশের ন্যায় নাশ রহিত ও শোকের অযোগ্য ভীষ্মাদির নিমিত্ত কেন তুমি শোক করিতেছ? শ্রীমৎ বলদেব ও শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যার উপসংহারে বলেন, আত্মার নাশ নাই; ভীষ্মাদি সকলে স্থূল—সূক্ষ্ম—দেহধারী আত্মা মাত্র। জ্ঞান জন্মিলে মায়া দূরীভূত হইবে, ও প্রজ্ঞাচক্ষে আত্মা ও দেহের পার্থক্য দেখিতে পাইলে, শোক মোহ চলিয়া যাইবে। শ্রীমৎ আনন্দগিরি বলেন যে, ভীষ্ম দ্রোণের বাচ্যার্থ লইয়া তুমি শোক করিতেছন, না, লক্ষ্যার্থ লইয়া? যদি বল বাচ্যার্থ লইয়া, তাহা হইলে তাহাদের অসৎ আচরণ দেখিয়া, বা তাহাদের নাশ হইবে বলিয়া, শোক করিতেছ? প্রথমটি হইতে পারে

না ; কারণ ভীষ্ম সদাচারী ; দ্বিতীয়ও হইতে পারে না, কারণ যাহা বিনাশশীল তাহার জন্য কেহ শোক করে না। লক্ষ্যার্থ লইয়াও হইতে পারে না, কারণ আত্মা অমর। এইভাবে প্রায় সকলেই, এই অধ্যায় আলোচনা করিয়াছেন।

অর্জ্জুনের কি প্রকারের মোহ হইয়াছিল, এ লইয়া অনেকে অনেক প্রকারের বিবৃতি দিয়াছেন। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন ইত্যাদি আচার্য্যগণের বিবৃতি আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই সম্বন্ধে আমাদের মোটাবুদ্ধিতে মনে হয়, ইহা অতি পরিষ্কার যে অর্জ্জুন তিনটি বিষয়ে প্রপীড়িত হইতেছিলেন, তাহা (১) স্বজন প্রীতি, অর্থাৎ আমাকেই কি না আমার এই স্বজনদিগকে হত্যা করিতে হইবে, এই পীড়াদায়ক ভাবনা (২) গুরুজন বধকরা রূপ মহাপাতকে এক টুকরা রাজ্যের জন্য আমাকে লিপ্ত হইতে হইবে, এই ক্লেশকর চিন্তা, (৩) যুদ্ধের পরিণাম, সব ছারখার, সব কুল নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়া আর তারপরে ব্যভিচার—ইহা হইবেই হইবে, এই ভাবনা। যুদ্ধে নামিয়া এই গুলির বিষয়ে, বিশেষ তৃতীয়টির বিষয়ে চিন্তা করা 'অশোচ্য' অর্থহীন। সকল রকম সঙ্কটে, ধর্ম্মসঙ্কটে তো বটেই, ছোট ছোট বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহার ফলে পথ খুঁজিয়া না পাওয়াও এইরূপ। যুদ্ধে যাহা ঘটেই, যুদ্ধে নামিয়া তাহাদের বিষয় ভাবা, এখন 'অশোচ্য'; কিন্তু তিনি এত প্রপীড়িত এবং মোহ প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধে আহুত হয়, ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে, যুদ্ধকরা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য, এই সব ক্ষাত্রনীতি তাঁহার স্মৃতি হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা সন্দেহে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, তিনি স্থিত হইতে পারিতেছিলেন না। যুদ্ধে স্বজন-প্রীতির স্থান নাই ; প্রত্যেক সৈনিক সে কথা জানে। পিতাকেও যদি পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে

হয়, যুদ্ধের নিয়মে সে তাহা করিতে বাধ্য হইবে। ভালবাসা, অর্জ্জুনের মনে কাবু-করা ভাবে জাগিষা উঠিয়াছে, এই ভাবিয়াই তো শ্রীকৃষ্ণ গোড়াতেই তাহাকে ধমক দিয়াছিলেন "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ।" অর্জ্জুন ধমক খাইয়াও মোহ ছাড়িতে পারিলেন না, তবে স্ত্রী-সুলভ স্বজনপ্রীতি, যুদ্ধ ত্যাগের অকাট্য যুক্তি নহে, ইহা বুঝিলেন। সেই জন্য, ধমক খাইয়া, যুদ্ধ ত্যাগ করিবার অন্য অছিলা তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কি, তাহা দেখাইতে, সাংখ্য-তত্ত্বের স্থান ও কাল উপযোগী আলোচনা করিলেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানই এই সাংখ্যতত্ত্ব, যে জ্ঞানের দ্বারা পাকা আমি ও কাঁচা আমি, আত্মা ও অনাত্মাকে চেনা যায়, যে জ্ঞানের দ্বারা পাকা আমিতে স্থিত থাকা, ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল কাঁচা আমির কবলে না পড়া হয়, এবং যে জ্ঞানের দ্বারা, নিজ সহজাত ধর্ম্ম (বা প্রকৃতি যে ধর্ম্ম পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে তাহার শরীরে দিয়াছে) তাহা নির্লিপ্তভাবে রাগ দ্বেষ ও মোহ হীন ভাবে, প্রতিপালন করা সম্ভব হয়। ইহাই, মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ঋষি নারায়ণোক্ত প্রবৃত্তি মার্গ (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২১৭।২, প্রবৃত্তি লক্ষণং ধর্ম্ম ঋষি নারায়ণোঽব্রবীত) এখানে, 'প্রবৃত্তি' পারিভাষিক শব্দ, ইহা নিবৃত্তি মার্গের বীজস্বরূপ) "সাংখ্যজ্ঞানের অর্থ আত্মানাত্মবিবেক জ্ঞান, এবং আত্মানাত্মবিবেক জ্ঞান অর্জ্জুনকে দেওয়াই দরকার ছিল বুঝিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আত্মাসম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন" এই ভাবের ব্যাখ্যা বেশীর ভাগ টীকাকারেরা দিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নামানও তো দরকার ছিল; মাত্র আত্মানাত্ম-বিবেক জ্ঞান দিলে কি তাহা ঘটিত? অর্জ্জুন হয়তো আরও দ্রুত গতিতে অনাত্মক যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন। যদি শ্রীকৃষ্ণের কথার প্রথম অংশকে আত্মনাত্মবিবেক জ্ঞানের কথা বলা হয়, তো তাহা সাংখ্যতত্ত্বের মাত্র একাংশ, দ্বিতীয় অংশ যে স্বধর্ম্ম-

পালন, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে “এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে, ২।৩৯ শ্লোকের এই কথাগুলিতে। প্রথম অংশের অর্থ এবং উপযোগিতা কি, তাহা আমরা যথাস্থানে আমাদের মোটাবুদ্ধি অনুসারে আলোচনা করিয়াছি। অজ্ঞান হইতে দ্বিতীয় বস্তুতে জ্ঞান হয়, এবং দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হেতুই ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়, যাহা, আত্মজ্ঞান হইলে “তরতি শোকমাত্মবিৎ (ছান্দোগ্য)। কথাটা খুবই ঠিক, কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে যুদ্ধ করা কি চলে ?

কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে ভগবানের কথার মর্ম্ম এই যে, ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীর জরাজীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু ঘটাইলে তাঁহার উপকারই করা হইবে, কারণ তাহাতে তিনি নূতন জন্ম, নূতন কার্য্যকরা দেহ পাইবেন। কেহ বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তুমি কাহাকে মারিবে ভাবিতেছ, ভীষ্মের দেহকে না ভীষ্মের আত্মাকে। যদি দেহকে মারিবে ভাবিতেছ, সে তো বিনাশশীল, নিজেই মরে। যদি আত্মাকে মারিবে ভাবিতেছ, সে তো অবিনাশী, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধ কর। কেহ বলিয়াছেন, আত্মা অমর, ইহা মস্ত প্রবোধ, তাই এই প্রবোধ অর্জ্জুনকে দেওয়া হইল। কেহ বলিয়াছেন “শোক প্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য নহে ; কেন না, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, দুইটি দেহের মধ্যে, কোন্ দেহটি বিনষ্ট হইবে বলিয়া তুমি শোক করিতেছ ? স্থূল দেহের জন্য তুমি শোক করিতে পার না, কারণ স্থূল দেহতো বিনষ্ট হইবেই। সূক্ষ্ম দেহের জন্যও তুমি শোক করিতে পার না, যে হেতু মুক্তির পূর্ব্বে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। আর স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট যে অনন্ত আত্মা, তাহার উদ্দেশেও শোকের অবকাশ নাই, কারণ, জন্য পদার্থ

মাত্রেই যে ছয়টি বিকার পরিলক্ষিত হয় আত্মাতে তাহা নাই। একজন বলিয়াছেন উপাধিত্রয়ের বোধ সহকৃত আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপ জ্ঞান জন্মিলে, মোহ বিদূরিত হয়। একজন বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে আত্মা অমর এবং আত্মা নিষ্ক্রিয় তাহা দেখান হইল এই প্রকারে অনেক-গুলি যুক্তির উত্তর ভাবে গান্ধিজি বলিয়াছেন, "Well might he (Arjun) have asked if the self is imperishable, if the self does not act, why should I then engage in this violent act" ?

আরও অনেক যুক্তি অনেকেই দিয়াছেন. যাহা, মুর্খ আমরা, আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকে। চৈতন্যদেব ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ, স্ব-রচিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন" ঐ যুক্তিগুলিও যেন ঐ রূপ।

গীতার বিরুদ্ধ ভাবের সমালোচনা অনেকেই করিয়াছেন, শুধু একজন নহে; বই লিখিয়াও: এবং মনে হয়, উত্তর আছে জানিয়াও, তাহা করা হইয়াছে। একজন লিখিয়াছেন 'যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সত্যই হইয়াছিল, এবং বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে দাঁড় করাইতে শ্রীকৃষ্ণ কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণের উক্তি নিশ্চয়ই অল্প কথায়, এবং যুদ্ধে প্রেরণা দিতে পারে এরূপ কথায় হইয়াছিল, নিশ্চয়ই ৫৭৪ শ্লোকে হয় নাই। এইরূপ সমালোচকেরা বলেন যে, যুদ্ধ তখন হয়-হয়, 'প্রবৃত্ত শস্ত্র সম্পাতে', যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা শোনাইতে আরম্ভ করিলেন ; এতবড় গীতা শোনাইতে নিশ্চই অনেক সময় লাগিয়াছিল. সকলে কি তখন দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছিল, ধনুকে তীর যোজনা করিয়া ? এ সমালোচনার উত্তর খুবই সহজ; সকলেই জানেন যে মনের শক্তি অদ্ভুত। স্বপ্নে তো বটেই, এমন কি জাগরিত অবস্থায়

উহা পাঁচ মিনিটে পঞ্চাশ স্থানে বেড়াইয়া, এবং পাঁচ শ কথা কহিয়া আসে। যোগশক্তি, এই মনেরই একটি বিশেষ রকমের শক্তি। যোগ শক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তে, গীতার সবকিছু অর্জ্জুনের মাথায় সেই ভাবে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন, যে ভাবে ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান ব্রহ্মজ্ঞান প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন; (ভাগবতে ইহা পাওয়া যাইবে)। কুরুক্ষেত্রে মূহ্যমান অর্জ্জুনের ভিতর প্রেরণা সঞ্চারিত করিবার সময়, শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যুদ্ধের পরে, এক সময়ে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আর একবার গীতা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে তখন তিনি যোগাবস্থায় ছিলেন; এখন সেই অবস্থায় নাই বলিয়া ঠিক সেই প্রকারের কথা তাঁহার বলা সম্ভব হইবেনা। গীতার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে যাহা শোনান, তাহা অণুগীতা নামে কথিত হয়। হইতে পারে, গীতার মত কোন গ্রন্থ হইবে না ও হয় নাই, ইহাই ইঙ্গিতে বলিবার জন্য, হয়তো শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়াছিলেন। তবে যোগে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি দুই দশ কথা কেন, দুই দশ সহস্র কথা, এক মুহূর্ত্তে অন্য মনে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে সক্ষম, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; ইহা will power দ্বারা thought transference. গীতার অধ্যায়গুলির নামের শেষে 'যোগ' শব্দ, এবং পুষ্পিকায় 'যোগশাস্ত্র' শব্দ, এবং শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বর নাম, এই যোগ ক্ষমতার সহিত কোন ভাবে সম্বন্ধিত হয়তো হইতেও পারে।

কেহ বলেন আদিম মহাভারত একখানি চটি বই ছিল, এবং যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা থাকাতে, 'জয়' তাহার নাম ছিল, যে শব্দটি ততোজয়-মুদীরয়েৎ কথায় পাই; সেই মহাভরত ব্যাসদেব ফাঁপাইয়া এত বৃহৎ করিয়াছেন। ইহার উত্তর এই যে, ততোজয়মুদীরয়েতের অন্য অর্থও

অনেকে দেন ; তাহা ছাড়া মহাভারত চটি বইয়ের মত প্রথমে ছিল, সে চটি বই কি কেহ দেখিয়াছেন ? আর যদি উহা চটি বইয়ের মত প্রথমে ছিল তাহাতেই বা কি ? লেখকেরা বড় বই লিখিবার পূর্ব্বে ছোট sketch বা collection of notes করেন না ? আর তাহাতে যে গীতার notes ছিল না, তাহারই বা কি প্রমাণ ?

কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে গীতা কি মহাভারত, ইহাদের ঐতিহাসিক মুল্য নাই ; সকলে কি কবিতায় কথা কহিত ? ইহার উত্তর এই যে, কোথাও বলা হয় নাই যে তখনকার লোকেরা কবিতায় কথা বলিত। পূরাণেই আছে ব্যাসদেব ও গণেশঠাকুরে এই বন্দোবস্ত হইল যে ব্যাসদেব কবিতা রচনা করিয়া মহাভারত কথা অনর্গল বলিয়া যাইবেন এবং গণেশ ঠাকুর লিখিয়া যাইবেন ; যদি লেখার সহিত রচনা সমান তালে ব্যাস না বানাইতে পারেন, যদি অনর্গল ভাবে শ্লোক না আসে, তবে গণেশ ঠাকুর উঠিয়া যাইবেন ; তবে ইহাও ঠিক হইল যে, কোনও শ্লোকের অর্থ গণেশ ঠাকুর না বুঝিয়া যেন না লেখেন। গণেশ ঠাকুরের শ্লোকের অর্থ বুঝিতে যাহাতে একটু সময় লাগে, এবং সেই সময়ে রাশিকৃত শ্লোক যাহাতে তিনি রচিয়া ফেলিতে পারেন, সেইজন্য ব্যাসদেব, মাঝে মাঝে এক আধটি অতি দুর্ব্বোধ্য শ্লোক ছাড়িতেন। এই দুর্ব্বোধ্য শ্লোকগুলিকে ব্যাসকূট বলা হয়।

একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণই গোলক বা বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান, অর্জ্জুনের তাহা যদি গীতার গোড়ার সময়ে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে ৪।৪ শ্লোকের বাক্য বাহির হইত না ; কিন্তু তথাপি বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা ঠিক হইয়াছে কি ? ইহার উত্তর ২।৪

শ্লোকের টিপ্পনিতে দিয়াছি। কেহ বলেন যে শুকদেব সমসাময়িক কালে মরিয়া গিয়াছিলেন, আবার পরীক্ষিতের মৃত্যুর সময়ে তাঁহাকে ভাগবত শুনাইতে কোন্ অজানা স্থান হইতে আসিলেন? ইহার উত্তর, "অজানা স্থান" অর্থাৎ তিনি পঞ্চভৌতিক দেহে আসেন নাই। তাহা ছাড়া, উত্তর অন্যভাবেও অনেকে দেন, ভিন্ন ভিন্ন কল্পের ঘটনা বলিয়া। কোন সমালোচক বলিয়াছেন গীতা অসঙ্গতিপূর্ণ; উদাহরণ, যথা, কৃষ্ণ প্রথমে আত্মানাত্মবিবেকের কথা বলিলেন, আবার পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন কর্ম্ম কর। একবার বলিলেন কর্ম্ম কর, আবার বলিতে লাগিলেন প্রকৃতিই সব করে, আবার বলিলেন আমিই সকলকে ঘোরাই। প্রথম নালিশের উত্তর আমরা বহুবার দিয়াছি; সাংখ্যজ্ঞানের ভিতর আত্মাকে চেনা ও স্বধর্ম্ম পালন করা দুইই আছে; দ্বিতীয়ের উত্তর পরে আসিবে; কোথাও গীতায় অসঙ্গতি নাই।

কেহ বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যদি ভাবিয়া থাকেন যে, আত্মা জন্মায় না, মরে না, এবং আত্মা একটি আশ্চর্য্য বস্তু, এইরূপ কয়েকটি শ্লোক উচ্চারিত হইবামাত্র, অর্জ্জুনের শোক দূর হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তিনি ভুল ভাবিয়াছিলেন। এবং তিনি নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। উপনিষদে বলিয়াছে বলিয়া বলা হয় যে, আত্মার কথা শুনিবামাত্র, শোক মোহ থাকে না, তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ— তাহা অর্থবাদ। শোক সহজে যায় না। ব্যাস বশিষ্ঠের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, যোগীশ্বর মহাদেবও সতীর মৃত্যুতে শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। এ নালিসের উত্তর এই যে আত্মা অমর ইত্যাদি শুনিলে শোক তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে কি না এ আলোচনা এখানে আসেই না; আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ সে উদ্দেশ্যে ঐ সব কথা আনেন নাই। যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইত যে শোক

ঐ কথাগুলিতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে গীতাকার ঐখানেই গীতা শেষ করিয়া দিতেন এই বলিয়া, যে ঐ কথাগুলি শুনিবামাত্র অর্জ্জুন বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার সকল শোক চলিয়া গিয়াছে। ঐ কথাগুলি অন্য উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, তাহা অন্যত্র বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। অনিবার্য্য শোক সহ্য করিতেই হইবে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতেন বলিয়াই,—আত্মার বিষয় তো পরে আসিয়াছে—গোড়াতেই ভগবানের উক্তি হইয়াছিল "তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত" (২।১৪)। গীতা কত practical ; মানুষের limitations জানে ; ।তাই প্রথমেই বলিয়াছে সহ্য কর, তারপরে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় দমন, অভ্যাস, বৈরাগ্য, ধাপের পর ধাপে মানুষকে তুলিয়াছে, ব্রাহ্মীস্থিতি, গুণাতীতত্বে। উপনিষদও, "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছে একত্বমনুপশ্যতে। যখন সেই একত্বমনুপশ্যতে ভাব আসে, যখন সেই ব্রাহ্মী-স্থিতি-প্রাপ্তি ঘটে, তখন ইহা আপনিই হয় যে, শোক মোহ থাকে না, "আমি-আমার" থাকে না (২।৭১, ৭২)।

অনেকেই নালিশ করেন যে গীতাতে এত হাজার রকমের খবর দেওয়া হইয়াছে কেন, ইহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। সেই শেষে আনিলেন, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, ইহা ভগবান গোড়াতেই আনিলেন না কেন? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান চাহেন নাই যে অর্জ্জুন অন্ধ থাকুক্ এবং অন্ধভাবে তাঁহার দ্বারা নীত হউক। কোন তেজস্বী ও বুদ্ধিমান পুরুষকে ছাত্র করিয়া এভাবে চালিত করা উচিত হয় না। আদর্শ গুরুর মত ভগবান চাহিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন (অর্থাৎ মানুষেরা, বিশেষ যাহারা ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়াছে তাহারা) সব কিছু শুনিয়া লউক, তাহারপর নিজেই সে ঠিক ভাবে, ঠিক পথ লইবে। আমরা বার বার বলিয়া।ছ যে গীতা

ঋষি নারায়ণ কথিত প্রবৃত্তি মার্গকে মূল্য দিয়াছে. যে মার্গ কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলেনা, কর্ম্মফল সন্ন্যাস করিতে বলে, যে মার্গ চাহে রাগদ্বেষ-বিহীন ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা, অকপটভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চলা, এবং যখন পথ খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তখন অকপটভাবে শরণাগতিতে আসা। "নির্দ্বন্দ্ব" "নিত্যসত্ত্বস্থ" "নির্যোগক্ষেম" এই শরণাগতির ভিতরই পড়ে। গীতার উপদেশের শেষ কথা, এই শরণাগতি নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও আদর্শ গুরুর মত, অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোথাও কোন সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছে কি? বহুলোকের মুখে আমরা শুনিতে পাই যে গীতার এই আত্মা সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত", ইহা অস্থানে উক্ত হইয়াছে, গীতার কোথাও ইহার উপযোগিতা আসে নাই। ইহার উত্তর এই যে, এই শ্লোকগুলি ঠিক কি বলিতেছে তাহা না বুঝিয়া এই নালিশ করা হয়। আমরা যথাস্থানে, এই শ্লোকগুলি ঠিক কি বলিতেছে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা যে রকম বুঝিয়াছি তাহা বলিয়াছি। সেই কথাগুলি অন্যভাবে এবং চুম্বকে যদি এখানে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, আত্মাকে না জানিলে তদাত্মকত্ব কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। তদাত্মকত্ব নাশ করানই তো গীতার উদ্দেশ্য; পঞ্চদশ অধ্যায় বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে জোর দিয়াছে। ভাল করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত গীতা গ্রন্থখানি এই শ্লোকগুলির উপযোগিতা দেখাইয়াছে।

সাংখ্য তত্ত্ব

গীতার সাংখ্য তত্ত্ব প্রকরণ, অনেকেরই মতে, কাপিল সাংখ্য দর্শনের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখে না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সাংখ্যের

অর্থ জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানের অর্থ, অনেকের মতে, আত্মানাত্ম-বিবেক ; ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্মানাত্মবিবেকের অর্থ দেওয়া হয়, আত্মাকে, এবং যাহা আত্মা নহে অর্থাৎ অনাত্মাকে, চেনা এবং বুদ্ধিতে, এককে অন্য হইতে পৃথক রাখা। দেহ মন ইত্যাদি, ইহারা অনাত্মা; আত্মা ইহাদের প্রভাবে, ইহাদের মধ্যে যেন নিজেকে হারাইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা এই আত্মানাত্ম বিবেকে থাকিতেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিলেই, এমন কি পুণ্য কর্ম্ম করিলেও, কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে হয়, জন্মমৃত্যুর স্রোতে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে কোনও রকম কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ছিল জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় হয় না। জ্ঞানবাদীরা সাধারণতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস করিতেন বলিয়া, সাংখ্যবাদী হওয়ার গৌণ অর্থ জ্ঞানচর্চ্চায় থাকার সহিত কর্ম্মসন্ন্যাস লওয়া; এমন কি সন্ন্যাসী হওয়া হয়, কারণ অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। পরে আরও গৌণ অর্থ, জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াই, সন্ন্যাসী হওয়া, ভিক্ষা-মাগা সন্ন্যাসী হওয়া ইত্যাদি হয়। অর্জ্জুন সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। সাংখ্যের গৌণ অর্থ সকল (যাহা আমরা মোটা বুদ্ধিতে পাইয়াছি, তাহা) মনে রাখিলে, গীতার সাংখ্য সম্বন্ধে বা সন্ন্যাস সম্বন্ধে যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না, যথা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকগুলি। গীতায় কর্ম্মত্যাগ মান্য নহে। নিয়ন্ত্রিত যাহা, তাহা করিতেই হইবে ; "heart within and God overhead," রাগদ্বেষ বিহীনভাবে। কর্ম্মফল বন্ধনে না পড়ার অন্য এক উপায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া দিলেন, যাহাতে কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন হয় না। ইহাই 'কর্ম্মযোগ। মূল খুঁজিলে, উপনিষদে, যথা ঈশোপনিষদে ইহা পাওয়া যায় ; কিন্তু পূর্ণ পরিপুষ্ট ভাবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারায় ইহা উপস্থিত করা হইয়াছে।

গীতায় আত্মাকে "দেহী" বলা হইয়াছে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণে ; কারণটা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, তাহা পরে বলা হইবে। এখন এই দেহ ও দেহী কিরূপ, তাহা জানা যাউক। দেহ ও দেহী, মাত্র এই দুইটি লইয়াই প্রত্যেক জীব। কিন্তু দেহ দেহী সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী। দেহী যাহাকে বলা হইয়াছে সেই আত্মা তাহা অবিনশ্বর, দেহই বিনশ্বর। তোমার ভিতর আন্‌কোরা নূতন দেহী আসে নাই ; ইহা পূর্ব্বে অন্য দেহে ছিল, আবার অন্য দেহ পাইবে। উহা সৎ, চিরকালিক অপরিবর্ত্তনশীল এবং শুধু তাহাই নহে, উহা স্বভাবে অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, অভোক্তা, উহা হন্তাও হয় না, হতও হয় না, উহা ঈশ্বরাংশ আশ্চর্য্যময়, কেবল চৈতন্য। কিন্তু ঐ আত্মা, অনাত্ম দেহ মন বুদ্ধির কবলে থাকায় সেই দেহ মন বুদ্ধিতে যাহা হইতে থাকে, আত্মা সেইগুলি আত্মাতেই হইতেছে ভাবে। দেহে চোট লাগিলে, আত্মা ভাবে আত্মাতে চোট লাগিয়াছে। দেহ শীত গ্রীষ্ম অনুভব করিলে, আত্মা ভাবে আত্মার শীত গ্রীষ্ম লাগিতেছে। মনে রাগ, দ্বেষ, মোহ আসিলে, উহা আত্মাতে প্রতিভাসিত হয় ; ফলে, আত্মা, ভোক্তা ভাবে সুখ দুঃখ ও মোহ ভোগ করিতে থাকে। দেহ, মন ও বুদ্ধি জড় হইলেও, আত্মার সন্নিধানে যেন চৈতন্যান্বিত হইয়া কাজ করিতে থাকে ; আর, উপরে বর্ণিত তদাত্মকত্ব বশতঃ, আত্মা কর্ত্তা না হইয়াও, নিজেকে কর্ত্তা, অর্থাৎ নিজে সেই কাজ করিতেছে ভাবিতে থাকে, এবং সেই কাজে, দেহ মনে উত্থিত সুখ দুঃখ, আত্মা নিজে পাইতেছে মনে করে। এই সুখ দুঃখ জাঁকিয়া বসিতে পায় না, যদি আত্মা, দেহ ও মনের তদাত্মকত্বে না থাকে। আত্মাকে যদি কোনও রকমে অনাত্ম দেহ মন বুদ্ধির কবলে না পড়িতে দেওয়া হয়, তাহাদের প্রতি যদি উদাসীন রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে নিজ

স্বরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিকার দ্রষ্টাস্বরূপ থাকিতে পারে। কি করিয়া তাহা করিতে পারা যায়, তাহার বিবিধ উপায় শাস্ত্রে, উপনিষদ, ষড়দর্শন তন্ত্র ও পুরাণাদিতে, শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন চতুষ্টয়ের প্রথম সাধন আত্মানাত্মবিবেক। তাহা ছাড়া এই সুখ, দুঃখ, মোহ, তাহারা এরূপ যে তাহাদের নিজস্ব অপরিবর্ত্তনশীলতা বা অবিনশ্বরতা নাই। তাহাদের দিকে মন দেওয়া বৃথা কাজ। আজ যাহা অত্যন্ত দুঃখ, দুইদিন বাদে তাহাকেই অনেক কম পাওয়া যাইবে। আজ শীতের দিনে ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণ বাহির করা বস্তু হয়; দুই মাস বাদে, গ্রীষ্মে, সেই ঠাণ্ডা বাতাসই পরম রমণীয় বস্তু হয়। বেশী গভীর ভাবেও যদি এই আলোচনায় না যাওয়া যায় তাহা হইলেও ইহা বুঝিতে এবং সহজে গৃহীত হইতে পারিবে যে এই দৈহিক ও মানসিক ব্যাপার, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ, আমাদের বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না যদি আমরা এই অনাত্মাদিগের প্রতি তিতিক্ষা ও সহনশীলতা অভ্যাস করি। গীতা বলে না, প্রিয়জন-বিয়োগ দুঃখ দিবে না; গীতা বলে যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহার প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে হইবে: "সুখ দুঃখে সমেকৃত্বা।" আত্মানাত্মবিবেক একটা মস্ত সাধন, অর্থাৎ জোট পাকানো আত্মা অনাত্মার ভিতর কোন্‌টা আত্মা কোন্‌টা অনাত্মা তাহা চেনা, এবং শুধু ইহাই নহে, সাংখ্যতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা, তাহাতে ইহাও আসে যে যাহা সত্য, অপরিবর্ত্তনশীল সেই আত্মার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখা। রাগ দ্বেষহীন ও নিষ্কামভাবে, সহজাত ধর্ম্ম পালন করা ইহাও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যতত্ত্বে বলিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত, অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম পালনের সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে কর্ম্মের কথাও আসিয়া পড়ে। জীবন রাখিতে হইলে, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব। মানুষকে

খাইতে হইবে, ঘুমাইতে হইবে। চিন্তাও একরকম কর্ম্ম। মানুষ, দেখান-ভাবে ভোগ ত্যাগ করিতে পারে, যথা, "খাইব না" বলিয়া দুইচারদিন খাদ্য ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু মনে যদি সেই ভোগের স্মৃতিকে আসিতে দেয়, তাহা হইলে তাহার বাহিরে লোক দেখান ভাবে ভোগ ত্যাগ করা কপটাচার হয়; কৃষ্ণ পরিষ্কার ভাষায় ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে কর্ম্মত্যাগই কর্ম্মবন্ধন পরিহার করিবার একমাত্র উপায় নহে। গীতায় বিশদ ভাবে দেখান হইয়াছে যে "আমি ও আমার" ত্যাগ, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, কর্ম্মফল ত্যাগ, কর্ম্ম ঈশ্বরে উৎসর্গ করা, মনের সাম্যভাবে, নির্লিপ্ত ভাবে, রাগদ্বেষ বিহীন ভাবে কর্ম্ম করা—এইগুলি হইলে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না।

বলা বাহুল্য, আচার্য্য শঙ্কর সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া, তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসকেই কর্ম্ম-বন্ধনে না পড়িবার উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না। সেইজন্য, যে জ্ঞানচর্চ্চা চাহে (এবং উত্তমাধিকারী নাম পাইতে, জ্ঞানচর্চ্চা চাহিতেই হইবে), শঙ্কর, তাহার পক্ষে, কর্ম্মত্যাগ অতীব প্রয়োজন, বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, কর্ম্মফল ত্যাগ, অসাম্যভাব ত্যাগ, অহংতা মমতা ত্যাগ, রাগদ্বেষ ত্যাগ, কার্য্যে মত্ততা ত্যাগ, অস্থির বুদ্ধি ত্যাগ, বহু কর্ম্ম একসঙ্গে করিবার চেষ্টা ত্যাগ, কর্ম্মহীনতা ত্যাগ, কর্ম্মবিজ্ঞানে ও ভক্তিতত্ত্বে অজ্ঞানতা ত্যাগ, স্বধর্ম্ম পালন না করিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ, নিজেকে ভগবৎ চরণে ত্যাগ, এইরূপ ভাবের যে ত্যাগ, তাহার উপর জোর দিয়াছেন। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, গীতার মর্ম্মকথা ত্যাগ; ত্যাগী বা তাগী তাগী বলিতে থাকিলে, গীতা গীতা বলা হয়।

কর্ম্মফল ত্যাগে মোক্ষ আসিতে বাধ্য। কর্ম্মফল ভোগ করিবার

জন্যই আমাদের বারবার জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনে আসিতে হয়। কর্ম্মফল ত্যাগে সে বন্ধন উৎপন্ন হইবে না। বন্ধনমুক্ত অবস্থাই তো মোক্ষ।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে আমরা সংস্কার, স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হই। ভগবৎ শক্তি যে "প্রকৃতি", তিনি তাঁহার স্থিরীকৃত কর্ম্ম-ফল-ভোগের নিয়মানুসারে, আমাদের সেই ঘরে জন্ম দেন, যে ঘরে আমাদের সংস্কার, আমাদের প্রকৃতি বিকশিত হইতে পারে। যাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে ক্ষত্রিয় সংস্কার হইয়াছে, সে ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, ক্ষাত্রধর্ম্ম তাহার স্বধর্ম্ম, সহজাত ধর্ম্ম হয়। ভগবৎ শক্তি "প্রকৃতির" নিয়ন্ত্রণে; আমাদের প্রকৃতি এমন হয় যে অবশভাবে আমরা আমাদের ভিতরের প্রকৃতি পালন করিতে বাধ্য হই। ইহা পরে, আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। ক্ষত্রিয় রক্ত যাহার ভিতরে আছে, সে যদি মর্কট বৈরাগ্যে সন্ন্যাসী হইয়া বনে যায়, কিছুদিন বাদে সেখানে সে হরিণ শিকার করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে বেশ আনন্দ পায়। প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম যে ফল আনিয়াছে তাহাই। কোন্ ফল কোন্ কর্ম্ম হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিতে পারি না বলিয়াই, উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়।

ভগবানও, স্থিতির দেবতা চক্র-ধারী বিষ্ণু ভাবে, তাঁহার যাহা মহাজাগতিক কাজ জগৎ-চক্রকে চালিত রাখা, তাহা আমাদের হৃদ্-দেশে বসিয়া, আমাদের দিয়া করাইয়া লইতেছেন। মায়া বা প্রকৃতি আমাদের চালাইয়া চলিয়াছে; আমরা নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ভাবে কার্য্য করিয়া চলিয়াছি। আত্মার দ্বারা চেতনিত প্রকৃতি, আত্মাকে তদাত্মকত্ব পাওয়ায়। এই তদাত্মকত্বই সকল দুঃখের মূল। যতক্ষণ আমার দেহের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, 'আমার' অর্থাৎ আত্মার আঘাত পাওয়া মনে হইবে, যতক্ষণ আমার দেহের নষ্ট হইয়া

যাওয়া "আমার" নষ্ট হওয়া মনে হইবে, ততক্ষণ উদ্বেগ, কাতরতা ও মুহ্যমানতা থাকিবে। যখন বোধ হইবে, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে (২।২০) বা হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে (১৮।১৭), তখন আমার জীবন্মুক্তি পাওয়া হইবে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে আমি যদি কাহাকেও খুন করি, সেটা খুন করা হইবে না, বা আদালতে আমার বলিবার অধিকার থাকিবে যে আমার খুন করাটা, আমার শাস্ত্র, অর্থাৎ গীতার মতে, খুন করা হয় না। ইহার অর্থ আমাকে যদি কেহ খুন করিতে আসে, সে অবস্থায়, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী আততায়ীর প্রতি যাহা করা উচিৎ তাহা আমি করিতে পারি; তবে মাত্র সেই ভাবে করিতে পারি, কর্ম্মযোগের অনুশাসন যে ভাবে আমাকে করিতে অনুমতি দিয়াছে। অক্রোধী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ভাবে, আমার আত্মাকে বিচলিত হইতে না দিয়া, মনের সাম্যভাবে করা কর্ম্মে পাপ হয় না। "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। সাম্য ভাব গুণাতীতত্বে লইয়া যায়। গীতার উদ্দেশ্য গুণাতীতত্ব শিক্ষা দেওয়া; প্রথম হইতেই উহা সেই উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছে। গুণাতীতত্বই ব্রাহ্মীস্থিতি।

কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ বুঝিতে, বুদ্ধিই প্রথম উপায় হয়; তাই প্রতি ষট্‌কে বুদ্ধিযোগ এই কথাটি আসিয়াছে। (২।৪৯, ৫০, ৫১; ৬।৪৩; ১০।১০; ১৮।৫৭)

গীতার সাংখ্যযোগ শুধুই আত্মানাত্ম-বিবেক নহে; ইহা মহাভারতোক্ত নারায়ণী ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম যোগ। ১১ হইতে ৩০ শ্লোকের বাজে ব্যাখ্যা গুলি ছাড়িয়া দিলেও, আত্মানাত্মবিবেকমূলক ব্যাখ্যাগুলিও, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, যেন ঠিক জিনিস দেয় নাই। সাধনচতুষ্টয়ে, আত্মানাত্ম বিবেকের পরের ধাপ বৈরাগ্য। সব কিছু অনাত্মা

কর্ম্মবন্ধন আনে, এই জ্ঞানে আত্মানাত্মবিবেকী কোনও কাজ করে না, যুদ্ধ করা তো দূরের কথা। আত্মানাত্মবিবেকে হয়তো শোক যায়, যুদ্ধে নামা আসে কি? মাত্র আত্মানাত্মবিবেক নহে, গীতার সাংখ্য যোগে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, আরও ব্যাপক অর্থ রাখে, যাহার ভিতর স্বধর্ম্ম পালনও আসে। এই সাংখ্য তত্ত্ব প্রকরণের শেষের দিকে, ভগবান জোরের সহিত স্বধর্ম্ম পালনের কথা আনিয়াছেন; এবং তাহার পর বলিয়াছেন, 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে'। কেন ১১-৩৮ শ্লোকগুলি গীতার মুখবন্ধ-স্বরূপ ভাবে প্রথমেই রাখা হইয়াছে, কি ইহার বিশেষ গুরুত্ব, কি ইহার উপযোগিতা, গীতার অন্যান্য অংশের সহিত কি ইহার সম্বন্ধ, টীকাকারদিগের আত্মানাত্মবিবেক মূলক ব্যাখ্যায় ইহা যেন স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় না; মূর্খ আমরা অবশ্যই সব কিছু বুঝিতে পারি না।

এই সব নানা কারণে, আমরা ঐ শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ "অধ্যাত্ম জ্ঞান" দেওয়া, এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছি। মহাজনেরা যেন আমাদের ক্ষমা করেন। ৩৮ শ্লোকের পরে, এই শ্লোকের একটি চুম্বকও দিয়াছি, উহা অধ্যাত্মজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেওয়া। আমাদের পূর্ব্বেকার একটি প্রবন্ধে, ইহা আলোচিত হইয়াছে, যেখানে বলা হইয়াছে, আত্মা শব্দের বুদ্ধিও অর্থ হয়, এবং অধি=উপরে বা সম্বন্ধীয়; অধ্যাত্ম জ্ঞান=সেই জ্ঞান যাহা বুদ্ধির উপরে, বোধি যাহাকে বলা হয়, সেখানে প্রতিষ্ঠিত। এই আধ্যাত্ম জ্ঞান "প্রবৃত্তি মার্গ" সম্বন্ধীয়, যেখানে "প্রবৃত্তি মার্গ" একটি পারিভাষিক শব্দ। আমরা কয়েক স্থলেই বলিয়াছি, "প্রবৃত্তি মার্গের" ভিতরে "নিবৃত্তি মার্গের" বীজ থাকে। 'প্রবৃত্তি' মার্গের সহিত সম্বন্ধিত অধ্যাত্ম জ্ঞান, মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, ইহা ভগবানের অবতার ঋষিযুগল নরনারায়ণ

কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, গৃহস্থদিগের জন্য, সন্ন্যাসীদিগের জন্য নহে ; কর্ম্ম নিঃস্বার্থ ভাবে করিয়া যাইবার জন্য, কর্ম্ম ছাড়িবার জন্য নহে। প্রবৃত্তি লক্ষণং ধর্ম্ম, ঋষি নারায়ণোঽব্রবীৎ (শান্তিপর্ব্ব ২১৭।২)। গীতায় কর্ম্মসন্ন্যাস মান্য পায় নাই। এই অধ্যাত্মজ্ঞানে থাকাকে অনেক সময়ে সত্ত্বে বা 'সাত্বত ধর্ম্মে থাকা' বলা হয়। গৃহস্থের ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে রাগদ্বেষহীন, কর্ত্তৃত্বাভিমানহীন, ফলাশাহীনভাবে, স্বধর্ম্ম পালনই ধর্ম্ম। স্বধর্ম্মপালনে যুদ্ধ যদি প্রয়োজনীয় হয়, তাহা অবশ্য করিবে, তবে কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত ভাবে মা ফলহেতুর্ভূঃ ভাবে, রাগদ্বেষহীন ভাবে, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য-সত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভাবে। এ ভাবে কাজ করাতে, এমন কি যুদ্ধাদি করাতেও পাপ হইবে না। সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা—ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি ; এই জ্ঞান রাখাই, আধ্যাত্ম জ্ঞান রাখা ; ইহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি।

আরও একভাবে এবং বোধ হয় বেশী সুন্দর ভাবে, এই শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ ফুটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই শ্লোকগুলি পরমহংসদেব যাহাকে "পাকা আমি" বলিয়াছেন, তাহাকে দেখাইয়া দিতেছে, আর ইহারা যেন বলিতেছে, জীবনের সঙ্গে যাহা জন্মায় এবং জীবনের সঙ্গে যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং যাহা অনবরতঃ পরিবর্ত্তনশীল, সেই কাঁচা আমির ছায়ার তলে মানুষ যেন না আসে। আমরা শ্লোক-গুলির ব্যাখ্যায়, চুম্বকে এই কাঁচা আমির কথাও আনিয়াছি। আত্মানাত্মবিবেকের অর্থ, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, "আমি ও আমার", এই মনোভাব ত্যাগ করাকে বলিতে চাই। আত্মানাত্ম বিবেক যদি এই শ্লোকগুলির অর্থ হয়, তো সেই আত্মানাত্মবিবেকের অর্থ পাকা আমির জ্ঞানে স্থিত হইয়া, কাঁচা "আমি ও আমার" ত্যাগ করা। কিন্তু সেই পাকা আমিকে, চিনিব কি করিয়া। ভগবান এইশ্লোকগুলির

দ্বারা তাহা জানাইয়া দিলেন। সমস্ত অধ্যায়ের অর্থ আমরা শেষ শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে পাই "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ নির্ম্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি (২।৭১)এষা ব্রাহ্মী স্থিতি পার্থ।" দেহী বা পরমহংসদেবের ভাষায় 'পাকা আমি', যাহার জন্ম মরণ নাই, যাহার "আমার" বলিয়া কিছু হয় না, যাহা দেহে আসিয়া উহাকে চেতনিত করে, আবার কাল পূর্ণ হইলে চলিয়া যায়, যাহা হন্তা বা হত হয় না, যাহা অবিনশ্বর, যাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন আসে না, তাহারই গুণ এই শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে। কাঁচা আমি এবং কাঁচা আমার, এই গুলোতে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। আজ যাহা "আমার", কাল হয়তো তাহা 'আমার' থাকিবে না। 'আমার' বলিয়া যে স্নেহের পুত্রকে আঁকড়িয়া ধরা হয়, কাল হয়তো সে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। কাঁচা আমার, এমন কি, কাঁচা আমি পর্য্যন্ত, সব বিনাশশীল। পাকা আমির উপর কাঁচা আমি আসে বটে, কিন্তু তাহা থাকে না; আজ "আমি—অর্জ্জুন", কিন্তু মরিয়া গেলে সে "অর্জ্জুন—আমি" থাকিয়া যাইবে না। উহা যাহার উপর এখন রহিয়াছে, সেই পাকা আমি থাকিবে, এবং তাহা অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, অন্য আমি, অন্য নাম তাহার উপর আসিবে। এই কাঁচা আমি ও কাঁচা আমার ইহারাই সকল অনর্থের মুল। "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল"। আমাদের মোটা বুদ্ধি, ইহাদের ত্যাগকেই চিত্তশুদ্ধি আখ্যা দিয়াছে। সহযোগিতা ও নিষ্কাম কর্ম্ম ইহাদের ত্যাগেই আসে। ইহাদের লইয়াই সঙ্কল্প বিকল্প ও সকল রকম সকাম কর্ম্ম; ইহাদের লইয়াই কর্ত্তৃত্বাভিমান। ইহাদের লইয়াই হিংসা দ্বেষ, ইহাদের লইয়াই স্বজন-প্রীতি, যাহা আজ আছে কাল হয়তো থাকিবে না। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, স্বামীর জন্য নহে, আত্মার অর্থাৎ নিজের সুখের

জন্য, 'ন বা অরে পত্যু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' (বৃ০ উ০ ২।৫।৬)। স্বার্থপরতা ইহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্ম করিতে হইবে, এই কাঁচা আমি ও আমার ইহাদের ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ স্বার্থশূন্য অনাসক্ত ভাব লইয়া। এই আসক্তি ত্যাগ, শুধু এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নহে, সমস্ত গীতায় রহিয়াছে। গীতা যেখানে খোলা যাইবে, সেখানে এই আসক্তি ত্যাগকে পাওয়া যাইবে। গীতা অনাসক্তি যোগ; বিচক্ষণতার সহিত গান্ধীজি গীতার এই নাম দিয়াছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এই সাংখ্য যোগ প্রকরণের উপযোগিতা কি, এবং আর কোথাও গীতায় ইহাদের উল্লেখ আছে কি না। ইহার উত্তর, বলিয়া দেখাইতে হইবে কি? তিনটি ষট্‌কের প্রায় প্রতি অধ্যায়ে, অনাসক্তির কথা, এই আমিও আমার ত্যাগের কথা আসিয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রধানতম কথা, অনাসক্তি খড়্‌গের দ্বারা কর্ম্মফল বৃক্ষের তদাত্মকত্ব-মূলকে কাটিয়া দাও। জীবন পালন, আমি ও আমার আগের দ্বারা করিবে, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈ উ ১)। তাই গীতা, প্রথম শিক্ষা ভাবে, সকল শিক্ষার গোড়ার কথা ভাবে, এই প্রকরণকে রাখিয়াছে। উদ্দেশ্যে ও বর্ণনায়, সঙ্গতি-হীনতা, গীতার কোথাও পাওয়া যাইবে না।

গীতা সাংখ্য প্রকরণে, স্বধর্ম্মপালনের কথা আনিয়াছে, তাহা কেন? ইহার উত্তর খুবই স্পষ্ট। সহজাত যে ধর্ম্ম, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্ম পাওয়া হয়, বর্ত্তমান জন্মের জন্য তাহাই স্বধর্ম্ম। সহজাত বলিয়া ইহা পালন করা কষ্টকর নহে, এবং সেইজন্য গৃহীর পক্ষে উপযোগী এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম; সহজাত বলিয়া ইহা পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী নহে;

ইহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম; খামখেয়ালী বা পছন্দ হইতে উত্থিত ব্যাপার নহে। তাই গীতা ইহাকে সাংখ্যযোগ প্রকরণে রাখিয়াছে এবং ইহার অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পালনের উপর এত জোর দিয়াছে। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ (৩।৩৫) (১৮।৪৭)। সাংখ্য প্রকরণে, এই সব কারণে ভগবান এই স্বধর্ম্ম পালনকে রাখিয়াছেন, এবং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম যাহা, তাহা তাহার ছাড়া কিছুতেই উচিত নহে, শুধু ধর্ম্মের দিক হইতে নহে, যশ, মান ইত্যাদির দিক হইতেও উচিত নহে, তাহা জোরের সহিত বলিয়াছেন। স্বধর্ম্ম যদি তিক্তই হয়, তাহাতেই বা কি ; তিক্ত হউক, মিষ্ট হউক, অনাসক্ত ভাবে, রাগদ্বেষবিহীন ভাবে, ইহা প্রতিপাল্য। অনাসক্ত ভাবে যাহা কিছু করা হউক না কেন, তাহাতে কোন পাপ হয় না ; "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ; এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে।" হিন্দুধর্ম্মে বর্ণধর্ম্মকে সহযাত ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয় ; পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মে মানুষ উপযোগী বর্ণ পায়, যাহাতে, অনাসক্ত ভাবে, সেই বর্ণের কর্ম্ম করিয়া সে প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে পারে। যেখানে বর্ণ ধর্ম্ম নাই, সেখানে মানুষকে তাহার স্বধর্ম্ম কি, তাহা বার বার পরীক্ষার দ্বারা, মননের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে, এবং অনাসক্ত ভাবে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। সাংখ্যযোগের পরেই আসিয়াছে বুদ্ধিযোগ প্রকরণ, অর্থাৎ নিজের ভিতর কি বুদ্ধি রাখিতে হইবে, কর্ম্মকে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে হইবে, তাহার বিবৃতি। তাহার পরে আসিয়াছে কর্ম্মযোগ, অর্থাৎ উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে মনকে রাখিয়া কর্ম্মকে যাহাতে কর্ম্মযোগে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার কথা। এসব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আরও একবার বলিয়া লওয়া হইল। উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সর্ব্বদা

লক্ষ্য রাখিতে হইবে, গুণাতীতত্বে যাওয়া। সেই গুণাতীতত্বে থাকাই স্থিতপ্রজ্ঞায় থাকা, উহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। "আমি ও আমার" ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণভাবে বসে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে উহা সেই স্থিতিতে লইয়া যায়; কর্ম্মত্যাগে নহে। পরে পরে এই সকল কথা আসিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব। গীতা অতি সঙ্গতিপূর্ণ গ্রন্থ, একটু বুঝিয়া পড়িলে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি

স্বজন প্রীতির মোহে এবং পাপের ভয়ে, অর্জ্জুনের যুদ্ধ ত্যাগের উদ্যোগ দেখিয়া ভগবান প্রথমে ধমক দিয়া বলিলেন, "এই সঙ্কটকালে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া, আর্য্যগণের অযোগ্য, স্বর্গগতি-রোধকারী, অকীর্ত্তিকর মোহ কোথা হইতে তোমাতে আসিল? ক্লীবত্ব ত্যাগ কর, এ তোমাতে শোভা পায় না। তুচ্ছ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। (১-৩)

অর্জ্জুন বলিলেন, হে অরিসূদন মধুসূদন, ভীষ্ম দ্রোণাদি যাঁহারা আমার পূজনীয়, তাঁহাদের সহিত কি করিয়া আমি বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিব (কি করিয়া আমি তাঁহাদের বাণাঘাত করিব)? মহানুভব গুরুজনদিগকে নিহত করার পরিবর্ত্তে, জগতে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। ইহাঁদিগকে বধ করায়, ধনাদি কাম্য ও ভোগ্যবস্তু সকল, এই লোকেই যেন রুধিরলিপ্ত ভাবে ভোগ করিতে হইবে। এই যুদ্ধে এইভাবে জয়লাভ করা বা ইঁহাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া, কোন্‌টা আমাদের পক্ষে শ্রেয়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে নিধন করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, সেই

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ (আমাদেরই সহিত যুদ্ধ করিতে) আমার সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে বিমূঢ়মনা হইয়াছি বলিয়াই দীনতা দোষে আমার স্বভাব প্রণষ্ট হইয়াছে : আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় হইবে, আমায় তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য শরণাগত, আমায় উপদেশ দাও। পৃথিবী-বিস্তৃত, শত্রুরহিত সমৃদ্ধ রাজ্য ও স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও, আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী এই শোক নিবারণ হইতে পারে, এমন কিছু দেখিতে পাইতেছি না। (৪-৮)

সঞ্জয় বলিলেন, শত্রুর ক্লেশ-উৎপাদনকারী জিতনিদ্র অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না" এই বলিয়া নীরব হইলেন। হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), উভয় সেনাদলের মধ্যে স্থিত ও বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনের (শূন্যগর্ভ) কথাগুলি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে হাসিয়া যাহা বলিলেন (৯-১০), নিম্নে তাহা দেওয়া হইল।

(অর্জ্জুনের মোহ জনিত বিষাদ হইয়াছিল, সেই বিষাদ হইতে অর্জ্জুনকে মুক্ত করিতে ভগবান অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা পাড়িতেছেন যাহাকে সাধারণতঃ আত্মানাত্ম-বিবেকের কথা বলা হয়। তাহার অন্তর্নিহিত যুক্তি সংক্ষেপে এই রূপ ঃ—

শোক মোহ কাহার ? আত্মা অর্থাৎ দেহীর, না দেহের ? দেহীর নহে, তথাপি "আমি" অর্থাৎ দেহী কেন শোক বোধ করে, তাহার কারণ "আমি" দেহী অর্থাৎ দেহে যে রহিয়াছে সেই আত্মা, এমন ভাবে অনাত্মার অর্থাৎ দেহের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, যে, দেহের সুখ দুঃখ, সে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছে। আত্মাকে দেহের সহিত জড়িত হইতে দিও না ; আত্মাকে চিনিয়া রাখ। আত্মা অমর, দেহ বিনাশশীল ; দেহে আত্মা যতদিন থাকে, ততদিন দেহ নড়ে চড়ে, কাজ করে ; আত্মা চলিয়া গেলে দেহপাত

হয়। আমাদের পরস্পরের এখনকার প্রাপ্ত দেহের সম্পর্ক, অমর সম্পর্ক নহে। ধর্ম্ম সঙ্কটে, সেই ক্ষণিকের সম্বন্ধের দ্বারা আমরা যেন স্বধর্ম্ম না ভুলিয়া যাই। তথাকথিত পাপের ভয়ে যেন আমরা স্বধর্ম্ম না ভুলি; পাপ হইবে না, যদি কর্ম্ম-যোগে কর্ম্ম করা যায়, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ যে সব জ্ঞান-গর্ভ কথা বলিলেন, তাহার প্রথম অংশের নাম সাংখ্যযোগ ; শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা সমূহ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য, সেখানে উপযোগিতা ইত্যাদি দেখান হইয়াছে)।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহাতে শোক করিবার কিছু নাই, যাহা অবশ্য-ম্ভাবী, তাহা লইয়া নিজেকে ক্লিষ্ট করিবে না। তুমি পণ্ডিতদের অনুকরণ দ্বারা কথা কহিতেছ কিন্তু পণ্ডিতেরা, যুদ্ধে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কাহার কি গতি হইবে, ইহা লইয়া নিজেদের ক্লিষ্ট করেন না। আত্মার নাশ হয় না, আমাদের আত্মারা পূর্ব্বেও ছিল বিভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া, আবার পরেও থাকিবে বিভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া। দেহের বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, ইত্যাদি অবস্থা-পরিবর্ত্তন আত্মার নিকট যেরূপ, দেহান্তর প্রাপ্তিও আত্মার নিকট সেইরূপ। ধীর ব্যক্তির ইহাতে মোহ আসে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শে, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, অনুভব হয়। আত্মা ভাবে যে সেগুলি সে অনুভব করিতেছে ; কিন্তু ইহারা দেহের ও মনের ধর্ম্ম। তাহারা কিছু চিরকাল থাকে না। যদি তদাত্মকত্ব ত্যাগ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাদিগকে সহ্য কর। যে ইহাতে বিচলিত বোধ না করে, যাহার সুখে দুঃখে সাম্য ভাব আসিয়াছে, সে-ই অমৃতত্ব পাইবার যোগ্য হয়, সে-ই জীবন্মুক্ত। (আবার এখানে, মনে করাইয়া দেওয়া বোধ হয় উচিত যে সাম্যভাবই গীতার বিশেষ কথা।)

যাহাতে অপরিবর্ত্তনশীলতা নাই, তাহাকে অসৎ বলা হয় ;

এবং যাহাতে পরিবর্ত্তন নাই তাহাকে সৎ বলা হয়। তত্ত্বদর্শীরা, এই সৎ ও অসৎ ইহাদের বিষয় সম্যক জানিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছেন যে, দেহী, যাহা সর্ব্বদেহে আছে, তাহা অবিনাশী, অব্যয়; আর, দেহীর দেহসকল বিনাশশীল। [আত্মার অর্থ কি, উহার স্বরূপ কি, এইরূপ প্রশ্ন সকল যাহাতে না উঠে, গীতাকার বোধ হয় সেইজন্য দেহী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন]। ভগবান বলিয়া চলিলেন, তুমি যুদ্ধ কর, কারণ দেহী কাহারও হন্তা হয় না, তুমি (দেহী) কাহারও হন্তা হইবে না, এবং "তুমি" কাহারও দ্বারা হত হইবে না। তত্ত্বদর্শীরা এই দেহীর বিষয় আরও অনেক কথা জানিয়াছেন যথা—দেহীর জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, বৃদ্ধি অপক্ষয় ইত্যাদি কিছুই হয় না; ইহা নিত্য শাশ্বত। আত্মাকে অর্থাৎ দেহীকে কেহ নিহত করিতে, বা করাইতে পারে না। "মৃত্যু", আত্মার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করা; ইহা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য। দেহ ঠিক তাহার বিপরীত। [এইভাবে, এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তত্ত্বদর্শীরা আত্মাকে এবং অনাত্মাকে চিনিতে পারেন, এবং অনাত্মাতে নিজেদের অর্থাৎ আত্মাকে জড়িত হইতে দেন না]।

যদি ভাব, দেহের সহিত আত্মারও মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা কি? যুদ্ধে যে তথা-কথিত পাপ হইবে, সে পাপের ভোগ তোমার আত্মাকে মৃত্যুর পর পাইতে হইবে না, কারণ তোমার কথা তো ইহাই যে, দেহের মৃত্যুর সহিত আত্মারও মৃত্যু হইয়া যাইবে। তর্ক ছাড়িয়া চাহিয়া দেখ, জন্ম মৃত্যু সব অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, ইহাতে দুঃখ বোধ করিবার কি আছে? এ দেহোৎপন্নের পূর্ব্বে আত্মা অব্যক্তে ছিল, এ দেহপাতে আত্মা আবার অব্যক্তে যাইবে। মাঝের এই ক'টা

দিনই সে ব্যক্ত। দেহও সেইরূপ, ইহার উপাদান কোথায় ছিল আবার কোথায় যাইবে কে জানে? কেহ আত্মাকে "আশ্চর্য্য-কিছু" রূপে দেখে, কেহ তাহার আশ্চর্য্য বর্ণনা করে। আত্মা এমন, কেহ শুনিয়াও কিছু ঠাহর পায় না।

দেহী অবধ্য, সকল প্রাণীরই; অর্থাৎ দেহী হত হয় না। শোকে কাতর হইবার কিছুই নাই। (১১-৩০) (একাদশ শ্লোকের ভূমিকা দেখ)

(ইহা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞান শুধু আত্মাবিষয়ক নহে। ভগবান যুদ্ধক্ষেত্রে গোড়াতেই যে সকল কথা বলিলেন তাহার অর্থ মাত্র ইহা নহে যে আত্মা ইহা, ও আত্মা ইহা নয়। তাহার অর্থ, আত্মা ও অনাত্মার, দেহী ও দেহের, ভিতর যে ভিন্নতা রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা। 'আত্মা ইহা ও ইহা নহে মাত্র এই অর্থ বলিলে, অর্থপূর্ণ কিছু বলা হইবে না; এই অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে (তাহা সত্য কুরুক্ষেত্রেই হউক বা রূপক কুরুক্ষেত্রই হউক সকল ক্ষেত্রেই) শুধু, অনুপযোগী নহে, অনর্থপূর্ণ হইয়া পড়ে। ইহা কি আশা করা যাইতে পারে, মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মা অনাত্মা বাছিতে বসিয়া যাইবে? তাহা ছাড়া, যে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না, তাহাকে যুদ্ধে নামানো দূরে থাক, ভগবানের ঐ সব কথাগুলিতে সে আরও যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। আত্মানাত্মবিবেকের ফল বৈরাগ্য; তাহার বৈরাগ্য আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। ভগবান চাহিয়াছিলেন আত্মা ইত্যাদির কথায় অর্জ্জুন যেন আত্মাকে চিনিয়া ও অনাত্মার কবলে না পড়িয়া নির্লিপ্ত ভাবে নিজ সহজাত ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে। কর্ম্ম-সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে। গীতার কেন্দ্রীয় কথা স্বধর্ম্ম পালন। তাই আরম্ভেই জোরের সহিত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। গীতা গৃহীর দ্বারা গৃহীকে কথিত হইয়াছে, গৃহীর ধর্ম্ম সঙ্কটে।)

ভগবান বলিয়া চলিলেন ; তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার স্বজনদিগকে তোমাকেই মারিতে হইবে এই ভাবনায় ও শোকে, কম্পিত-মনা হওয়া উচিৎ নয়। যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম ; ধর্ম্মযুদ্ধাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের নিকট শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই। এই ধর্ম্মযুদ্ধ অজাচিত ভাবে প্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ; ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই ইহা লাভ করে। এ যুদ্ধ যদি তুমি না কর, ক্ষাত্রধর্ম্ম ও কীর্ত্তি তো হারাইবেই, অধিকন্তু ভীষণভাবে পাপভাগী হইবে। সকলে তোমার অপযশ ঘোষণা করিবে। মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে অপযশ, মৃত্যু অপেক্ষা দুঃখপ্রদ। লোকে বলিবে, তুমি ভয়ে যুদ্ধ হইতে সরিয়া গিয়াছ। তোমার শত্রুরা তোমার বল ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অতি অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিবে। ইহা হইতে তোমার পক্ষে আর বড় শোক কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, যুদ্ধে হত হওয়া স্বর্গ লাভ করা হয় ; আর বিজয় প্রাপ্তি, ধরণীর অধীশ্বরত্ব আনিয়া দেয়। অতএব, সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। পাপের কিসের ভয়? সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি, জয়পরাজয় যে তুল্য মনে করিয়া, যুদ্ধে নিজেকে নিযুক্ত করে, যাহার মনে সাম্যভাব থাকে তাহার পাপ প্রাপ্তি হয় না। (৩১-৩৮) (১১-৩৮ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ৩৮ শ্লোকের শেষে দেওয়া হইয়াছে) (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মনে সাম্যভাব রাখা, "সমে" থাকা গীতার একটি বিশেষ কথা; মনকে সংযমিত ও নিরুদ্ধ করার উপর, শুধু বহুস্থানে নয়, একটি পূর্ণ অধ্যায় গীতা রাখিয়াছে। সকল যোগের ব্যবহারিক লক্ষ্য সাম্যতা, ও গুণাতীতত্ব লাভ করান।)

বুদ্ধি যোগ, স্থিতপ্রজ্ঞা ও ব্রাহ্মীস্থিতি।

কৃষ্ণ বলিয়া চলিলেন :—সাংখ্য বা আধ্যাত্মজ্ঞানের বিচার শুনিলে ; এইবার বুদ্ধিযোগের বিচার শোন। বুদ্ধিযোগে থাকিলে, অর্থাৎ

বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না। বুদ্ধিযোগে করা কর্ম্ম নিস্ফল হয় না, কোনপ্রকার প্রত্যবায় হয় না ; অল্প অনুষ্ঠান করিলেও অর্থাৎ মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে তাহার সম্পাদন সম্পূর্ণ না হইলেও তাহার জন্য ইতোভ্রষ্ট ততোভ্রষ্ট হওয়ারূপ মহৎ ক্ষতি বা দণ্ডপ্রাপ্তি বা আরও ভয়ানক কিছু ঘটা হইতে তাহাকে মুক্ত রাখে। বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করা হয়, যখন নিশ্চয়াত্মিকা একাগ্র বুদ্ধিতে, সাম্যে মন স্থির রাখিয়া কর্ম্ম করা হয়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম্মে না প্রয়োগ করিলে সে বুদ্ধি নানাদিকে ধাবমান হয়, একাগ্রতাহীন বহু শাখা-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে ; "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা" হয়। এইরূপ যাহারা; তাহারা বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের প্রশংসার প্রতি অত্যধিক অনুরাগে, তাহা ছাড়া অন্যকিছু আছে তাহা ভাবিতে পারে না, স্বর্গ ও ঐশ্বর্য্য ভোগাদির জন্য, অপহৃত-চিত্ত হইয়া ইহারা নানা কামনায়, নানা ক্রিয়ায় নিজেদের ডুবাইয়া রাখে ; এইরূপ হওয়ায়, সমাধিতে তাহাদের একান্ত বুদ্ধি হইতে পায় না। বেদ ত্রিগুণ-বিষয়ক ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সকল রকম কার্য্যের ব্যবস্থা ইহাতে আছে ; সব কার্য্যই বন্ধন আনে। অর্জ্জুন, নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য-সত্ত্বস্থ নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান হও। (গীতার উদ্দেশ্য মানুষকে গুণাতীতত্বে প্রতিষ্ঠিত করা, সেইজন্য আরম্ভেই ইহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখাইয়া দিয়াছে এবং শুধু ২।৪১-৪৬ শ্লোকে নহে, সকল ষট্‌কে বহু বহু স্থলে এই গুণাতীতত্বের বিবৃতি আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছে। গুণাতীতত্ব গীতার মৌলিক ও সার কথা, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই)।

অনেক ছোট ছোট জলাশয়ে যে কাজ পাওয়া যায়, এক বড় জলাশয়ে বা চতুর্দ্দিকে জলপ্লাবন থাকিলে, তাহা হইতে সেই সবই

কাজ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে, বা এক বড় জ্ঞান (যথা গীতোক্ত জ্ঞান) লাভ করিলে বেদের সকল রকম ছোট জ্ঞান লাভ করা হইয়া যায়। গুণাতীত যে হইতে যায়, তার ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া-কলাপের প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম করিতে তুমি সৃষ্ট, কিন্তু যদিও কর্ম্ম বাছিয়া লইবার তোমার অধিকার আছে, ফল কি ঘটিবে তাহার উপর তোমার কোন অধিকার নাই। বহু জিনিষ ঘটিতে পারে, যাহা তোমার চিন্তায় আসে নাই। আর, এমন ভাবে কর্ম্ম করিবে যাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন না উৎপন্ন হয় (যথা, কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া, মনে সাম্যভাব রাখিয়া ইত্যাদি, যাহা পরে বিবৃত হইবে, এবং যাহাকে পরে "কর্ম্মযোগ" বলা হইবে)। এইভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম-বন্ধন হইবে না। কর্ম্ম-বন্ধন এড়াইতে "কর্ম্ম করিব না", মনে এভাব যেন না আসে। "সিদ্ধি অসিদ্ধি যাহাই হউক না কেন, আমি বিচলিত হইব না", এই সমত্ব মনোভাবকেই যোগ বলা হয়। কর্ম্ম, যোগস্থ হইয়া করিবে। বুদ্ধি-যোগ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা, সাধারণ ভাবে অর্থাৎ বুদ্ধি-যোগে, যুক্ত না হইয়া কর্ম্ম করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ যাহা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে বলে, তাহার শরণাপন্ন হও; দীনেরাই ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করে। বুদ্ধি-যুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে সুখ ও দুঃখ উভয়ই এই জীবনেই জিত হয়। বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ সাম্যভাব রাখাই কর্ম্ম করিবার কৌশল। বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সাম্যভাবযুক্ত ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম-বন্ধন ঘটে না, অনাময় পদ লাভ হয়। যখন তোমার বুদ্ধি, মোহ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, তখন (উহাদিগকে তুচ্ছ জানিয়া) শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয় সকলে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে। শাস্ত্র শ্রবণে উৎপন্ন বিক্ষিপ্ত মনে যখন স্থৈর্য্য আসিবে, (যখন স্থিতপ্রজ্ঞ হইবে), যখন বুদ্ধি, সমাহিত ও অচলা

হইবে, তখন তোমার যোগপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাম্য বা কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। (৩১–৫৩) (৩১ শ্লোকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সমাহিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তাঁহারা কি বলেন অর্থাৎ কিরূপ আচরণ করেন, কি ভাবে অবস্থিত থাকেন, কি ভাবে বিচরণ করেন ? ভগবান বলিলেন :—মনোগত সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া, যে আপনাতেই আপনি পরিতুষ্ট থাকে, সে তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। (এই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি, গীতার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিশদীকৃত হইয়াছে) দুঃখেতে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের প্রতি যাহার স্পৃহা নাই, যে, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিশূন্য, সেই মননশীল মুনিকে পণ্ডিতেরা স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বত্র মমতা-শূন্য, শুভের প্রতি যিনি অভিনন্দন জানান না, অশুভের প্রতিও যিনি দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কূর্ম্ম যেমন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যখন দরকার পড়ে, ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ যে, বিষয় হইতে যখন প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া লইতে সমর্থ হয়, বুঝিতে হইবে তখন তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাহারী অর্থাৎ ভোগে প্রতিরুদ্ধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায়, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার রসের প্রতি অন্তঃকরণে অভিলাষ থাকে; তাহা নিবৃত্ত হয় তখনই, যখন সে যাহা "পরম" তাহার দর্শন, মনে লাভ করে। যত্নশীল ব্যক্তির মনও ইন্দ্রিয়গণ হরণ করে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলশালী; সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া বুদ্ধিযোগে যুক্ত ব্যক্তি মৎ-পরায়ণ হইয়া অবস্থিত থাকে; যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষয়ের চিন্তায় থাকিলে মনুষ্য তাহাতে আসক্ত হয়,

আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-ভ্রম, স্মৃতি-ভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ হয় ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়, সে মনুষ্য থাকে না। যাহার ইন্দ্রিয়গণ অনুরাগ-শূন্য ও দ্বেষ-শূন্য হইয়া তাহার আত্মার, অর্থাৎ নিজের বশীভূত থাকে, মনও তাহার বশীভূত থাকে। ঐরূপ অবস্থায়, ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়ভোগ করিয়াও সে নির্লিপ্ত ভোগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। প্রসন্নতা লাভ হইলে সকল দুঃখ চলিয়া যায়। যাহার চিত্ত প্রসন্নতায় থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। যে অযুক্ত, ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে নাই, তাহার বুদ্ধি বলিয়া কিছু থাকে না ; যাহার বুদ্ধি নাই তাহার ভাবনা অর্থাৎ গভীর মনোনিবেশ প্রাপ্তি (সমাধি) ঘটে না ; যাহার মনোনিবেশ প্রাপ্তি ঘটে না, সে শান্তি পাইবে কিরূপে ? যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায় ? ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ে বিচরণ করে, তখম মন, যে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা হরণ করিয়া লয় ; বায়ুর (ঝড়ের) দ্বারা জলস্থ নৌকার স্থিরগতি যে ভাবে অপহৃত হয় অর্থাৎ নৌকা যেরূপভাবে নানাদিকে চালিত হইতে থাকে, এমন কি বিনষ্টও হয়, ঠিক সেইভাবে, মন যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাবু হয়, সেই ইন্দ্রিয় শেষে বিচার বুদ্ধিকেও বিনষ্ট করে। ইন্দ্রিয়, যে বিষয়ের দিকে ধাবমান হয় সেই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে যে নিগৃহীত করিয়াছে, প্রজ্ঞা তাহারই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ সকল মনুষ্যের পক্ষে যাহা নিদ্রা, (সংযমহীনতা বা আত্মহীনতা) তাহাতে সংযমী জাগিয়া থাকেন, আর অন্যেরা যাহাতে জাগ্রত থাকে তাহা মননশীল মুনির পক্ষে রাত্রির সমান। নদীসকল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলে সমুদ্র যেমন চঞ্চল হয় না, সেই প কামনার বিষয়সকল প্রবিষ্ট হইতে থাকিলেও যে

চঞ্চল হয় না, সে-ই শান্তিতে থাকে, ভোগকামনাশীলেরা থাকে না। যে, কামনার বিষয়সকল পরিত্যাগ করিয়া, নিঃস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করে, সে-ই শান্তিলাভ করে ; মৃত্যু কালেও যদি ইহাতে স্থিতি পায় তাহা হইলেও সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। (৫৪-৭২) (৫৪ শ্লোকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) (বিবৃতিতে গীতার বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের অর্থ গীতার সম্বন্ধিত শ্লোক সমূহে দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্ত সূচী

২—৩ শ্লোকে। উদ্দীপনা জাগাইবার জন্য অর্জ্জুনকে "ক্লীব হইও না" বলিয়া তিরস্কার।

৪—১০। অর্জ্জুনের অছিলা-পূর্ণ উত্তর।—কৃষ্ণের নিকট উপদেশ প্রার্থনা ও উপদেশ পাইবার পূর্ব্বেই "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া বসিয়া পড়া।

১১—৩৫। সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ, যে জ্ঞানে মানুষ শোক মোহে অবিচলিত থাকিতে ও নিজে নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য করিতে সক্ষম হয়। অধ্যাত্ম জ্ঞানের এক অংশ আত্মানাত্মবিবেক ও অন্য অংশ স্বধর্ম্ম পালন। প্রথম অংশে আত্মা কিরূপ ভাবে অনাত্মা-দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানাইয়া দেওয়া।

৩৬—৩৮। স্বধর্ম্ম পালনের আদেশ।

৩৯—৫৩। বুদ্ধি যোগ কি তাহা বলা, যে বুদ্ধি যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম করিলে পাপ স্পর্শ করে না ; যে বুদ্ধিযোগ মনে সাম্য ভাব আনে, যাহা স্থিতপ্রজ্ঞায় ও ব্রাহ্মীস্থিতিতে লইয়া যায়।

৫৪—৭২। স্থিতপ্রজ্ঞার বিষয়ে আলোচনা। এই স্থিতপ্রজ্ঞাই শান্তি আনে ও ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্মনির্ব্বাণে লইয়া যায়।

5733

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য যোগ

(১) অর্জ্জুন স্বজন-প্রীতির মোহে স্বজনদিগকে হত্যা করিতে চাহিলেন না। মোহকে মোহ বলিয়া স্বীকার করিতে সংকোচ পাইয়া নানা অছিলার উত্থাপন করিলেন, যথা, "বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি, যাহাদের লইয়া রাজত্ব করিব, তাহারা তো ধনে প্রাণে নিহত হইতে বসিয়াছে, স্বজন হত্যায় কখনও সুখ হয় না, কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ করা মহাপাতক, কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, ও ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, তাহা হইতে বর্ণ-সঙ্কর হয়, লুপ্ত-পিণ্ডোদক ক্রিয়া হয় ও সব নরকগামী হয়" ইত্যাদি। তিনি ক্ষোভে বলিলেন, "আমি অস্ত্রধারণ করিব না, উহারা আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করুক, আমার পক্ষে তাহাও ভাল", এই বলিয়া নিরস্ত্র ও শোক সম্বিগ্ন-মানস হইয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। (প্রথম অধ্যায়)।

অর্জ্জুন নিরস্ত্র হইয়া বসিয়া পড়িলেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধমক দিলেন; তিরস্কৃত হইয়া অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কাঁচা যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, ও স্ত্রী-সুলভ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। তাই নীতির দৃষ্টিতে যাহা অকাট্য বলিয়া প্রতীত হইবে এইরূপ অন্য অছিলা, যথা গুরুজন বধ মহাপাতক ইত্যাদি অছিলা তুলিলেন। ইহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল অর্জ্জুনের রথে বসিয়া পড়িবার পর হইতে।

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

পদচ্ছেদ। তম্ তথা কৃপয়া আবিষ্ঠম্ অশ্রু-পূর্ণ—আকুল-ইক্ষণম্, বিষীদন্তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ।

অন্বয়। সঞ্জয়ঃ উবাচ। তথা কৃপয়া আবিষ্ঠম্ অশ্রু-পূর্ণা কুলেক্ষণম্ বিষীদন্তম্ তম্ মধুসূদনঃ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ।

কঠিন শব্দ। কৃপয়া আবিষ্ঠম্—কৃপা দ্বারা অভিভূত। "ইহারা আমার" এই প্রকার মোহ জন্য যে স্নেহ বিশেষ তাহার নাম কৃপা (মধুসূদন)। অশ্রুপুর্ণাকুলেক্ষণম্=অশ্রুপূর্ণ আকুল চক্ষু। বিষীদন্তম্= বিষণ্ণ. শোকযুক্ত। মধুসূদন=মধুনামা দৈত্যকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, (পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মনোবিকারে ঘটিত) করুণা দ্বারা অভিভূত, অশ্রুপূর্ণ আকুল নেত্র (বা নেত্র জলে ব্যাকুল) ও বিষণ্ণ তাহাকে (অর্জ্জুনকে), মধুসূদন এই কথা বলিলেন :—

ভগবান বুঝিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের ভিতরের অবস্থাটা কি? সেটা স্বজন প্রীতির মোহ, কৃপাভিভূত অবস্থা।

অরবিন্দ। কৃপা দয়া নহে; যে প্রকৃতি, লোকের দুঃখ মোচন করিতে চাহে, তাহা দয়া। যে প্রকৃতি, দুঃখ দর্শনে কাতর হয় তাহা কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম্ম, কৃপা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। দয়া প্রতীকার আনিয়া দিতে সমর্থ; কৃপা তাহাতে অসমর্থ হইয়া, মুহ্যমান হইয়া থাকে।

মধুসূদন। "ইহারা আমার" এই প্রকার মোহ জন্য যে স্নেহ বিশেষ হয় তাহা কৃপা।

চিন্তামণি। Lower করুণা কেবল স্বজনের জন্য ; Higher করুণা সর্ব্ব জীবের জন্য।

ভুপেন্দ্রনাথ। শরীরের তেজের (অর্জ্জুনের) মনে কৃপা হইল, অনেক দিনের আত্মীয় স্বজন ইন্দ্রিয়াদি, তাহাদের হনন করিব ?

(২) শ্রী ভগবান উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

পদচ্ছেদ। কুতঃত্বা কশ্মলম্ ইদম্ বিষমে সমুপস্থিতম্, অনার্য্য-জুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্, অকীর্ত্তিকরম্ অর্জ্জুন।

অন্বয়। শ্রী ভগবান উবাচ। অর্জ্জুন বিষমে কুতঃত্বা ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্ কশ্মলম্ সমুপস্থিতম্ ?

কঠিনশব্দ। বিষমে=সঙ্কট কালে। অনার্য্যজুষ্টম্ অনার্য্য বা বর্ব্বর অবলম্বিত, যথা স্বধর্ম্ম বিমুখতা ; শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের যাহা অবলম্বিত নহে। অস্বর্গ্যম্=স্বর্গগতি বাধক। কশ্মলম্=অত্যন্ত মলিন অজ্ঞান মোহ ভাব। "কর্ত্তব্যমাচরেণ কামমকর্ত্তব্যমনাচরণ, তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।

অনুবাদ। শ্রী ভগবান বলিলেন :—অর্জ্জুন, এই সঙ্কট কালে কোথা হইতে তোমাতে এই অনার্য্য অবলম্বিত, স্বর্গ হানিকর ও অযশস্কর মলিন মোহ উপস্থিত হইল ?

অনার্য্যদিগের "স্বধর্ম্ম" বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, যুদ্ধে পলায়ন করিতে লজ্জা বোধ করে না। ক্ষত্রিয়ের সম্মুখযুদ্ধ পরিত্যাগে স্বর্গ-গতি রোধ হইয়া যায়, এইরূপ পরিত্যাগ অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভগবান যেন বলিলেন, অর্জ্জুন তুমি দর্প ভরে উভয় সেনা মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলিয়াছ ; যুদ্ধ হয় হয়, এখন এই সঙ্কট কালে তুমি ভীরুতা

প্রদর্শন করিতেছ। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে "যুদ্ধ করিব না" বলা উচিৎ ছিল।

ভগবান অর্থাৎ যিনি অর্জ্জুনের রথের এবং মনোরথের সারথি তাঁহাকে ভগবান বলা হয় এই জন্য যে তিনি "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য, ধর্ম্মস্য, যশস্য, শ্রিয় বৈরাগ্যস্যার্থ, মোক্ষস্য ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা। অথবা, উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরতা অর্থাৎ প্রভুত্ব), ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য, মোক্ষ—এছয়টি যাহাতে সমগ্র অর্থাৎ পূর্ণ ভাবে রহিয়াছে—তিনি ভগবান। কেহ কেহ মোক্ষের পরিবর্ত্তে মোক্ষের কারণ জ্ঞান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন. কোনও শ্লোকে আছে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ. শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য। অন্য শ্লোকের অর্থ, যিনি প্রাণীগণের উৎপত্তি, বিনাশ, আগতি, গতি (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পৎ, বিপৎ) এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ে অবগত আছেন, তিবি ভগবান (মধুসূদন)।

ভক্তিপ্রদীপ। বিষমে=at this critical juncture. কশ্মল—delusion.

বিদ্যানন্দ। বিষমে = অনুপযুক্ত সময়ে। কশ্মল—মোহ, পাপ।

ভূপেন্দ্রনাথ। কূটস্থ (কৃষ্ণ) বলিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ছাড়িয়া বিষয়ের পানে যাওয়া মহা পাপ।······যাহারা ব্রহ্মে লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না, তাহাদেরই মনে কত উদ্ভট চিন্তা আসিতে থাকে।

মহানামব্রত। ভগবান নানা ভূমিকায়, (যথা, রাজদূত ইত্যাদি) কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভগবানের আসন হইতে ভগবদুক্তি এই সর্ব্ব-প্রথম।······এবার তিনি স্বয়ং আসিয়া নিজ তত্ত্ব কথা নিজ শ্রীমুখে ব্যক্ত করিতেছেন।

(৩) তিরস্কার করিয়া ভগবান বলিলেন :—

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

পদচ্ছেদ। ক্লৈবং মা স্ম গমঃ পার্থ ন এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ। (মাস্মগমঃ, মা গচ্ছ পাঠান্তর।

কঠিন শব্দ। ক্লৈব্যং = নপুংসকের ভাব, পৌরুষ হীনতা, কাতরতা (শ্রীধর)। মাস্মগমঃ = প্রাপ্ত হইও না। উপপদ্যতে = যোগ্য হয় না।

অনুবাদ। পার্থ পৌরুষ হীনতা প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমার যোগ্য হয় না। হে শত্রুতাপন, তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও (অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হও (বা প্রস্তুত হও)। (ক্লৈব্য = বিবেকশূন্যতা রামকণ্ঠ)

এই শ্লোকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক।

Vivekananda—If one reads this one sloka one gets all the merits of reading the entire Gita for in this one sloka, is embedded the whole Message of the Gita.

রামকণ্ঠ। ইনি বহু স্থানে ভিন্ন পাঠ ধরিয়াছেন—যথা, এখানে ক্লৈব্যংমাগচ্ছ কৌন্তেয়। সর্ব্বত্র তাঁহার সব ভিন্ন পাঠ দিবার আমাদের স্থান নাই।

অরবিন্দ। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সে ক্লীব। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার

জন্য, অন্তর্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃ কে দূর করে।

রামদয়াল। বিষাক্ত অঙ্গুলি ছেদন করিলে যেখানে জীবন রক্ষা হয় সেখানে অঙ্গুলি ছেদন করা আবশ্যক।

Scott—In man's most dark extremity, Oft succour comes from heaven

ভুপেন্দ্রনাথ। হিজড়ের মত না এদিক না ওদিক; অর্থাৎ কেবল সংসারে থাকা তাহাও নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে ভগবৎ চিন্তা অত্যন্ত দুষ্কর্ম্মীও করে; আর, সর্ব্বদা আত্মাতেই থাকা তাহাও নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে সংসারে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করে।...তুই নৌকায় পা দিয়া থাকিলে চলিবে না। সাধনা জোর করিয়া অভ্যাস করিলেই প্রাণবায়ু স্থির হইয়া উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে গিয়া উঠিবে, তখন ইহার চেয়ে ভাল আর কোন বস্তুকেই মনে হইবে না।

মহানামব্রত। (অনার্য্যোচিত ইত্যাদি) তিনটি বিশেষণের মধ্য দিয়া ভৎর্সনার তীব্রতা প্রকাশ পাইতেছে।

(৪) কিন্তু অর্জ্জুনের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি দেখিলেন তাঁহার মেয়েলী কান্না হইয়াছিল। তখন "গুরুজনদিগকে বধ করিতে হইবে এই পাপের ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিতেছি" এইভাব দেখাইয়া বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥৪॥

পদচ্ছেদ। কথং ভীষ্মং অহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন, ইষুভিঃ প্রতি যোৎস্যামি পূজার্হৌ অরি-সূদন।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। অরিসূদন, মধুসূদন, অহং ভীষ্মং দ্রোণংচ পূজার্হৌ ইষুভিঃ সংখ্যে কথং প্রতিযোৎস্যামি।

কঠিন শব্দ। পূজার্হৌ = পূজনীয়। ইষুভিঃ = বাণদ্বারা। কথং = কি প্রকারে। সংখ্যে = যুদ্ধে। প্রতিযোৎস্যামি = প্রতিযুদ্ধ করিব। (ছান্দস পরস্মৈপদ)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে শত্রু-নিধনকারী মধুসূদন, আমি, ভীষ্ম দ্রোণ দুই পূজনীয় ব্যক্তির সহিত কিরূপে বাণদ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? (তাঁহারা আমায় শরনিক্ষেপ করিলেও, আমি উলটিয়া তাহাদের প্রতি শরনিক্ষেপ করিতে পারিব না। অর্জ্জুন বিভ্রান্ত ছিলেন, তাই "মধুসূদন" অরিসূদন, পুনরুক্তি ভাবে উচ্চারিত হইল। (মধুসূদন)।

ভূপেন্দ্রনাথ। চিরাচরিত পথে চলাই জীবের স্বভাব, এখন সাধন-ভজন করিতে গেলে সেইসব নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটাইতে হয়, তাহা করিতে কিন্তু জীব সহজে রাজি হইতে চাহে না।

প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে "মধুসূদন" ইত্যাদি সম্বোধন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন হয়তো জানিতেন না, বা তাহার তেমন বিশ্বাস ছিল না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, নতুবা ৪।৪ শ্লোকে এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতেন না; এ সম্বন্ধে তিলকের উক্তিও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় ঠিক হইত যে, সখা বা বয়স্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, এ বিষয়ে বিশেষ কিছু তিনি মন দেন নাই। বিশ্বরূপ দেখিবার পর তাহার চৈতন্য হইল যে ভগবানের সঙ্গে বয়স্যের ভাবে ব্যবহার করা তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, তাই অনুতপ্ত চিত্তে বার বার ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ের ঐরূপ প্রশ্নের ইহাও কারণ হইতে পারে, যে, সে সময়ে অর্জ্জুনের মাথার ঠিক ছিল না। সকলে না হইলেও

দুই চারিজন লোক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন, যথা ব্যাস, ভীষ্ম, বিদুর এমন কি দ্রৌপদীও। জানিতেন বলিয়া কৌরব সভায় আর্ত্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন যখন দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সেই সভায় বিবস্ত্র করিতে চেষ্টা করিতেছিল ; আর্ত্তভাবে, বনেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন যখন দুর্ব্বাসা, দ্রৌপদীর ভোজনের পর, তাহাদের নিকট অতিথি হইয়া আসেন। ইঁহাদের স্থলে ঐ সব নাম শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনও ঐ সব নাম ব্যবহারে, অনেকটা ডাক নামের মত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। মনে হয় অর্জ্জুনের না বিশ্বাস না অবিশ্বাসের মন হইয়াছিল।

(৫) গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুংভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থ কামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

পদচ্ছেদ। গুরূন্ অহত্বা হি মহানুভাবান্, শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্ ভৈক্ষম্ অপি ইহ লোকে, হত্বা অর্থ-কামান্ তু গুরূন্ ইহ এব ভূঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্।

অন্বয়। মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ইহলোকে ভৈক্ষম্ অপি ভোক্তুম্ শ্রেয়ঃ হি ; গুরূন্ হত্বা ইহ রুধির-প্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ এব তু ভূঞ্জীয়।

কঠিন শব্দ। অহত্বা=বধ না করিয়া। ভৈক্ষম্=ভিক্ষান্ন। রুধির প্রদিগ্ধান্=রক্ত মাখা। অর্থ কামান্ ভোগান্=অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বস্তু সকল ; অর্থ কামনা যুক্ত সুখ ভোগ। (মহানুভবান্, মহানুভাবানের পাঠান্তর)। হি=কারণ। তু=তো।

অনুবাদ। মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষান্নও ভোজন করা শ্রেয়ঃ, কারণ গুরুজনদিগকে বধ করিলে, অর্থ-কামাদি বস্তু সকল, (তাঁহাদের) রুধির মাখা ভাবে, আমাকে তো ভোগ করিতে হইবে।

(প্রত্যেক বস্তু যাহা ভোগ করিতে যাইব, মনে হইবে গুরুজন দিগের রক্তে লিপ্ত হইয়া আছে)।

অর্থ-কামান্ শব্দের অর্থ অনেকে অনেক রকম করেন, যথা "(১) প্রয়োজন-সিদ্ধি যাঁহারা কামনা করেন, অর্থাৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; সেই অর্থে ইহা "গুরুজন দিগের" বিশেষণ হইবে, (২) ধন ও কাম্য বস্তু এই অর্থে ইহা "ভোগান্" শব্দের বিশেষণ হইবে, যেমন উপরে দেওয়া হইয়াছে। (৩) অর্থ ও ইচ্ছার দাস এই অর্থে ইহা গুরুজনদিগের বিশেষণ হইবে। দুর্য্যোধনের পক্ষ ভীষ্ম কেন অবলম্বন করিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ, ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ, অর্থাৎ পুরুষ "অর্থের" দাস। তবে এ ব্যাখ্যা এখানে সঙ্গত হইবে না, কারণ গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে শ্লেষ করা হইবে, কারণ তাঁহাদের প্রতি প্রথমে মহানুভাবান্ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

কেহ কেহ "হি মহানুভাবান্" কে হিমহানুভাবান্=হিমহা+অনু-ভাবান্ করেন, হিমহা=হিম্ দূরীভূত যিনি করেন, অর্থাৎ সূর্য্য বা অগ্নি। ভাবটা এই যে সূর্য্য বা অগ্নির মত যাঁহাদের তেজস্বী ভাবিতে পারা যায়, তাঁহাদের কোন কার্য্য দোষাবহ বলিয়া ধরা হয় না।

গুরুজন=উপাধ্যায়ঃ পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ, শ্বশুর স্ত্রাতা, মাতামহ—পিতামহৌ, বন্ধু জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ"।

শাস্ত্রে সকল সময়ে গুরুই আশ্রয় বলিয়াছে। অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্। কুমার্গস্থোঽপি সুমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতি। বাংলাতেও একটা কথা আছে, যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। কিন্তু, অর্জ্জুন কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছিলেন না যে যদি যুদ্ধ বৃত্তিফলক বা স্বার্থের জন্য না হয়, যদি ধর্ম্মফলক হয়, তো গুরুজনদিগের সহিত যুদ্ধে পাপ হয় না। (মতিলাল)।

মধুসূদন। অর্থ কামান্ তু—অর্থ যুক্ত হইলেও।

ভক্তিপ্রদীপ। মহানুভাবান্=revered, অর্থকামান্=wealth and desires.

বিদ্যানন্দ। মহানুভাবান্=আদরণীয়। অর্থকামান্=অর্থরূপী ও কামরূপী ভোগ।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিলে প্রকৃত শান্তি হইবে কি না জানা নাই। অথচ এই অনিশ্চিত ফলের আশায় যাহাদের নিকট হইতে সুখ পাইতেছি, সেই সব ইন্দ্রিয়দিগকে মারিয়া ফেলা আমার মতে ভাল নহে। ভয় ও ভেদ, ইহারাই তো গুরুস্থানীয়, কারণ ইহাদের মতে সকলে সংসার পালন করে।…কিন্তু সাধন বিষয়ে, "মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকৃতে নয়"। (ভয়=ভীষ্ম ; ভেদ=দ্রোণ)।

(৮) অর্জ্জুন তাঁহার মনের দোলায়মান অবস্থা প্রকট করিয়া কহিলেন—

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

পদচ্ছেদ। ন চ এতৎ বিদ্মঃ কতরৎ নঃ গরীয়ঃ যদ্বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে অবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।

অন্বয়। এতৎ ন বিদ্মঃ কতরৎ নঃ গরীয়ঃ যদ্বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ ; যান্ হত্বা ন জিজীবিষাম তে এব ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।

কঠিন শব্দ। কতরৎ=কোন্‌টা। নঃ=আমাদের পক্ষে। গরীয়ঃ= শ্রেয়ঃ। ন বিদ্মঃ=জানিনা। যদ্বা=হয় অর্থাৎ হয়তো হউক। যদি বা=অথবা। কঃ=আমাদিগকে। জয়েয়ুঃ=ইহারা জয় করিবে। ন জিজীবিষাম=বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা। প্রমুখে=সম্মুখে।

অনুবাদ। হয় আমরা জয়লাভ করি বা তাহারা আমাদের উপর জয়লাভ করুক—কোন্‌টা আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা জানিনা। যাহাদের বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, অথচ এখন সেই ধ্বতরাষ্ট্র-পুত্রেরাই আমাদের সম্মুখে (শত্রুভাবে) অবস্থিত রহিয়াছে।

মধুসূদন—কতরং শব্দের দুই ব্যাখ্যা দিয়াছেন, (১) ভিক্ষা করিয়া খাওয়া বা যুদ্ধ করা, (২) জয়লাভ করা বা বিজিত হওয়া (যেরূপ আমরা উপরে দিয়াছি) মধুসূদনের মতে "ন চ শ্রেয়ো "(১।৩১) ন কাঙ্ক্ষে (১।৩২), অপি ত্রৈলোক্য (১।৩৫) নরকে নিয়তম্ (১।৪৪), কিং নো রাজ্যেন (১।৩২), যদ্যপ্যেতে (১।৩৮), তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ (১।৪৬) ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্ (২।৫), ইত্যাদি বাক্যে সাধন চতুষ্টয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

রামদয়াল। মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া দেখাইয়াছেন, জ্ঞানে অধিকারীর অবস্থা (১) বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন দ্বারা কথঞ্চিত অভিজ্ঞতা (২) এই জন্ম বা জন্মান্তরের জন্য পুত্রেষ্টি আদি কাম্য ক্রিয়া ও ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়া বর্জ্জন, (৩) নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, (৪) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান

(এই ছয় প্রথম সাধন, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ দ্বিতীয় সাধন, নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক তৃতীয় সাধন এবং মুমুক্ষা চতুর্থ সাধন,—অর্জ্জুনের বিষাদ যোগে সন্ন্যাস অবস্থা সূচিত করিতেছে। (১) কিং নো (১।৩২) =বাহ্য বিষয় হইতে মনের নিগ্রহ=শম, (২) কিং ভোগৈঃ (১।৩২) =বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ=দম। (৩) যদ্যপ্যেতে (১।৩৮)= লোভশূন্যতা বা উপরতি। (৪) তন্মেক্ষেমতরম্ (১।৪৬)=দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা=তিতিক্ষা (৫) ন কাঙ্ক্ষে (১।৩২), ঐহিক ফল-বৈরাগ্য, (৬) অপি ত্রৈলোক্য (১।৩৫)=পারলৌকিক ফল বৈরাগ্য। (৭) নরকে নিয়তম্ (১।৪৪)=স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মবোধ (৮) শ্রেয়ঃ ভোক্তুম্=সন্ন্যাস (৯) ন চ শ্রেয়ঃ (১।৩৬)=নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক।

ভক্তিপ্রদীপ। অবস্থিতা = are ready to give battle.

ভূপেন্দ্রনাথ। ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ = দশ ইন্দ্রিয় দশদিকে ধাবমান। ১০×১০=১০০।

(৭) এই প্রকারে নিজ কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, অর্জ্জুন ভগবানের শরণ লইয়া বলিলেন—

কার্পণ্য-দোষোপহত-স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭

পদচ্ছেদ। কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ, পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতাঃ, যৎশ্রেয়ঃ, স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তৎমে, শিষ্যঃ তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

অন্বয়। কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ ত্বাম পৃচ্ছামি;

মে যৎ নিশ্চিতম্ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎব্রূহি, অহম্ তে শিষ্যঃ ত্বাম্ প্রপন্নম্ মাং শাধি।

কঠিন শব্দ। কার্পণ্য-দোষোপহত-স্বভাবঃ=আমার স্বভাব বা বুদ্ধি দৈন্যদোষে অভিভূত। কৃপণ যেমন অর্থ বাহির করিয়া কাজে লাগাইতে পারে না, আমিও সেইরূপ বুদ্ধি বাহির করিয়া কাজে লাগাইতে অসমর্থ হইয়াছি; সঙ্কীর্ণতায় আমি আবিষ্ট। দু-একজন কার্পণ্যের অনুবাদ helplessness করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতাঃ=ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমি বিমূঢ়, চিত্ত (অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিব কি সামাজিক ধর্ম্ম পালন করিব যাহাতে স্বজন বধ না করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি লইব)। প্রপন্নম=শরণাগত। শাধি=উপদেশ দাও। স্যাৎ=হয়। উপদেশ পাইতে অর্জ্জুন শিষ্যত্ব লইলেন, কারণ "প্রব্রূহি ন অপুত্রায়, ন অশিষ্যায়"।

অনুবাদ। আমার বুদ্ধি দৈন্যদোষে অভিভূত হইয়াছে, আমি ধর্ম্ম-সঙ্কটে বিমূঢ় চিত্ত হইয়াছি, (মন কাজ করিতেছে না) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহা আমার পক্ষে নিশ্চয়ভাবে মঙ্গলকর তাহা বল; আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত আমাকে উপদেশ দাও। (কেহ কেহ "নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ" স্থানে "নিশ্চিত্তং ব্রূহি" অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া বল বলিয়াছেন।)

এ শ্লোকে পরিষ্কার ভাবে ভক্তের "চার শ্রেণী" আসিয়াছে; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী।...গুরুর নিকট শিষ্য যাহা করে প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া, অর্জ্জুন তাহাই করিলেন:—শিষ্যস্তে-হহম্=প্রণিপাত, শাধি মাম্=পরিপ্রশ্ন, ত্বাং প্রপন্নম্ অর্থাৎ শরণাগতি অর্থাৎ সেবা।

অরবিন্দ। দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।...কর্ম্মের একটা স্পষ্ট

নীতি আমাকে দাও।...যিনি এইরূপ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে সমর্থ ও নিরহঙ্কার তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী।

মধুসূদন। যাহারা তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া পুরুষার্থ পায় না, তাহারা, যথা শ্রুতিতে "হে গার্গি যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ"। সুতরাং কার্পণ্যের অর্থ অনাত্মাধ্যাস, অর্থাৎ অনাত্মা যে জড় বস্তু, তাহার সহিত আত্মরূপ চেতন বস্তুর অভিন্নতা ভাব।

নিশ্চিত=ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ ফল। সাধনের (হেতু বা কারণের) পরক্ষণে, সাধ্যের অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবীতা অর্থাৎ অবশ্য হওয়া, তাহার নাম ঐকান্তিক ; এবং যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আর যে নাশ না হওয়া তাহাই আত্যন্তিকতা।...মধুসূদন, সাংখ্য ও মীমাংসকদিগের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াছেন।

শ্রীধর। স্বজন বিনাশে বাঁচিব কিরূপে? ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তির মত জীবন ব্যয়ে কাতর, তাই কৃপণ। কাতরতা ও কুলক্ষয়জনিত দোষ দ্বারা আমার ক্ষাত্র স্বভাব অভিভূত হইয়াছে।

রামদয়াল। কৃপণ কথার বৈদিক অর্থ, যে ব্রহ্মকে বিদিত না হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করে। মমতা, অজ্ঞান, অভিমান ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

গোয়েন্কা। কৃপণ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা (১) যাহার কাছে প্রচুর ধন আছে, কিন্তু ধনের প্রতি প্রবল আশক্তি বশতঃ, দানাদি তো, দূরের কথা, নিজের জন্যই একপয়সাও খরচ করিতে পারে না, (২) যে, বিষয়ে ডুবিয়া থাকিয়া মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভগবানের তত্ত্ব জানিয়া তাহা পাইবার চেষ্টা, তাহা করে না। "যো বা এতদক্ষরম্ গার্গ্য বিদিত্বাঃ......প্রৈতি, স কৃপণ। (বৃঃ উঃ ৩।৮।১০)"

ফল-কামনাযুক্ত লোক, যথা কৃপণা ফল-হেতবে (১।৪৯), (৩) সামান্যতঃ দীন স্বভাব বাচক। অর্জ্জুনের কার্পণ্য এক রকম দৈন্যই ছিল, তাই ২।১ শ্লোকে কৃপয়াবিষ্টম্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মতিলাল। যে স্বল্পমাত্র আত্মক্ষতি অসহ্য মনে করে, তাহার মত কৃপণ আর কে হইতে পারে ?

আনন্দগিরি। শ্রুতিতে কৃপণ=অজ্ঞানী, অব্রহ্মবিৎ (বৃ উ৩।৮।৬৩)। কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ=bereft of my heroic nature, and a victim to the stigma of cowardice (ভক্তিপ্রদীপ); কাতরতার জন্য নষ্টগুণ (বিদ্যানন্দ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ—unable to discern right and wrong (ভক্তিপ্রদীপ) ; ধর্ম্মসম্বন্ধে চিত্ত মোহগ্রস্ত (বিদ্যানন্দ)।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি বড় কৃপণ, কারণ, সকল কর্ম্মেরই ফলের আকাঙ্ক্ষা করি ; কাহাকেও বিনা ফলের উদ্দেশ্যেতে একটি পয়সা দেই না। ফলের আকাঙ্ক্ষায় মন থাকায়, আত্মাতে স্থিতি নষ্ট করিয়াছি, ধর্ম্ম যে কি তাহা জানিতে পারি নাই।...জীব যখন কুল কিনারা পায় না, তখনই অনন্যোপায় হইয়া গুরুর শরণাপন্ন হয়।

Imitation of the Christ—Speak Lord to Thy Servant.

(৮) কি রকম শোকে অর্জ্জুন পড়িয়াছেন, তাহা জানাইতেছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

পদচ্ছেদ। ন হি প্রপশ্যামি মম অপনুদ্যাৎ যৎশোকম্ উৎশোষণম্

ইন্দ্রিয়াণাম্, অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধম্ রাজ্যং সুরাণাম্ অপি চ আধিপত্যম্।

অন্বয়। হি ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং চ সুরাণাম্ অপি আধিপত্যম্ অবাপ্য যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ ন প্রপশ্যামি।

কঠিন শব্দ। অসপত্নম্ = প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। ঋদ্ধম্ = সমৃদ্ধি সম্পন্ন। অবাপ্য = পাইয়া, উচ্ছোষণম্ = শোষক, which saps the mind (ভক্তিপ্রদীপ), অপনুদ্যাৎ = নিবারণ করিতে পারে।

অনুবাদ। যেহেতু যদি আমি পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ধনসম্পদ-পূর্ণ রাজ্য এবং দেবতাদিগের অর্থাৎ স্বর্গের প্রভুত্ব পাই, তবু ইহাতেও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী শোককে নিবারণ করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না। (অর্থাৎ ইহারাও পারে না।)

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্—কোন ব্যাপারই আমার শোক নিবারণ করিতে সমর্থ নহে: (যুদ্ধে যাহারা মরে তাহাদের আত্মা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বর্গে যায়, তাই "প্রাপ্স্যসি স্বর্গং")।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিলে যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইবে বটে, এবং মূলাধার গ্রন্থি জয় করিতে পারিলে সিদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি-রহিত অবস্থাও পাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে তো ইন্দ্রিয়গণের আরাম বা বাহ্যসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তাহা হইলে আর সুখ কি হইল?

(৯) তাহার পরে অর্জ্জুন কি করিলেন, তাহা বলা হইতেছে—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

পদচ্ছেদ। এবম্ উক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ, ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তুষ্ণীম্ বভূ বহ।

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ—পরন্তপ ; গুড়াকেশঃ হৃষীকেশম্ গোবিন্দম্ এবম্ উক্ত্বা ন যোৎস্যে ইতি হ উক্ত্বা তুষ্ণীম্ বভূব।

কঠিন শব্দ। ন যোৎস্যে=যুদ্ধ করিব না। হ=জোর দিবার স্থলে ইহা প্রযুক্ত হয়। গোবিন্দ=গাং বেদ লক্ষণাং বিন্দতি যঃ (মধুসূদন)।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, শত্রু-তাপন জিতনিদ্র অর্জ্জুন হৃষীকেশকে (গোবিন্দকে) এইরূপ বলিয়া, "যুদ্ধ করিব না" গোবিন্দকে স্পষ্ট বা জোরের সহিত বলিবার পর নীরব হইলেন।

অর্জ্জুন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার শরণাগত, আমায় উপদেশ দাও"। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ পাইবার পূর্ব্বে তিনি সে শরণাগত ভাব হারাইয়া ফেলিলেন, "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার মনের অত্যন্ত মোহে অভিভূত দোদুল্যমান অবস্থা অনুমান করিতে পারা যায়। তিনি কপটী ছিলেন না। (ভগবানের কথা শুনিয়া চলিবার পূর্ব্বে মানুষের মনে এইরূপই তোলাপাড়া হইতে থাকে)।

শঙ্কর। প্রথম অধ্যায় "দৃষ্ট্বাতু" হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত এই প্রকরণ, প্রাণিদিগের শোক মোহ আদি যাহা সংসারের বীজভূত দোষ তাহাদের উৎপত্তির কারণ দেখাইবার জন্য শোক-মোহগ্রস্ত জীবেরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যায়। শোক-মোহের নিবৃত্তি সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না। (শঙ্কর সকল স্থলেই এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে, উপক্রমণিকায় বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়

হইতেই পারে না, ইহা বারবার আচার্য্য জানাইয়াছেন। তিনি অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন, লোক-সংগ্রহ কর্ম্মও ফলাভিলাষ শূন্য কর্ম্ম নহে।

Krishna Prem—But spoken or unspoken there always remains a reservation. That is why, the appeal to the teacher seems to bring no results.

ভূপেন্দ্রনাথ। সব শিষ্যেরই এই দুর্দ্দশা, হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়া।

কৃষ্ণানন্দ। গোবিন্দ :—গো=তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা যিনি লভ্য হন। গুড়াকেশ=তরঙ্গায়িত যাহার কেশ। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(১০) অর্জ্জুনের "যুদ্ধ করিব না" বলিবার পর ভগবান কি বলিলেন, বলা হইতেছে।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

পদচ্ছেদ। তম্ উবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ভারত, সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তম্ ইদম্ বচঃ

অন্বয়। ভারত, হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে তম্ বিষীদন্তং প্রহসন্ ইদম্ বচঃ উবাচ।

কঠিন শব্দ। বিষীদন্তম্=বিষণ্ণ। প্রহসন ইব=যেন হাসিতে হাসিতে; প্রসন্ন মুখ হইয়া (শ্রীধর); কেহ অর্থ করিয়াছেন, 'হাহা করিয়া কৌতুকে হাসিতে হাসিতে।

অনুবাদ। হে ভারত (রাজা ধৃত রাষ্ট্র) হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যে (অবস্থিত) বিষণ্ণ তাহাকে (অর্জ্জুনকে) এই কথা ঈষৎ হাসিতে হাসিতে (যেন শ্লেষের ভাবে) বলিলেন। একটু হাসিতে

হাসিতে উপহাসের ভাবে, "আমার কাছে নিজেকে ঢাকার বৃথা চেষ্টা" এই ভাবে বলিলেন। "তোমার বৃথা বাহ্যিক পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞাবাদ"।

আনন্দগিরি। আশ্বাস দানার্থ হাসিয়া। নীলকণ্ঠ, ইনি মূঢ় হইয়াও অমূঢ়ের অনুকরণ করিতেছেন, তাই জানাইয়া। বিশ্বনাথ, লজ্জা দিতে। অথবা হাসির দ্বারা এই ইঙ্গিত দিলেন, তোমার ক্ষত্রিয় রক্ত যুদ্ধ করাইবেই।

ধর্ম্ম-সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গীন ব্যাপার। বিবদমান কর্ত্তব্যের ভিতর মানুষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যুদ্ধে যেমন, কি করা উচিৎ তখনই স্থির করিয়া ফেলিতে হয়, ভাবিবার, চিন্তা করিবার সময় থাকে না, ধর্ম্ম-সঙ্কটেও সেই রূপ। ধর্ম্ম বর্ণভেদে, আশ্রমভেদে, অধিকার ভেদে, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে বহুপ্রকারের হয়। অনেক সময়, একধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের সহিত বিবদমান হইয়া পড়ে। বিবদমান্ দুই ধর্ম্ম, যখন দুই-ই সমভাবে গুরু মনে হয়, তখনই মানুষকে ধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িতে হয়। মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিবার শক্তি নিজের ভিতর না পাওয়ায়, অনেকেই এই রূপ পরিস্থিতিতে পড়িলে, তাহা হইতে পলাইতে চাহে। যে-সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নহে অনেকে সে গুলিকে বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয় ভাবিয়া লয়। অনুসন্ধান করিয়া, স্বমতের স্বপক্ষের যাহা অনুকূল যুক্তি পায়, তাহা, কখনও অসংলগ্ন ভাবে, কখনও বিজ্ঞের অনুকরণে প্রয়োগ করিতে থাকে। অর্জ্জুনের আচরণে এই সব পরিদৃষ্ট হইতেছিল, ধর্ম্ম-সঙ্কট তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

মধুসূদনের মতে অর্জ্জুন দ্বিবিধ মোহে পড়িয়াছিলেন, (১) স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দস্বরূপ এবং সকলপ্রকার সংসার ধর্ম্মের সহিত সংসর্গ বিহিত আত্মা, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়, এবং এতদুভয়ের কারণরূপ

অবিদ্যা, এই ত্রিবিধ উপাধির অবিবেক (তদাত্ম্য) নিরন্তর মিথ্যাভূত সত্যত্ব ও আত্মধর্ম্মত্ব প্রভৃতির প্রতীতি, অর্থাৎ উহা সত্য এবং উহা আত্মার ধর্ম্ম—এই প্রকার যে বোধ, উহা একপ্রকার মোহ, এবং উহা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। আর যুদ্ধ নামক স্বধর্ম্মে হিংসাদির বাহুল্য নিবন্ধন যে অধর্ম্ম প্রতীতি—ইহা দ্বিতীয় প্রকার মোহ এবং উহা অর্জ্জুনের করুণাদি দোষ জন্য অসাধারণ। এসব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই যে ত্রিবিধ উপাধির বিবেক অর্থাৎ ভেদ বোধ পূর্ব্বক যে শুদ্ধ আত্ম বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহা প্রথম প্রকার মোহের নিবারক। আর শোকের কারণ যে অজ্ঞান বা মোহ, তাহা না থাকিলে শোকার্ত্ত থাকিতে পারে না। শোকের কারণ হইতেছে মোহ বা অজ্ঞান ও ভ্রান্তি জ্ঞান। ইহারা বিদূরিত হইয়া যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলেই শোক চলিয়া যায়।...একমাত্র আত্ম-তত্ত্বই সৎ বলিয়া নিশ্চিত হইলে ..সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। সমাধিকালে আত্ম-ভিন্ন বস্তু অনুভূতই হয় না, আবার সমাধি হইতে নামিলে, অন্য বস্তু দৃশ্য হইলেও তাহাদের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় থাকে বলিয়া ঐ বস্তুর জন্য শোক হইতে পারে না। 'ইব', লজ্জা উৎপাদনের জন্য নহে, বিবেক উৎপাদমের জন্য।

কৃষ্ণানন্দ। বীরত্বে সচেতন করিতে হাসিলেন। তোমার ব্যবহারে সকলে হাসিবে তাহার ইঙ্গিত।

রামানুজ। ভগবান ইহা বুঝিয়া যে আত্ম-স্বরূপে যথার্থ জ্ঞান বিনা, আর ফলাভিসন্ধি রহিত স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধ, আত্মার যথার্থ জ্ঞানের উপায় ইহা না বোঝা বিনা, অর্জ্জুনের মোহ শান্তি হইবে না, অধ্যাত্ম শাস্ত্র বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

রামদয়াল। ভগবান হাসিলেন কেন, বিভিন্ন টীকাকার বিভিন্ন

অর্থ করিয়াছেন ; মোটা কথা এই, অর্জ্জুন মহা আড়ম্বরে যুদ্ধে আসিলেন এবং "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া বসিয়া রহিলেন।

বিদ্যানন্দ। জ্ঞানীর বচন বানিয়ে বানিয়ে বোল্‌ছ…আত্মজ্ঞান লাভ কর। 'আত্মা যৈর্বিদিতঃ ন তেষাম্ জ্ঞানমুত্তমম্ (মহাভারত)।

ভূপেন্দ্রনাথ। দুই দলের মধ্যে সাধক অর্থাৎ ক্রিয়া করিব কি করিব না, এ দুইয়ের মধ্যে। আর রহিয়াছেন যেখানে ভগবান, যিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না. প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে ভক্তের অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন।

মহানামব্রত। গুরুর নিকট সদুপদেশ প্রার্থী হইয়া, পুনরায় 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলা অশোভন ও হাস্যাস্পদ।

(১১) যুদ্ধে অর্জ্জুনকে লওয়াইবার জন্য, ভগবান এই আধ্যাত্মবাদের, যাহা গীতাকার ১১ হইতে ৩৮ শ্লোকে দিয়াছেন, তাহার কেন অবতারণা করিলেন, অনেকে ইহার ভিতরের সঙ্গতি ধরিতে পারেন না বলিয়া বুঝিতে পারেন না। এই শ্লোকগুলি নিরর্থক নহে, এবং পরস্পরের সহিত সুন্দর ভাবে যুক্ত ; পূর্ব্বে সাংখ্য তত্ত্ব অনুচ্ছেদে ইহা দেখান হইয়াছে, এবং আবার ইহা দেখাইতে ৩৮ শ্লোকের পরে, একটি চুম্বক দেওয়া হইবে ; উহাতে কাঁচা আমি, পাকা আমির দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্লোকগুলির উপযোগীতা ও সঙ্গতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইবে। অধ্যাত্মজ্ঞানমূলক প্রকরণের প্রথম অংশ যাহাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ বলা হয়, তাহার প্রথম কয়েকটি শ্লোকের বিষয়ে অনেকের এই সমালোচনা থাকে যে "২।১১ শ্লোকের উদ্দেশ্য কি, উহাতে আত্মজ্ঞানের কোন্ বিষয়ই বা প্রকাশিত হইয়াছে ; পরের শ্লোকেই বা আত্মজ্ঞানের কোন্ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, আর উহার সহিত প্রথম শ্লোকেরই বা সম্বন্ধ কি ; তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকেই বা আত্মজ্ঞানের কোন্ বিষয় প্রকাশিত

হইয়াছে, এবং তাহাদেরই বা দ্বিতীয় ও প্রথম শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ কি ; তার পরে ষষ্ঠ শ্লোককেই বা কেন আনা হইয়াছে—এ সব যেন অসংলগ্ন মনে হয় ইহাদের ভিতর কোন ধারাবাহিকতা নাই"। কিন্তু উহারা অসংলগ্ন মোটেই নহে। সেইজন্য আমরা, এই শ্লোকগুলির শাব্দিক ব্যাখ্যা দিবার পূর্ব্বে, এই শ্লোকগুলি অসংলগ্ন নহে, এবং উহাদের ভিতর আত্মজ্ঞানের বড় বড় কথা রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, সেইভাবে এই শ্লোকগুলির ভিতর যাহাতে যাওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য, পূর্ব্বে নানা স্থানে নানা ভাবে বলা সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত একটি ছোট মুখবন্ধ দিলাম।—

(১) যাহা তুচ্ছ, যাহা আত্মার সহিত সম্বন্ধিত নহে, চিন্তা তাহার দ্বারা ভারগ্রস্ত করিও না। ইহা জ্ঞানাভিলাষীর একটি বড় কথা (২।১১)।

(২) আত্মার আবর্ত্তন বার বার হইতে থাকে, অভিনেতার, নানা অংশে নানা পোষাকে আসার মত, যথা কখনও দুর্য্যোধন, কখনও ইন্দ্রজিতের ভাবে ; মানুষটা কিন্তু সেই একই থাকে। অভিনয় করিতে হইবে, ঠিক দুর্য্যোধনের মত, কিন্তু ভুলিও না যে তাহাতে তুমি সত্যই দুর্য্যোধন হইয়া গেলে না। দুর্য্যোধনের পোষাকে, অন্যান্য অভিনেতাদের অভিনয়ের পোষাকে থাকা অবস্থায়, তোমার অভিনয়ে যে সম্পর্ক ঘটয়াছে, যথা কেহ হয়তো পিতামহ, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা হইয়াছে, ভুলিও না যে সম্পর্ক কোনও পাকা সম্পর্ক হয় নাই। আত্মতত্ত্বের একটি বড় কথা পুনরাবর্ত্তন, জন্মান্তরবাদ ; জন্মান্তর হয় কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে (২।১২)।

(৩) দেহী দেহ নহে। দেহের ধর্ম্মে আত্মকত্ব প্রাপ্ত হইবে না। বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি, এমন কি মৃতুও (যাহা দেহ অকর্ম্মণ্য হইলে, দেহীকে সে দেহ ছাড়িয়া যাইতে হয় বলিয়া ঘটে)—

এসব দেহের ধর্ম্ম, আত্মার, অর্থাৎ তোমার নহে এবং অবশ্যম্ভাবী বলিয়া এগুলিকে উপেক্ষা করিবে। শীত ও গ্রীষ্ম বোধ, সুখ ও দুঃখ বোধ— এসবও দেহ ও মনের ধর্ম্ম, আত্মার অর্থাৎ তোমার নহে। দুঃখ পাওয়াকে মনে হইবে, তোমার দুঃখ পাওয়া হইতেছে ; তাহা তদাত্মকত্বের জন্য। তদাত্মকত্বকে নাশ কর (পঞ্চদশ অধ্যায়) তাহা যতদিন না পারিবে, ততদিন এগুলিকে সহ্য কর, (২।১৩, ১৪, ১৫)। মনে রাখিও তোমার ধর্ম্ম "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি (২।৩৮) ইহাও আত্মতত্ত্বের একটি বড় কথা।

(৪) এই আত্মা বহু দেহের ভিতর দিয়া যাইতে থাকিলেও, দেহগুলি সময়ে বিনষ্ট হইতে থাকিলেও, আত্মাতে কোন পরিবর্ত্তন বা তাহার নাশ হয় না। তাই তাহাকে সৎ বা চিরস্থায়ী বলা হয়। দেহ ও মনে অনবরতঃ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং উহাদের নাশ হয় বলিয়া, উহাদের অসৎ বলা হয়। সৎ এই আত্মা, ইহা কি কি বিষয়ে, অসৎ এই দেহ মনাদি হইতে ভিন্ন, তাহা শুনিয়া রাখ (২।১৬)।

(৫) ভগবান ইহার পর যাহা যাহা বলিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ দুইটি কথা এই যে, এই আত্মা হত তো হয়ই না, হন্তাও বলিয়া অভিযুক্ত হইবে না, যদি না উহার তদাত্মকত্ব প্রাপ্তি ঘটে। যে জিনিষ হত হয় না, তাহার আবার হন্তা কি ? তুমিই সেই আত্মা, তুমি দেহ নও ; তুমি হন্তা বলিয়া কথিত হইবে না, যদি না তোমার কার্য্য তদাত্মকত্ব প্রভাবে ঘটে। দ্বিতীয় কথা (২।৩০), এক তোমাতেই আত্মা আছে, তাহা নহে প্রতি জীবেরই এই অবিনশ্বর আত্মা আছে। আত্মা নিজ স্বভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আত্মকত্বের ফলে অভিনেতা তাহাকে হইতেই হয়। অতএব তুমি বৃথা দুঃখ পাইতেছ। তোমাকেই

বা কেন অভিনেতার মত কাজ করিতে হইবে, ইহা বলা তোমার সাজে না। তোমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। প্রতিজন্মের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাকে নিয়ন্ত্রিত অভিনয়ের অংশই বল বা যাহাই বল, তাহা রাগদ্বেষ হীন ও মোহহীন ভাবে, সহজাত ধর্ম্মপালন করা। ভগবান আত্মতত্ত্ব বিবৃতির পরেই তাহার কথা বলিবেন। এই দুই মিলিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব বা সাংখ্যতত্ত্ব হয়: এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে।

মুখবন্ধের পরে-এইবার ধারাবাহিক ভাবে শ্লোকগুলি লওয়া হউক।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

পদচ্ছেদ। অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ ত্বম্ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে, গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে. পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ নঅনুশোচন্তি।

কঠিন শব্দ। অশোচ্যান্=যাহাতে বা যাহাদিগের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাতে বা তাহাদিগের জন্য। অন্বশোচঃ =শোক করিতেছ। প্রজ্ঞাবাদান্=জ্ঞানের বা বিজ্ঞের মত কথা সকল। গতাসূন্ অগতাসূন্=গতপ্রাণ ও অগতপ্রাণ, অর্থাৎ মরিয়া যাহারা যাইবে তাহারা এবং তাহাদের অনাথ স্ত্রীপুত্র যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা, তাহাদিগের জন্য। একথা দুইটির আরও অর্থ আমাদের মনে আসিয়াছে, পরে তাহা দেওয়া হইবে। পণ্ডিতাঃ=পণ্ডা বা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাহাদের।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন। তুমি যাহাদিগের জন্য বা যে বিষয় সমুহের জন্য শোক করা উচিত নহে, সেই সকলের জন্য শোক

করিতেছ, আবার (জ্ঞানিদিগের অনুকরণে) জ্ঞানের কথা বলিতেছ। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত, কাহারও জন্য শোক করেন না।

ভগবান যেন বলিতেছেন, তুমি মস্ত জ্ঞানী সাজিয়াছ; তোমার অছিলায় জ্ঞানের গভীর যুক্তি রহিয়াছে এইভাবে কথা কহিতেছ। সত্যই যদি জ্ঞানী হইতে তাহা হইলে শোক করিতে না, শোক করার যোগ্য যাহা নহে তাহার জন্য। যাহা অশোচ্য, তাহা লইয়া নিজেকে আর ক্লিষ্ট করিও না। তোমার আচরণ জ্ঞানীর মত মোটেই নহে, কারণ যাহা এই সময়ে ভাবিবার বিষয় হইতে পারে না, যথা কে অগতাসু থাকিবে, কে গতাসু হইবে, যুদ্ধে আত্মীয়দিগের ভিতর কে মরিবে এবং কে বাঁচিবে, যে মরিবে তাহার কি গতি হইবে, যে বাঁচিবে, যাহারা পঙ্গু হইয়া পড়িবে, তাহারা কি করিবে, যাহারা মরিয়া যাইবে তাহাদের নাবালক শিশুগণ ও অনাথা বিধবাগণ কি করিবে, বিধবাদিগের অনেকেই ভালভাবে থাকিতে সমর্থ হইবে না, জাতি-ধর্ম্ম কুল-ধর্ম্ম, লোপ পাইবে, গতাসু বা পিতৃগণের পিণ্ড লোপ পাইবে, বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইবে—এই সকল বিষয় যাহা যুদ্ধে নামিবার পরে, আর চিন্তা করিবার শোক করিবার বস্তু থাকে না, তাহা লইয়া জ্ঞানীরা শোক করিতে থাকেন না। এসব এখন চিন্তা করা অর্থহীন, এ চিন্তা মনের শান্তি নষ্ট করে যে রকম এখন তোমার হইয়াছে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাতে শোকের কি কথা আছে? (এই "অবশ্যম্ভাবী" "তাহাতে শোকের কি আছে", এই কথাগুলি পরে অনেক শ্লোকে আসিয়াছে)।

আমাদের বোটা বুদ্ধিতে আরও একপ্রকারের ব্যাখ্যা আসিয়াছে, "গতাসু বা অগতাসু, মৃত বা জীবিত কোন দেহেরই কথা লইয়া, পণ্ডিতেরা মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে বসিয়া যান না। দেহ

ক'দিনের? দেহ "অসৎ" (২।১৬); দেহীই "সৎ" (২।১৬), সেইই "মন্তব্য, বোধব্য"। (এই ব্যাখ্যায় পরের শ্লোকগুলির সহিত সংযোগ পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠে)।

অথবা, ব্যখ্যায় "আত্মানাত্ম বিবেক" এই ভাবে আনা যাইতে পারে:—শোক দেহের ধর্ম্ম, আসল যে তুমি, অর্থাৎ তোমার আত্মা, তাহার নহে। দুঃখ বোধ হয়, দেহের সহিত আত্মাকে জড়াইলে। পণ্ডিতেরা দুঃখ পান না, কারণ জীবিত বা মৃত, যাহারই এবং যে ভাবেরই দেহ হউক না কেন, তাহার সহিত তাঁহারা আত্মাকে জড়িত করেন না।

গতাসু ও অগতাসুর অর্থ, "মৃতের বিয়োগ ও জীবিতের বিয়োগাশঙ্কা", অথবা "আমি যদি সন্ন্যাস লই, সকলে অগতাসু থাকিবে, আর আমি যদি যুদ্ধ করি তাহাদিগকে গতাসু করা হইবে" এ প্রকারের অর্থও দেওয়া যাইতে পারে।

"প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ" শব্দকে কেহ কেহ প্রজ্ঞা অবদাং ধরিয়া "জ্ঞানের বিরুদ্ধ কথা" এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থে, অর্জ্জুনের যুক্তির প্রতি ভগবানের উপহাসের (প্রহসন্নিব) ভাব থাকে না। কেহ "অমুক কার্য্যে পাপ হয়, অমুক কার্য্যে পুণ্য হয়", এই অর্থ দিয়াছেন।

এই শ্লোক হইতে আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে গীতার প্রকৃত আরম্ভ। এইভাবে, গীতার আরম্ভ "অশোচ্য" কথা লইয়া এবং এইভাবে গীতার শেষও "মা শুচঃ" কথা দিয়া; (১৮।৬৬) সমস্ত গীতা মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ এই আশ্বাস বাণী।

গতাসু ও অগতাসুর আরও একটি অর্থ আসে। আসল গীতার যেন আরম্ভ "অশোচ্য" কথা দিয়া (২।১১), আর "মা শুচঃ" কথা দিয়া (২৮।৬৬) যেন ইহা শেষ হইয়াছে। এই দুইটি শ্লোকের ভিতর

গীতা। ২।১১ শ্লোকে যেন বলা হইতেছে, "কোন্ নীতি-নিয়মগুলো তোমার এই বিষম গণ্ডগোলপূর্ণ সময়ে জীবন্ত বা খাটে, এবং কোন্‌গুলো গতাসু বা খাটে না, অর্জ্জুন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইও না; পণ্ডিতেরা ঘামান্ না, কারণ কুল কিনারা পাইবে না। তাহা হইলে কি করা প্রয়োজন? তাহার উত্তর পুরুষকার চালাও, তাহাতে যদি ফল তোমার প্রারব্ধে না ঘটে, তখন আর কচাকচিতে না গিয়া, মামেকং শরণং ব্রজ। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত রাখিব যদি অকপটভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর।

ইহা ছাড়া আরও এক অর্থ আসে, তাহা "কাঁচা আমি পাকা আমি" লইয়া। কাঁচা আমির যে সকল সঙ্কল্প বিকল্প, গতাসু, অর্থাৎ অতীতে হইতেছিল, এবং এখন গত হইয়াছে, এবং যে সকল সঙ্কল্প-বিকল্প এখনও গত হয় নাই, (অগতাসু), কোনটিই স্থির সঙ্কল্প নহে, এবং সেইজন্য মূল্যহীন, ইহাদের লইয়া অনবরতঃ নাড়াচাড়া করা হইতে নিজেকে নিরস্ত রাখায়, দুঃখ বোধ করিবার কোন কথা নহে। ইহারা অশোচ্য, ইহারা ত্যাজ্য।

তাহা ছাড়া আজ যে পাকা আমির উপর অধ্যস্ত কাঁচা আমি নিজেকে অর্জ্জুম বলিতেছে, তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে অর্জ্জুন তো ছিলে না; না জানি কত কি ছিলে। কিন্তু আজিকার যে পাকা আমি, সেই আমি অতীত জীবনেও ছিল, এবং পরের জীবনেও থাকিবে। অধ্যস্ত কাঁচা আমি অনবরতঃ জন্ম লইতেছে এবং মরিতেছে। কোন পণ্ডিত এই কাঁচা আমিগুলোর দিকে মন দেয় না, ইহারা অশোচ্য। (অনেকে বলেন, ২।১০ শ্লোকের সহিত ২।১১ শ্লোকের সংযোগ পাওয়া যায় না, পরের শ্লোকগুলিরও কোন সংযোগ পাওয়া যায় না; কিন্তু এইভাবে এই শ্লোকটির অর্থ করিলে, সম্বন্ধ অনায়াসে পরিদৃষ্ট হইবে);

উপরে এইমাত্র বলা হইল যে একটি অন্তর্নিহিত ভাব আমরা এই শ্লোকগুলিতে পাই, তাহা পরমহংসদেবের ভাষায় যাহাকে কাঁচা আমি বলা হয়, তাহাতে অনাসক্ত থাকার ভাব। অনেকে প্রশ্ন করেন এই শ্লোকগুলির উপযোগিতা কি, বা গীতার আর কোথাও এ শ্লোকগুলি কাজে লাগান হইয়াছে কি, বা কেন সাংখ্য প্রকরণকে গীতার প্রথমেই রাখা হইয়াছে। উত্তর এই যে, পাকা আমিকে জানিলে কাঁচা আমিকে জানা হইবে এবং তাহাতে অনাসক্তি আসিবে এবং তাহা ঘটিলে, মানুষ অনাসক্ত ভাবে নিজের কর্ত্তব্য সমূহ করিতে পারিবে, শান্তি তাহার করতলগত থাকিবে, (২।৭১, ৭২)—ইহাই এই শ্লোকগুলির উদ্দেশ্য, উপযোগিতা, ইত্যাদি ; উপরিউক্ত সবকথা তাহাতে আসিয়া যায়। আমরা সাংখ্যযোগ নামক পূর্ব্বে প্রদত্ত অনুচ্ছেদে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছি। গান্ধীজি গীতাকে অনাসক্তিযোগ বলিয়াছেন, সমস্ত গীতা অনাসক্ত থাকার ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ; সেই ব্যবস্থার, এই শ্লোকগুলি পাদপীঠ। পঞ্চদশ অধ্যায় দেখ। অতি বিশাল ইহাদের উপযোগিতা, তাই সাংখ্য প্রকরণ, গীতার মুখবন্ধ স্বরূপ, প্রথমেই রাখা হইয়াছে। এসব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং আবার তাহা বলা হইল।

এই শ্লোকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক বলিয়াই ইহাকে গীতার বীজ বলা হইয়াছে। শঙ্কর এই শ্লোক হইতে তাঁহার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন, মাত্র সেইজন্যই ইহা বীজ তাহা নহে ; ইহার নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণটি কি তাহা টীকাকারেরা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই ; আমাদের মোটা বুদ্ধিতে ইহার যাহা কারণ মনে আসিয়াছে তাহা দেওয়া গেল। ইহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছিল। আসক্তি লইয়াই আমাদের স্বার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ লইয়াই, আমাদের সবকিছু।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি", পতি পতির জন্য প্রিয় হয় না, আমার নিজের আসক্তির জন্য, আমি সুখ পাই বলিয়া হয়। অন্যান্য যুদ্ধে, সহস্র সহস্র সৈন্য অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেখানে তো দুঃখ হয় নাই। এখানে, এ যুদ্ধ হইতে না হইতেই, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের দেখিয়াই, অর্জ্জুন শোকে অত মুহ্যমান হইলেন কেন? "এই যে জীবন্ত ইহারা, ইহারা তো এখনি মৃত হইবে, আর তাহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা দুঃখের সমুদ্রে ভাসিবে —ইহারা কাহারা? ইহারা আমার পিতামহ, আমার গুরু, আমার ভাইয়েরা—আমার, আমার। হা দুঃখ, "আমি" ইহাদের বধের কারণ হইলাম—আমি চাহি না রাজ্য, পারিব না আমি এ কাজ করিতে"।

এই যে "আমার ও আমি" ঘটিত আসক্তি, ইহা ত্যাজ্য এবং সেই ত্যাগ মোটেই শোক করিবার ব্যাপার নহে, অশোচ্য। স্বধর্ম্ম পালনের প্রতিবন্ধক, নিষ্কাম কর্ম্ম করার প্রতিবন্ধক, এই আসক্তি। নিষ্কাম ভক্তির ও জ্ঞানেরও প্রতিবন্ধক এই আসক্তি। অনাসক্তি, গীতার বীজ। শুধু কর্ম্মযোগ কেন, সকল যোগ প্রাণ পায় এই বীজ হইতে। গীতা নিজেই এই অধ্যায়ের শেষে, স্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছে যে ব্রাহ্মীস্থিতি আর কিছুই নহে, এই "আমি ও আমার" ত্যাগের অবস্থায় থাকা। গীতা "আমি ও আমার" ভাব যাহাতে না জন্মায়, তাহার নানা উপায় বলিয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেন, প্রতি অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে নানা কথা আছে। তাই এই শ্লোক গীতার বীজ।

রামকণ্ঠ। শঙ্করের ১০ ও ১১ শ্লোকের ভিতর, আর একটি শ্লোক দিয়াছেন—

শ্রীভগবানুবাচ। ত্বং মানুষ্যেণোপহতান্তরাত্মা, বিষাদ মোহাভিভবাদ্বিসংজ্ঞঃ, কৃপাগৃহীতঃ সমবেক্ষ্য বন্ধুনভি প্রপন্নান্ মুখমন্তকস্থ। তাৎপর্য্য—প্রত্যভিজ্ঞানাভাব হেতু তুমি নিজেকে জানিতেছ না। শরীর ও শরীরী পৃথক। (এই শ্লোকেই তাহার প্রথম উক্তি)

মতিলাল। শিষ্যের অন্তর হইতে মোহ দুর করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথমে তাহার বুদ্ধিগত শাস্ত্র জ্ঞানাদি যে যথার্থ জ্ঞান-ভিত্তি শূন্য, তাহাই প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।...এই শোক ও মোহ অবিদ্যাজনিত, ইহা প্রজ্ঞাবাদ, যথার্থ প্রজ্ঞা নহে।

মহানামব্রত। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলেরই দুঃখ; দুঃখ নাই, এক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের। আর নাই প্রস্তর খণ্ডের, পূর্ণ চেতনের ও পূর্ণ অচেতনের।...শ্রীগীতায় যত কথা বলা হইয়াছে, তাহার বীজ রহিয়াছে "অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" আর রহস্যময় গীতার সকল রহস্যের অর্গল বা কীলক রহিয়াছে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য...মা শুচঃ।...শুচ্ ধাতুর প্রয়োগাত্মক একবাক্যতা চমৎকার।...যুদ্ধ করিব আর করিব না, এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তাই 'অহং"; এই অহং কর্ত্তৃত্বের ভূমিটাই অসত্যের ভূমি।...সকল দ্বন্দ্বের অতীত একটা মহত্তম ভূমি আছে, যাহাকে পাইলে আর সব পাওয়া মিটিয়া যাইবে, (তাহা কথিত হইয়াছে ৬।২২ শ্লোকে)। ..অশোচ্যের জন্য যে শোক, তাহাই বিষাদ যোগ।...সেই মহত্তম ভূমির সন্ধান যে জানে সে মরিলেও বাঁচিয়া থাকে, যে না জানে সে জীবন্ত হইলেও মৃতের সমান।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহা গত হইয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা পণ্ডিতেরা করেন না।...পণ্ডিতের কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইলে পণ্ডিত হওয়া হয় না। - সাধন দ্বারা শ্বাস সুষুম্না প্রবাহিনী হইলে তখন প্রজ্ঞান জন্মে। শুধু মনে মনে, "সব এক, এ সব

কিছুই নয়” বলিলে হয় না. সমাধি সাগরে ডুবিয়া যখন একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই অবলোকিত হয়, সহস্র ভেদ যাহা বুদ্ধিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সমস্তই তখন তিরোহিত হয় ; সমস্ত যখন চলিয়া যায় তখন শোকের স্থান কোথায় ? সেই ব্রহ্মানন্দে...মৃত বা জীবিত বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। 'তুমি' 'আমি' এ সব সাময়িক উপাধি মাত্র।

২।১১ বিশ্বানন্দ। পঠন্তি চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রানি যানি চ, আত্মা যৈর্ন চ বিজ্ঞাতো ন তেষাং জ্ঞানমুত্তমং (মহাভারত)।...জ্ঞানীর বচন বানিয়ে বানিয়ে বোল্ ছেন।...আত্মজ্ঞান লাভ কর।

ভক্তিপ্রদীপ। Despite your talking like the wise, you are actually mourning for those who are not worth mourning, because the truly wise laments neither for the living nor for the dead.

শঙ্কর। ভীষ্ম দ্রোণাদি সদাচারী ও পারমার্থিক ভাবে নিত্য হওয়ায়, অশোচ্য। যাহারা মরিয়া গিয়াছে ও যাহাদের প্রাণ বিয়োগ হয় নাই, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের জন্য শোক করেন না। আত্ম বিষয়ক বুদ্ধির নাম পণ্ডা।

রামানুজ। গতাসু ও অগতাসু=মরণশীল শরীর ও অবিনাশী আত্মা। এই যুদ্ধ, ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে করিলে, আত্মার যথার্থ রূপ প্রাপ্তির সাধনা হইবে।

আনন্দগিরি। লোকে সাধারণতঃ, পুত্র মরিলে আমার পুত্র মরিয়া গেল বলিয়া শোক করে ; যে পুত্র মরে নাই তাহার জন্য শোক করে না। যে সদাচারী ও শাস্ত্রাদি চর্চা করে, সে জীবিত পুত্রের জন্যও শোক করে যদি সে দুরাচারী হয়, সে বরং মৃত পুত্রের জন্য শোক করে না। যে পণ্ডা, অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সে কাহারও জন্য শোক করে না।

মধুসূদন। যুদ্ধে যাহারা হত হইবে, তাহারা ভোগ্য পদার্থ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়, না জানি পিতৃলোকে কি ভাবে থাকিবে, আর যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা মৃত আত্মীয়দের বিহনে না জানি কি ভাবে থাকিবে, কত ক্লেশে থাকিবে এই সব চিন্তা।

শ্রীধর। গতাসু ও অগতাসু=গতপ্রাণ বন্ধুগণ ও জীবিত গণের জন্য যে ইহারা কিরূপে বন্ধুহীন হইয়া বাঁচিবে, এই সব বিষয়ে চিন্তা। (পণ্ডিতিবাদ কথা বলিতেছ)।

সচ্চিদানন্দ। অসু সমুহেরই গতাগত হয়, অসুমান দেহীর গমনাগমন নাই। অসু-তত্ত্বদর্শী পুরুষের পক্ষে উভয়েরই, অর্থাৎ সপ্রাণত্বের এবং অপ্রাণত্বের অন্ত হইয়া যায়।

রামদয়াল। ভগবান যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তখন তাহা (১) আত্মা হত হয় বলিয়া কি শোক? (২) অথবা আত্মা দেহ ছাড়িয়া যায় বলিয়া কি শোক? (৩) অথবা দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া কি শোক? দেহ মরিবে, না. আত্মা মরিবে? দেহ জড়; মাটী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতে এই দেহ গঠিত; খানিকটা মাটী বা জল থাকিল বা গেল, তাহাতে কাহার দুঃখ হয়? আর আত্মা তো চৈতন্য স্বরূপ, আত্মা অবিনাশী। তবে শোক করিবে কাহার জন্য?

সন্তদাস। জ্ঞান যোগেই অত্যন্ত বৈরাগ্য যুক্ত পুরুষেরই অধিকার। নির্বিন্নানাম্ জ্ঞান যোগঃ, ভাগবতের ১১ স্কন্ধোক্ত বাক্যে ভগবান স্বয়ংই ইহা উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুনকে অত্যন্ত বৈরাগ্য যুক্ত দেখিয়া. প্রথমে জ্ঞান যোগ.তাঁহাকে উপদেশ করিয়া, আত্মার নিত্যত্ব ও দেহাদি হইতে পার্থক্য বিষয়ে তাহার মতিকে দৃঢ় করিতে, ভগবান

বলিলেন, মৃতই হউক বা জীবিতই হউক কাহারও নিমিত্ত পণ্ডিতগণেরা শোক করেন না।

কৃষ্ণানন্দ। স্থূল দেহ নাশে সূক্ষ্ম দেহ নাশ হয় না,...ব্রহ্মসত্ত্বাময় ভগবৎ দর্শনে যখন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন স্বজন বা শত্রু কোথায়? হর্ষ বা শোক কোথায়?

গীতানন্দ। অশোচ্যের ব্যাখ্যা দিয়াছেন "অহং ত্বং ইমে জনাধীশঃ"। কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত ভাবে যে কাজ করে সে অশোচ্য কেহ বেহ এরকম অর্থ দিয়াছেন, কিন্তু অর্থগুলি এখানে লাগসই হয় না।

রামদয়াল। যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায় যে অর্জ্জুন জীবন্মুক্ত। ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুন সব জানিয়াও জীবের উপকারের জন্য অতি সহজ সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

Vivekananda—The sage is not sorry for those that are living, nor for those that die

Plotinus—All this horrors and out-cry of a play are so much stage-show. It is not the true man the inner soul that laments and grieves, bnt nearly phantasm of the man, rhe outer man playing his part on the boards of the world.

Gandhi—The wise mourn neither for the living nor for the dead.

তিলক। অগতাসুনের এইরূপ নানাবিধ অর্থের উপর লোকমান্য তিলক বলিয়াছেন যে "প্রাণ যাইবার ব্যাপারে শোক করা তো মামুলি কথা, শোক না করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু টীকাকারগণ প্রাণ থাকিবার ব্যাপারে, শোক কিরূপ ও কেন করিয়াছেন, এই সংশয় লইয়া অনেক বিচার করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মূর্খ

ও অজ্ঞানী লোকেদের প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ। কিন্তু এই টুকু চুলের গীট খুলিতে থাকা অপেক্ষা, শোক করা শব্দের ভাল বা মন্দ লাগা, অথবা পরোয়া করা, এই রকম ব্যাপক অর্থ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। ভগবান যেন বলিলেন, তুমি ভাবিয়া দুঃখিত হইতেছিলে যে সম্মুখস্থ ১১ অক্ষৌহিনী জীবন পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিতেছ ; চিরদিনের জন্য তাহারা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু তাহা ভুল। "আমরা" কি দেহ ? "আমরা" দেহ নই। "আমরা" নির্ব্বাপিত হইনা।

১২। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২

পদচ্ছেদ। ন তু এব অহং জাতু ন আসম্ ন ত্বম্ ন ইমে জনাধিপাঃ ন চ এব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়ম্ অতঃপরম্।

অন্বয়। অহম্ জাতু ন আসম্ ত্বং ন, ইমে জনাধিপাঃ ন (আসন্) (ইতি) ন তু এবং অতঃপরম্ চ সর্ব্বে বয়ম্ ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) ন এব।

কঠিন শব্দ। ন আসম্ = ছিলাম না। (ন আসন্)=ছিলেন না। জাতু=কদাচিৎ কখনও।

অনুবাদ। "আমি কখনও ছিলাম না, বা তুমি যে ছিলে না, এবং এই নৃপতিগণ ছিলেন না" ইহা নহে। অতঃপর আমরা থাকিব না তাহাও নহে। (অর্থাৎ, পূর্ব্বেও আমরা সকলে ছিলাম এবং পরেও থাকিব) (এখানে, আমি, তুমি ও নৃপতি গণের অর্থ আমার দেহের দেহী, তোমার দেহের দেহী, এবং নৃপতিগণের দেহ সকলের দেহীরা। দেহী=কারণ-দেহ ও সূক্ষ্মদেহ আবৃত জীবাত্মা। এই আবরণ বা খোলসে সর্ব্বদা ইহা আবৃত থাকে (এ কারণ-দেহের পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস হয় না) যত দিন মুক্তি না পায়।

কাঁচা আমি ও পাকা আমির দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—মৃত্যু ঘটিলে, তোমার অর্জ্জুন নাম যুক্ত কাঁচা আমি থাকিবে কি? তুমি, অর্থাৎ তোমার ভিতর যে পাকা আমি আছে সে অন্য কোথাও জন্ম পাইবে, অন্য নাম যুক্ত কাঁচা আমি ও অন্য আত্মীয়াদি পাইবে। পাকা আমি, জন্মের পর জন্মের ভিতর দিয়া চলিতে থাকিলেও, সেই পূর্ব্বেকার পাকা আমি থাকিবে। তোমার বা আমার বা রাজাদিগের যাহারই লও না কেন, তাহার সেই পাকা আমি, অন্য দেহে আগে ছিল, এখন এদেহে আছে, পরে অন্য দেহে যাইবে। উহার ধ্বংস হইবে না। (এগুলি একবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এই পাকা আমি সৎ (২।১৬) দেহ বা কাঁচা আমি অসৎ (২।১৬)।

এই শ্লোকটির সহিত পূর্ব্বশ্লোকের কি সম্বন্ধ, এবং ইহা আত্মজ্ঞানের কোন্ কথা জানাইতেছে, তাহা পূর্ব্বশ্লোকের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বশ্লোকের একটি ব্যাখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে দেহ, জীবিতই হউক বা মৃতই হউক, তাহা অসৎ; দেহীই সৎ, ত্রিকালে অমর। উদাহরণবৎ, সেই দেহীর কথা প্রথমে লইলেন।

এই জীবাত্মা অমর অবিনশ্বর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এই আবরণাবৃত অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহাবৃত জীবাত্মা কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য উপযোগী যোনিতে, স্থূল দেহাবৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, এবং নূতন কর্ম্ম-ফল সঞ্চয় করে। অভুক্ত এবং নূতন কর্ম্ম-ফল সূক্ষ্ম শরীরে পরিবর্ত্তন আনিতে থাকে ও তাহাতে "সংস্কার" ভাবে স্থান পায়। এসব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কারণ-দেহে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। মাত্র পারমার্থিক জ্ঞান প্রাপ্তিতে এই অবিদ্যার-নিবাস কারণ-দেহ ধ্বংস হয়, ধ্বংসই জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুতে তো মোক্ষ প্রাপ্তি হইবেই; জীবাত্ম-রূপী চৈতন্য আবরণ মুক্ত

হইয়া মহা চৈতন্যে মিশিয়া যায়। যত দিন এই মোক্ষ লাভ না হয়, ততদিন, অর্থাৎ অপরিবর্ত্তিত কারণ-দেহ দ্বারা, ও কর্ম্ম-ফলে ন্যূনাধিক ভাবে পরিবর্ত্তিত সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা, আবৃত অবস্থায় দেহী কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার জন্য বিভিন্ন যোনিতে জন্ম লইতে থাকে, এবং সূক্ষ্ম শরীরে যাহা সংস্কার বা প্রকৃতি বা স্বভাব বলা হয় সেই স্বভাব প্রাপ্ত হয় ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মা বা পরাপ্রকৃতি, চৈতন্যময়, আর অপরা প্রকৃতি বা যাহাকে সাধারণতঃ প্রকৃতি বলা হয়, সেই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর ইহারা জড়। এই জড় আবরণ, জীবাত্মার সন্নিধিতে চৈতন্যান্বিত হয় ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, শরীর মন ও বুদ্ধি, সকল ক্রিয়া ইহারাই করে। কিন্তু জীবাত্মা এই অনাত্মা আবরণের কবলে থাকিয়া ভাবিতে থাকে যে, সকল কর্ম্ম সেই করিতেছে। দেহের সুখ দুঃখে জীবাত্মা ভাবে যে সেই-ই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, এবং সেই জন্য যে কষ্টও পায়, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ জন্মের পারস্পরিক সম্বন্ধে পিতা-পুত্র গুরু শিষ্য, পিতামহ-পৌত্র, কিন্তু ইহারা মাত্র এই জন্মের শরীরের সম্বন্ধ। দেহ পতনে, কে কোন্ যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ স্থানে নূতন দেহ পরিগ্রহ করিবে কিছুই ঠিক নাই। বর্ত্তমানের সম্বন্ধের মোহে পড়িয়া আমরা নিজ নিজ স্বধর্ম্ম, নিজ নিজ কর্ত্তব্য যেন না ভূলি। কত দেহ আসিবে, যাইবে, কিন্তু দেহী চিরকাল থাকিবে। যেমন অনেক অভিনয়ে, নাটকের নানা লোকের অংশে নানা পোষাক পরিয়া সেই একই ব্যক্তি বারে বারে আসিয়া অভিনয় করে, আমরা প্রতিটি দেহী এখানে তাহাই করিতেছি। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আমরা অর্থাৎ দেহী অমর। অভিনেতা থাকিতে হইবে, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে। ইহা জানিলে তুমি নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিবে। তোমার এই "অর্জ্জুন" সজ্জার

ভিতর যে আসিয়াছে সেই তোমার আসল "তুমি"। সে পূর্ব্ব জন্মে অন্য সাজে আসিয়াছিল, পর জন্মে আবার অন্য সাজে আসিবে। তাহার মরণ নাই, ক্ষয়. বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন নাই, উপরের সাজটারই পরিবর্ত্তন এবং পরিত্যাগ হইতে থাকে। এই পরিবর্ত্তন ও পরিত্যাগ ব্যাপারে এত অনুশোচনার কি বিষয় আছে? ইহাতো অবশ্যম্ভাবী? (১১ হইতে ৩০, অর্থাৎ কুড়িটি শ্লোকে, অশোচ্যানন্ব শোচঃ এই উক্তিরই বিবৃতি করা হইয়াছে)।

ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কল্পনাই করিতে পারে না। তবে এখানে "আমার দেহী" কথাটা. তোমার দেহী, নৃপতি গণের দেহীরা, এই ভাবে কথার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে উচ্চারিত হইয়াছে। এখানে "আমি" ও "তুকি" ও "নৃপতিগণ" এই কথাগুলিতে আমার দেহী বা আত্মা, তোমার দেহী বা আত্মা, নৃপতিগণের দেহী বা আত্মারা, এগুলি সব এক প্রকারের আত্মা হইলেও পৃথক পৃথক জীব-ভাবাপন্ন আত্মা, ইহা গীতাকার যেন বলিলেন মনে হয়। হয়তো ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ বহুত্ব এক ব্রহ্মেরই বহুস্যাম্ হওয়া: সবই ব্রহ্ম। আত্মা সম্বন্ধে এক মতে বলা হয় আত্মা ব্রহ্মই এবং সেই জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেখাইলেও, এক আত্মাই বিস্তারিত হইয়া সকল দেহে রহিয়াছে। আর, এক মতে আত্মারা ব্রহ্মের অংশ. এবং সেই অংশ ভাবে ব্রহ্ম (১৪।১০); চিৎ ও অচিৎ যেন ব্রহ্মের দেহ এবং ব্রহ্ম যেন নির্ব্বিশেষ নহেন।

আর এক মতে আত্মারা যেন ব্রহ্ম হইতে পৃথক রহিয়াছে, অগ্নি উত্থিত লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গের মত। এই মত গুলির নাম যথাক্রমে অদ্বৈত বাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ। তবে মত গুলিতে আরও অনেক কথা আছে। অনাবৃত আত্মা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, তবে উহা থাকিতে পারে

না, খণ্ড-চৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যে মিশিয়া যায়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, আবৃত আত্মাতে আবরণের জন্য ব্রহ্মের গুণাবলী অতি ন্যূন ভাবেই পাওয়া যাইবে, যেমন, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, দেহী অল্পজ্ঞ, এবং তাহাও নানা ছোট ছোট পরিমাণে।

রামানুজের মতে "আমি তুমি ও রাজারা" কৃষ্ণের এই কথা গুলিতে "জীবে ব্রহ্মে ও জীবে জীবে ভেদ, এই মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তিনি ইহা লইয়া তাঁহার ভাষ্যে অনেক আলোচনাও করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনার জন্য।

শঙ্কর বলেন, বহু বচন সাধারণ রীতিতে, ও শরীর বহু, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। আত্মা বহু সে অর্থ আসে না। তিন কালেই আত্মা রূপে আমরা নিত্য।......ঘটাদির উৎপত্তি ও বিনাশে ধৃত আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না।

শ্রীধর। অশোচ্যত্বের হেতু বলিতেছেন, যেরূপ "পরমেশ্বর আমি, আমার লীলাময় বিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাবে ছিলাম না" কদাচিৎ তাহা নহে, কিন্তু অনাদিত্বের হেতু আমি নিশ্চয়ই ছিলাম,...আর "এই জনাধিপগণ যে ছিলেন না" তাহা নহে, কিন্তু আমার অংশ স্বরূপ বশতঃ ইহাঁরা ছিলেনই। আত্মারূপে সকলেই ছিলাম।

হিন্দু ধর্ম্মে, আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর বাদ, দুইটি বিশেধ তত্ত্ব। এ শ্লোকে ইহাদের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে, আত্মার অমরত্ব আছে, কিন্তু জন্মান্তর বাদ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা শাস্ত্রে কথিত হয় যে নিজের কৃত কার্য্যে সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং তাহা সূক্ষ্ম শরীরে জমিতে থাকে। মৃত্যুর পর প্রকৃতি দেহীকে এরূপ স্থানে জন্ম দেওয়ায়, যেখানে সে সেই সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে পারে, এবং যাহাতে সে কৃত কর্ম্মের কর্ম্ম-

ফলও ভোগ করিতে পারে। বেদের গবেষণা-কারীরা বলেন যে, সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে জন্মান্তরবাদের ধারণা ছিল না, বৈদিক যুগের শেষের দিকে জন্মান্তর বাদ প্রচলিত হয়। জন্মান্তর বাদের মস্ত প্রশংসা ইহা যে ইহার দ্বারা অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যায়, কেন মানুষ বিত্তহীন বা বিত্তশালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; কেন বিনা কোন পাপ করিয়া কেহ কষ্ট পায় আবার বিনা কোন পুণ্য করিয়া কেহ সুখ ভোগ করে ; কেন অতি অল্প বয়সেই কেহ কোন বিষয়ে আশ্চর্য্যক্রমে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, ইত্যাদি। যে দুঃখী, সে এই জন্মান্তরবাদ তত্ত্বে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মের ফলে দুঃখ ভোগ করিতেছে ভাবিয়া সান্ত্বনা পায়।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে, মৃতেরা পিতৃ লোকে নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া জায়া পুত্রাদি সহ বসবাস করেন, এইরূপ ধারণা ছিল ('ঋগ্বেদ ১০, ১৪ ; অথর্ববেদ ১২, ২১)। পাপীদিগের পিতৃলোক, ঘোর অন্ধকার লোক, ঈশোপনিষদে কথিত হইয়াছে। পিতৃলোকবাসীরা পুণ্যের কম বেশী অনুসারে প্রতি বৎসরে, বা অনেক বৎসর পরে, খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগকে যজ্ঞে লইয়া আসিতে অগ্নিকে বলা হইত (অথর্ববেদ ১৮।২)। যজ্ঞে খাদ্য দিবার প্রথার পরে, তর্পণ করিবার ও পিণ্ড দিবার প্রথা প্রচলিত হয় ও পিণ্ড নিয়মিত দিবার ব্যবস্থা হয়। উপনিষদের সময় আত্মার দেবযান ও পিতৃযানে উর্দ্ধ লোকে যাইয়া, ও "ক্ষীণে পুণ্যে" পুনরায় এই লোকে ফিরিয়া আসা, এই সব ধারণা উৎপন্ন হইয়াছিল। গীতায় ইহাদিগের বর্ণনা আসিয়াছে। ক্রমে বোধহয় এই ধারণা হইয়াছিল যে, কোন লোকের জন্ম হইলে তাহার উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের পিতৃ লোকে থাকিবার মেয়াদ শেষ হইয়া যায় ; বোধহয় সেই জন্য মাত্র

তিন পুরুষের তর্পণ ও পিণ্ড দানাদি করিবার বিধি হইয়াছে। নরক হইতে পরিরক্ষিত থাকিতে ও পিণ্ড পাইতে, শীঘ্র পৌত্র প্রপৌত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা। এ শ্লোকে দেহী অর্থে যাহা পিতৃলোকাদিতে যাওয়া আসা করে অর্থাৎ কারণ শরীর ও সূক্ষ্ম-শরীরাবৃত আত্মা।

Vivekananda—You can not die nor can I. There was never a time when we did not exist. There will never be a time when we shall not exist.

প্রশ্ন উঠিবে অর্জ্জুনের এ শ্লোক শুনিয়া কি লাভ হইল? তিনি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলেন, ইহা বরং শুনিবার মত কথা হইত। অনেকে তো বলিতে পারেন, তিনি নূতন সৃষ্ট; দণ্ড পুরস্কার ভোগ কেন তাঁহাকে করান হইতেছে? উত্তর এই শ্লোক। কেহই নূতন সৃষ্ট নহে। কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য "আমাদের" বার বার যাওয়া আসা ঘটিতেছে। "কোন জন্মের, সেই জন্মের সম্বন্ধ সকল, চিরস্থায়ী নাহ", এ সত্য যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, এবং জন্ম-সম্বন্ধ লইয়া মাতামতি যেন না করি। বড় কর্ত্তব্যকে যেন ছোট কর্ত্তব্যের উপর রাখা হয়।

Empirical Ego সম্বন্ধে **Radhakrishnan** বলেন,—The reference is not to the eternity of the Absolute Spirit, but to the pre-existence and post-existence of the empirical egos. The plurality of the egos is a fact of the empirical universe. Each individual is an agent from initial non-existence to full existence as a real, from অসৎ to সৎ। While the সাংখ্য system postulates a plurality of souls, the Gita reconciles this with uuity, the one ক্ষেত্রজ্ঞ in whom we live, move and have our being. ব্রহ্মণ is the basis of all things, and is not itself a thing.

ব্রহ্মণ does not exist in time, but time is in it. In this sense also, the egos have neither beginning nor end. Souls are like Brahman for the cause and effect are essentially one as the sayings "I am Brahman" "That thou art" indicate. Cf. Sugo :—"All creatures have existed eternally in the Divine essence, as in their exemplar. So far as they confirm to the Dlvine idea, all beings were before their creation, one with the essence of God". The personal Lord, the Divine Creator is co-eval with the empirical universe. In a sense, He is the totality of empirical existence. 'The Lord of the beings travels in the wombs. Though unborn, he is born in many ways." (Vajasaneyi Sanhita)

মধুসূদন। দুইটী মোহের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই দুটিকে পৃথক্ ভাবে নিরাশ করা উচিৎ। "তুমি অশোচ্যগণের জন্য শোক করিতেছ এবং প্রাজ্ঞের মত কথা বলিতেছ এই দুটি উক্তিরই বিবৃতি পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইবে। ১২।৩০ শ্লোকে প্রথম উক্তির এবং ৩১-৩৮ শ্লোকে দ্বিতীয় উক্তির বিবরণ বলা হইবে।

প্রথমে বুঝিতে হইবে আত্মা স্থূল শরীর হইতে পৃথক, স্থূল শরীর মৃত্যুর সঙ্গে বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা তিন কালে থাকে।...শ্রীমৎ মধুসূদন সর্ব্বত্র এই মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন যে এক আত্মা পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল দেহে আছে। [মহাচৈতন্য বা পরমাত্মা এক ইহা স্বীকার্য্য ; সকল আত্মার উপদান এক, ইহাও স্বীকার্য্য ; তবে আত্মাগুলি—"গুলি" বা "বহু" নহে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক", ইহা বলা ঠীক হইবে কি ? গীতা তো তাহা বলে না, যথা ২।১২, ১৩।২, ১৫।৭,

(মমৈবাংশ), ১৫।১০ (উৎক্রামন্ত), ১৫।১৬ (দ্বাবিমৌ)। বলিতে পারা যায় না কি যে ব্রহ্ম বহুস্যাম্ হইয়া রহিয়াছেন ?]

রামানুজ ও তাঁহার অনুসরণকারী বলদেব এই শ্লোকের অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলদেবের মতে "তুমি আমি ও ইহারা" এই কয়টী শব্দে যে ভেদ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক বা বাস্তবিক ভেদ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, ভেদ মাত্রই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু ভেদ, ভগবান এই শ্লোকে নিজেই স্বীকার করিলেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকেও ইহা পাওরা যায় যে মোক্ষ কালেও জীব ও ঈশ্বরে ভেদ থাকে। শ্রুতিও ভেদ স্বীকার করে যথা, নিত্য সকলেরও নিত্য এবং চেতনা সমূহেরও চেতন, যে এক আত্মা বহু আত্মার কামনা বিধান করিতেছেন। শ্রুতি বলেন, পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ এবং সকলের নিরন্তা মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিলে, সেই সেবা দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করে। জীব অল্প-চৈতন্য, ঈশ্বর বিভূ চৈতন্য। নিত্যঃ নিত্যানাম্, চেতণশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ (শ্বে০উ০ ৩।১৩) পৃথগাত্মানম্ প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা জুষ্ঠস্তুতস্তনা মৃতত্ত্বমেতি। (বলদেব)

নীলকণ্ঠ। স্থূল দেহ নাশের সহিত আত্মার বিনাশ হইবে না।... দৈহিক পীড়া হইতে আত্মা দুঃখ ভোগ করে, ইহা "চালে ভবতি কুষ্মাস্ত, মহী মাতুর্গলেব্যাথা' মত। কোনও ব্যাক্তির শরীরে যক্ষ (ভূত) প্রবেশ করিলে উক্ত ভূতাবিষ্ট দেহকে যন্ত্রনা প্রদান করিলে সেই যক্ষই পীড়িত হয়, আত্মার কোনও কষ্ট হয় না, কারণ তৎকালে দেহের সহিৎ আত্মার তদাত্ম্য বুদ্ধি থাকে না ; যক্ষই "ইহা আমার দেহ" ইত্যাকার অভিমানী হইয়া থাকে।...আত্মা দেহের দুঃখে পীড়া পায়, ঐ তদাত্ম্যকত্বের জন্য। ..পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম যেরূপ দেহও সেই প্রকারের হয়।

ভুপেন্দ্রনাথ। হার বিচুর্ণিত হইলেও স্বর্ণ থাকিবেই। জীব বা বস্তু মাত্রের নাম রূপ বাদদিলে যে সত্বামাত্র থাকে, তাহা অবিনশ্বর। ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশে আকাশের উৎপত্তি বিনাশ হয় না।

বিদ্যালঙ্ক। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। কেহই মরে না। ভক্তি প্রদীপ। There afe two kinds of souls জীবাত্মন্ (individual souls) and paramatman. Souls are immortal.

তিলক। রামানুজও বলিয়াছেন, এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে "আমি" অর্থাৎ পরমেশ্বর, এবং "তুমি" ও "রাজন্য বর্গ" অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যদি অতীত কালে ছিল ও পরে হইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্মা উভয়েই পৃথক্ স্বতন্ত্র ও নিত্য। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে, ইহা সাম্প্রদায়িক ভেদের কারণ, এই স্থলে এই প্রতিপাদ্য যে, সকলই নিত্য ; ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এখানে বলা হয় নাই এবং বলিবার কোনও প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে এই রূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্মা আমি (অর্থাৎ একই পরমেশ্বর)।

মতিলাল। "অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান জন্মিলে আত্মার অতিরিক্ত পদার্থে ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়" ইহা একটা নিছক কল্পনা মাত্র।... শ্রীভগবান এক যখন বহু হইয়াছেন, তখন জ্ঞানের৷ পূর্ণাঙ্গতা হইতেছে যুগপৎ একাত্মার অনুভূতির অঙ্গে বৈচিত্রের অনুভূতি।

D.B. Siekels : Who knows we have not lived before
Informs that felt delght and pain,
If* death is not the open door
Through which we pass to life again

Wordsworth : Our birth is but a sleep and a forgetting
The soul that rises with us our life's star
Hath had else-where its setting,
And cometh from afar.

(১৩) দেহেতে অবস্থান্তর ঘটা যেরকম, দেহের নাশও সেই রকম ; একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। আত্মা নির্ব্বিকার থাকে, ইহাতে অনুশোচনার কি আছে ?

১৩ দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

পদচ্ছেদ। দেহীনঃ অস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহ-অন্তর-প্রাপ্তিঃ ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি

অন্বয়। যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি।

কঠিন শব্দ। দেহিনঃ=দেহীর। ধীর=ধৈর্য্যবান্ ও জ্ঞানী দুই অর্থই হয় কারণ ইহা ধৃ এবং ধী, দুই হইতেই উৎপন্ন। গীতায় "দেহ" শব্দ বহু স্থানে আছে, যথা ২।১৩, ১৮; ৪ ৯; ৮।২।৪।১৩; ১১।৭, ১৪; ১২।৫; ১৩।২২,৩২; ১৪।৫.১২,১৪,২০; ১৫।২,৪. ১৮।১১

"দেহী" শব্দও গীতার কয়েক স্থানে আছে, যথা ২।১৬ ২২.৩০,৫৯; ৩।৪০, ৫।১৩; ১৪।৫,৭,২০, ১৭।২,

জীবের স্থুল শরীরের 'ভিতর' সূক্ষ্ম শরীর ও তাহার 'ভিতর' কারণ-শরীর ও তাহার 'ভিতর' আত্মা থাকে। জীবের মৃত্যুতে আত্মা স্থুল শরীর ছাড়িয়া; তাহার সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরাবৃত ভাবে বাহির হইয়া যায় ও স্বর্গ নরকাদি ভোগান্তে পুনরায় স্থুল শরীরাবৃত হইয়া জীব ভাবে জন্ম লয়। জীবের সূক্ষ্ম শরীরে, তাহার কর্ম্ম সকলের সংস্কার সমুহ থাকে। যে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া জীব আসে, তাহাতে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ী সত্বাদি ত্রিগুণ নানা অনুপাতে থাকে ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মানুসারে তাহার পরিবর্ত্তনও ঘটিতে থাকে। ব্যাপারটা এই ভাবের হওয়ায়, আত্মা সাধারণতঃ সকল সময়েই কোন না কোন

শরীরাবৃত থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানে কারণ-শরীর ধ্বংসহইয়া যায়; ইহাই জীবন্মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুতে, আত্মা স্থূল শরীর হইতে যেই মুক্তি পায়, কারণ শরীর ভিতরে না থাকায় তাহার সূক্ষ্ম শরীরও খসিয়া পড়ে। অনাবৃত আত্মা, অবরোধক কোন শরীর না থাকায়, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেই বিলীন যইয়া যায়। আত্মা শব্দের ব্যবহারে, পাছে কেহ তাহার দ্বারা অনাবৃত আত্মা বোঝে, যে আত্মা অনাবৃত থাকিতে পারে না, সেইজন্য, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয়, গীতাকার ইচ্ছা করিয়াই, আত্মার পরিবর্ত্তে "দেহী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। দেহী অর্থাৎ যে আত্মা কোন না কোন দেহাবৃত, যে আত্মা দেহের মালিক, দেহকে চেতনিত রাখিয়াছে এবং কাল পূর্ণ হইলে যে আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়।

অনুবাদ। যেমন দেহী (কারণ শরীর ও সূক্ষ্মশরীরাবৃত জীবাত্মা) এই (উপরকার) স্থূল শরীরে, বাল্যাবস্থা বা কৌমার অবস্থা, যুবাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থা পায়, কালে এই স্থূল দেহের পরিবর্ত্তে (অন্য দেহও সে সেই ভাবেই পায়। যাঁহারা স্থিরবুদ্ধি, তাঁহারা ইহাতে মোহ প্রাপ্ত হন না। (অর্থাৎ প্রথমটিও যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ হইবেই-হইবে, দ্বিতীয়টিও সেই রূপ, এই দৃষ্টিতে তাঁহারা দুইটিকেই দেখেন।...দেহী নির্ব্বিকার থাকে। ইহাতে অনুশোচনার কি আছে? (যেমন যৌবন প্রাপ্তি ইত্যাদি, আসল যে তুমি তাহার কোনও ব্যাপার নহে, মৃত্যুও সেইরূপ)। (ইহা আত্মানাত্ম বিবেক মূলক ব্যাখ্যা।

প্রকৃতি দেহীকে তাহার পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে যাহা প্রাপ্তব্য সেই রকম দেহ দেয়, যখন যাহা দরকার তাহা যোগাইয়া যায়, যথা, যথা সময়ে গোঁপ দাড়ি গজাইয়া দেয়। আবার এই দেহরূপ গৃহ যখন বাসযোগ্যতা হারায়, প্রকৃতি, দেহীকে পিতৃ লোক ও তথায় বাসান্তে নূতন দেহে, নূতন গৃহে লইয়া যায়। গোঁপ দাড়ি গজনাতে

আমরা কি কাঁদাকাটি করিতে থাকি ? দেহান্তর প্রাপ্তির ব্যাপারে কেন কাঁদা কাটা করিব ? বাল্যে যে দেহী দেহের ভিতর ছিল, যৌবনে সেই দেহীই থাকে, আবার মৃত্যুর পরে সেই দেহীই থাকে, এবার অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া। অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে অনুশোচনার কি আছে ? যুদ্ধে মৃত্যু এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে।

দেহী, মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়দের নিকট হয়তো চিরদিনের মত হারাইয়া গেল। পরলোকে বা কোথাও, কখনও হয়তো সে তাহাদের বা তাহারা তাহাকে পাইবে না, কিন্তু সে কথা এখানে আনা হইতেছে না। মৃত্যুতে শোক হইবেই (অনেক জিনিষেই শোক হয়), শোক সহ্য করিতেই হইবে (২।১৪)। যে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া পৌত্রকে দেখিতেছি, সেই আমি বাল্যকালে পিতা মাতাকে দেখিয়াছিলাম, এই রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সুতরাং প্রমাণিত হইল যে দেহ, ভিন্নতা প্রাপ্ত হইলেও, আত্মা সেইই থাকে। নূতন দেহেও সেই আত্মাই থাকে তাহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। শ্রুতি-বাক্যে আছে "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। চার্ব্বাকগণ বলেন, দেহই আত্মা, বা ইন্দ্রিয় বা মন বা প্রাণই আত্মা। বৌদ্ধগণ বলেন, ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। দিগম্বর জৈনগণ বলেন যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন,স্থির এবং দেহের অনুরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট। একশ্রেণীর বেদান্তী বলেন যে আত্মা মধ্যম পরিমাণে হইলে, নিত্য হইতে পারে না, সেই জন্য উহা অণু পরিমাণ ; এক শ্রেণী বলেন ইহা বিভু। আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্ব স্থাপনে এই সব মত নিরাকৃত হইল। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা, বৈশেষিক গণের মতে, আত্মা এই নয় প্রকার গুণ যুক্ত; প্রতি দেহে, ভিন্ন, নিত্য, বিভু। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ এই পাঁচটি গুণও আত্মার।

তার্কিক (নৈয়ায়িক) ও মীমাংসক এই সিদ্ধান্তই লইয়াছেন। সাংখ্য আত্মার ইচ্ছা দ্বেষাদিগুণ আছে স্বীকার করেন না, ইহা প্রতি দেহে বিভিন্ন বলেন, তাহা না হইলে একের সুখ অন্যে ভোগ করিত, অন্যের পাপে একজন পুন্যাত্মা দুঃখ পাইত। (বিষ্ণুস্মৃতি ২১।৪৭)

এই শ্লোকে আত্মা ও লিঙ্গ-শরীর যে পৃথক তাহা বুঝাইতেছে। আত্মা নির্ব্বিকার ও আত্মাতে জন্ম মৃত্যুর কোনও প্রভাব পড়ে না, ইহা বুঝাইতেছে। আর, সকল অপেক্ষা বড় কথা, "যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইবেই, অনুশোচনা করা বৃথা," তাহাও বলিয়া দিতেছে। এই শ্লোক হইতে ইহাও পাওয়া যাইতেছে যে উপরিউক্ত পরিবর্ত্তন সমূহ কাঁচা আমিরই পরিবর্ত্তন, পাকা আমির নহে, আর মৃত্যু উহার একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন, উহাতে মুহ্যমান হইবার কিছু নাই।

শঙ্কর। বাল্যাবস্থার নাশে, আত্মার নাশ হয় না, তরুণাবস্থার উৎপত্তিতে আত্মার উৎপত্তি হয় না, সেই রূপ দেহান্তর-প্রাপ্তি একটা প্রাপ্তি মাত্র।

রামানুজ। এক শরীর হইতে অন্য শরীর প্রাপ্তিতেও, আত্মা যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়।

মধুসূদন তাঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অনেক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন ইহাতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ,, আত্মা,প্রত্যভিজ্ঞা, ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে এ শ্লোকে "দেহিনঃ" একবচন, এইজন্য যে এক আত্মাই বিভূ রূপে বিস্তৃত ভাবে সর্ব্ব দেহে রহিয়াছে, এবং ইহার পূর্ব্ব শ্লোকের "বয়ং" বহুবচন, এই জন্য যে সেখানে বহু দেহ বিবক্ষিত হইয়াছে, বহু আত্মা নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে সুখ দুঃখ বোধ বা কৌমার, যৌবন, ইহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে। আত্মাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। **মধুসূদন,** এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের

ব্যাখ্যায় অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা আমি যে একই, এবং এই আমিই যে বাল্য ও যৌবনে ছিলাম, এবং বার্দ্ধক্যে আছি, তাহা অনুভব হয়। সুতরাং প্রমাণিত-হইল যে, দেহ ভিন্ন হইলেও, একই আত্মা থাকিতে পারে। স্বপ্নে এবং যোগৈশ্বর্য্যে ভিন্ন দেহেতেও তিনি যান। পূর্ব্ব জন্মের দেহের আত্মা ও এই জন্মে দেহের আত্মা প্রত্যভিজ্ঞা না থাকিলেও এক, কারণ স্তন্যপান সংস্কার পাওয়া যায়। আত্মার অন্য দেহে যাওয়া স্বীকার না করিলে অনেক দোষ হয়; এজন্মে আত্মা যে সুখ দুঃখ বোধ ভোগ করিতেছে, ইহা যদি পূর্ব্ব জন্মের এই আত্মারই কৃত-কর্ম্মের ফল না হয়, তাহা হইলে কাহার কর্ম্মের জন্য এই আত্মা সুখ দুঃখ ভোগ করিবে? একজন কর্ম্ম করিল, অপর একজন ফল ভোগ করিল, ইহা হইতে পারে না।... আত্মা এক, তিনি বিভু। মধ্যম পরিমাণ হইলে, অবয়ব যুক্ত হইতে হয়, এবং সাবয়ব বস্তু বিনাশশীল। অণু পরিমাণ হইতে পারে না, কারণ আত্মা চেতন, দেহের সর্ব্বত্র একই সময় চেতন উপলব্ধি হয়। তাহা হইলে আত্মা বিভু। বিভু হইলেই তিনি এক, কারণ এক বিভু আত্মার দ্বারাই যখন ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণ রূপ অবচ্ছেদক ভেদে, সকল শরীর ব্যাপী কষ্ট বা চেষ্টার উপপত্তি হয়, তখন বহু আত্মা স্বীকার করা অনর্থক।

REV. Dr. Hedges : Birth into this life was the death of the embryo life that preceded, and the death of this will be birth into some new mode of lifte

Chapin : Death is not an end but a transition-crisis.

Lougfellow : ' Dust thou art to dust returneth'' was not spoken of the soul

ভক্তিপ্রদীপ। Just as childhood etc. befaces an engrossed individnal in his physical body, so getting of another body.

বিত্তানন্দ। আত্মার অন্য দেহ পাওয়া, মাত্র একটা অবস্থা প্রাপ্তি।

ভূপেন্দ্রনাথ। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।' এই আত্মারূপী দেবতা সর্ব্বপ্রাণীতে পরিব্যাপ্ত, তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে একই অন্তরাত্মা। গভীর ধ্যানাবস্থায় স্থূল দেহ হইতে মন সরিয়া গেলে, স্থূল দেহ আছে কি নাই সে বোধই থাকে না ; প্রাণ স্থির হইলে মন স্থির, মন স্থির হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলেই আত্মজ্ঞান প্রকাশ।।

মতিলাল। আত্মা নির্ব্বিকার, সৃষ্টি নিয়ত রূপান্তরিতা হইতেছে।

শ্রীধর। দৈহিক পরিবর্ত্তনেও প্রত্যভিজ্ঞান থাকে (সেই আমিই আছি জ্ঞান)। আবার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হেতু ইহজন্মের পরই মাতৃস্তন্য পানাদিতে নবজাতকের প্রবৃত্তি দেখা যায়।—

রামকণ্ঠ। বাল্যাবস্থার নাশ হইলে কেহ মনে করেন না আত্মা বিনষ্ট হইল, ইত্যাদি

মহানামব্রত। সাংখ্য প্রকরণ, ইহা অভিনব বক্তৃতা। হঠাৎ ইহার অন্য কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।......অর্জ্জুনের সমস্যা তো কোন দার্শনিক সমস্যা নহে...কর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যে বিরোধ।...হঠাৎ শ্রুতির আত্মতত্ত্ব আরম্ভ হইল কেন ?...কেন হইল এইটুকু বুঝিলেই গীতা শাস্ত্রের সার কথাটা বোঝা হইল। (বিরোধের শেষ, মনে হয় যেন হয় না। হয়। সর্ব্বোচ্চ দ্বন্দ্বাতীত চরম ভূমিতে)। আত্মতত্ত্বই সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমিকার কথা।...বিষাদের মাত্র সাময়িক নিবাকরণ না করিয়া আত্যন্তিক নিরাকরণ করিতে হইলে, অর্জ্জুনকে সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমিটি দেখাইয়া, তাহাকে তাহাতে তুলিয়া দিতে হইবে।...কিন্তু আমাদের তো মনে হয়, অর্জ্জুন কথাগুলি হজম্ করিতে পারিতেছেন না। চতুর

বক্তাও তাহা জানেন ; জানেন বলিয়াই প্রসঙ্গটা বেশী দীর্ঘ করেন নাই।…২।৩১ শ্লোকে কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ করতঃ।নূতন প্রকরণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে শ্রোতার মাথায় যাহা ঢুকিবে না, তাহা এখন বলিলেন কেন ? উত্তর এই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে কথা, তাহা যথাযোগ্য স্থলে শতবার তো বলা হইবেই, উপক্রমে এক-বার তাহাকে সংক্ষেপে বলিতেই হইবে। অষ্টম বর্ষীয় বালকের কর্ণে ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণের মত, না বুঝিলেও বলিতে হইবে।…দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্য প্রকরণে "আশ্চর্য্য" বক্তা শ্রীভগবান কয়েকটি মাত্র মন্ত্রে সমগ্র শ্রুতির নির্য্যাষ তুলিয়া পরিবেশন করিয়াছেন।… 'তরতি শোক-মাত্মবিৎ' মন্ত্র মনে আসে।…কিন্তু. বেদান্ত কীর্ত্তন করিয়া সাংখ্য বলিতেছি, বলা কেন ? উত্তর—উভয় শাস্ত্রের ভিতরকার কথা একই, তাহা আত্মা অজড়, অমৃত, এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, ইহা প্রকৃতির অতীত, চৈতন্য স্বরূপ বস্তু।… আত্মার যে শাশ্বত সত্তা আছে ইহার প্রমাণ কি ? ইহা প্রমানের বিষয় নহে।…ইহা বিচারমূলে স্থাপ-নীয় কথা নহে, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার বস্তু। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।…শ্রোতার হৃদয় গভীর শ্রদ্ধার উদয় করাইবার জন্যই প্রারম্ভে গীতার বক্তা এই সাংখ্য প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন।… ভগবান বলিলেন 'অর্জ্জুন তোমার কথাগুলি জ্ঞানীর মত, কিন্তু কার্য্য অজ্ঞানের মত। এ যেন মুর্খের মুখে পণ্ডিতি কথা।…যিনি ভাবেন তিনি জ্ঞানী, তিনি কিছুই জানেন না, "নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।" অর্জ্জুন থতমত খাইয়া গেলেন। এই ভাবে, তাঁহার চিত্তকে উঁচুতে তুলিয়া, ভগবান দর্শন তত্ত্বের দুরবীক্ষণ আনিয়া ধরি-লেন :—'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ"।…আমরা চিরকালই আছি।…দেহ দেহান্তর পরিগ্রহ রূপ নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য

দিয়া আমাদের আত্মা চির অপরিবর্ত্তনীয় আছে। পর পর কতিপয় শ্লোকে চারিটি তত্ত্ব বস্তু দেখাইয়াছেন :—আত্মা অবিনশ্বর, আত্মা ভিন্ন সবই (অনাত্মা), বিনশ্বর, দেহীর পুনঃ পুনঃ দেহান্তর ঘটে, অমৃত তত্ত্ব একটি বস্তু আছে, তথা লাভ করা যায়। আর্য্য শাস্ত্রের ইহারা চারিটি স্তম্ভ।

(১৪) কিন্তু, প্রশ্ন উঠিবে, আত্মা না হয় নির্ব্বিকার, কিন্তু সুখ দুঃখ বোধের যে প্রত্যক্ষ অনুভব হয় ; উত্তর এই যে, সে বোধও চির-স্থায়ী নহে, তাহা ছাড়া উহাও যখন অবশ্যম্ভাবী উহা যখন ঘটিবেই, উহাতে কাঁদা কাটা নিরর্থক। উহার প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে অভ্যাস কর।

১৪। মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

পদচ্ছেদ। মাত্রা-স্পর্শাঃতু কৌন্তেয় শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ, আগম-অপায়িনঃ অনিত্যাং তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত

অন্বয়। কৌন্তেয় মাত্রা-স্পর্শাঃতু শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ আগমাপা-য়িনঃ অনিত্যাঃ ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব।

কঠিন শব্দ। মাত্রা-স্পর্শাঃ=ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ। মাত্রা =ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল (শ্রীধর)। মীয়তে এভিরিভিঃ=মাত্রা, অর্থাৎ যাহা বাহিরের পদার্থ পরিমাপ করে। যাহার দ্বারা মিত অর্থাৎ গৃহীত বা অবগত হওয়া যায়। তিলক' মাত্রা অর্থে বাহ্য জগতের পদার্থ করি-য়াছেন। অথবা মাত্রা=তন্মাত্র ; মাত্রা স্পর্শ matter contact আগম-অপায়িনঃ=উৎপত্তি-বিনাশশীল। তিতিক্ষস্ব=সহ্য কর।

অনুবাদ। হে কুন্তী পুত্র অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ শীত গ্রীষ্মাদির ও সুখ দুঃখাদির উৎপাদক। (আত্মার সহিত ইহাদের

কোনও সম্বন্ধ নাই)। ইহারা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অর্থাৎ অস্থায়ী ; অতএব হে ভারত (অর্জ্জুন), ইহাদিগকে উপেক্ষা, অর্থাৎ সহ্য কর। (৫.২,২২,২৭)

ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, এই বিষয়গুলির স্পর্শে-শীত উষ্ণ, সুখ, দুঃখের জন্ম হয়, কিন্তু ইহারা অস্থায়ী। ইহারা সেই পরিবর্ত্তন-শীল কাঁচা আমির পরিবর্ত্তন।

দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে ; ৭।২৭,২৮. দ্রষ্টব্য। আজ শীতের দিনে শীত করিতেছে, কাল গ্রীষ্মের দিনে, আর শীত করিবেনা। শীতের দিনে শীতল বস্তু দুঃখকর, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে তাহাই সুখকর হয়। গভীর দুঃখও চিরস্থায়ী হয় না। আবার, সুখদায়ক হওয়া, বা দুঃখদায়ক হওয়া ইহা কোন বস্তুর নিজস্ব গুণ নহে ; আমার যাহা সুখকর, তোমার হয়তো তাহাই দুঃখকর। সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম ইহারা অনাত্মা ; ইহারা মনের বা দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। দেহী, মাত্র তখন ইহাদিগকে বোধ করে, যখন সে নিজেকে অনাত্মা দেহ ও মনের সহিত জড়িত করিয়া ফেলে। কিন্তু "জড়িত করিওনা" বলিলেই তো জড়িত না করা হয় না। যতদিন বাঁচিতে হইবে, ইন্দ্রিয়াদির সহিত রূপ রসাদির স্পর্শ ঘাটিতেই থাকিবে। "উদাসীন হও" বলিলেই তো উদাসীন হওয়া যায় না। তাই, যতদিন বোধ না হইবে যে কে সুখ দুঃখ পায়, যতদিন বোধ না হইবে যে সুখ দুঃখাদি দেহ ও মনের ধর্ম্ম, যতদিন অভ্যাসের দ্বারা (৬।৩৫) উদাসীন থাকা না হইবে, যতদিন তদাত্মকত্বকে কাটিয়া ফেলিতে সক্ষম না হইবে (১৪।৩) ততদিন ইহাদিগকে অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে সহ্য কর; অনুশোচনা নিরর্থক। (ইহার অর্থ ইহা নহে যে, যেখানে পুরুষকার চলিতে

পারে, সেখানে চালাইবে না। "শোক করিবে না", ইহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ; গীতা শোককে আমল দিতে চাহে না)।

গায়ে একটি তীর বিঁধিলে যদি তুমি কাতর হইয়া পড়, প্রচণ্ড রৌদ্রে যদি তুমি মূর্চ্ছাপন্ন হও, বা ভীষণ শীতে পঙ্গু হও, তাহা হইলে যুদ্ধ কি করিবে ? তুমি যোগীর মত স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হও। কোনও বিষয়ে প্রভাবান্বিত হইবে না, সুখেরও নহে।

সুখ দুঃখ অপরিহার্য্য বলিয়া তাহা অশোচ্য, তাহার প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিবে, শুধু তাহাই নহে, সকল বিষয়ে সম ভাব রাখিতে হইবে। যাহা ভগবান পরে বলিবেন—যাহা যোগ, যাহা ব্রহ্ম ভাব, তাহা এইখানে ইঙ্গিতে পাইতেছি।

শীত গ্রীষ্ম দেহ সম্বন্ধীয়, ও সুখ দুঃখ মন সম্বন্ধীয় বোধ, এই কথা দ্বারা সকল রকম বিক্ষোভ জনক বোধ উপলক্ষিত হইয়াছে।

দুঃখ তিন রকম, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক (সংক্ষেপে যথা যথাক্রমে জলপ্লাবন, বজ্রাঘাতাদি ; অস্ত্রাঘাত, সর্প-দংশনাদি ; রোগ ও মানসিক দুঃখাদি)। আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও অনেক আধ্যাত্মিক দুঃখ বাহির হইতে আসে, ইহাদের আসা না আসার উপর আমাদের কোনও হাত নাই। ইহাদের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করা ছাড়া অন্য কিছু করা যায় না। পড়িয়া গিয়া যদি আমার পা ভাঙ্গিয়া যায়, বা ঝড়ে আমার কুঁড়ে ঘর খানি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে "আমার পা ভাঙ্গে নাই" যত জোরে মনে এ কল্পনা করি না কেন, আমার পা জোড়া লাগিবে না, বা আমার ঘর পড়িয়া যায় নাই বলিয়া যত কল্পনাই করি না কেন আমার পড়া কুটীর খাড়া হইয়া উঠিবে না। মনকে শান্ত রাখিতে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই, যতদিন না তদাত্মকত্ব ত্যাগ করিতে

পারা যায়। What cannot be cured, must be eudured এই বাক্যটি practical philosophy.

রামকণ্ঠ। যেমন দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবজ্ঞার সহিত সহ্য কর, সেই রূপ মাত্রা স্পর্শ রূপ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কর।...মাত্রাস্পর্শ=ইন্দ্রিয়াদির বিষয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। পঞ্চতন্মাত্রের অতীত হওয়া কূটস্থে (আজ্ঞাচক্রে) বায়ু স্থির করিতে পারিলে তবে হইবে। তখন মন স্বস্থানে অর্থাৎ আজ্ঞা চক্রে স্থির থাকায়, তাহা অমনবৎ হয়, কামনা ইত্যাদি থাকিবে না (কারণ এসব মনই) ; এ সব না থাকিলে এই, সুখ দুঃখাদির স্পর্শ না থাকিলে, সুখ দুঃখাদির বোধ থাকিবে কি করিয়া ?

ভক্তিপ্রদীপ। মাত্রাস্পর্শঃ=sense perceptions of ob-

আগমাপায়িনঃ=subject to beginning and end.

বিজ্ঞানন্দ। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ যদি না হয়, তো শীত গ্রীষ্মাদি বোধ হইবে না।

শঙ্কর। সহ্য কর অর্থাৎ হর্ষ বা বিষাদ করিও না। জ্ঞানীর আত্ম-বিনাশ নিমিত্তক মোহ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সুখঃ-দুঃখ-প্রাপ্তি জনিত লৌকিক মোহ হয়।

রামানুজ। জীবাত্মা নিত্য হইলেও, অনাদি কর্ম্ম সমূহের অধীন হওয়ায়, কর্ম্মানুসারে শরীর সমুহের সহিত সম্বন্ধিত হয়। জীবাত্মার ইহাই কর্ত্তব্য যে, বন্ধন নিবৃত্তির জন্য সেই শরীর সমুহের দ্বারা স্ব-বর্ণো-চিত শাস্ত্রীয় যুদ্ধাদি কর্ম্ম, ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে করিতে থাকে, এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগ যে শীতোষ্ণাদি দুঃখ দেয়, তাহাদের অনিবার্য্য ভাবিয়া যতক্ষণ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের সহ্য করে।...শীতোষ্ণাদি উপলক্ষন, যুদ্ধাদি সব আসে।

মধুসূদন। বৈশেষিক বলেন, আত্মা যেরূপ; সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, এই নয় প্রকার বিশেষণ গুণ যুক্ত, এবং প্রতি দেহে ভিন্ন, সেই রূপ তাহা নিত্য ও বিভু। তার্কিক (নৈয়ায়িক) ও মীমাংসকও এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। আত্মার ইচ্ছাদি গুণ আছে, সাংখ্যবাদী তাহা স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে আত্মা নির্গুণ বটে কিন্তু প্রতি দেহে আত্মা বিভিন্ন ও বিভু। তাহা না হইলে, অন্যের পাপে পুণ্যাত্মা দুঃখ পাইত। অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, আমি নিত্য ও বিভু হইলেও, আমি যখন ভীষ্ম প্রভৃতি হইতে ভিন্ন এবং সুখ দুঃখাদি গুণ যুক্ত তখন ভীষ্মাদির বিয়োগে আমার দুঃখ তো হইবেই। কৃষ্ণ যেন বলিলেনসুখ দুঃখ অনিত্য, আত্মা নিত্য, নিত্য বস্তুর গুণ বা ধর্ম্মঅনিত্য হইতে পারে না। সুখ, দুঃখ দৃশ্য বস্তু, দ্রষ্টার ধর্ম্ম হইতে পারে না। অন্তঃকরণ সুখ দুঃখের উপাদান-কারণ। অন্তঃকরণের বহুত্ব মানিলে সুখ দুঃখাদির ভেদ সিদ্ধ হইয়া যায়। আত্মভেদ স্বীকার করিবার কোনও যুক্তি নাই। শ্রুতি আত্মাকে স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আনন্দ রূপ বলিয়াছেন, কামাদির আশ্রয় বলেন নাই। মন অর্থাৎ অন্তঃকরণকে কাম সংকল্প প্রভৃতি সমস্ত বিকারের উপাদান—কারণ বলিয়াছেন,... অনিত্য পদার্থের জন্য শোক ত্যাগ কর।

বলদেব। মাঘ মাসের শীতে প্রাতঃ স্নান দুষ্কর হইলেও করণীয়, সেইরূপ ভীষ্মাদি বধ ক্লেশকর হইলেও ধর্ম্মার্থে করনীয়।

রামদয়াল। আত্মা সুখী হইলেন বা দুখী হইলেন, ইহা ভ্রম। প্রথমে দুঃখ কোথা হইতে জন্মে বিচার বর।

অরবিন্দ। যন্ত্রনা ও মৃত্যু, আত্মার জীবনের বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র।

তিলক। ব্যাখ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যারোপ ইত্যাদি আনিয়া লিখিয়া-

ছেন : - যে ব্যাক্তির ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই নাম রূপার্থক জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানে না, সে, প্রতি বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয় সংযোগ জনিত শীতোষ্ণ বা সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিকার সকল সত্য মনে করিয়া আত্মায় ইহার অধ্যারোপ করে এবং এই কারণে ইহাকে দুঃখ পীড়া দেয়।

এই শ্লোক বশিষ্ঠ গীতায় ৫৪সর্গের শ্লোক।

ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখ দুঃখাদির উৎপত্তির কারণ ও আত্মাকে সমবায়ী কারণ বলিয়াছেন।

সন্তদাস। যদি বল আত্মার জন্য শোক না করিলেও জীবিতকালে যেমন কোনও বস্তু প্রাপ্ত হইলে সুখ হয়, অভাবে দুঃখ হয় তদ্রূপ আত্মীয় জনের দেহ পরিত্যাগে দুঃখ হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই শ্লোক।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন সহ্য গুণেয় চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয় সেই রয়। যে না সয় সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে "স" তিনটে—শ ষ স।

KrishnaPrem—The contacts of sense will come and go but the disciple will feel that they are not himself but the things that happen to him and he must get himself to endure them bravely... Let this part of thy soul which leads and governs, be undisturbed by the movements in the flesh, whether of pleasure or of pain. (Marcus Aurelius)

"The darkest day, wait till to-morrow will have passed away."

Cotton—Pain may be said to follow pleasure as its shadow.

মতিলাল। সুখদুঃখ...অস্বীকার করিতে বলিলেই, তদনুকূলে সায় দেওয়া যায় না। তাই তিতিক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিতিক্ষা = দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।...প্রত্যেক জীবের মধ্যে আত্মস্বরূপ বিকার-রহিত যে পুরুষ, তাঁহাকে প্রবৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলেই সুখদুঃখের হেতু থাকিবে না।

(১৫) যাহার সুখে-দুঃখে সমত্ব জ্ঞান হইয়াছে, সেই মৃত্যুর উপর উঠিবার যোগ্য হয়।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

পদচ্ছেদ। যং হি ন ব্যথয়ন্তি 'এতে পুরুষং পুরুষ-ঋষভ, সম-দুঃখ-সুখং ধীরং সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।

অন্বয়। পুরুষর্ষভ, হি এতে যং সম-দুঃখ-সুখং ধীরং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি, সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।

কঠিনশব্দ। পুরুষর্ষভ = পুরুষ শ্রেষ্ঠ। হি=যেহেতু। পুরুষ = ব্যক্তি। এতে=এই মাত্রা স্পর্শ সকল। ন ব্যথয়ন্তি = ব্যথিত বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। অমৃতত্বায়, অমৃতত্ব=বিক্ষেপ হীন মনে যে পরমা শান্তি উৎপন্ন হয়, যে শান্তিপ্রাপ্তিই জীবন্মুক্তি। কল্পতে = পাইতে যোগ্য হন। অমৃতত্বায় কল্পতে = মৃত্যুহীনদিগের ভিতর গণিত হন, অর্থাৎ পরমাশান্তি পাইবার যোগ্য হন, অথবা ভগবান লাভের যোগ্য হন, মোক্ষ পাওয়ার যোগ্য হন।

অনুবাদ। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ (অর্জ্জুন), যেহেতু এই সকল (অর্থাৎ ১৩ ও ১৪ শ্লোকে বর্ণিত বিষয় ।সকল), সুখে দুঃখে সম ভাব-সম্পন্ন, যে

ধীর পুরুষকে ব্যথিত বা প্রভাবান্বিত করিতে না পারে, তিনি জীবিত অবস্থায় মৃত্যুহীনত্ব পাইবার যোগ্য বলিয়া গণিত হন, অর্থাৎ অশান্তি নামক মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত এই অবস্থা পাইতে অর্থাৎ যাহা জীবন্মুক্তি তাহা পাইতে যোগ্য হন। ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে, শান্তিময় জীবন্মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ সুখে দুঃখে সম ভাব লাভ করাই "অমৃত লাভ", কারণ, বিক্ষোভ ও সহ্য-শক্তি-হীনতাই মৃত্যু। অমৃতত্বের শাব্দিক অর্থ মৃত্যুহীনতা বা সুধাধর্ম্মী, এখানে সে অর্থ লইলে হইবে না। সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ, অথবা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি সে অর্থও চলিবে না। "মোক্ষ" এই অর্থ অনেকে লইয়াছেন, কিন্তু তাহা তো মৃত্যুর পরে আসে, সেইজন্য মাত্রার স্পর্শে প্রভাবান্বিত না হইয়া জীবিত কালেই সে যাহা পাইতে থাকে তাহাকেই "অমৃতত্ব" বলা হইল। সে পায় জীবন্মুক্তি অর্থাৎ পরমাশান্তি, বিক্ষোভ হইতে মুক্তি, সহ্য-শক্তি-হীনতা হইতে মুক্তি। "সহ্য কর" এই উপদেশ পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে এবং এখানেও দেওয়া হইয়াছে। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ক্লেশে ও শারীরিক ও মানসিক বিকার ও বিক্ষোভ সমূহে ভাঙ্গিয়া পড়া এই সহ্য-শক্তি-হীনতাই মৃত্যু। অমৃতত্ব প্রাপ্ত সেই পুরুষকে বলা যাইবে, যে ইহাদের প্রভাব অগ্রাহ্য করে। সহনশীলতায় উৎপন্ন পরমাশান্তিই অমৃতত্ব। তিনি জীবন্মুক্ত আখ্যা পাইবার যোগ্য হন। অমৃত ভগবান তাঁহারই লভ্য হন। সাম্য দৃষ্টি প্রকৃত আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করায়, ব্রহ্মানন্দ আনে। এই শ্লোকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। সুখে, দুঃখে সমভাব রাখিবার প্রথম নির্দ্দেশ, যে নির্দ্দেশ গীতায় ভগবান বার বার দিয়াছেন। এই সমভাব রাখাই যোগ, এই সমভাবই ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মই সম। ইহাই পরমাশান্তি, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাই অমৃত। গীতার মুল কথাই, এই সুখে দুঃখে সাম্যভাব রাখা, ইহাই পরমাশান্তি আনে, ইহাই অমৃত

ব্রহ্মকে, আনন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায়। (অনাত্মা দেহের ব্যাপার সমূহের দ্বারা যে প্রভাবান্বিত না হয়, সেই মোক্ষ পাইবার উপযুক্ত পাত্র হয়) (আমাদের ব্যাখ্যা ক্ষন্তব্য)। শঙ্কর "অমৃতত্বায় কল্পতে"র অর্থ "মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়" বলিয়াছেন, তাহা হইলেই সিদ্ধ হইল যে তিনি স্বীকার করিলেন যে, মাত্র জ্ঞানে নহে অন্য প্রকারেও মানুষ মোক্ষ পাইতে পারে।

শঙ্করের মতে সম-দুঃখ-সুখ অর্থে হয় বিষাদের অভাব। রামানুজের মতে অপরিহার্য্য দুঃখকে সুখ মনে করা। বলদেবের মতে ধর্ম্মানুষ্ঠান কষ্ট-সাধ্য, তাহা হইতে যে দুঃখ উপস্থিত হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সুখও পাওয়া যায়, দুইকে সমভাবে দেখা। নীলকণ্ঠের মতে সমাধি সম-দুঃখ-সুখ হয়; জীবাত্মা ভোক্তা তাহার সর্ব্বদা সুখ দুঃখ আছে বলিয়াই ভগবান সহ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন্। তিলক অমৃতত্বের অর্থ করেন অমৃত-ব্রহ্মের অবস্থা লাভ। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ হয় নাই এবং এই কারণে যে নাম রূপাত্মক জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানে না, সে ব্যক্তি বিকার সকলকে সত্য বলিয়া মনে করে অর্থাৎ আত্মাতে অধ্যারোপ করে এবং এই কারণে উহা আত্মাকে পীড়া দেয়।

পুরুষ—যিনি পুরে, সর্ব্ব জীব-শরীরে শয়ান বা অধিষ্ঠিত; সকল পদার্থে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে যিনি বর্ত্তমান (মধুসূদন)। অষ্টপুরে (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়; মনাদি চতুষ্টয়; প্রাণাদি পঞ্চ; বিষয়াদি পঞ্চ; কাম, কর্ম্ম, তমঃ বা অবিদ্যা ইহাতে) যিনি বাস করেন তিনি পুরুষ (নীলকণ্ঠ)। এখানে পুরুষ অর্থে, ব্যক্তি।

অমৃতত্ব ঃ—কেহ অমৃতত্বের অর্থ করিয়াছেন দেহাত্ম বিবেক; কেহ বলিয়াছেন ব্রহ্মচৈতন্য, আত্মচৈতন্য, ভগবৎ চৈতন্য। ভক্তি, জ্ঞান

অনেক জিনিষকে শাস্ত্রে অমৃত বলিয়াছে, কিন্তু সে সব অর্থ ওখানে খাটে না। নীলকণ্ঠ বলেন দ্বৈত প্রপঞ্চে, ভেদ জ্ঞান আর থাকিবে না। সুখ দুঃখের সম-জ্ঞান হেতু আত্মা অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে।

শঙ্কর। সেই বীর পুরুষকে সুখ দুঃখাদি, নিত্য আত্ম-দর্শন হইতে বিচলিত করিতে পারে না; অমৃতরূপ হইবার জন্য, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য সমর্থ হইয়া যায়।

রামদয়াল। যতদিন প্রকৃতিতে বা দেহে আত্মবোধ থাকিবে তত দিন সুখবোধ।···সুখদুঃখ সমান হইয়া গেলে জীব মুক্ত।

Swami Pratyagatmananda ; The Keynote of the Vedanta Gospel is আনন্দম্, অভয়ম্, অমৃতত্বম্।

কঠোপনিষৎ। (২।৩।১৫) যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ, অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্।

অরবিন্দ। যোগে যোগে মানুষ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। জন্ম, মৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমরত্ব।

জ্ঞানেশ্বরী। তাহার গর্ভ-বাস-সঙ্গ প্রাপ্তি হয় না, সে সর্ব্বদাই নিত্য রূপ।

শ্রীধর। তৎসমুদয়ের দ্বারা অবিচলিত থাকিয়া ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভের যোগ্য হন।

কৃষ্ণানন্দ। ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভের অধিকারী হন।

গোয়েন্‌কা। ধীর = সাংখ্য যোগের সাধনে পরিপক্ক স্থিতিতে যিনি পৌঁছেছেন।

মধুসূদন। অন্তঃকরণই যদি কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, তাহা হইলে তাহাকেই চেতন বলিতে হয়, কেন না অচেতনের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব

সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মা বলিয়া আর কিছু নাই। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, বৈশেষিকাদিরা যাহাকে আত্মা বলে, অদ্বৈতবাদীরা তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। অর্জ্জুনের এই সকল আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই শ্লোক।"'সুখ দুঃখ শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণের যাবতীয় পরিণাম সূচিত হইয়াছে।" বুদ্ধি, বৃত্তি সব জড়-বলিয়া অপ্রকাশ; চৈতন্য স্বয়ং জ্যোতিঃ, কিন্তু নিঃসঙ্গ বলিয়া নিষ্ক্রিয়। ইহাদের কোনটির দ্বারাই স্বতন্ত্র ভাবে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি অতি স্বচ্ছ বলিয়া চিৎ সন্নিধানে অনাদি জ্ঞান বশে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় চেতনায়মান্ হইয়া থাকে, এবং নিঃসঙ্গ চৈতন্যও অবিদ্যা বশে, বুদ্ধির গুণাদি প্রাপ্ত হইয়া, কর্ত্তৃত্বাদি যুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। বুদ্ধি-বৃত্তি ও চৈতন্যের এই প্রকার যে পরস্পর ভাব প্রাপ্তি তাহাই তাদাত্ম্যাধ্যাস বলিয়া কথিত হয়. এবং বুদ্ধির যে চৈতন্যাকার প্রাপ্তি, অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তিতে যে চিৎ প্রতিবিম্ব, তাহাকে চিদাভাস বলা হয়। চৈতন্য নিঃসঙ্গ হইলেও প্রতিবিম্বের দ্বারা উহা বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক হইয়া থাকে। জড়-বুদ্ধির দ্বারা বিষয় প্রকাশ সম্ভব নহে; কারণ বিষয় প্রকাশ চৈতন্যের কার্য্য। বিষয়ে প্রকাশিত না হইলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ রূপে চিত্তের পরিণতি রূপ প্রবৃত্তিও সম্ভব নয়। সুতরাং বিষয় প্রকাশের জন্য স্বচ্ছ বুদ্ধিতে, জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায়, চিৎ প্রতিবিম্ব, অর্থাৎ চিদাভাস স্বীকার করিতে হয়; উহার সহিৎ চিত্তের তাদাত্ম্যাধ্যাস হয়। এই রূপ চৈতন্যের সহিৎ চিদাভাসেরও তাদাত্ম্যা ধ্যাস হইয়া থাকে, অর্থাৎ জল কম্পিত হইলে জল-প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কম্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ব ও জলে তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় (তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার না করিলে, ভিন্ন দুইটির মধ্যে একটির ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হইতে পারে না)। এইভাবে চিত্ত সুখ দুঃখাদি

রূপে পরিণত হইলে, চিত্তে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসও সুখ দুঃখাদি বিশিষ্ট রূপে প্রতীত হয়। এই রূপ সূর্য্য প্রতিবিম্বের কম্পের দ্বারা সূর্য্যের কম্প প্রতীত হয় বলিয়া, সূর্য্য ও প্রতিবিম্বের তাদাত্ম্যাধ্যাস স্বীকার হয়, সেই রূপ চিৎ ও চিদাভাসের তাদাত্ম্যও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে চিদাভাসের দ্বারা বিষয় প্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ জড় বলিয়া চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন না হইলে প্রকাশ রূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। আর, সাক্ষি-স্বরূপ চিৎ (বিশ্বরূপ চৈতন্য) বস্তুতঃ, ফল ভোক্তা না হইলেও চিদাভাসের দ্বারা চিত্তের সুখ দুঃখাদির পরিণামের হেতু হয় বলিয়া তাহার প্রবর্ত্তকত্বও উৎপন্ন হয়।···অজ্ঞান বশতঃ সদামুক্ত পুরুষে বুদ্ধি ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহাই পুরুষের বন্ধ। তত্ত্বজ্ঞানে, বন্ধের নিবৃত্তিই পুরুষের মুক্তি।···স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষী অধ্যাস বশতঃ তৎতৎ বিষয় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে প্রতিভাত হইলেও "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই শ্রুতির দ্বারা উপাধি সম্বন্ধ শূন্য হইয়া ব্রহ্ম বলিয়া নিজেকে অভিন্ন দেখেন।

সূর্য্য সমস্ত লোকের চক্ষুর প্রেরক বলিয়া চক্ষুঃ স্বরূপ হইলেও, যেমন চক্ষুর বাহ্য-দোষ সকলে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সকল জীবের অন্তরাত্মা এক হইলেও, তিনি বাহ্য অর্থাৎ সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক্ এবং অসঙ্গ বলিয়া জীবের দুঃখে লিপ্ত হন না।···অজ্ঞান নিবৃত্তি মোক্ষের বিশেষণ নহে উপলক্ষণ ; (যেমন তাল পুকুরের তাল কথা)। অজ্ঞান নিবৃত্তি আত্মার অনুবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা নহে।) বৈশেষিক মতে গুণ পদার্থ ২৪টিও দুই ভাগে বিভক্ত, সামান্য গুণ ও বিশেষ গুণ। বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনা এই ৯টি বিশেষ গুণ, বদ্ধ আত্মারই ধর্ম্ম। বৈশেষিক মত প্রাগভাবের অসমানাধিকরণ যুগপৎ সর্ব্ব বিশেষ গুণের নিবৃত্তি; এই মত মধুসূদন খণ্ডন করিয়াছেন।

অনাদি অজ্ঞান বশে আত্মার স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দতার বোধ হয় না ; মনে হয় আমি সুখী, আমি দুঃখী। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ঐ অজ্ঞানটির কেবল নাশ হয় মাত্র, আর তাহা হইলেই আত্মার স্বরূপ আবরণ নষ্ট হওয়ায় আত্মার স্বরূপ যথাবৎ প্রকাশিত হয়, ইহাই মুক্তি। "আত্মা ভাসক, তাহাকে ভাস্য দেখানো ঠিক নহে ; আমি দুঃখী ইত্যাদি দৃষ্টান্তে অহং পদকে যে আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মা নহে, তাহা দুঃখাদি বৃত্তি সহিৎ অহংকার। অন্তঃকরণের যে অহমাকার বৃত্তি বা অভিমানাত্মিকা বৃত্তি তাহাকে অহংকার বলে। উহা আত্মা নহে। উহা ভাস্য হইলেও আত্মা ভাস্য হয় না।···তরতি শোকমাত্মবিৎ। ···আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ :—সুখ যখন উপাধির বিষয় হয়, তখন তাহার দ্রষ্টা আছে, তাহা আত্মা। আত্মা সর্ব্বদাই দ্রষ্টা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ আত্মা না থাকিলে সব অসিদ্ধ হইয়া যায়। সব আছে ইহার সাক্ষী তিনি, তাহাকে দেখা যায় না বলিলে, তিনি সাক্ষ্য হন, সাক্ষী থাকেন না। অথচ তিনি নাই বলিলে সর্ব্ব সাক্ষ্য অসিদ্ধ হয়। অন্তঃকরণই ভাসক, তাহাকে প্রকাশ করিতে আত্মার আবার দরকার কি ? প্রদীপকে প্রকাশ করিতে অন্য প্রদীপের দরকার কি ? একথা ঠিক নয় ; জ্ঞাতা না থাকিলে প্রদীপের ভান বা জ্ঞান থাকিবে কেন ? বুদ্ধি, বিষয় ভেদে ভিন্ন; আত্মা নির্ব্বিকার বলিয়া সর্ব্বদা একরূপ ; তাই আত্মা জ্ঞান রূপ, কারণ জ্ঞান সর্ব্ব দেশে ও কালে এক রূপ ও অনুস্যূত। বুদ্ধির সর্ব্ব দেশে ও কালে এক রূপ নাই। বুদ্ধিকে জ্ঞান বা ভান রূপ বলা যায় না। বুদ্ধির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, উহা নিত্য নহে। জ্ঞানের যে উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় তাহা বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য।

কৃষ্ণানন্দ। ধীর পুরুষ আপনাকে ব্রহ্মাত্ম স্বরূপ বিদিত হইয়া

শোক দুঃখের উপদান-স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করত ঃ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-স্বরূপ মোক্ষ লাভ করে।

মতিলাল। গীতাকার সুখদুঃখের নিবৃত্তি কামনা করেন নাই, পরন্তু বলিয়াছেন তাং স্তিতিক্ষস্ব।

বিদ্যানন্দ। অমৃতত্ব=অমরত্ব, মোক্ষ।

ভক্তিপ্রদীপ। blissful immortality

ভূপেন্দ্রনাথ। স্থির বায়ু যাহার হইয়াছে, সে মৃতবৎ, তাহাতে কোন ব্যথা হয় না। এই স্থিরত্ব ভাবই অমৃতপদ, পরমানন্দরূপ।

মহানামব্রত। বিনশ্বর বস্তুর সহিত অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া আছে বলিয়া আত্মার জন্ম মৃত্যু আছে মনে হয়। মূলে আছে বাসনার হৃদয় গ্রন্থি। গ্রন্থি গেলে ঐ ঐক্য ভাব আর থাকে না, তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়। অমৃতত্ব আত্মার স্বভাবগত ধর্ম্ম।...অজ্ঞানতা বা মৃত্যু কাটিয়া গেলে, ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে (১৪।২৬), তাহাই ব্রাহ্মী স্থিতি (২।৭২)। অমৃতত্ব লাভের উপায়, যুক্ত আসীতমৎপর (২(৬১)

গীতায় 'অমৃত' শব্দ যে যে স্থলে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।১৫ ; ৯।১৯ ; ১০।২৭ ; ১৮।৩৭,৩৮।

গীতায় 'সম' শব্দ যে যে স্থানে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।১৫,৩৮, ৪৮; ৪।২২ ; ৫।১৮,১৯ ; ৬।৮,৯,১৩,২৯ ৩২ ; ৯।২৯ ; ১০।৫;১৩।৯,২৭, ২৮; ১৪,২৪।

গীতায় 'পুরুষ' শব্দ যে যে স্থলে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।১৫,২১ ৬০ ; ৩।৪ ; ৯।৩ ; ১০।১২ ; ১১।১৮,৩৮, ১৩।১৯,২০,২২,২৩ ; ১৫।৪,১৬, ১৭,১৯।

(২।১৬) অর্জ্জুন যেন বলিলেন, "কৃষ্ণ, তুমি বলিলে আমরা দেহীরা বরাবরই আছি, আর তুমি বলিলে সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্মাদি ইহারা

বিনাশশীল। প্রশ্ন উঠে, কোন্ কোন্ ব্যাপার বিনাশশীল, আর কোন্ কোন্ ব্যাপার বিনাশশীল নহে। প্রশ্ন আরও উঠে যে দেহীর দেহান্তর প্রাপ্তি বলিয়া হয় তো কিছু নাই, মৃত্যু হয়তো দেহীর বিনাশ প্রাপ্তি।" এই শ্লোক ঐ প্রশ্নের উত্তর। "অসৎ-এর ভাব" নাই এবং "সৎ-এর" "অভাব" নাই ; অর্থাৎ যাহা বিনাশশীল এবং সেই জন্য অসৎ বলিয়া কথিত হয় তাহার জন্ম হয় ও মরণ হয় ; তাহার বিনা জন্মিয়াই অস্তিত্ব পাওয়া, এবং পরে মৃত্যু না পাওয়া, হয় না ; আর, যাহা অবিনাশী এবং সেই জন্য যাহা সৎ বলিয়া উক্ত হয় তাহার বিনা জন্মিয়াই অস্তিত্ব পাওয়া হয় না তাহা নহে ; বা তাহার জন্মের মারফতে অস্তিভাব পাইতে হয় তাহাও নহে। বিনা জন্মিয়াই উহা অস্তিভাবে অনাদি কালে থাকে, এবং উহা মরে না। অর্থাৎ যাহার জন্ম হয় তাহার মৃত্যু হইবেই। আর, যাহা অবিনাশী তাহা এমন যে জন্মের মারফৎ তাহার অস্তিত্ব হয় নাই, সে চির-অস্তিত্ব সম্পন্ন। শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ, ইহাদের জন্ম হয় বলিয়া, ইহারা স্থায়ী নহে, ইহারা বিনাশশীল; আর দেহী, ইহার জন্ম বলিয়া যখন কিছু নাই, ইহার মৃত্যু বলিয়াও তখন কিছু নাই, ইহা অবিনাশী, চির-স্থিতি সম্পন্ন, ইহা "সৎ"। আর, সুখ দুঃখ কেন, দেহ ইত্যাদি যাহা কিছু জন্ম লয়, তাহা বিনাশশীল, তাহা "অসৎ"।

১৬। নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

পদচ্ছেদ। ন অসতঃ বিদ্যতে ভাবঃ ন অভাবঃ বিদ্যতে সতঃ ; উভয়োঃ অপি দৃষ্টঃ অন্তঃ তু অনয়োঃ তত্ত্ব-দর্শিভিঃ।

অন্বয়। অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে, তত্ত্ব-দর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্ট।

কঠিন শব্দ। ভাব=বিনা জন্মিয়াই অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব পাওয়া। অভাব=বিনা জন্মিয়াই, অস্তিত্ব প্রাপ্তি না হওয়া ; অস্থায়ীত্ব ; পরিবর্ত্তন-শীলতা। সৎ=চিরস্থিতি সম্পন্ন ; অসৎ=যাহা চিরস্থিতি সম্পন্ন নহে। সৎ ও অসৎ এ দুটি কথা, এখানে অনেকটা পারিভাষিক শব্দ ভাবে বা নাম ভাবে উক্ত হইয়াছে ; যাহা চিরস্থিতি সম্পন্ন তাহার নাম সৎ, ইত্যাদি। পরে, নীচে, ইহারা আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে। তত্ত্বদর্শী—কোন্ বিষয় কি, যাঁহারা বুঝিতে পারেন ; জ্ঞানী। (অনেকে, তত্ত্বদর্শী=ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়াছেন)। অন্ত=চূড়ান্ত, কোনও দিক বাদ না রাখিয়া, পূর্ণরূপে। (একজন, অন্ত=তত্ত্ব বলিয়াছেন)।

অনুবাদ। যাহা বিনাশশীল, এবং সেইজন্য যাহা 'অসৎ' বলিয়া উক্ত হয়, তাহা জন্মপ্রাপ্ত হয় ও তাহা মরে, তাহার বিনা জন্মিয়াই অস্তিত্ব পাওয়া হয় না। যাহা অবিনাশী এবং সেইজন্য যাহা 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয়, তাহার বিনা জন্মিয়াই অস্তিত্ব প্রাপ্তি হয় না তাহা নহে, তাহার জন্মের মারফতে অস্তিত্বভাব পাইতে হয় না, ও তাহা মরে না। (অথবা, অসৎ-এ স্থায়ীত্ব বা পরিবর্ত্তনহীনতা বিদ্যমান নাই ; সৎ-এ স্থায়ীত্ব ও পরিবর্ত্তনহীনতা বিদ্যমান। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ কোন্‌টা কি ও তাহাদের ভিতর পারস্পরিক পার্থক্য কি, এই সকল দর্শনে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের দ্বারা এই সকল বিষয়ের স্বরূপ বা চূড়ান্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

দেহ "অসৎ" কারণ ইহা পরিবর্ত্তনশীল এবং ইহার স্থায়িত্ব নাই (২।১৩, ১৪)। আর দেহী, যাহা দেহকে জীবিত রাখে যাহা দেহ ছাড়িয়া গেলে দেহ মৃত হয়, তাহা সৎ অর্থাৎ তাহা অমর, তাহা স্থায়ী। সে, এক দেহ ছাড়িতেছে এবং অন্য

দেহ পরিগ্রহণ করিতেছে, যেমন আমরা এক বস্ত্র ছাড়ি এবং অন্য বস্ত্র পরিগ্রহণ করি। অথবা যেমন অভিনেতা অভিনয়ে একদিন এক অংশ গ্রহণ করে অন্যদিন অন্য অংশ গ্রহণ করে। আত্মা দেহীরই নামান্তর, যদিও প্রকৃতপক্ষে দেহী—কারণ ও সূক্ষ্ম-শরীর আবৃত আত্মা। আত্মা ছাড়া আর সবকিছু ন-আত্মা, অর্থাৎ অনাত্মা নামে কথিত হয়।

সৎ ও অসৎ এ দুটী কথা প্রাচীন উপনিষদাদিতে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ব্যক্ত জগৎ, কার্য্য ও কারণ, ব্যক্ত জগৎ ও জগদতীত ব্রহ্ম (সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীত) কারণ ও কার্য্য; সূক্ষ্ম ও স্থূল, ইত্যাদি।

এখানে অসৎ অর্থে বেদান্তের "অসৎ" নহে ; বেদান্তের "মিথ্যা"; "শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

বেদান্তের অসৎ অর্থে যাহা শুধু দেখা যায় না নহে, হয়ও না ; যথা, আকাশ কুসুম, শশশৃঙ্গ।

তাহাকে এখানে সৎ বলা হইয়াছে যাহার নাস্তিত্ব নাই ; যাহার নাস্তিত্ব নাই তাহাকে, হয়তো আমরা দেখা ইত্যাদি সাধারণ প্রমাণে নাও পাইতে পারি, যথা ভগবান, আত্মা ইত্যাদি। তাহাকে এখানে অসৎ বলা হইয়াছে, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু যাহার স্থায়িত্ব থাকে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল। জগৎকে অসৎ বলা হয়; কারণ যদিও আমরা তাহাকে দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তশীল, তাহার স্থায়িত্ব নাই ! মায়াবাদীদের মতে জগতের অস্তিত্বই নাই, অবশ্য এ কথা সকলের মান্য নহে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখের কথা বলা হইয়াছে; তাহারা সব অসৎ, কৌমার, যৌবন জরা, সব অসৎ ইহা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। জ্ঞান মার্গের প্রথম সোপান সদসৎ বিবেক। যাহা সত্য তাহা মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকিয়া যায়।

এই শ্লোকটিকে এই ভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:—আজ তোমার দেহী, এই অর্জ্জুন দেহে রহিয়াছে বলিয়া তাহাতে তাহার তদাত্মকত্ব ঘটিয়াছে। কাল, মৃত্যুর পর, সে অন্য দেহে যাইবে, এবং সেই দেহে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইবে; উহার নূতন "আমি ও আমার" হইবে। এই সব, "কাঁচা আমি ও আমার"। যাহা পাকা, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহা কাঁচা, তাহারই হয়। তোমার এ কাঁচা আমি আজ আছে তো কাল নাই; ইহা অসৎ। পাকা আমি ত্রিকালে থাকে, ইহাকে সৎ বলা হয়। সৎ=আছে, অসৎ=নাই, এইরূপ ভাব লইয়া এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে, 'যাহা নাই তাহা ন ভাব অর্থাৎ হয় না, নূতন করিয়া জন্মায় না, আর যাহা আছে, তাহা ন অভাব, অর্থাৎ না-হওয়া হয় না, কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত হইবে না, কারণ জগৎ "নাই" বা 'আছে' ইহাতে তর্ক হয়। অনেকে জগৎকে সৎ বা সত্য বলিতে চাহেন এই বলিয়া যে জগৎ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রসূত; ঈশ্বর যদি সত্যকাম হন, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তা কেন না সত্য হইবে? আমাদের দেওয়া অর্থ সমূহ তর্ক আনে না।

সৎ তাহা, যাহা আদিম কারণ; তাহারও কারণ; তাহারও কারণ আছে, করিতে গেলে অনবস্থ দোষ হয়। অসৎ তাহা, যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে, যাহা দেশ, কাল, বস্তু সাপেক্ষ। অনেকে তত্ত্ব শব্দের অর্থ তৎত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ 'ব্রহ্ম-জ্ঞান লইয়াছেন।

জগৎকে সৎ বলিবার দু একটি যুক্তি এই ভাবেও প্রযুক্ত হয় যথা ১০।৪২ শ্লোক যেখানে ভগবান জগৎকে তাঁহার একাংশে স্থিত বলিয়া-

ছেন, এবং ৭।৬ শ্লোক যেখানে জাগতিক বস্তু সমূহকে ভগবান নিজের প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন।

এই শ্লোকটী অতীব মূল্যবান শ্লোক। ১২, ১৩, ১৪,১৫ শ্লোকের ধারায় এ শ্লোকটি ঠিক সূত্রেই আসিয়াছে। ১৬, ১৭, ১৮ ইহার সহিত এক সঙ্গে পড়া যায়, কারণ ১৭, ১৮ ইহার উদাহরণ। এইরূপ একটি শ্লোক সাংখ্য দর্শনের একটি প্রধান শ্লোক :—

ন সদ্ উৎপদ্যতে, ন সদ্ বিনশতি। (সাংখ্য সূত্র)

সৎকার্য্যবাদ ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মসূত্র। ভাবো কোপলব্ধে ; ন ভাবোহনুপলব্ধে (২।১।১৫,৩০)

শঙ্কর। বাস্তবিক অবিদ্যমান শীতোষ্ণ ও তাহাদের কারণের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই। প্রমাণে, ইহাদের পদার্থ পাওয়া যায় না। ইহারা বিকার ; বিকারের নাশ হয়। ঘটাদি মাটি ছাড়া কিছু নহে বলিয়া অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে ও নাশের পশ্চাতে ইহারা উপলব্ধ হয় না। তৎ=ব্রহ্ম ; তাহার ভাব=তত্ত্ব ; তাহা দেখা, যাহার স্বভাব, সে তত্ত্বদর্শী।...

শঙ্কর ব্যাখ্যায় অসৎ কার্য্যবাদের অবতারণা করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। রামানুজ ও বলদেব তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তিলক লিখিয়াছেন এই শ্লোকটিকে সৎকার্য্যবাদের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। (যাহা নিত্য বা সৎ তাহার অভাব হয় না, এই তত্ত্বের নাম সৎকার্য্যবাদ)।

তিলক জানাইয়াছেন যে মাধ্বভাষ্যে "বিদ্যতে ভাবঃ", "বিদ্যতেঽ-ভাবঃ" অর্থাৎ "বিদ্যতে অভাবঃ" ভাবে ধরা হইয়াছে ও ইহার অর্থ অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি, তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ হয় না এই রূপ লওয়া হইয়াছে ; দ্বিতীয় চরণে সৎ-এরও নাশ হয় না এই

রূপ থাকায়, উপরি উক্ত প্রথম চরণের অর্থের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও এই প্রকার মিলিত অর্থে সৎ ও অসৎ উভয়ই নিত্য, এই মতবাদ, যাহা দ্বৈতবাদীর মতবাদ, তাহা স্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরের শ্লোকগুলিতে "অসৎ নিত্য নয়" ইহা পরিষ্কার ভাবে গীতা বলিয়াছেন। এবং তিলকও তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

মধুসূদন। অসৎ—যাহা দেশ-কাল—বস্তু পরিচ্ছন্ন। সৎ তুচ্ছে (অলীকে) নাই বলিয়া সৎএর ব্যভিচার হয় না। এই শ্লোকে শিক্ষা দেয় শীতোষ্ণাদি কিছুই পারমার্থিক নহে। ভাব=সত্তা (অস্তিত্ব) =পারমার্থিকত্ব......দেশ, কাল, বস্তুর সত্ত্ব (অস্তিত্ব) ব্রহ্মের সত্তার অধিক বা সমান নহে। পরমাণু দেশ পরিচ্ছন্ন, কাল পরিচ্ছন্ন নহে, সত্য-পুরুষের জড় দ্রষ্টৃত্ব রূপ যে সংসার, তাহাকে কেন না সত্য বলিব? তাহার উত্তর এই শ্লোক। অসৎ বলিতে যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা নহে, অসৎ বলিতে যাহা দেশ, কাল, বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অভাব=পরিচ্ছিন্নতা। অভিন্ন সৎই পারমার্থিক সত্য। ভেদের পারমার্থিকত্ব নাই, উহা কল্পিত মাত্র। নিরূপণের অন্ত নির্ণয় হয়, সেইজন্য নির্ণয় "অন্ত" শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অচিৎ (জড়) বস্তুর অসত্তাই স্বরূপ; চেতনের সত্তাই স্বরূপ, ইহাই নির্ণীত দেখা যায়। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ; ঈশ্বর জীব ইত্যাদি পঞ্চ ভেদ; ইহারা বস্তু ভেদ। কাল ও দেশের দ্বারা আকাশ অপরিচ্ছিন্ন, কিন্তু বস্তু পরিচ্ছেদ (পার্থক্য) আছে। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা, এইগুলি নিত্য বলিয়া ইহাদের দেশ কাল পরিচ্ছেদ নাই, বস্তু-পরিচ্ছেদ আছে।...প্রকৃতি-পুরুষেও বস্তু-পরিচ্ছেদ আছে। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"র সর্ব্বত্র অনুস্যূত সৎ পদার্থের (ব্রহ্মের) অভাব

(পরিচ্ছিন্নত্ব) সম্ভব নহে। নৈয়ায়িকের মতে দেশ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য (বা জাতি) বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থ ; এই দৃষ্টিকোণে মধুসূদন সৎ, সত্তা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন, যথা অসৎ যাহা স্থানান্তরের বা কলান্তরে সৎ-এ পরিণত করিতে পারা যায় না। (অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) জগৎ সত্য নহে ; মিথ্যা জগৎ, আত্মাতে কল্পিত হইয়া ভাসে। আত্মার জ্ঞান হইলে অধ্যস্ত জগতের বিনাশ হয়। অনাত্মা ও আত্মা দুইই প্রতীত হয়, অনাত্মা মিথ্যা হইলে আত্মা কেন মিথ্যা হইবে না? ইহার উত্তর, আত্মা সৎ বলিয়া।

কৃষ্ণানন্দ। যাহা অসৎ তাহার বিদ্যমানতা কোন কালেই নাই ; যাহা সৎ তাহার অভাব কোন কালেই নাই।

রামদয়াল। ঘট ছিল না, তাই ঘট অসৎ, মৃত্তিকা সৎ। আবার মৃত্তিকা জলে লয় হয়, তাই মৃত্তিকা অসৎ, জল সৎ। এইভাবে দেখিলে আমরা পাইব ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ।...অদৃশ্য ব্রহ্ম হইতে কি দৃশ্য জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে? বীজাঙ্কুরন্যায় এখানে খাটানো ভ্রমাত্মক।

রামানুজ। আত্মা ও দেহ, চিৎ ও অচিৎ।

শ্রীধর। ভাবঃ—সত্তা। আত্মাতে অনাত্ম ধর্ম্ম হেতু, অবিদ্যা জ্ঞানে শীতোষ্ণাদি। (অধিক দ্বন্দ্ব হইলে আত্মনাশও হইতে পারে, তাহার উত্তর এই শ্লোক, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না)।

তিলক। সৎ—ব্রহ্ম। অসৎ—নাম রূপাত্মক দৃশ্য জগৎ।

যাহা সৎ, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। অতএব সৎ স্বরূপ আত্মার জন্য শোক করা উচিৎ নয়। এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে নাম-

রূপাত্মক দেহ প্রভৃতি অথবা সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিকার, মূলেই নশ্বর অতএব ইহাদের নাশের জন্য শোক করা উচিৎ নহে। ফলতঃ, আরম্ভে অর্জ্জুনকে এই যে বলা হইয়াছে যে যাহার বিষয়ে শোক করা উচিৎ নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক করিতেছ ইহা সিদ্ধ হইল, বশিষ্ঠ গীতায় ঠিক এইরূপ একটি শ্লোক আছে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ, নাস্ত্যেব সুখ দুঃখাদি পরমাত্মাস্তি সর্ব্বগ (৫৪ সর্গ)।

নীলকণ্ঠ। অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কালত্রয়ে থাকে না বলিয়া সুখ দুঃখ যদি অসৎ হয়, সুষুপ্তি কালে আত্ম-বিষয়েপ্রতীতি হয় না বলিয়া তাহা কেন অসৎ হইবে না ? ভগবান যেন বলিলেন সুষুপ্তি কালে আত্ম-বিষয়ে অনুভব হয়, সেই জন্যই আমরা বলি "আমি বেশ সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম" ইত্যাদি।

সন্তদাস। অসৎ-এর, তাহা কখনও ছিল না তাহার, ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি, কখনও হয় না।···সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশীল বস্তুর, অভাব অর্থাৎ বিলুপ্তি কদাচ ঘটে না। যে-সকল পদার্থ বিকারী, বিনশ্বর বলে' লোকে মনে করে, তাহাদেরও একদা অভাব না, রূপান্তর হয় মাত্র। সুতরাং অধিকারী আত্মার যে বিনাশ কখনই হইতে পারে না, তাহার আর কথা কি ?

জ্ঞানেশ্বরী। অনিত্যবস্তুতে তত্ত্ববিদ্‌গণের সত্য বুদ্ধি হয় না।

ব্যোমব্রহ্ম। "কিছু-না" হইতে "কিছু" হয় না, অর্থাৎ সত্য কিছু না থাকিলে বিশ্ব উৎপন্ন হয় না ; এবং যদি কোনও বস্তু থাকে তাহা হইলে কিছুতেই তাহার লোপ করা যায় না, এক রকম না এক রকম ভাবে থাকিবেই।

Krishna Prem—

"The Unreal hath no being,
Real never ceases to be. The One remains,
The many change and pass ; Heaven's
Light for ever shines. Earth's shadow fly :"
"Life like a dome of many coloured glasses,
Stains the white radiance of Eternity."

Shelly

Gandhi—What is non-Being, is never known to have been, and Being is never known not to have been.

K. T. Telang—(Max Muller's Sacred Books of the East : Gita). There is no existence for that which is unreal ; there is no non-existence for that which is real. And the correct conclusion about both is perceived by those who perceive the truth.

রামকণ্ঠ। যে স্বভাবে নিত্য, তাহার অভাব (সত্তা ন অস্তি) হয় না। যাহারা পরমার্থ তত্ত্ব সৎ ভাবে জানিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মতত্ত্বের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে।

H. P. Balavatsky suggests Be-ness for Being.

Radhakrishnan—Of the non-existent, there is no coming to be. Of the existent, there is no ceasing to be.

ভূপেন্দ্রনাথ। (১৬) "এ সমস্ত জগৎই আত্মাময়, সেই আত্মাই সত্যস্বরূপ ; এ সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি শ্বেতকেতু।" জগৎ প্রপঞ্চে এত ভিন্নতার কারণ, ঐশ্বরিক মায়া, উহার দ্বারাই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। অন্তঃকরণের প্রবাহ রুদ্ধ

হইলে দেশ কালের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ আত্মশক্তিকে বিলুপ্ত করিতে পারে না। সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীত, একমেবা-দ্বিতীয়ম্। যদি সদ্‌বস্তু এক ও অদ্বিতীয় হয়, তবে জগৎ আসে কোথা হইতে? সুতরাং ইহার যে অস্তিত্ব তাহা রজ্জু সর্পেরমত ভ্রমজ্ঞান। ...অসদ্‌বস্তুর অস্তিত্ব নাই, কারণ তাহা ত্রিকালে বর্ত্তমান নাই, এবং যখন পরাবস্থায় সমস্ত বস্তুর অভাব হয়, তখনও সত্তামাত্র সদ্‌বস্তুর অভাব বিদ্যমান থাকে না। এই প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ, অর্থাৎ টানা ফেলা অভ্যাস করিলেই, তাহা হইতে আপনা আপনিই স্থিরতা প্রকাশিত হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। There is no eternal existence of changeable things and there is no destruction of the eternal substance. So the knowers of the Truth see through the distinctive characters of both. Grief etc are properties of body and mind ;...the souls of ভীষ্ম etc. are immortal, though their physical bodies are perishable,

বিদ্যানন্দ। ভাব—আস্তত্ব। অন্ত=সারতত্ত্ব।

ভক্তিপ্রদীপ। অসতঃ—ephemeral thing. ভাবঃ—eternal existence. সতঃ—eternal substance. অভাবঃ=destruction.

মহানামব্রত। এসব কথার প্রমাণ হয়ই না, প্রমাতার প্রমাণ মিলে না। তা ভগবান কিন্তু তবু একটি প্রমাণ, যেটি একমাত্র প্রমাণ সেইটি উল্লেখ করিলেন—"তত্ত্বদর্শিভিঃ দৃষ্টঃ"...যিনি সুষুপ্তিক ভূমিতে স্থিত হইয়া জাগিয়া থাকেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রাজ্ঞভূমিকে যিনি জাগ্রত ভূমিতে লইয়া আসিয়াছেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।...দ্রষ্টা পুরুষের দর্শন ছাড়া ঐ বিষয়ে ভগবান আর একটি প্রমাণ দিলেন—বিনাশমব্যয়-

স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।...যাহা কারণের কারণ, যেন সর্ব্বমিদং ততম্, তাহা অবিনাশী হইবেই।

হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। জগৎকে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণ মাত্র কোথাও তো এরূপ ইঙ্গিত গীতায় দেখা গেল না, বরং ২।১৬ শ্লোকে বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুযায়ী পরিণাম বাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। (শঙ্কর অবশ্যই এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন)। গীতা অদ্বৈত মতানুযায়ী বিবর্ত্তবাদের সমাদর করেন নাই। ("নাসদ্ উপপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি," ইহা সাংখ্য মত)।

গীতায় 'ভাব' শব্দ যে যে স্থানে আসিয়াছে তাহার কিছু—২।১৬; ৭।১২,১৩,১৫,২৪ ; ৮।৪,৬ ; ৯।১১; ১০।৫,৬,১৭; ১৭।১৬;১৮।২০।

গীতায় 'সৎ' শব্দ যে যে স্থানে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।১৬ ; ৯।১৯ ; ১৩।১২ ; ১৭।২৩, ২৬, ২৭।

(১৭) তত্ত্বদর্শীরা কি পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ? পরের সব কয়টী শ্লোকই তাহার উত্তর। ইহারা, পাকা আমি কিরূপ, তাহার উত্তর—

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭।

পদচ্ছেদ। অবিনাশী তু তৎ বিদ্ধি যেন সর্ব্বং ইদং ততং বিনাশম্ অব্যয়স্য অস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুম্ অর্হতি।

অন্বয়। যেন ইদম্ সর্ব্বং ততম্ তৎ তু অবিনাশী বিদ্ধি ; অস্য অব্যয়স্য বিনাশম্ কশ্চিৎ কর্ত্তুম্ ন অর্হতি।

কঠিনশব্দ। ততম্=ব্যপ্ত। অব্যয়=অপরিচ্ছিন্ন ; যাহার ক্ষয় হয় না। ন অর্হতি=পারে না। সর্ব্বম্ ইদং=এই সকল দেহ।

অনুবাদ। যাহার দ্বারা এই সকল দেহের, (অর্থাৎ তোমার আমার রাজাদিগের) প্রতিদেহ ব্যাপ্ত, তাঁহাকে বিনাশ রহিতই সর্ব্ব-

প্রকার পরিচ্ছেদ রহিতই জানিবে। ক্ষয় হয় না, অপরিচ্ছিন্ন এরূপ যিনি, কোন কিছু তাহার বিনাশ করিতে পারে না। (অবয়বহীন যাহা, তাহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি বা বিনাশ বলা খাটেই না)

'সর্ব্বম্' বা সকল দেহ, ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের ত্রিদেহ, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ দেহ। "যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইহার দুই অর্থ হইতে পারে, (১) যাহার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নহে, এক সঙ্গে সকল দেহ ব্যাপ্ত ও (২) পৃথক্ পৃথক্ প্রতি দেহে ব্যাপ্ত ভাবে যিনি রহিয়াছেন। কিন্তু ২।২২ শ্লোকে এবং গীতার অন্যান্য স্থলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় সমস্ত জগতে অনুস্যূৎ ভাবে এবং ব্যাপ্ত ভাবে মহাচৈতন্য (পরমাত্মা) এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উপাধি দ্বারা আবৃত জীব চৈতন্য, অনেকে যাহাকে চিদাভাস বলেন তাহা সকল দেহেই ঠিক একরূপের হইলেও স্বতন্ত্র। অবিচ্ছিন্নভাবে তাহারা সব মিলিয়া এক, ইহা গীতা বোধ হয় বলে নাই। প্রতি দেহের দেহী স্বতন্ত্র ভাবে যাওয়া আসা করে (১৫।৭-১১, ২।২২) শুক্লা কৃষ্ণা গতি প্রাপ্ত হয়, স্বর্গে নরকে যায়, পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, গীতায় ও উপনিষদাদিতে ইহা পরিষ্কার ভাবে রহিয়াছে। টীকাকারেরা প্রায় সকলেই "তৎ" বা "যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইহার অর্থ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে জগৎ কাহার দ্বারা ব্যাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা) তাহা জানিয়া অর্জ্জুনের কি লাভ হইতে পারে? তাহা ছাড়া উহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না কি? দেহী ও দেহ বিষয়ক কথা হইতেছে। "পরমাত্মা" অর্থ লইলেও, ২।২২, ২৬, ২৭, ২৮, ৯।২১ আদি ইহাতে বাধা দিবে। শঙ্কর, যাহা সৎ, তাহা আকাশের মত ঘটাদিতে ব্যাপ্ত এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। রামানুজের মতে ইহার অর্থ যাহাতে সম্পূর্ণ জড় বর্গ ব্যাপ্ত, সেই চেতন

আত্মতত্ত্ব। শঙ্কর তৎ=ব্রহ্ম লইয়াছেন। "যেন সর্ব্বমিদং ততম্" গীতার অনেক স্থলে আসিয়াছে যথা ৮।২২, ৯।৪, ১১।৩৮, ১৮।৪৬। মহাভারতেও বহু স্থানে আছে (১২।২৬০।২০)। আমরা তৎ শব্দে জীবাত্মা লইলাম. যাহা সর্ব্বমিদং অর্থাৎ তোমার আমার সকল দেহে, দেহ প্রাপ্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের মন্তব্যাদি যেন সুধীজনেরা ক্ষমা করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। এই নামরূপময় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু দেখিতেছ, উহা আত্মাই, আত্মসত্তাই নানারূপে, যেমন অসংখ্য তরঙ্গ. তাহা সমুদ্রই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যদি জগৎ প্রপঞ্চ সতেরই স্ফুরণ হয়, এবং প্রপঞ্চের নাশও দেখা যাইতেছে. তখন সেই সদ্বস্তুও নাশশীল নহে তাহার প্রমাণ কি? উত্তর, উহা অবিনাশী। সুষুপ্তিকালে. আত্মস্ফুরণ না থাকিলেও আত্মা নাই বলা যায় না, কারণ সাক্ষীস্বরূপ আত্মা না থাকিলে, আমি সুষুপ্ত ছিলাম, জাগ্রদ্দশায় এ জ্ঞান অনুভব করা অসম্ভব হইত, এবং সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে আমি ছিল, জাগ্রত হইয়া সেই "আমিই" রহিয়াছে ইহা বুঝাও অসম্ভব হইত। অতএব উৎপত্তি বিনাশ, ইহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না।

মধুসূদন। "সৎ" জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে; ইহার জ্ঞাতা নাই, ইহা জ্ঞেয় নহে। ইহাই শুদ্ধ চিৎ এবং স্ফুরণ রূপ। এ জ্ঞান-স্বরূপের উৎপত্তি বিনাশ নাই। সাধারণ জ্ঞান বা জানা-ক্রিয়ার উৎপত্তি বিনাশ ও কর্ত্তা আছে। উৎপত্তি বিনাশ হয় ঘট জ্ঞানের আশ্রয় যে অহঙ্কার-বৃত্তি তাহার ও ঘট রূপ বিষয়ের। কল্পিত বিষয়েরই উৎপত্তি বিনাশ হয়।···সুষুপ্তিতে অহংকার-বৃত্তি না থাকিলেও, ঐ অজ্ঞান দ্বারা বাসিত অজ্ঞান থাকে। ঐ অজ্ঞানের ভাসকও অধিষ্ঠান চৈতন্য। ঐ চৈতন্য থাকে বলিয়া সুষুপ্তি কালীন অজ্ঞানের প্রকাশ হয়। সুষুপ্তি ভঙ্গের

পর যে স্মরণ হয় "আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই" এই স্মরণ হইতেই ঐ অজ্ঞান বৃত্তি সূচিত হয়। সুষুপ্তির পারে তত্ত্বজ্ঞান ভূমিতে ঐ অজ্ঞান বিষয়টি চলিয়া যায় এবং ঐ জ্ঞান বৃত্তির দ্রষ্টা যে অহংকার তাহার বিলোপ হয়। মূল দৃশি রূপ জ্ঞান-স্বরূপ সৎ-এর বিনাশ হয় না, সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানের অনুভব থাকে না, তখন অনুভবিতাও নাই। প্রশ্ন:—জাগরণের পর অজ্ঞান অনুভবের স্মরণ হয় না, জ্ঞান ছিল না, এই জ্ঞানাভাবের অনুমান হয় মাত্র। উত্তর—সুষুপ্তির সম্বন্ধেই যখন জ্ঞান নাই, তখন সুষুপ্তি বিষয়ে কি করিয়া অনুমান হইবে? প্রশ্ন :—সুষুপ্তিকালীন জ্ঞানের যখন স্মরণ নাই, তখন অনুভব ছিল ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? অনুভব থাকিলে অবশ্য স্মরণ হইত। উত্তর :—অনুভব থাকিলেই যে স্মরণ হইবে ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। স্ফুরণ থাকিলে অনুভব ছিল মানিতে হইবে। এখানে জীব ছিল না বলিয়া যখন স্মরণ হইতেছে, আর জ্ঞানাভাব ও অনুভব যখন পরস্পর বিরুদ্ধ তখন উক্ত অনুভবের বিষয় যে ভাব রূপ অজ্ঞানই যে ছিল, স্বীকার করিতে হয়। প্রশ্ন :—সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের করণ বর্গ সুপ্ত থাকে, করণাভাব হইলেই জ্ঞানীর জ্ঞানাভাব অনুমিত হয়। উত্তর :—জ্ঞান থাকে না বলিয়া করণের অভাব, আবার করণের অভাব বলিয়া জ্ঞানের অভাব—ইহা অন্যোন্যাশ্রয়; অজ্ঞানেরও মূল আশ্রয় হইতে জ্ঞান বা স্ফুরণ স্বরূপ সৎ। সর্ব্ব কল্পিতের মূলে এক অবস্থিত সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই অকল্পিত সৎ বস্তুই বিভু। প্রকটিত তত্ত্বকে পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার না করিলে বাধই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাই শূন্যবাদ অযৌক্তিক।···সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের সত্তাতেই জগতের সত্তা।

রামদয়াল। যাহার অবয়ব আছে, তাহারই ব্যয় আছে। ব্রহ্মের আকার নাই, তাই অব্যয়,···দেহাভিমান ত্যাগ কর, বুঝিবে তুমি সেই

সীমাশূণ্য বস্তু। (রামদয়াল প্রাণ, পরা, পশ্যন্তি, অজপা, অর্দ্ধনারীশ্বর ইত্যাদি অনেক কিছু এখানে আলোচনা করিয়াছেন।

Gandhi. তত: More aptly means stretched or spread out

শ্রীধর। ততম্—যাহার দ্বারা বস্তু সকল বিস্তৃত হইয়াছে (কর্ত্তৃত্ব-ভাবে বা জ্ঞাতৃত্বভাবে) ব্যাপ্ত হইয়াছে। জনন মরণ ধর্ম্ম-মাত্রই সমস্ত দেহাদি বস্তু যৎকর্ত্তৃক সাক্ষীরূপে পরিত্যক্ত ইত্যাদি।

Goethe I am filly convinced that soul is indestructible and that its activity will continue through eternity. It is like the sun which to our eyes seems to set in night, but it does in reality only gone to diffuse its light elsewhere.

জ্ঞানেশ্বরী। যাহাতে এই ত্রৈলোক্যের বিস্তার হইয়াছে (তাহার নাম-রূপ নাই)।

সন্তদাস। জীবাত্মা জগৎ ধারণ করিয়া আছে। (৭।৫) শ্রুতিতেও আছে যে জীব রূপেই ব্রহ্ম পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হইয়া, নাম-রূপ সকল প্রকাশ করিলেন।

নীলকণ্ঠ। তৎ—সৎ পদার্থ। আমাদের প্রাণই সত্য তাহারই আভায় সব বিভা যুক্ত।

বিশ্বনাথ। তৎ—জীবাত্মা প্রতিপাদক। ইহা মধ্যম পরিমাণ। শ্রুতি অনুসারে অণু পরিমাণ।

পরমহংসদেব। শ ষ স ; যে সয়, সে রয় যে না সয়, সে নাশ হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্—by whom this whole system, the human body is pervaded, সর্ব্বগ। অব্যয়=immortal

বিদ্যানন্দ। সমস্ত জগতে প্রসারিত।···না বাড়ে, না কমে।

(১৮) আর তাঁহারা (তত্ত্বদর্শীরা) জানিলেন, অসৎ যখন চিরদিন থাকে না, তখন ধর্ম্ম-সঙ্কটে কর্ত্তব্যে মন দিয়া লাগিয়া থাক।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

পদচ্ছেদ। অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ নিত্যস্যউক্তাঃ শরীরিণঃ অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত।

অন্বয়। নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ, ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব।

কঠিন শব্দ। অপ্রমেয়=প্রমাণ যাহাকে পায় না, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত; মাপের ভিতর যাহাকে ফেলা যাইতে পারে না, (২।২৮।২৯) অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন। নিত্য=যাহা একভাবে ত্রিকালে আছে। অনাশী—যাহা বিনষ্ট হয় না ও যাহাকে বিনাশ করিতে পারা যায় না। শরীরী—দেহী। যুধ্যস্ব—ধর্ম্ম-সঙ্কটে কর্ত্তব্য কঠিন হইলেও করিতে থাক (যুদ্ধ করিতে থাক)।

অনুবাদ। যাহা ত্রিকালে এক ভাবে থাকে, যাহা অনাশী, যাহা প্রমাণাতীত, অপরিচ্ছিন্ন, এইরূপ দেহী সমূহের, এই দেহ সকল বিনাশী বলিয়া কথিত হয়। অতএব, হে ভারত (অর্জ্জুন), যুদ্ধ করিতে থাক, (কর্ত্তব্য কঠিন হইলেও তাহা করিতে থাক) (ক্ষণিকের এই দেহ সম্বন্ধে মোহাবিষ্ট থাকিও না।) (দেহের মূল্য কি? আত্মা না থাকিলে, দেহ তো মৃত মাংসের স্তূপ!) এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে ঃ—পূর্ব্ব জন্মে যে "কাঁচা আমি" ছিল, সে "আমি" লয় হইয়া গিয়াছে, এখন এই "কাঁচা আমি" দেহী পাইয়াছে। ইহার নাশে ভবিষ্যতে অন্য কাঁচা আমি উৎপন্ন হইবে। এই সব কাঁচা আমির ভিতরও এক সাক্ষি-স্বরূপ "পাকা আমি" রহিয়াছে। এই পাকা আমিতে

জন্মের পর জন্ম, দেহের পর দেহ আসিতেছে। এই জন্মেই কত আমি আসিতেছে, যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাঁচা আমির মূল্য নাই, কর্ত্তব্যেরই মূল্য আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা সৎ ও ত্রিকালস্থায়ী, দেখিতে বা অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা তাহাকে যদি ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও সে "নাই" হয় না। আত্মাকে বা ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাদের অস্তিত্ব, সাধারণ ভাবে যাহাকে প্রমাণ বলে, তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তাহা ছাড়া, আত্মাই শেষ জ্ঞাতা, জ্ঞাতাকে আবার কোন্ জ্ঞাতা জানাইবে? আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তোমার (ক্ষাত্র) কর্ত্তব্য না করিয়া উহাকে অধোগামী করিও না।

অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন (শ্রীধর)। প্রমাণাতীত (শঙ্কর), সূক্ষ্ম হেতু দুর্জ্ঞেয় (বিশ্বনাথ)। দেহ বহু বচনে উক্ত, কেহ বলেন আমরা তিন দেহ বিশিষ্ট বলিয়া (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ,) অথবা পঞ্চকোষ-ময় আমাদের শরীর বলিয়া। কেহ বলেন, বহু দেহ, কিন্তু আত্মা এক বচন অর্থাৎ এক, অজ্ঞানে বহু মনে হয়।

শঙ্কর। "যুদ্ধ কর" অর্থে যুদ্ধ হইতে উপরমিত হইও না; ইহা অনুমোদন মাত্র; যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান হইতেছে না।

রামানুজ। যুদ্ধ কর অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ-রূপ কর্ম্ম কর।

মধুসূদন। অন্তবন্ত—মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম দেহেরও নাশ হয়। আত্মা পরিণামি-নিত্য নহে, কূটস্থ নিত্য, নিত্যত্ব আপেক্ষিক নহে, পারমার্থিক; (সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য)...স্থায়ীত্ব রূপ নিত্যত্ব অবিদ্যারও আছে, কিন্তু পরিচ্ছেদ যুক্ত।...আত্মার প্রমাণ আবার কি?...আত্মা সকল

প্রমাণের আশ্রয়, শাস্ত্রও কল্পিত। শাস্ত্র, কল্পিত বা অনাত্ম ভ্রম দূর করে, কিন্তু আত্মাকে প্রমাণিত করিতে পারে না। আত্ম বিষয়ে আমাদের কাহারও সংশয়, ভ্রম বা বিপর্জ্জয় নাই। ঘট জ্ঞানেও আত্মা ভাসমান থাকেন বলিয়া "আমার ঘট জ্ঞান হইয়াছে কি না", এই প্রকার সংশয় কাহারও মনে হয় না…নৈয়ায়িকের মতে আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আত্মা ও মনের সাক্ষাৎকার হইলেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। প্রত্যেক জ্ঞানেই আত্মা-মন-সংযোগ হয়, সুতরাং সব জ্ঞানেই আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়; ঘটের প্রকাশ মাত্রেই ঘট জ্ঞানের আধার বা আশ্রয় আত্মা প্রকাশিত হয়…জ্ঞানেরও যদি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হয় তাহা হইলে জ্ঞান জড় হইয়া পড়ে…কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হয় না…জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইলে, জ্ঞাতা হন। সাক্ষী, প্রমাতা প্রভৃতি সবই ঐ আত্মার উপাধিযুক্ত অবস্থার নাম। যখন মাত্র অজ্ঞান উপাধি থাকে, অন্তঃকরণের বৃত্তি থাকে না, তখন ঐ অজ্ঞান উপাধিযুক্ত আত্মার নাম হয় সাক্ষী। অন্তঃকরণ-বৃত্তি যুক্ত জ্ঞাতার নাম হয় প্রমাতা।…আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়া তুমি যুদ্ধ কর।

রামদয়াল। ক্ষত্রিয়ের দেহ যুদ্ধে বিনাশ হইবার জন্য। দেহ অসৎ, ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; তুমি আপন কর্ম্ম করিয়া চল। দেহের যাহা হয় হউক।…অদর্শন ও পরিবর্ত্তন ভেদে নাশ দুই প্রকার। দ্বিবিধ নাশ রহিত বলিয়া আত্মা অনাশী আর সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া আত্মা নিত্য।…অসৎ দেহাদি সৎ আত্মায় কল্পিত।…আত্ম-মায়া দ্বারা তিনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও, এককালে বহুরূপ ধারণ করার মতন হন।

Gandhi. নিত্য = Beyond all change, অনাশী = Beyond all distinction. অপ্রমেয় = Not demonstrable.

সচ্চিদানন্দ। তোমার ও ভীষ্মাদি বীরগণের পরস্পর বিয়োগ হওয়া অসম্ভব, যেহেতু দেহী এক বই দুই নয়। দেহী সমুহের অন্যোন্য বিচ্ছেদ হইলেও, সে পণ্ডিতের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

কৃষ্ণানন্দ। (যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তম্ কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃহদা ৮।৩)।

ভূপেন্দ্রনাথ। নাশ হইবে এই ভয়েই তো ক্রিয়া করিতে চাহ না। কিন্তু এ শরীর কি চিরকাল থাকিবে? ইমে দেহাঃ বহুবচন, কারণ আমাদের প্রত্যেকের তিনটি শরীর ও পঞ্চকোষ স্থূল শরীর বা অন্নময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর (প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ), কারণ শরীর (আনন্দময় কোষ)। আত্মস্বরূপ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কারণ শরীর থাকিবেই; সে থাকিলেই সে স্বয়ং সূক্ষ্মশরীর প্রস্তুত করিয়া লইবে, সূক্ষ্ম শরীর কার্য্যোপযোগী স্থূল শরীর গঠন করিয়া লইবে।

ভক্তিপ্রদীপ। Instead of giving to feelings of grief with reference to physical existence, take up your ক্ষত্রিয় duty etc. অপ্রমেয় = immeasurable,

শ্রীধর। সর্ব্বদা একরূপ অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই সকল দেহকে তত্ত্বদর্শিগণ সুখদুঃখাদি যুক্ত বলিয়াছেন। যেহেতু আত্মার বিনাশ ও সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ নাই সেহেতু মোহ জনিত শোক ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।

(১৯) অর্জ্জুন যে বলিয়াছিলেন আমি ইহাদিগকে মারিব না ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক সে বরং ভাল, সেই কথা যেন মনে করিয়া ভগবান বলিলেন "এই দেহী কাহারও দ্বারা হত হয় না এবং কাহারও হন্তা হয় না। (অথবা তত্ত্বদর্শীরা যাহা জানিয়াছেন তাহার ভিতর ইহাও পড়ে)।

১৯। য এনম্ বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

পদচ্ছেদ। যঃ এনম্ বেত্তি হন্তারং যঃ চ এনম্ মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ ন অয়ম্ হন্তি ন হন্যতে।

অন্বয়। যঃ এনম্ হন্তারং বেত্তি যঃ চ হতম্ মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ অয়ম্ ন হন্তি ন হন্যতে।

কঠিন শব্দ। মন্যতে—মনে করে; ন বিজানীতঃ=জানে না, হন্তা=হত্যাকারী।

অনুবাদ। যে ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা (হইতে পারে বলিয়া) জানে, ও যে ইহাকে হত (হইতে পারে বলিয়া) মনে করে, তাহারা উভয়ই জানে না যে এই (আত্মা) হনন করে না, হতও হয় না।

আত্মা স্বভাবে নির্লিপ্ত; মনাদির সহিত লিপ্ত হইলে, অর্থাৎ কর্ত্তাভাব মনে আসিলে, সে ভোক্তাও হইয়া পড়ে; তাহাতে সুখ দুঃখ পাপ-পুণ্যের ভোগ আসে। অভিনয়ে তুমি দস্যু সাজিয়াছ, কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যই কি তুমি দস্যু? এ জীবনের অভিনয়ে তোমাকে যদি হন্তারক হইতে হয়, তোমার আসল তুমি, অর্থাৎ তোমার আত্মা হন্তারক বলিয়া গণ্য হইবে না; তবে তখনই, সেই দেহী তুমি, হন্তারক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ফল বা দণ্ডও পাইবে যখন "আমি মারিলাম, আমার স্বার্থের জন্য মারিলাম" এই সব ভাব লইয়া কাজ কর। দেহী নিজ স্বরূপে শুদ্ধ ও নির্লিপ্ত। নিজ স্বরূপে যদি তুমি থাক, তাহা হইলে যুদ্ধে তোমার কোনও পাপ স্পর্শ করিবে না। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে-উৎপন্ন সংস্কার বা স্বভাবে কর্ম্ম করি, এবং পরমেশ্বরের জগৎ পরিকল্পনাও এরূপ যে সেই কর্ম্ম করাতে তাঁহার পরিকল্পনা ধাপে ধাপে সিদ্ধ বা অগ্রসর হইতে থাকে; আমরা সেই ভাবে "নিমিত্ত

মাত্র”। আমরা এ ভাবেও অবশ, সে ভাবেও অবশ, ইহাতে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের যদি কর্ত্তা ভাবি, তাহা হইলে পাপ, পুণ্যের ভোক্তাও আমাদের হইতে হইবে।

শঙ্কর। “ন হন্যতে”র ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন :—তুমি ভাবিতেছ তুমি মরিবে, তাহা ভুল।

এই শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক কঠোপনিষদে আছে : “হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুম্ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্, উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ম্ হন্তি ন হন্যতে। (১।২।১৯ কঠ ; ছা উ ৮।১।৫ ; ৮।১০।২, ৪)

রামদয়াল। লৌকিক দৃষ্টিতে যুদ্ধ পাপ ; অজ্ঞান দৃষ্টির নামই লৌকিক দৃষ্টি।

বশিষ্ঠ গীতা। য এনম্ বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনম্ মন্যতে হতম্ উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ম্ হন্তি ন হন্যতে। (৫২ সর্গ) অনন্তস্যৈক রূপস্য সতঃ সূক্ষ্মস্য খাদপি, আত্মনঃ পরমেশস্য কিং কথং কেন পশ্যতি (৫২ সর্গ)।

বিদ্যানন্দ। মরে শরীর, প্রারব্ধ কর্ম্ম তাহাকে মারে। আত্মা মরে না, মারে না।

ভুপেন্দ্রনাথ। যাকে তুমি মনে কর্‌চ যে হনন কর্ত্তা বা মনে কর্‌চ যে হত হইয়াছে, সে কূটস্থ ব্রহ্ম ; কূটস্থ এক, যেমন সব ঘটের আকাশই সেই এক আকাশ।

শ্রীধর। হনন ক্রিয়ারূপ কর্ম্মত্ববৎ আত্মার হনন ক্রিয়ারূপ কর্ত্তৃত্বও নাই।

রামানুজ। আত্মা নিত্য, কাজেই কেহ উহার হন্তা হইতে পারে না, এবং উহা হত হয় না।...যদিও হন্ ধাতুর কর্ম্ম আত্মা, কিন্তু উহার অর্থ, শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ।

মধুসূদন। প্রথম পংক্তিতে দুইটি পদ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য, তার্কিক (নৈয়ায়িক)গণ আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে এবং চার্ব্বাকগণ আত্মার বিনাশত্ব স্বীকার করে। তাহা ছাড়া, এই শ্লোকে, শূর (নিধন করিতে যে উদ্যত) এবং যে কাতর (মরণে যে ভীত), এরূপ দুই শ্রেণীর লোক দিগের উদ্দেশ্যে উক্ত।

(২০) তত্ত্বদর্শীরা আর কি জানিয়াছেন ? দেহী দেহ হইতে কি কি বিশেষ বিষয়ে অন্য রকম, তাহার বিবৃতি।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২০

পদচ্ছেদ। ন জায়তে, ম্রিয়তে, ন কদাচিৎ, ন অয়ং ভূত্বা, ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ম্ পুরাণঃ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

অন্বয়। শ্লোকটির "নায়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" এই কথা গুলির অন্বয় অনেকে অনেক ভাবে করিয়াছেন ; আমরা দুইটি অন্বয় দিলাম যাহা হইতে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দেওয়া দুই তিনটি অনুবাদ বাহির হয়, যাহা আমাদের মনে হয় সঙ্গতিপূর্ণ। টীকাকার দিগের প্রদত্ত কয়েকটি বিভিন্ন অন্বয় ও ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইল। আমাদের দুইটি অন্বয় এইরূপ :—

(১) অয়ম্ কদাচিৎ ন জায়তে বা ন ম্রিয়তে বা ন (অয়ম্) ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ; অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বত; পুরাণঃ শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। (২) অয়ম কদাচিৎ ন জায়তে বা (ন) ম্রিয়তে, বা (অয়ম্) ভূত্বা ভূয়ঃ ন-ভবিতা, ন ; অয়ম্ অজঃ ইত্যাদি।

প্রথমার্দ্ধ শ্লোকে তিনটি "ন"; দ্বিতীয় অন্বয়ে একটি (ন) আরও দেওয়া হইয়াছে, বন্ধনীর ভিতরে।

কঠিন শব্দ। কদাচিৎ—কখনও। বা—এবম। (ন) ম্রিয়তে=মরে না। ন (অয়ম্) ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা—না এই আত্মা, হইয়া আবার হয়, (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম পায় না)। ভূত্বা—হইয়া। ন ভবিতা ন—না-হওয়া, তাহাও হয় না। নিত্য—ত্রিকালে বর্ত্তমান, পরিণাম হীন। শাশ্বতঃ—সর্ব্বদা অক্ষয় ভাবে থাকে, অপক্ষয় প্রতিষেধক। পুরাণঃ—বহু প্রাচীন কিন্তু সর্ব্বদাই নূতন, অর্থাৎ অপচয় বা বৃদ্ধি প্রতিষেধক ভাব। শরীরে হন্যমানে—শরীর নষ্ট হইলে। ন হন্যতে—বিনষ্ট হয় না।

অনুবাদ। ইহা (এই আত্মা) কখনও জন্মায় না এবং কখনও মরে না অথবা (১) পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইল, তাহাও নহে অথবা (২) ইহাও হয় না যে এই আত্মা হইয়া আবার হইবে (অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না) অথবা (৩) ইহা হইয়া পুনরায় না-হওয়া তাহাও হয় না। ইহা জন্ম রহিত, নিত্য অর্থাৎ ত্রিকালে বর্ত্তমান অর্থাৎ পরিণাম শূন্য, শাশ্বত অর্থাৎ সর্ব্বদা অক্ষয় ভাবে অবস্থিত অর্থাৎ অপক্ষয় শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন কিন্তু যেন সর্ব্বদাই নূতন অর্থাৎ অপচয় বা বৃদ্ধি হীন; শরীর বিনষ্ট হইলে ইহা নষ্ট হয় না।

দেহ ষড়-বিকার সম্পন্ন; ইহার হয়—জন্ম, অস্তিত্ব, (অর্থাৎ জন্ম হইতে মাত্র মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা) বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু। আত্মার নাই—জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, ক্ষয় ও মৃত্যু এবং ইহার আছে—অস্তিত্ব চিরকাল। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই বলিলে, আদি অন্ত দুই বিকারের প্রতিষেধ উক্ত হইয়া যায়; আদি-অন্তের প্রতিষেধ হইতে সব বিকারের আপনা হইতেই প্রতিষেধ হইয়া

পড়ে। তাহা ছাড়া, শ্লোকে স্বতন্ত্র ভাবে, প্রত্যেক বিকার লইয়া "ইহা আত্মায় নাই" ইহা উপযোগী শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে এবং আমরাও অনুবাদে তাহা দেখাইয়াছি। আমাদের দেওয়া অনুবাদে প্রথম ও তৃতীয় অর্থ যেন বেশী পরিষ্কার। দ্বিতীয়ে, মরেই না যখন, তখন পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। আমাদের দেওয়া "হইয়া পুনর্ব্বায় না-হওয়া হয় না" হইতে অনেক-গুলি অর্থ আসে, যথা (১) জন্ম লওয়া ও তৎপরে, সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া তাহা এই আত্মার হয় না অর্থাৎ দেহের মত ইহার জন্ম মৃত্যু নাই, (২) পূর্ব্ব হইতে আছে, কিন্তু কোনও সময়ে মৃত্যু হইবে, তাহা নহে, (৩) এখন আছে, যেভাবে আছে, সেই ভাব না-হওয়া হইবে না, (৪) না হওয়া প্রাপ্তির জন্য, অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধি পরিণামাদি প্রাপ্তির জন্য তাহাকে হওয়া প্রাপ্তি অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে। সংক্ষেপে, ইহা অজ, অমর, চিরকাল আছে এবং এই ভাবেই আছে, ইহাতে পরিবর্ত্তন হয় না এবং পরিবর্ত্তনই যখন হয় না, তখন তাহা পাইতে আবার জন্মগ্রহণের কি কথা হইতে পারে?

গীতায় 'শাশ্বত' শব্দ যে যে স্থলে আসিয়াছে, তাহার কিছু— ২।২০, ৬।৪১, ৮।২৬, ১০।১২, ১১।১৮, ১৪।২৭, ১৮।৫৬,৬২।

শঙ্কর অন্বয় করিয়াছেন, ভূত্বা ভূয়ঃ ন অভবিতা ন, অর্থাৎ ন ভূত্বা ভূয়ঃ অভবিতা ন, অর্থাৎ না জন্মিয়াই বার বার মরেন তাহা নহে। আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন, "অয়ম্ আত্মা ভূত্বা পশ্চাৎ অভবিতা ন চ অভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা" অর্থাৎ প্রথমে জন্মিয়া পরে বিনষ্ট হয় না এবং বিনষ্ট হইয়া পুনঃ জন্মায় না।

কেহ আমাদের মত অন্বয় করিয়াছেন, "ভূত্বা ভূয়ো ন ভবিতা ন

অয়ম্, কেহ এই অন্বয়ের অর্থ দিয়াছেন, "পূর্ব্ব হইতে ছিল বটে, কিন্তু পরে চিরকাল থাকিবে না তাহা নহে। কেহ অন্বয় করিয়াছেন ন ভূত্বা ভূয়ো ভবিতা ন, অর্থাৎ ছিলেন না, হইলেন তাহাও নহে অর্থাৎ চিরকাল আছেন। কেহ অন্বয় করিয়াছেন অয়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ন, অর্থাৎ ইহা জন্মিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন তাহাও নহে, অর্থাৎ বার বার দেহ ধারণ করেন তাহাও নহে। ইহার আর একজন অর্থ দিয়াছেন, জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয় তাহা নহে।

এই শ্লোকের অনুরূপ কঠোপনিষদের শ্লোক (১।২।১৮) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূবকশ্চিৎ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ব্রহ্মসূত্রেও এই ভাবের কথা আছে।

Emerson-এর ব্রহ্ম কবিতাটি এইরূপ (ব্রহ্মসূত্রেও এই ভাবের কথা আছে) :—

If the red slayer thinks he slays,
Or if the slain thinks he is slain ;
They know not well the subtle ways,
I keep and pass and turn again.

কিন্তু জায়তে ম্রিয়তে সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আসিতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহাদের আত্মার তো উৎক্রমণ হয় না। লৌকিক মৃত্যুতে তাঁহাদের আত্মা (খণ্ড-চৈতন্য), মহাচৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়। আত্মার মৃত্যু, এই বিলীনতা নহে কি? তাহার পর, এই ভাবে আত্মার সংখ্যা কম হইয়া যাওয়া ভগবান নিশ্চয়ই পরিপূরণ করেন ; নূতন আত্মার সৃষ্টি নিশ্চয়ই করেন। মুণ্ডক উপনিষদ বলিয়াছে "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ইত্যাদি

(২।১।১)।" তাহা ছাড়া, একবার দুইচার কোটি আত্মার সৃষ্টি করিয়া, ভগবান বসিয়া আরাম করিতেছেন, নিশ্চয়ই তাহা নহে। তাহা হইলে, এই দৃষ্টিতে, আত্মাতে ন জায়তে ম্রিয়তে খাটিল কি? তবে, ইহা নিশ্চয়ই যে, সাধারণ ভাবের জায়তে ম্রিয়তে আত্মার হয় না, এবং সেইজন্য এই শ্লোকটি মূল্যবানই রহিল।"

Radhakrishnan. He is never born, nor does he die at any time, nor having (once) come to be, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, permaneni and primeval,

Telang. Nor having existed, does he exist no more.

নিত্য, শাশ্বত পুরাণ=everlasting, unchangeable, very ancient.

রামানুজ। লোকে যাহাকে জন্ম মৃত্যু বলে, তাহা আত্মার জন্ম মৃত্যু নহে। আত্মা জন্ম লয় ও সময়ে মরিয়া যায় এরকম নহে, অর্থাৎ কল্পের প্রারম্ভে জন্ম লইয়া কল্পের অন্তে থাকিবে না, এরূপ নহে। প্রজাপতিদের শরীর পতন হয়, আত্মার নহে।

রামদয়াল। উৎপন্ন হইয়া আবার না হওয়া ইহা হইবে না, অথবা না উৎপন্ন হইয়া আবার হওয়া ইহাও হইবে না।

বলদেব। ন বা ভূয়ঃ অর্থাৎ বৃদ্ধি হয় না।

বশিষ্ঠ গীতা। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্ পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

নীলকণ্ঠ। বিজ্ঞানবাদিগণ "ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারা" রূপ্‌কেও অজ ও নিত্য বলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইয়া থাকে। একটি বিজ্ঞানের নাশ হইলেই তাহার অব্যবহিত কাল পরেই আর একটি নবীন বিজ্ঞান সমুদ্ভুত হয়, এই কারণেই

বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলা হয়, এবং একটি বিজ্ঞান নাশের অব্যবহিত কাল পরেই আর একটি সমুদ্ভূত হয় বলিয়া "বিজ্ঞান ধারা" বলা হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারা যেরূপ ভূয়ঃ অসৎ কৃৎ বারংবার ভূত্বা ভবিতা... সমুদ্ভূত হইয়াই হয়, অর্থাৎ থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না—পূর্ব্ব বিজ্ঞানের নাশক্ষণ, উত্তর বিজ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণ, এবং এই উৎপত্তি-ক্ষণ বিজ্ঞানের স্থিতিক্ষণ, অতএব এইভাবে ধারাবাহিক। এই আত্মা সেরূপ নহে ; কারণ এই আত্মা শাশ্বত অর্থাৎ নিরন্তর একরূপ, ক্ষণে জন্ম, ক্ষণে নাশ নাই। আকাশ ও অজ, নিত্য, শাশ্বত কিন্তু আত্মা অয়ম্ পুরাণঃ, অর্থাৎ আকাশাদি সৃষ্টির পূর্ব্বকাল হইতেও চির-নবীন ভাবে বিদ্যমান।

Modi. The purport is "The Jiva is one who alwas is and never becomes.

কঠ :—১।২।১৯, ১৮ ; ছা: উ: ৮।২৭৫ ; ৮।২০, ২, ৪।

মধুসূদন। আত্মা উৎপন্ন হয় না, তাহার হেতু কি ? উত্তর, যে হেতু এই আত্মা কস্মিন্ কালেও; ন ভূত্বা=অভূত্বা—না হইয়া অর্থাৎ না থাকিয়া সে ভূয়ঃ (পুনর্বার), ভবিতা ন (উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে), অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না এক্ষণে হইল এরূপ নহে, চির-কালই আছে।...আর এই আত্মা ভূত্বা (পূর্ব্বে কখনও উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার), ন ভবিতা (কখনও যে না হইবে), অর্থাৎ না থাকিবে, অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব হইতে ছিল বটে কিন্তু পরে চিরকাল থাকিবে না এরূপ নহে। শ্লোকে "ন বা" এই শব্দ দুইটী থাকায়, এইরূপে পরিবর্ত্তন করা হইল। অর্থাৎ নায়ম্ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, এই স্থলে শেষাংশে বা ন (ন বা) এই শব্দ থাকায় ইহাকে অয়ম্ ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা (ইতি) ন "এবম্ ন বা অয়ম্ ভূত্বা পুনঃ

ন ভবিতা" এই দুই প্রকারে বাক্য সমাবেশ করিয়া অর্থ করা হইল। নিত্য=বিনাশের অযোগ্য। শাশ্বত=অপক্ষয় বা অপচয় হয় না। পুরাণঃ=পুরাতন থাকিয়াও তাহা নূতন রূপে, এখন যে তাহা নূতন কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা নহে। অস্তিত্ব=বি-পরিণাম, মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বলিয়া, ভিন্ন বলার দরকার নাই।

ব্যোমব্রহ্ম। ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মিয়া পুনরায় জন্মিবেন না (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না, দেহ নূতন হইতে পারে কিন্তু আত্মা সেই একই থাকে) ইনি নিত্য, পুরাণ, জন্মরহিত ও অক্ষয়; দেহ বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

ভক্তিপ্রদীপ। ভূত্বা বা=or being born. ন ভবিতা= will not be born. নিত্য=eternal. শাশ্বত=immutable—not subject to decay. পুরান=ancient, but everfresh.

বিত্তানন্দ। ইহাও ঠিক নহে, যে ইহা একবার জন্মিয়া আর জন্মায় না। পুরান=পুরাতন।

ভূপেন্দ্রনাথ। নিত্য ব্যাপক, তাঁর জন্মাবার জায়গা কই, মৃত্যু নিত্যবস্তুর কোথা ?…ব্রহ্ম ব্রহ্মকে কিরূপে হনন করিবে? যিনি সর্ব্ব বিকার বর্জ্জিত, তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব আরোপিত হইবে কিরূপে ?… আত্মা সত্তামাত্র, কেবল জ্ঞান স্বরূপ। এই জ্ঞান চিরসত্য ও চিরস্থির ক্রিয়ার পরাবস্থায় যাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।…বিচারে পাওয়া যাইবে, যে ছুটিতেছিল ভোগের জন্য, যে তখন দেখে সে স্বয়ংই ভোগবস্তুরূপে শোভা পাইতেছে।…আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বালক যেমন উৎফুল্ল হয়। নিজের সত্তাই আত্মাতে প্রস্ফুটিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া জগৎরূপে শোভা পাইতেছে।…মায়া নাশ করিবার উপায় যত্র যত্র

মনোযাতি ব্রহ্মণ স্তত্র চিন্তনাৎ ; যদি তাহাও না পার, ভগবানের মায়া শক্তিই প্রাণ, যাহা কিছু সমস্তই 'প্রাণ এজতি নিঃসৃতম', এই প্রাণের উপাসনা কর ; প্রাণ উপাসিত হইলে, তাহা শুদ্ধ ও স্থির হইয়া যাইবে, তখন তাহার মধ্যে জগৎ প্রাণ আত্মাকে দেখিতে পাইব।···কেহ বিনাশ না করিলেও, শ্বাস ফুরাইয়া গেলে, এ শরীর আর ক্ষণমাত্রও থাকিবে না।

মহানামব্রত। আত্মা থাকে ইহার অর্থ জন্মিল ও থাকিল, ইহা নহে। তাই বলিলেন, অয়ং আত্মা ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা, অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া অস্তিত্ব পাইল, তাহা নহে,

শ্রীধর। 'ন জায়তে' অর্থাৎ জন্ম প্রতিষিদ্ধ, এবং ন ম্রিয়তে অর্থাৎ মৃত্যু প্রতিষিদ্ধ হইল। 'উৎপন্ন হইয়া অস্তিত্ব লাভ করেন, তাহা নহে, পূর্ব্ব হইতেই সৎস্বরূপ ; (অস্তিত্ব লাভরূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ হইল) ; জন্ম গ্রহণ করিয়াই "অস্তিত্ব" লাভ হয় ; যে স্বতঃই বিদ্যমান, তাহা পুনরায় অন্য অস্তিত্ব লাভ করে না। নিত্য=একরূপ, অর্থাৎ আত্মার বৃদ্ধি প্রতিষিদ্ধ হইল। শাশ্বত=চিরন্তন, (অপক্ষয় প্রতিষিদ্ধ হইল)। পুরাণ=রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না (বিপরিণাম বা পরিবর্ত্তন প্রতিষিদ্ধ হইল) এই ভাবে, আত্মা ষড়বিকার বর্জ্জিত দেখান হইল।

রামকণ্ঠ। আত্মা দেশকাল আকার অবস্থাদি অবচ্ছেদ রহিত চিন্মাত্র স্বরূপ।·· জন্ম মরণ মধ্যবর্ত্তী বিকার গুলিও প্রাপ্ত হয় না।

Talang. He is not born, nor does he evcr die, nor having existed,does he exist no more. Unborn, everlasting unchangeable and very ancient, he is notkilled when the body is killed.

(২১) তত্ত্বদর্শীরা আর কি জানিয়াছেন ?

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

পদচ্ছেদ। বেদ অবিনাশিনম্ নিত্যম্ যঃ এনং অজম্ অব্যয়ম্, কথম্ স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।

অন্বয়। যঃ এনম্ অবিনাশিনম্ নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ম্ বেদ, পার্থ সঃ পুরুষঃ কথম্ কম্ ঘাতয়তি কম্ হন্তি।

কঠিনশব্দ। অব্যয়ম্ = অক্ষয়। বেদ = জানেন। কথম্ = কি প্রকার।

অনুবাদ। যিনি এই (আত্মাকে) নাশ রহিত ত্রিকালে বর্ত্তমান, জন্ম রহিত, ক্ষয় রহিত জানেন, পার্থ সেই (জ্ঞানী) পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে নিহত করান বা কাহাকে নিহত করেন ? যে জন্মায় সে মরে; যে অব্যয়, যে ক্রিয়া করে না, সে মারিতে পারে না ; আত্মা জন্মায়ও না, ক্রিয়াও করে না আত্মা যখন অনাশী, তখন উহার সম্বন্ধে হত্যা করা বা হত হওয়ার কথাই উঠে না। হত যখন হয় না, সে আত্মার আবার হন্তা বলিয়া কিছু হয় কি ? আত্মা অমর ইহা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, মনের কোণেও তাহার এ বোধ উটিবে না যে তিনি আত্মাকে নিহত করাইতে বা নিহত করিতে পারেন। (আত্মা স্বরূপতঃ নির্লিপ্ত ; স্বরূপতঃ সে কিছুই করে না, কর্ত্তৃত্বাভিমান আসে দেহ মনাদির সহিত তাদাত্ম্যকত্ব প্রাপ্ত হইলে)। (নিহত করা বা নিহত করান ইহাদিগের শাব্দিক অর্থ লইতে হইবে না। ক্লেশ উৎপাদনকারী অতি কঠিন কর্ম্ম সমুহের চূড়ান্ত উদাহরণ স্বরূপ এইগুলি, সেই জন্য এই গুলি উক্ত হইলে সকল রকম কঠিন ক্লেশ উৎপাদনকারী কর্ম্ম উক্ত

হইল, ধরিতে হইবে)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, আত্মবিৎ নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করে ; নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্ম যে কর্ম্মই হউক না কেন, তাহার "কর্ম্ম করা" হয় না। অভিনয় করা কর্ম্মের মত তাহার কর্ম্ম-করা করা হয় (১৮।১৭)। অর্জ্জুন নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং ভগবানের উপর কারইতৃত্ব আরোপ করিতেছেন, সেই বুঝিয়া ভগবান যেন এই শ্লোক বলিলেন।

আচার্য্য শঙ্কর সাম্প্রদায়িক ভাবে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় কর্ম্ম নিষেধই এই প্রকরণের অর্থ। তিনি বলিয়াছেন এই শ্লোক জ্ঞানীদের জন্য, অজ্ঞানীর জন্য নহে, এবং ইহার উপর কিছু আলোচনাও করিয়াছেন।

আত্মজ্ঞানী পুরুষের আত্মা, মরা ও মারা ব্যাপারের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, (মহাভারত ১২।১৯।২১)।

এই শ্লোক, ও ২।২০ শ্লোক মূল্যবান। জোরের সহিত বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে দেহী হত হয় না, এবং অন্ততঃ তুমি দেহীর হত্যাকারী হইবে না। দেহী মরে না, তাহা হইলে যাহাকে মৃত্যু বলা হয়, তাহা কি ? পরের শ্লোকে তাহা বলা হইতেছে।

গোয়েন্‌কা। যে আত্মাকে জানিয়াছে এবং সর্ব্বত্র একই আত্মা রহিয়াছে ইহা যে বুঝিয়াছে, এক ছাড়া দুই আত্মা যখন নাই, তখন কোন্ আত্মা কাহাকে মারিবে।

ভূপেন্দ্রনাথ। হনন করিবে কাহাকে ? অন্য কেহ থাকিলে তো ?···ক্রিয়ার পরাবস্থায়, আর দ্বৈত প্রপঞ্চ থাকিবে না, তখন কর্ত্তাও থাকিবে না, ক্রিয়াও থাকিবে না; তাই জ্ঞানীর পাপ পুণ্য থাকে না।

শ্রীধর। যথার্থে আত্মা প্রযোজকও হন না। (আমি যদিচ তোমার এই কার্য্যে, এখানে প্রযোজক, আমার উপর দোষ দৃষ্টি দিও না)।

রামানুজ। শোক, আত্মস্বরূপের জ্ঞান না থাকিলেই হয়।... আত্মা অমর, আমি নাশক বা নাশে প্রযোজক হইতে পারি না।

মধুসূদন। অর্জ্জুন নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব ও ভগবানের উপর কারয়িতৃত্ব আরোপ করিতেছেন বুঝিয়া, ভগবান বলিলেন, এরূপ করিও না। পুরুষ=পূর্ণস্বরূপ আত্মা। পুরুষ কি সন্তাপিত হইতে পারে? (ছা ৪।৮।১২) আত্মা অবিনাশী তস্তকার্য্যং ন বিদ্যতে।

Telang. How can that man who knows the Self thus to be indestructible everlasting unborn and imperishable kill any one or cause any one to be killed.

(২২) তত্ত্বদর্শীরা আর কি বুঝিয়াছেন? দেহী দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, সময় হইলে ত্যাগ করে, ইহার যখন প্রতিরোধ নাই, তখন কাঁদাকাটা করা নিরর্থক।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

পদচ্ছেদ। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি, তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

অন্বয়। নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায়, অন্যানি নবানি (শরীরাণি) সংযাতি।

কঠিন শব্দ। বিহায়=ত্যাগ করিয়া। সংযাতি—প্রাপ্ত হয়। জীর্ণ—গলিত; পুরাতন, অব্যবহার্য্য।

অনুবাদ। লোকে যে রকম জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র সকল গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ করিয়া, অন্য নূতন শরীর সকল প্রাপ্ত হয়। (বৃহদারণ্যক দ্রষ্টব্য। অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপম্ ইত্যাদি।

আমাদের দেহী, সে দেহের সহিত তদাত্মকত্বে যুক্তভাবে রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি দেহের সহিত তাহার প্রকৃত যোগ আছে? তাহা হইলে দেহ ছাড়িয়া শেষকালে সে চলিয়া যায় কেন? আর এক কথা, জীবাত্মা=সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নহে, তাহার কি ইঙ্গিত এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে না? (১৫।৭-১১, ইত্যাদি)

শরীর আত্মার অত্যাজ্য অংশ নহে। অব্যবহার্য্য শরীরকে ত্যাগ করিতে কখন কখন শরীরীর কষ্ট ও মায়া হয়, যেমন অব্যবহার্য্য বস্ত্র ত্যাগ করিতে কোন কোন কৃপণের কষ্ট ও মায়া হয়, কিন্তু ত্যাগ শেষ-কালে, করিতেই হয়। এ ত্যাগ প্রতিরোধ করা যায় না, ইহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। কাঁদাকাটাতে কোনও ফল নাই; "ধীর-স্তত্র ন মুহ্যতি" (২।১৩), প্রাকৃতিক বিধানে ইহা ঘটিবেই। অভিনেতা, যেমন যেমন ভূমিকার শেষ হয়, সেই ভূমিকার পোষাক পরিত্যাগ করে। সেই পোষাক পরিহিত ভূমিকায় যাহার সহিত যে সম্পর্ক পাতাইয়াছিল, সে সম্পর্ক তাহার স্থায়ী সম্পর্ক হয় না।

শান্তিপর্ব্বে (১৫।৫৮) দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহে প্রবেশ নূতন গৃহে-প্রবেশের ন্যায় বলা হইয়াছে। কঠেও সেইরূপ ভাবের কথা আছে। বিষ্ণু-সংহিতায়ও (২০।৫০) এইরূপ আছে। বৃঃ উপনিষদে

আছে, পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া, দেহী পিতৃলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে নূতন উৎকৃষ্টতর দেহ ধারণ করে।

নূতন বস্ত্র পরা বা নূতন দেহ, নূতন শক্তি পাওয়া আনন্দের কথা, কিন্তু পুরাতন দেহ হইতে অত সহজে চ্যুতি লাভ হয় না। হয় আমরা নিজেরাই এ চ্যুতি অনেক সময় চাহি না, আমাদের এত করিয়া সাজান এত ভালবাসার সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া, বা মরিবার পর নরকযন্ত্রণায় পড়িতে হইবে বলিয়া, বা পরেও নিকৃষ্ট জন্ম হয়তো পাইতে হইবে বলিয়া, বা আমরা চ্যুতি চাহিলেও দেহ টা "কম্বল নহি ছোড়তা" ভাবে আমাদের আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, "ছাড়্-ছাড়্" বলিলেও ছাড়ে না, বলিয়া। সানন্দের সঙ্গে দেহ ত্যাগ সব সময় হয় না।

শঙ্কর। আত্মা সর্ব্বদা নির্ব্বিকার থাকে। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের ন্যায়, পুরাতন দেহ সে নির্ব্বিকার ভাবে ত্যাগ করে।

রামানুজ। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুতে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়।

মধুসূদন। অর্জ্জুন যেন বলিলেন, ভীষ্মাদিকে নিহত করিলে তাহাদের দেহ আমার দ্বারা বিনষ্ট করা হইল না কি? কৃষ্ণ যেন বলিলেন, যাবজ্জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ ক্লেশ করিয়া ইহাঁরা জর্জ্জর শরীর হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান শরীর পতন ভিন্ন, সেই অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল ভোগে অসমর্থ। যদি তুমি ধর্ম্ম যুদ্ধে তাঁহাদের, স্বর্গের প্রতিবন্ধক স্বরূপ, জীর্ণ শরীর পাতিত করিয়া, দিব্যদেহ সম্পাদন করতঃ তাহাদিগকে স্বর্গভোগের উপযুক্ত করিয়া দাও, তাঁহা হইলে তোমার দ্বারা তাঁহারা উপকৃতই হইবেন।

রামদয়াল। পুরাতন দেহটা ছাড়িয়া যদি নূতন দেহ কেহ পায় তাহাতে দোষ কি? ভীষ্মাদির দেহ পুরাতন হইয়া গিয়াছে...ইত্যাদি।

এ শ্লোকে অন্যের দেহ বিনষ্ট করার কথা আনিলে শ্লোকটিকে নষ্ট করা হইবে। অন্যের দেহ বিনাশাদির কথা পূর্ব্ব শ্লোকে হইয়া গিয়াছে; এ শ্লোকে আমার দেহী আমার দেহকে, বা সাধারণভাবে কাহারও দেহী কাহারও দেহকে, কিভাবে ছাড়িয়া যায়, এবং সে ছাড়িয়া যাওয়া একদিন হইবেই, তাহা বলা হইল। পুরাতন দেহ ছাড়িয়া যাওয়া "মৃত্যু"; নূতন দেহ গ্রহণ করা "জন্ম"।

গোয়েঙ্কা। বাসাংসি ও শরীরাণি দুইই বহু বচন, যদিচ যে কাপড় ছাড়ে সে বহু নহে, একজন লোক। তাহার কারণ (১) জীবাত্মা আজ পর্য্যন্ত বহু শরীর লইয়াছে ও ছাড়িয়াছে, (২) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে, প্রতি শরীর তিন প্রকার।

Goethe—To me the external existence of my soul is proved from my idea of activity. If I work incessantly until my death, nature will give me another form of existence, when the present can no longer sustain my spirit.

শ্রীধর। যদি বল শরীর বিনাশ পর্য্যালোচনা করিয়া শোক করিতেছি, তাহার উত্তর এই শ্লোক।

বলদেব। হনন ক্রিয়ায় যদি পাপ না হইত, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কেন হইয়াছে? তাহার উত্তর বৈধ যুদ্ধে কোনও পাপ নাই।

And his lifeless body lay. A worn out fetter that the soul, Had broken and thrown away,

—Longfellow

ভূপেন্দ্রনাথ। অজ্ঞানী, আত্মার মর্ম্ম বুঝে না, তবে একরকম স্বীকার করিয়া লয়। অর্জ্জুন অজ্ঞানী, তাই ভগবান শোক না পাবার

একটা বেশ উদাহরণ দিলেন: জীর্ণ কাপড় ছাড়িয়া, নূতন কাপড় গ্রহণ করিতে শোক কিসের? নিদ্রাবস্থায় আত্মা থাকে, কিন্তু দেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে; তবে আত্মা দেহ নয়। দেহ নাশ হইলে, সেই আসল জিনিষ "আমি"র যখন নাশ হয় না, তখন কাঁদিব কাহার জন্য?

(২৩) তত্ত্বদর্শীরা আর কি কি জানিয়াছেন? আত্মাতে আর কি কি গুণ আছে, যাহা দেহে নাই?

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

পদচ্ছেদ। ন এনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ন এনং দহতি পাবকঃ,
ন চ এনং ক্লেদয়ন্তি আপঃ ন শোষয়তি মারুতঃ।

অন্বয়। এনং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি, এনং পাবকঃ ন দহতি এনং আপঃ চ ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ ন শোষয়তি।

কঠিন শব্দ। ন ক্লেদয়ন্তি—আর্দ্র করিয়া, গালিত অবস্থায় আনিতে পারে না।

অনুবাদ। এই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিয়া গলিত অবস্থায় আনিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। অস্ত্র, যাহা অবয়বী জড় বস্তু, অনাত্মাকে, কাটিতে পারে; অগ্নি এইরূপ অনাত্মা বস্তুকে দহন করিতে পারে, ইত্যাদি। আত্মা অবয়বী জড় বস্তু নহে। এইগুলি দ্বারা কোন কিছু অনাত্মা কি না, তাহা জানিতে পারা যায়। এই শ্লোকে পৃথিবী আদি চারিভূতের সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখানো হইল। (বিষ্ণুস্মৃতি ২০।৫১-৫৩ ইত্যাদি)

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবাণুর জন্ম হয় বিভাজন ক্রিয়ার দ্বারা। এক প্রকারের কৃমি ও Starfish আছে তাহাদের দুই খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড এক একটি কৃমি, এক একটি Starfish হয়। শুষ্ক সজিনার শাখা পুতিলে আবার গাছ হয়। ইহা কি প্রমাণিত করিতেছে না যে আত্মা ছেদ্য? না। প্রাণ অর্থাৎ chemical activity তাহাই দুই ভাগ হয় আত্মা নহে। ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রদত্ত এক অনুচ্ছেদে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আত্মা দুই ভাবে দেহ গ্রহণ করে। (১) বীর্য্যের মারফৎ স্ত্রী-মনুষ্য, স্ত্রী-পশুপক্ষী ইত্যাদিতে (বা পরাগের মারফৎ, স্ত্রী-পুষ্পে), আর (২) যখন ইহা অপরা প্রকৃতি কর্ত্তৃক (অর্থাৎ physico chemical processes-এ) প্রস্তুত হইয়াছে এমন গৃহ পায়। জীবাণু যখন এই processesএ স্ফীত হইয়া ঠিক আর একটি জীবাণুর দেহ প্রস্তুত করে তখন উহা বিভাজিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন আত্মা বিভাজনে পৃথকীকৃত আত্মা-শূন্য দেহে প্রবেশ করে ও এইভাবে দুইটি জীবাণু হয়। সজিনার শাখায় যাহা থাকে তাহা এরূপ যে মাটির রসের সহিত তাহাতে chemical activity আরম্ভ হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার হয়। উপযুক্ত গৃহ তৈরী হইলেই আত্মা তাহাতে প্রবেশ করে। আত্মা আছে প্রাণ নাই ইহার দৃষ্টান্ত হয় তো সূক্ষ্ম শরীর; আর প্রাণ আছে আত্মা নাই, ইহার দৃষ্টান্ত সদ্য নিহত জীবের ছটফটানিতে। অতএব আত্মা ও প্রাণ এক নয়। "প্রাণ" anabolism ও catabolism অর্থাৎ chemical activity. সূক্ষ্ম শরীর, প্রাণক্রিয়া অর্থাৎ খাওয়া শোওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা, প্রজননক্রিয়া করা ইত্যাদি করে না; কাজেই বলিতে হইবে উহাতে "প্রাণ" নাই। আত্মা আছে প্রাণ নাই এবং প্রাণ আছে আত্মা নাই ইহা দেখান হইল। যদি দুই এক

হইত, ইহার দৃষ্টান্ত মিলিত না। কর্ম্মফল-বিধান কর্ত্রী প্রকৃতির বিধানে আত্মা আসে সেই ঘরে, যেখানে তাহার আসা উচিৎ; আর পায় heredityতে তাহা, যাহা তাহার পাওয়া উচিৎ। প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া, আত্মা উপযুক্ত পুরুষের বীর্য্যে (spermatozoaয়) আসে, এবং তথা হইতে তাহার থাকিবার মুল কাঠাম্ স্ত্রী-ডিম্বকোষে (ovamএ) যায়; উহাকে ভিত্তি করিয়া প্রকৃতি তাহার থাকিবার উপযুক্ত দেহ গঠন করিয়া দিতে থাকে। এই ভাবে তাহাতে heredity আসে। বৈজ্ঞানিকেরা chromosome, genes ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা জানিয়াছেন এবং এসব বিষয়ে দ্রুত ভাবে কাজ চালাইয়া চলিতেছেন।

প্রাণশব্দ নানা অর্থে পাওয়া যায়, যথা, ইন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চ বা দশ প্রাণ, প্রাণবায়ু, জীবন ইত্যাদি; এমন কি আত্মা অর্থেও ইহাকে পাই। আমরা, জীবন বা chemical metabolism ইহাকে এই অর্থে এখানে লইয়াছি।

গোয়েন্কা। পৃথিবী আদি চারিভূত আত্মাকে নাশ করিতে পারে না; যথা শস্ত্রাদি ইহাকে কাটিতে পারে না।

শঙ্কর। অবয়বী বস্তুকেই কাটা যায় ইত্যাদি।

বিদ্যানন্দ। ক্ষিতিতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, যাহাতে এসব আছে, তাহারা আত্মার কিছুই করিতে পারে না। আত্মা নির্গুণ, নিরাকার।

ভূপেন্দ্রনাথ। কূটস্থকে অস্ত্রের দ্বারায় কাটিবার জো নাই, কারণ তাহা হইতে যে নির্গত শূন্য তাহাতে তরবারি চালাইলে কিছুই কাটে না। আত্মা নিরবয়ব বা নিরাকার তাই শূন্য বলা হইল; শূন্য বলিতে 'কিছুই নাই' এরূপ অর্থ নহে। আকার গুণ যুক্ত হইলেই জীব, গুণ শূন্য হইলেই শিব। শিবের একটি নাম, ব্যোম্।

রামানুজ। আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম ও নিত্য ; বধ্যাদি হইতে পারে না।

মধুসূদন। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, ইহাদের নাশকতা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আকাশের নাশকতা প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি, সংস্কৃতি, আত্মাতে নাই ; ইহা নিত্য ইত্যাদি।

(২৪) উপরের গুণ গুলি, এবং আরও যে যে গুণ গুলি দেহে নাই তাহা বলা হইতেছে।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

পদচ্ছেদ। অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্যঃ অয়ম্, অক্লেদ্যঃ অশোষ্যঃ এব চ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ম্ সনাতনঃ।

অন্বয়। অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ চ অশোষ্যঃ চ এব অয়ম্ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ।

কঠিন শব্দ। নিত্য=ত্রিকালে বর্ত্তমান, চিরস্থায়ী। সর্ব্বগত= সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্ব দেহে, অর্থাৎ প্রতিদেহে দেহী রূপে অবস্থিত। স্থাণু= পরিবর্ত্তনহীন, অবিকারী, স্থির স্তম্ববৎ। অচল, চলনহীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। সনাতনঃ—আদিহীন, অ-নূতন, সদা বর্ত্তমান।

অনুবাদ। এই আত্মা ছেদন করা যায় না, জলে আর্দ্র ও গলিত করা যায় না, শুষ্ক করা যায় না, (পূর্ব্ব শ্লোকে এগুলি বলা হইয়াছে)। ইহা ত্রিকালে বর্ত্তমান, প্রতিদেহে দেহী ভাবে অবস্থিত, স্থির নিষ্ক্রিয়, ও আদিহীন, ও অ-নূতন।

শঙ্কর। পরস্পর বিরোধী পঞ্চভূতের ক্রিয়া ইহাকে নাশ করিতে পারে না। নিত্য হওয়ায় ইহা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় স্থির (স্থাণু)

স্থির হওয়ায় অচল, অচল হওয়ায় ইহা অবলম্বনহীন, সেই জন্য সনাতন, অর্থাৎ কোনও কারণে নূতন হয় না। "ন জায়তে" শ্লোকে এ সব কথিত হইয়াছে। তথাপি পুনর্ব্বার কথিত হইতেছে, যাহাতে দুর্ব্বোধ আত্মা-তত্ত্ব একটু বোধগম্য হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। নিত্য—Eternal, সর্ব্বগত—all permeating, স্থাণু—steady, অচল—immovable, সনাতন—evers existing,

রামদয়াল। পরমাণু ও নিত্য, কিন্তু সর্ব্বগত নহে। আকাশও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু স্থাণু, স্থির স্বভাবের নহে। পৃথিবী স্থির, কিন্তু রূপান্তর আছে, কিন্তু আত্মা অচল।

গোয়েন্কা। অচ্ছেদ্য ইত্যাদি বলিবার পরও নিত্য, সর্ব্বগত, সনাতন বলা হইয়াছে এইজন্য যে অচ্ছেদ্য ইত্যাদি ভাবে আকাশও অবিনাশী। কিন্তু আকাশ নিত্য নয়, মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী নয়, কেবল নিজের কার্য্যে মাত্র ব্যাপ্ত। আকাশ অনাদি নহে। আত্মা কাঁপে না, চলে না, কারণ সে সর্ব্বব্যাপী, কোথায় যাইবে?

শ্রীধর। আত্মা অমূর্ত্ত (অশরীরী) বলিয়া দাহ্য নহে।ইত্যাদি।

রামানুজ। আত্মা সর্ব্বব্যাপী।

মধুসূদন। সনাতন—ইহা কোনও ক্রিয়ার কর্ম্ম নহে; কেন না, যাহা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি, বা সংস্কৃতি এই চারিপ্রকার ক্রিয়ার ফলের মধ্যে একটির সহিতও সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহারই কর্ম্মত্ব হইয়া থাকে। অচল=ক্রিয়ারাহিত্য। স্থাণু—অবিকারী।

প্রথম চারিটী অভাব-মূলক গুণ। আকাশেও আছে, শেষ পাঁচটি ভাব-মূলক গুণ, মাত্র দেহীতেই আছে।

Modi—সর্ব্বগত, তবে বিভু কি অণু, গীতাকার কিছু বলিতেছেন না।

ব্যোমব্রহ্ম। চারিটি মহাভূতের নাম করিয়া, আকাশের কথা না তুলিবার কারণ এই যে, আকাশই চৈতন্যের আধার, চৈতন্যের স্বরূপ।

Addison—The soul, secure in her existence, smiles. At the drawn dagger, and defies its points. The stars shall fade away, the sun himself grow dim with age and nature sink in years. But thou shalt flourish immortal youth, unhurt amidst the war of elements, The wrecks of matter and the crash of worlds.

টীকাকারেরা অনেকেই সর্ব্বগত কথার অর্থ সর্ব্বব্যাপী "পরব্রহ্ম" করিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মের কথা তো এ শ্লোকে হইতেছে না। কেহ কেহ স্থাণু ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন একই আত্মা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, কোনও স্থান খালি নাই, নড়িবার স্থানাভাবে সে স্থাণু, অচল। সর্ব্বাত্মবাদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কেহ কেহ সর্ব্বাত্মবাদ আনিয়াছেন।

ভুপেন্দ্রনাথ। আত্মা নিরবয়ব, অমূর্ত্ত। ভৌতিক পদার্থ হইলে উহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ইত্যাদি হইতে পারিত।...সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যাবতীয় বস্তু তাঁহারই রূপ মনে করিতে পারা যায় এবং তিনি সেই বস্তুই হইয়া আছেন এইরূপ পাছে কেহ শঙ্কা করে, তাই শ্রুতি (বৃ-উঃ) বলিয়াছেন 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন' ইত্যাদি।...আত্মার কথা, ভগবান এতবার, এতভাবে এইজন্য বলিতেছেন, যে আত্মা অতি দুর্ব্বোধ্য।

Telang—নিত্য = Unlimited by time and space (নীলকণ্ঠ) ; uncreated (শঙ্কর) । স্থাণু = not assuming new form ; অচল = firm not abandoning original form (শ্রীধর), The latter signifies a slight change ; the former a total change. It is everlasting, all pervading, stable, firm, eternal,

(২৫) তত্ত্বদর্শীরা আর কি কি বলিয়াছেন, এবং তাহা হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়? (এই শ্লোকটি পূর্ব্ব দুই শ্লোকের উপসংহার; তিনটী শ্লোক একসঙ্গে পঠিত হইতে পারে। ২৭, ২৮ও ইহার সঙ্গে লইতে পারা যায়।)

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ।

পদচ্ছেদ। অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ অয়ম্ উচ্যতে, তস্মাৎ এবম্ বিদিত্বা এনং ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি।

অন্বয়। অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্য উচ্যতে, তস্মাৎ এবঃ এবম্ বিদিত্বা অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি।

কঠিনশব্দ। অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়গোচর বা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে না। অচিন্ত্য=মন, বুদ্ধি কল্পনাদির দ্বারাও যাহার নাগাল পাওয়া যায় না; প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর হয়তো নহে, কিন্তু অনুমান বা চিন্তাদিগোচর হয়তো হইতে পারে, কিন্তু তাহাও নহে; সম্পূর্ণভাবে অবাঙ্ মনসোগোচর, সম্পূর্ণভাবে অপ্রমেয়, চিন্তা বা কল্পনাতেও সেই আত্মা কি তাহা জানিতে পারা যায় না। অবিকার্য্য=অপরিবর্ত্তনশীল, নিষ্ক্রিয়, সুখে দুঃখে, বাল্যে, বৃদ্ধত্বে সব সময় একভাবের; অচ্ছেদ্য, অদাহ্য ইত্যাদি অবয়ব রহিত বলিয়া; তাহা ছাড়া ইহা হইতে অন্য কিছু উৎপন্ন হয় না; যেরূপ প্রকৃতি হইতে মহদাদি উৎপন্ন হয়। বিদিত্বা—জানিয়া। অনুশোচিতুম্ ন অর্হসি=শোক করা উচিৎ হয় না। মধুসূদন বিদিত্বার অর্থ বেদে কথিত হয় বলিয়াছেন।

অনুবাদ। এই আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তাদির দ্বারা অননুমেয়, অপরিবর্ত্তনশীল (প্রতিক্রিয়া রহিত) বলিয়া কথিত হয়। সেইজন্য

অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার জানিয়া, তোমার (আর) শোক করা উচিৎ হয় না। আত্মা হন্তা হয় না, হত হয় না, কোন ক্রিয়া ইহার উপর কোন প্রতিক্রিয়াই আনিতে পারে না ; আত্মা যে কি, তাহা মন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কেহ জানিতে সমর্থ হয় নাই। ভীষ্মাদির আত্মা যে তোমার দ্বারা বিনষ্ট হইবে ইহা তোমার ভাবা ভুল। আত্মা যেরূপ, তাহাতে নিজের আত্মাকে অনাত্মার সহিত লিপ্ত না করিয়া তুমি যাহা কিছু কর না কেন, তাহাতে পাপ স্পৃষ্ট হইবে না। অপরিহার্য্য অশোচ্য বিষয় লইয়া কেন নিজেকে ক্লিষ্ট করিতেছ ?

(এই ১১-২৪ শ্লোকগুলি বেদান্ত এবং সাংখ্য দর্শন দুইয়েরই মতানুযায়ী ; বোধ হয় সেইজন্যই "জীবাত্মা", ' সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরাবৃত জীবাত্মা", "পুরুষ" ইত্যাদি কোনও বিশেষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া "দেহী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদান্তের জীবাত্মা সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না, চৈতন্য মহাচৈতন্যে মিশিয়া যায় ; কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ কৈবল্যাবস্থায়, প্রকৃতি বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে ; মনে হয় দেহী যেন অনেকটা তাই। বহু দেহী হইতে পারে (যথা সাংখ্য মতে) তাহার সঙ্কেতও যেন এই শ্লোকগুলিতে পাওয়া যাইতেছে)।

Radhakrishnan—Right through, it is the Purush of the Shankhya that is described here, not the Bramhan of the Upanishad's

পরমহংসদেব বলিতেন সব উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। আত্মার কথা জিজ্ঞাসিত হইলে হয়তো এই কথাই বলিতেন।

শঙ্কর। এই আত্মাকে উপরিউক্ত ভাবে বুঝিয়া তোমার শোক

করা উচিৎ হয় না, এই ভুল ভাবনায় যে তুমি ইহাকে, মারিতে যাইতেছ।

(বিষ্ণু স্মৃতির ২০, ২৯, ৪৮, ৫১-৫৩ দেখ)

মধুসূদন। অনুমেয়ঃ অর্থাপত্তি কিম্বা সামান্যতঃদৃষ্ট নামক বিষয়ও নহে।

Krishna Prem—Forms and personalities come and go inevitably, but that which lies behind them all, can neither come nor go, for It for ever Is.

কৃষ্ণানন্দ। আত্মজ্ঞান লাভ কর, শোক উচিৎ নয়, তরতি শোকমাত্মবিৎ।

ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁহাকে মুখে ব্যক্ত করিবার জো নাই, কেবল নিজ বোধ-স্বরূপ। পরমহংসদেব বলিতেন—"সমস্তই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কেবল ব্রহ্ম হন নাই। যতই বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বুঝানো হউক, তিনি যে অপ্রকাশ্য সেই অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যান। যত চিন্তা করা যায়, চিন্তা তত বাড়িয়া যায়।...এই আত্মাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'।

(২৬, ২৭)। ভগবান যেন বলিলেন, আত্মাকে অমর বলিয়াছি এইজন্য যে সে হত হয় না, হন্তাও হয় না; কারণ, যে আত্মাকে বধ করিতে কেহ উদ্যোগী হইবে, সেই আত্মা তো অমর; তাহার কাজেই হন্তা হওয়া হইবে না। সব আত্মাই অমর। কিন্তু আত্মা যদি অমর নাও মান, তাহাতেই বা কি? নাই বা এখানে আত্মার অমরত্বের কথা তোলা গেল? কারণ, যখন সব জিনিষেরই মৃত্যু হয়, ধরা যাউক আত্মাও অবশ্যম্ভাবী ভাবে মরে; যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য শোক বৃথা।

অথ চৈনং নিত্য জাতং, নিতং বা মন্যসে মৃতম্,
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। ২১
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ২৭

পদচ্ছেদ। অথ চ এনম্ নিত্য-জাতম্ নিত্যম্ বা মন্যসে মৃতম্ তথাপি ত্বং মহা-বাহো ন এবং শোচিতুম্ অর্হসি। জাতস্য হি ধ্রুবঃ মৃত্যুঃ ধ্রুবম্ জন্ম মৃতস্য চ, তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে ন ত্বম্ শোচিতুম্ অর্হসি।

অন্বয়। অথ চ ত্বম্ এবম্ নিত্যজাতম্ বা নিত্যম্ মৃতম্ মন্যসে, তথাপি মহাবাহো এবম্ শোচিতুম্ ন অর্হসি। হি জাতস্য হি মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্, তস্মাৎ ত্বম্ অপরিহার্য্যে অর্থে শোচিতুম্ ন অর্হসি।

কঠিন শব্দ। অথ চ—আর যদি ; এতকথা বলিবার পরও। বা—এবং। নিত্য—সর্ব্বদা। মন্যসে—মনে কর। শোচিতুম্ ন অর্হসি—শোক করার যোগ্য নহে। হি—যে হেতু। অপরিহার্য্যে অর্থে—অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই শ্লোকার্দ্ধ, বিশেষ করিয়া "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্য, ইহা একটি ব্যাসকুট। রামকণ্ঠ ছাড়া সকলেই ইহার শাব্দিক অনুবাদ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। "যে জন্মায় সে মরে", ইহা বোঝা কঠিন নহে। 'যে মরে সে আবার জন্মায়', ইহার অর্থ কি? কোনও জিনিস যাহা annihilation প্রাপ্ত হয়, তাহা কি আবার উত্থিত হয়? বলিতে পার ইহা সেইরূপ, যেরূপ আমরা কথাবার্ত্তায় বলি, রামবাবু মরিয়া, আবার নিজের পৌত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং ইহার অর্থ ইহা নহে যে রামবাবুর শরীর জন্মিয়াছে, বা শ্মশানের ছাই অলৌকিক ভাবে

একত্রিত হইয়া তাঁহার পৌত্র হইয়াছে, ইহার অর্থ তাঁহার দেহের ভিতর যে আত্মা ছিল, সেই আত্মা নূতন দেহ লইয়া আবার প্রাণী হইয়াছে, সেই প্রাণী তাঁহার পৌত্র। কিন্তু ইহা যদি বল যে আত্মার মৃত্যু তাহার ভিতর যে আত্মা ছিল, সে বাহিরের আত্মা ছাড়িয়া, নূতন আত্মায় প্রবেশ করিল,—ইহার কোনই অর্থ হয় না। আত্মার জন্ম ও মৃত্যু ও পুনর্জন্ম, ইহার সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ দিতে, অনেকেই হয়তো এখানে, বলিবেন যে আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়ার নাম, পারিভাষিক ভাবে ভাবে, আত্মার মৃত্যু, আর বিনির্গত আত্মার নূতন দেহে প্রবেশ করার নাম পারিভাষিক ভাবে আত্মার জন্ম। কিন্তু এ অর্থ অন্যত্র খাটিলেও, এ অর্থ এখানে খাটিবেনা, কারণ এ অর্থে আত্মা অমর, ইহাই তো বলা হয়, যাহা বলা শ্রীকৃষ্ণ মোটেই চাহেন নাই। ইহা দ্রষ্টব্য যে, এই শ্লোক দুটিতে বলা হইতেছে "আত্মাকে অমর বলিয়া যদি গ্রহণ না কর, আত্মাও মরে ইহাই যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইত্যাদি। আত্মার জন্ম লওয়ার অর্থাৎ বিনির্গত আত্মার অন্য দেহে প্রবেশ করা, এ অর্থ এখানে খটিবে না কারণ, তাহা হইলে তাহাকে মরিয়া যায়, অমর নহে, করা হইবে না। তাই আমরা ঐ বাক্যগুলিকে প্রহেলিকা বা ব্যাসকূট বলিয়াছি। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে দু-এক ভাবের অর্থ আমরা পাইয়াছি, সুধীজনেরা আশা করি ক্ষমা করিবেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, anabolismএর পরে katabolism, ও katabolismএর পরে, anabolism (অর্থাৎ গৃহীত খাদ্যের উপর, নিঃশ্বাসাদিতে ও শারীরিক নানা ক্রিয়াদিতে পরিপাকাদি হওয়া তাপ ও নানা বস্তুর ও নানা প্রকারের কোষসমূহের উদ্ভব মল-মূত্রাদির নিঃসরণ ইত্যাদি নানা ক্রিয়ার হওয়া, আবার নানা কাজে সেই উৎপন্ন কোষ ও বস্তু সমূহের কিছু কিছু ধ্বংস

হওয়া, আবার খাদ্যাদি গ্রহণে, ঐ সবের হওয়া ও আবার নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া, ও আবার খাদ্যাদি গ্রহণে ঐ সবের হওয়া ইত্যাদি) এইরূপ প্রাণক্রিয়ার অনবরতঃ ঘটিতে থাকাই পারিভাষিক ভাবের "আত্মার" জন্ম ও মৃত্যু। (এই পারিভাষিক ভাবের আত্মাকে আমাদের শাস্ত্রীয় আত্মার সহিত গোল পাকান যেন না হয়)। এই মতবাদ কিছু নূতন কথা নহে। বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী দল বলিতেন যে তথাকথিত "আত্মা" সর্ব্বদাই জাত হইতেছে, সর্ব্বদাই মরিতেছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদের কাছে আত্মার পারিভাষিক নাম "বিজ্ঞান"। তাহাদের মতে এই বিজ্ঞানের প্রতিক্ষণে জন্ম হইতেছে ও পরক্ষণেই নাশ হইতেছে ; একটি বিজ্ঞানের নাশ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আর একটি নূতন বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। এই কারণে বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বিজ্ঞান ও এই হওয়াকে বিজ্ঞানধারা বলা হয়। "Buddha denies the existence of what we understand by soul (namely the abiding substance, আত্মা). which persists through changes that overcome the body, exists before birth and after death and migarates from one body to another...The conception of a soul is thus replaced here by that of on unbroken stream of consciousness, as in the philosophy by William James" (Introduction to the Indian Philosophy. by Chatterjee and Dutta). Anabolism ও katabolism দ্রুত গতিতে হইতে থাকে, cinemaর ছবির পর দ্রুত গতিতে ছবি আসিতে থাকায় নদীতে জলের পর জল চলিতে থাকায়, এবং অলাত চক্রে অগ্নি চক্রের উৎপাদন হওয়ায়, যেমন অবিচ্ছিন্নতা পাওয়া যায়, জীবনধারার অবিচ্ছিন্নতাও সেইরূপ। ঠিক বলিতে পারা গেল না, শঙ্করাচার্য্যের

দাদাগুরু গৌড়পাদের মতও বোধহয় অনেকটা এইরূপ ছিল। আজকালকার বিজ্ঞানবাদীদের মতও অনেকটা এইরূপ।

আর এক দলের মতে, আত্মা বলিয়া অবিনাশী কিছু নাই; সংস্কারের পুঁটুলিই সব। এই পুঁটুলির নাম পঞ্চস্কন্ধ, ইহাতে থাকে "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান"। উপযোগী দেহ (দেবতা, মনুস্য, পশু পক্ষী, ইত্যাদির দেহ) ইহাকে বহিয়া বেড়ায়। পাপ কাজে ইহার বৃদ্ধি হয়, এবং পুণ্য কর্ম্মে ক্ষয় হয়; ক্ষয় হইতে হইতে, একেবারে ক্ষয় হইয়া যাওয়া, নির্ব্বাণ।

আত্মার এইরূপ জন্ম মরণ সম্বন্ধে ও মরণে তাহার স্থানে নূতন আত্মার হওয়া সম্বন্ধে (কারণ, "নূতন আত্মা হয় না," এইরূপ আত্মার না-হওয়া হইলে, ক্রমে পৃথিবী শূন্য হইয়া যাইবে), আমাদের মনে হয়, দুই একটা মতবাদ, কোন না কোন আকারে ক্ষীণ ভাবে কিছু লোকের ভিতর, সেই সময় ছিল; এবং ছিল তাহারই ইঙ্গিত, গীতার এইখানকার কথা। বহু প্রকারের মতবাদ, সকল সময়েই থাকে। অনুরূপ চার্ব্বাকমত, বহু প্রাচীন; ইহাদের মতবাদে, ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের অণুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় দেহে চৈতন্য বা তথাকথিত আত্মার উৎপত্তি হয়। পান, চুন, খয়ের মিলিলে যেমন একটা লাল বস্তুর উদ্ভব হয় (যে রং, পানের চুনের বা খয়েরের নহে) অথবা বিশেষ প্রকারের কতকগুলি দ্রব্যের ক্রিয়ায় যেমন ভেজস্কর মদ্য প্রস্তুত হয়, (অথবা ফস্‌ফোরস্‌ বাতাসে রাখিলে যেমন দেখিতে দেখিতে জ্বলিয়া উঠে), তাহাদের মতে চৈতন্যের উদ্ভবও সেই রূপেই হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণ সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া যাইতেছেন, আত্মা সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেন না। Parapsychology দুইচার কথা

বলিতেছে বটে, কিন্তু Parapsychology তেমন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র নহে।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইহা প্রবাদ বাক্যের মত ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ('মৃত আত্মার জন্ম হয়' ইহা হয় না)। রামকণ্ঠ অনেকটা এই কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ ইহা লৌকিক কথা বার্ত্তার কথা।

প্রথম শ্লোক হইতে অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার মত আরও একটি ভাব আসে। ভগবান যেন বলিলেন, আত্মাগুলো যদি মরণ ধর্ম্মীই হয়, "পিতৃগণের পিণ্ডলোপ হইবে" এইরূপ কোনও শোকেরই কারণ আর থাকিবে না, কারণ, ইহা যদি হয় যে আত্মারা যখন পিতৃলোক পর্য্যন্ত যাইয়া পিতৃগণ হইয়া থাকিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না, মরিয়াই যায়, তখন পিণ্ডের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, তোমার আত্মা এবং সকলকার আত্মা যখন মরিয়াই যাইবে, তখন যাহা ইচ্ছা কর না কেন? ফল ভোগের জন্য আসা যাওয়া, বা নরকাদি বাস করিতে হইবে না। ইহা তো এক প্রকার ভালই। "গুরুবধে পাপ হইবে, নরক বাস হইবে," এসব কথায় ভয় পাইবার কিছু থাকিবে না।

অনুবাদ। আর যদি তুমি ইহাকে (এই আত্মাকে) সর্ব্বদা জন্ম লইতেছে ও সর্ব্বদা মরিতেছে ভাব, তাহা হইলেও, হে মহাবাহো (অর্জ্জুন), তোমার এই প্রকার শোক করা উচিৎ নহে; কারণ যাহা জন্মায়, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, ও মৃতের জন্মও নিশ্চিত, সুতরাং এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে, তুমি শোকের যোগ্য নও (অর্থাৎ তোমার শোক করা উচিৎ নহে)। "মৃতের জন্ম নিশ্চিত", ইহা উপরে আলোচিত হইয়াছে; পাঠক ইচ্ছা করিলে, ইহাকে প্রবাদ বাক্য

ভাবে লইতে পারেন, বা "মৃত আত্মার স্থলে অন্য আত্মার জন্ম বা আগমন হইবে, ইহা নিশ্চিত" এই অর্থ দিতে পারেন।

এই ২৭ শ্লোকটি ২৬ শ্লোক হইতে পৃথক করিয়া, ইহাতে, "আত্মা যে মরেই না," এ ব্যাখ্যা, উপসংহার ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। ব্যাখ্যা হইবে, "যে (আত্মা) দেহ গ্রহণ করে; সে কালে দেহ ত্যাগ করিবেই, আর; যে দেহ ত্যাগ করিবে, সে আবার দেহ গ্রহণ করিবেই। ইহা অবশ্যম্ভাবী বিষয়, ইত্যাদি ; (অর্থাৎ আত্মাকে একক্ষণের জন্যও ভাবিও না যে সে মরে—সে মাত্র বারবার দেহগ্রহণ, দেহ ত্যাগ করিতে থাকে (২।১৩,২২)"। "যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্"। তবে এই ব্যাখ্যায় ২৭ শ্লোকে ২৬ শ্লোকের সহিত কোন সম্বন্ধে রাখা যাইতে পারিবে না ; আত্মা অমর, তাহাই বলা যাইবে।

শঙ্কর। যদি ইহা শরীরের প্রত্যেক উৎপত্তির সহিত জন্ম লইতেছে ও বিনাশের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলেও তোমার শোক করিবার কিছু নাই ; কারণ, জন্মাইলেই মরণ ও মরিলেই জন্ম হইবেই।

শ্রীধর। আর যদি এই আত্মাকে নিত্য (কিন্তু) সর্ব্বদা সেই সেই দেহ-জাত হইলে জাত মনে কর, এবং সেই সেই দেহ মরিলে উহাকে মৃত মনে কর ; পুণ্য ও পাপ এবং তাহার ফল স্বরূপ জন্ম ও মৃত্যু, আত্মার অনুগামী,—তথাপিও তোমার শোক করা উচিৎ নহে। কেন উচিৎ নহে তাহার কারণ, প্রারব্ধের কর্ম্ম-ক্ষয়ে জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুব ও নিশ্চিত, এবং মৃত ব্যক্তির ও সেই দেহ দ্বারা কৃত কর্ম্মের দ্বারা জন্ম নিশ্চিতই ; সেই জন্য এইরূপ অপরিহার্য্য বিষয়ে, জন্ম মরণ রূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে, তুমি জ্ঞানী, তোমার শোক করা উচিৎ নহে।

রামকণ্ঠ। "জন্ম মরণ লক্ষণ বিকার যোগ ইতি তত্ত্বমবিচার্য্যতোঽপি লোকস্থ অয়ং প্রবাদঃ স্থিত এব জাতো ম্রিয়তে, মৃতো জায়তে" ইত্যেবম্বিধঃ তস্মাৎ লোক প্রবাস দৃষ্ট্যা অপি শোকস্থ অনুপপত্তিরেব।"

Talang—26. But then if you think that the self is constantly born and constantly dies etc. 27. For to one that is born, death is certain, to one that dies birth is certain.

২।২৬।২৭। বিদ্যানন্দ। যে জন্মায় সে মরিবেই, যে মরে সে জন্মাবেই।

ভক্তিপ্রদীপ। If on tbe expiry of enjoyment and suffering of the results of fruititive actions, death be inevitable after birth and rebirth unavoidable after death to enjoy as well as to suffer from the fruits of actions of this life, even then, etc.

গোয়েঙ্কা। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মার জন্ম মরণ হয়।

রামানুজ। ব্যাখায় বলেন যে এই শ্লোকের অর্থ আত্মাকে যদি শরীর হইতে ভিন্ন অন্য কিছু না ভাব, ইত্যাদি।

মধুসূদন। যাহারা আত্মার বিকারিত্ব স্বীকার করে সেই সমস্তবাদি-গণের মধ্যে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকে যে আত্মা জ্ঞান স্বরূপ কিন্তু প্রত্যেক ক্ষণেই তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। লোকায়তিক চার্ব্বাকগণ বলিয়া থাকে যে দেহই আত্মা; তাহা স্থায়ী হইলেও উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়; এইরূপে প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অন্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও, দেহের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অপর কেহ কেহ বলেন যে আত্মা আকাশাদির ন্যায় সৃষ্টির প্রথম সময়েই উৎপন্ন হয়, মৃত্যুর পর অন্যদেহ আশ্রয় করিয়া কল্প অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে,

এবং প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে আত্মা নিত্যই বটে, তথাপি তাহারা জন্মায় ও মরিয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে প্রেত্যভাবই জন্ম (প্রেত্য=পুর্ব্বে যাহা ছিল না এমন দেহাদির সহিত সম্বন্ধ)। মরণ=পূর্ব্বের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিচ্ছেদ। তার্কিক মতে জন্ম-মরণ আত্মায় আরোপিত নহে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষান্তরে আত্মা যদি অনিত্য হয় ও অনিত্য আত্মাকে যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার বলা হয়, তাহা হইলে কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। কেহ কেহ বলেন জন্ম ও মরণ আত্মার ঔপাধিক গৌণ বা আরোপিত ধর্ম্ম। আত্মা প্রতিক্ষণ-নাশবাদীদের দুঃখের আরও কারণ হয় না, কারণ বন্ধু বিনাশ যে আত্মা দেখে সে আত্মা থাকে না শোক করিতে।

রামদয়াল। মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়াছেন।...আত্মাতে অ-পূর্ব্ব শরীর-ইন্দ্রিয়যোগের নাম জন্ম ; আত্মা হইতে পূর্ব্ব শরীর-ইন্দ্রিয় বিযোগের নাম মৃত্যু। প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় নিমিত্ত মৃত্যুর অবসানে আবার জন্ম হয়।

রামানুজ। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশরূপ পরিণাম পরম্পরা অনিবার্য্য, যেমন মাটি, পিণ্ড, ঘট, কপাল-চুর্ণ। পূর্ব্বাবস্থা বিরোধী অন্য অবস্থা প্রাপ্তিই মৃত্যু।

জ্ঞানেশ্বরী। যেমন সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত বার বার ঘটে ইত্যাদি।

Radhakrishnan—"The inevitability of death however, cannot justify murder, suicide and war.

তিনি হিতোপদেশে হইতে একস্থানে বলিয়াছেন, In the rotating world of becoming what dead person does not come to life again.

কৃষ্ণানন্দ। ভীষ্মাদি বধে দৃষ্ট দুঃখ জন্য অর্জ্জুন পাছে ভীত হন, তাই ভগবান বলিলেন, তুমি যদি ভীষ্মাদিকে না মার, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ক্ষয় বশতঃ তাহাদের দেহ নষ্ট হইবেই ; আবার কর্ম্মফলে জন্মও হইবে। ...আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণবিধ্বংস স্বভাবযুক্ত— ইহা সৌগত মত।

ভূপেন্দ্রনাথ। (২৬) (দেহের জন্মের সহিত আত্মার জন্ম, এবং দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয়, ইহা কতকটা চার্ব্বাকদের মত)। আত্মার নিত্যত্ব অনেক করিয়া বুঝান গেল, তবুও যদি তোমার নাস্তিকদের মত সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও তো তোমার শোকের আবশ্যক নাই। (২৭) কর্ম্মানুবন্ধী জীবের জন্ম-মরণ অপরিহার্য্য। জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মরিলেও পূর্ব্বদেহকৃত-কর্ম্মের দ্বারা, বা সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য আবার তাহার দেহ উৎপন্ন হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশতঃ আত্মাতে শরীর ইন্দ্রিয় যোগের নাম জন্ম, আত্মা হইতে শরীর ইন্দ্রিয় বিয়োগের নাম মৃত্যু। জন্ম মৃত্যু এড়াইতে হইলে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-শূন্য ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে ; তাহার জন্য ভগবানকে কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে, তোমার জন্য তুমি কিছু করিতেছ না, ভৃত্যবৎ তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতেছ—এইরূপ অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহা না পারিলে, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য যে প্রাণ, সে প্রাণের সহিত মনের নিত্য যোগ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া যাইবে। সেই "উন্মনী" অবস্থায় আপনা আপনি ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পিত হইবে। আত্মা দেহ নহে বা দেহ আত্মা নহে, ইহা শতবার চিন্তা করিলেও বিশেষ কিছু হয় না ; ইহাই অবিদ্যার প্রচণ্ড শক্তি।

(২৮) আত্মাই বল, বা শরীরই বল, ইহাদের জন্য কেন শোক হইবে না ? তাহার উত্তর।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥ ২৮

পদচ্ছেদ। অব্যক্ত-আদীনি ভূতানি ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত, অবক্ত-নিধনানি, এব তত্র কা পরিবেদনা।

অণ্বয়। ভারত, ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্ত-মধ্যানি, অব্যক্ত নিধনানি এব, তত্র কা পরিবেদনা।

কঠিন শব্দ। ভূতানি=(১) প্রাণিগণের দেহী সকল; (২) পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ সকল; (এই শ্লোকের, দেহী-আত্মক ও দেহ আত্মক, দুই রকমের ব্যাখ্যা হয়। অব্যক্ত-আদীনি=আদিতে অর্থাৎ জন্মি-বার পূর্ব্বে অপ্রত্যক্ষ ছিল। অব্যক্তের অর্থ "প্রধান" বা "অপরা প্রকৃতি" বা "অজানিত স্থান" দুই অর্থই দেওয়া যাইতে পারে। দেহ আসে, বা দেহের উপাদান সমূহ আসে অপরা প্রকৃতি হইতে (৭।৪) অথবা অজানিত স্থান হইতে এবং চলিয়াও যায় সেই অপরা প্রকৃতিতে বা সেই অজানা স্থানে। কেহ অব্যক্তের অর্থ 'শরীর বিহীন' করিয়াছেন। ব্যক্ত মধ্যানি=মধ্য সময়ে অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতে প্রত্যক্ষ বা প্রকাশিত ছিল। অব্যক্ত নিধনানি=মৃত্যুর পরে আর জীবন্ত ভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশিত রহিল না। পরিবেদনা=শোক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই শ্লোকটি আত্মাসম্বন্ধীয় ও দেহ সম্বন্ধীয়, দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। ইহাকে আত্মাসম্বন্ধীয় বলা হইতে পারে এই ভাবে যে পূর্ব্বের দুইটি শ্লোকে "আত্মার জন্ম মরণ হয়তো আছে, তাহাতেই বা কি?" এই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে; পরের শ্লোকে আত্মা অতি আশ্চর্য্য জনক কিছু, ইহা বলা হইবে। সেই জন্য ইহা—স্বাভাবিক যে এই মাঝের শ্লোকে বলা হইতেছে যে আত্মা মরে কি মরে না, নাই বা বিচারিত হইল; ইহা তো স্বীকার্য্য যে

ইহা অজানা স্থান হইতে আসে. আবার অজানা স্থানে চলিয়া যায়। আত্মাত্মক ব্যাখ্যায়, অনুবাদ এইরূপ হইবে—

(১) হে ভারত (স্থূল দেহ লইয়া) আমাদের সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে এই আত্মা অপ্রকাশিত থাকে। জীবের স্থিতি কালে, অর্থাৎ দেহের মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মধ্যকালে, ইহা নিজেকে ব্যক্ত করে। দেহের মৃত্যুর পর আবার অ-দর্শনগম্য হয়। এইরূপ যে আত্মা, (অর্থাৎ, মাত্র কয়েকদিনের জন্য স্বপ্নের মত যাহার থাক।) তাহার জন্য কিসের শোক? (স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর জন্য কি কেহ শোক করে? এই যে সম্মুখে জীবন্ত পুত্র, সে পূর্ব্বে কোথায় ছিল; এবং পরে কোথায় যাইবে, কে জানে?

এই শ্লোকটি দেহ সম্বন্ধীয়ও হইতে পারে এই জন্য যে "আত্মা তো অপ্রত্যক্ষ, সে আছে কি না জানা নাই; কিন্তু দেহ তো প্রতক্ষ্য, পূর্ব্বেই বা ইহা কোথায় ছিল, এবং পরেই বা কোথায় যায়" এ প্রশ্ন, এখানে উঠা স্বাভাবিক। পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। কোন্ অণু কোথা হইতে আসে, কোন্ অণু কোথা চলিয়া যায়, কে জানে? হয় তো দশ হাজার বৎসর পুর্ব্বেকার কোন মানুষের বা কোন জীবের একটা হাইড্রোজেন অণু, এখন আমার শরীরের উপাদান ভাবে রহিয়াছে—কে বলিবে নাই?

(২) দেহাত্মক অনুবাদ এইরূপ হইবে :-হে ভারত (অর্জ্জুন), দেহ জন্ম পাইবার পূর্ব্বে, উহার উপাদান সমূহ, অপরা প্রকৃতিতে বা আমাদের জানা নাই কোথায় ছিল, জীবিতাবস্থায় মাত্র এই দেহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; আবার মৃত্যুর পর ধ্বংশ বা বিশ্লেষিত হইয়া পুনরায় অগোচরীভূত হইয়া যাইবে। এরূপ (নিতান্ত অস্থায়ী) দেহের জন্য কিসের শোক? (জগৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যাখ্যা; প্রলয়ে

জগৎ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধানায়, (বা কারণ সলিলে লয় হয় ; প্রলয়ান্তে ইহার উদ্গম হয়)। মনে মড়ে, সাধক রামপ্রসাদের গান—

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

কেহ বলে ভুত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি, কেহ বলে সালোক্য পাবি কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।

বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে' সব খোয়ালে।
এক ঘরে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলে জুলে
সে, সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি রে ভাই তাই হবি নিদান কালে
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

Telang—Source of things is unperceived etc.

রামকণ্ঠ। ভূতানি=পৃথিব্যাদি ভূত সমুহে গঠিত দেহাদি।... দেহাত্মক ভূতসন্নিবেশ মাত্রত্বের দ্বারা প্রতিপাদিত ; ইহার জন্য কেন শোক ?

মতিলাল। অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনমাগতঃ, নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিবেদনা।

রামানুজ। মনুষ্যাদি প্রাণীর জন্মের পূর্ব্বাবস্থা ও উত্তরাবস্থা উপলব্ধব্য নহে।

শ্রীধর। ভূত বা শরীর সমুহ উৎপত্তির পূর্ব্বে "প্রধান বা কারণ"-রূপে অবস্থিত ছিল, মধ্যবর্ত্তী কাল ব্যক্ত ; আবার "কারণে" লয় হয়।

মহাভারত। ১১।২।১০ (গীতাপ্রেমী)।

সন্তদাস। শ্রীধর কৃত ব্যাখ্যানে আরও কোন কোন ব্যাখ্যানে ভূতানি—শরীরাণি এবং অব্যক্ত—সাংখ্যের প্রধান (প্রকৃতি) লওয়া হইয়াছে।...ভৌতিক দেহের এইতো ক্ষণিক স্থিতি।

শঙ্কর। এই জাগতিক বিষয়, এই ভূত সকল, পুত্র কলত্র ইহারা জন্মাবার পূর্ব্বে তোমার ছিল না, আর পরেও তোমার থাকিবে না, তবে এ মিছা শোক কেন? শঙ্কর মতে উপাধিতেই জীবত্ব কল্পিত হয়, তদ্ভিন্ন পৃথকরূপে জীব বলিয়া কিছু নাই। শঙ্কর অব্যক্তের অর্থ অজ্ঞান বা সূক্ষ্ম কারণ লইয়াছেন, অর্থাৎ আমি, ভীষ্ম, ইত্যাদি কোথায় ছিলাম কিছু জানা নাই। পান্থশালার ক্ষণিক মিলন, এ মিলন সাঙ্গ হইবেই ; শোক বৃথা। (শঙ্কর অব্যক্তের "চক্ষুরাদির অতীত" এ অর্থও দিয়াছেন।

মধুসূদন। ভূতেরা নাই-ই বুঝিতে হইবে। যাহা অসৎ, তাহার জন্য শোক কেন?

Krishna Prem—What room then for lamentation since all form is transient and mast pass away.

রামদয়াল। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ নাই ; মায়া সবলিত সগুণ ব্রহ্মে মায়া আছে বলিয়া জগৎ আছে।

তিলক। মুল এক অব্যক্ত দ্রব্য হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যাপ্ত জগৎ নির্ম্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয় কালে, সমস্ত ব্যাপ্ত জগৎ্ আবার অব্যাপ্তেই লীন হয়।

তিলক। সকল প্রাণীরাই উৎপত্তির পূর্ব্বে নিরাকার ছিল, জন্ম লওয়াতে আকার পায়। তাহাদের যখন ক্ষয় হয় তখন নূতন কিছু হয় না, পূর্ব্ব স্থিতির প্রাপ্তি হয়। জলে তরঙ্গ উঠা, আবার জলে মিশিয়া যাওয়ার মত। স্বপ্নের স্থিতিকালেই স্বপ্নের স্থিতি, আগে নয়

পরে নয়। এই শ্লোকের মত একটি শ্লোক মহাভারতের স্ত্রী পর্ব্বে আছে, (অধ্যায় ২।১৩) (অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনংগতাঃ, নৈতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিবেদনা)। কঠোপনিষদেও এইরূপ আছে।

কৃষ্ণানন্দ। জীবগণ জন্মিবার পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে অব্যক্ত ভাবাপন্ন।

ব্যোমব্রহ্মা। সকল ভূতই আদিতে অপ্রকাশ ইত্যাদি।

নীলকণ্ঠ। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আছে, আত্মা যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহা কর্ত্তৃক প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গুলি) নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ। জীবগণ জন্মিবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবাপন্ন থাকে।

ভুপেন্দ্রনাথ। শরীরের জন্য তো দুঃখ হইতে পারে। তাই বলিতেছেন এই শরীর জন্মের পূর্ব্বে ইহার নামরূপ কিছুই ছিল না, নিধনেও ইহা তদ্রূপ। সুতরাং শরীর তোমার কে, যে জন্য তোমার শোক হইতে পারে? এই দেহ বা জগতের যা কিছু বোধ, তাহা তো অজ্ঞানজাত মায়ার ফল। কিন্তু শুদ্ধ স্বরূপে মায়া নাই, "ধাম্না স্বেন যদা নিরস্তকুহকং সত্যম্ পরং ধীমহি—সেই পরম সত্য বরণীয় ভর্গের প্রকাশেই এই মিথ্যার দেহ চৈতন্যবৎ প্রতীত হয়। যদি কূটস্থ না থাকিতেন, এ শরীরের প্রকাশই হইত না।

বিদ্যানন্দ। এখানে যত জীব দেখিতেছ, উহারা প্রথমে বিনা শরীরধারী, বিনা দৃষ্ট ছিল, ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। Beings are unmanifested before birth, etc.

গীতায় 'ভুত' শব্দ যে যে স্থানে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।৮, ৩০, ৩৪, ৬৯; ৩।১৪, ৩০; ৪।৬, ৩৫; ৭।১, ২, ২৬; ৮।৩, ১১, ২২; ৯।৫,

৮, ১০, ১১, ১৩ ; ১০।৩, ৫, ৯, ১৫ ; ১৩।১৬, ৩০, ৩৪ ; ১৫।১৩, ১৬ ; ১৬।২ ; ১৭।৪, ৬ ।

'অব্যক্ত' শব্দ গীতার কয়েক স্থানে আসিয়াছে যথা ; ২।২৮ ; ২।২৪ ; ৮।১৮, ২৩, ২১, ; ৯।৪ ; ১২।১, ৩, ৪, ৫, ; ১৩।৫ ।

(২৯) নানা ভাবে আত্মার বিষয় বলিয়া, ভগবান আত্মতত্ত্বের অলৌকিকতা দেখাইলেন । অর্জ্জুনকে যেন বলা হইল, এ সব দার্শনিক তত্ত্বে বেশী দূর না গিয়া, তুমি তোমার সহজাত ধর্ম্মে মন দাও ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্য ঃ
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯

পদচ্ছেদ। আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনং আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথা এব চ অন্যঃ, আশ্চর্য্যবৎ চ এনং অন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বা অপি এনং বেদ ন চ এব কশ্চিৎ ।

অন্বয়। কশ্চিৎ এনং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যঃ চ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ এব চ শ্রুত্বা অপি এনং ন বেদ ।

কঠিন শব্দ। কশ্চিৎ = কেহ । তথা এব চ = সেই রকমেই আবার ন বেদ = জানিতে পারে না। আশ্চর্য্যবৎ = আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে; অদ্ভুত বা অলৌকিক বস্তু ভাবে। পশ্যতি = অনুভব করে ।

অনুবাদ। কেহ আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে এই আত্মাকে অনুভব করে (বা কেহ আত্মাকে অলৌকিক বিরুদ্ধগুণ সম্পন্ন ও বোধ্য কিছু, অনুভব করে,) সেই রকমেই কেহ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ইহার বিষয় বর্ণনা করে (বা কেহ অলৌকিক বস্তু ভাবে বর্ণনা করে) ; কেহ আশ্চর্য্যান্বিত

ভাবে ইহার কথা শ্রবণ করে, (বা কেহ অলৌকিক বস্তু জ্ঞানে ইহা শ্রবণ করে), (আত্মার গুণাবলী এমনই অলৌকিক) কেহ বা আবার শুনিয়াও, ইহার পরিচয় পায় না, (অর্থাৎ, কিছু শুনিলাম এ বোধই তাহার হয় না)। (১৩।২৪,২৫ দ্রষ্টব্য। কেহ ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে এবং যেটুকু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তাহাতেই সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়, কেহ মুগ্ধ হইয়া ইহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে, কেহ শ্রবণ ও মননের দ্বারা ইহার কিছু পরিচয় পাইতে চেষ্টা করে, আবার কেহ বা এ রকম, যে শুনাইলেও বা জানাইলেও, সে কিছু জানিতে চাহে না। তাহার মাথাতে কিছুই প্রবেশ করে না। আত্মা প্রহেলিকাময়। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান, সাধকেরা নিজ নিজ সাধনার প্রক্রিয়ার বলে, কেহ বেশী, কেহ কম পায়, কেহ বা কিছুই পায় না। যে যতটুকু পায় তাহাতেই সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায়, প্রহেলিকার শেষ পাওয়া যায় না ; বহু মতবাদ ইহার বিষয়ে আছে, সেই সব জানিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যেন নিজেকে অনাত্মার সহিৎ জড়িত না করিয়া ফেলি। (কঠ ১।২।৭)। আত্ম-বিজ্ঞান পরম রহস্যময়।

পরমহংসদেব বলিতেন, "বাগানে আম খাইতে আসিয়াছ আম খাও , কোন্ গাছ কে পুতিল কোন্ গাছে কত আম হইয়াছে, জানিবার কি তোমার প্রয়োজন আছে"? আত্মার বিষয় আমরা কিছুই জানিনা বলিয়াই মরণে এত ভয় , এত শোক (৪।৩ ; ১৩।২৪,২৫)।

তিলক। কেনোপনিষদে (২।৩) আত্মা সম্বন্ধে ঠিক এই রূপ একটি কথা আছে "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ, অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্। (২।৩)

কঠোপনিষদে আছে "শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলো ঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"। (১।২।৭) "আশ্চর্য্যবৎ" শব্দের অর্থ '.আশ্চর্য্যলোকও" করা যাইতে পারে, অনেকে করিয়াছেন। অর্থ হইবে, সাধারণ লোকেরা আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে চাহে না ; যে জানিতে চাহে সে আমদের কাছে আশ্চর্য্য লোক, আমাদের সে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। "আশ্চর্য্যবৎ" ক্রিয়ার বিশেষণ ভাবে লইলে "দেখা, বলা, শোনা সবই আশ্চর্য্য এই অর্থ হয়। কর্ত্তার বিশেষণ ভাবে লইলে "যে দেখে, যে বলে, যে শোনে তাহারা আশ্চর্য্য লোক। অর্থাৎ সাধারণ লোক নহে, "দুর্লভ" এই অর্থ হয়। আত্মার বিশেষণে, আত্মা আশ্চর্য্যবস্তু এই অর্থ হয়। আত্মা আশ্চর্য্য; আত্মাই আত্মার দর্শন পায়; দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনের ত্রিকুটী থাকে না। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ"। আত্ম-দর্শনের অধিকারী নিতান্ত দুর্লভ। আত্মা প্রহেলিকা। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। শ্রুতিতে আত্মার বহু বিরুদ্ধ গুণ দেওয়া হইয়াছে, যথা মুক্ত অথচ বদ্ধের মত প্রতীয়মান, নিষ্ক্রিয় অথচ সক্রিয়েব মত ইত্যাদি। কঠ উ ১।২।৭ ; গীতা ৭।৩ গীতাপ্রেমী। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্, কঠ১।২।২৩। বৈজ্ঞানিকেরা তো আত্মাকে চেনেনই না। শাস্ত্রজ্ঞানীরা বা চিন্তাশীল ধ্যানীরা যাঁহারা ন্যূনাধিক চিনি বলেন, তাঁহারা, যে সব বর্ণনা দেন, তাহারাও তো পরস্পরের সহিত মিল খায় না।

রামকণ্ঠ। দর্শন—প্রত্যভিজ্ঞানে সাক্ষাৎ বহুনাম্ জন্মনামন্তে। আত্মাকে বুঝিতে নিরন্তর অনুচিন্তন চাই।

নীলকণ্ঠ। ইদং সর্ব্বং যদমাপ্নোতি—যাহা কিছু দেখিতেছে সব মায়া কল্পিত. আশ্চর্য্য ইত্যাদি।

শঙ্কর। যাহা প্রথমে দৃষ্টিগোচর ছিল না. অকস্মাৎ হইল তাহা আশ্চর্য্য ; অথবা, যে আশ্চর্য্যতুল্য বলে ইত্যাদি।

রামানুজ। অনন্ত জীবের ভিতর কোনও এক পুরুষ যাহার পাপ মহান্ তপে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যাহার অনেক পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, সেই এই আত্মাকে নিজ হইতে ও সকল বস্তু হইতে সর্ব্বদা ভিন্ন আশ্চর্য্যের মত স্থিত দেখিতে পায়।···দ্রষ্টা, বক্তা শ্রোতাদিগের ভিতরও তত্ত্বের সম্যক্ দেখা বলা, শোনা দুর্লভ।

শ্রীধর। আত্ম বিষয়ে অজ্ঞানতার জন্যই মানুষ শোক পায়। আত্মজ্ঞানের দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন।

Radha Krishnan—Even when one has beheld, heard and proclaimed it, no one has understood it.

Aravinda—Thus, after all our seeking and declaring of knowledge, and learning from those who have knowledge, no human mind has ever known the Absolute.

কশ্চিৎ=তপস্যা দ্বারা ক্ষীণ পাপ (রামানুজ) ; সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন (মধুসূদন)।

রামদয়াল। শত বিরোধী বাক্য আত্মা সম্বন্ধে বলা যায়। আত্মতত্ত্ব বাক্যে বলা যায় না, ভাষায় কুলায় না, মন ও ধারণা করিতে পারে না।অতএব, শব্দে অবাচ্য আত্মা সম্বন্ধে যে বচন তাহা আশ্চর্য্যবৎ।

মধুসূদন। এই বর্ণিত দেহীকে কেহ অদ্ভুত পদার্থের তুল্য, অবিদ্যা কল্পিত নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত দেখে, শম-দম-সাধন যুক্ত অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। যিনি দেখিতে পান, তিনিও আশ্চর্য্যের ন্যায় ;

তাহার কারণ তাঁহার অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত কার্য্য নিবৃত্ত হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মের বলবত্তা হেতু, তিনি যেন অবিদ্যাবান্ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।…আর, কারুণ্য পূর্ব্বক উপদেষ্টা আত্মবিৎ ব্যক্তিও দুর্লভ।…আর অন্য কোনও ব্যক্তি যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহাও আশ্চর্য্যবৎ। তিনি যেরূপ জানেন, সেরূপ বলেন। ইহাও আশ্চর্য্য যে আত্ম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও, কেহ বলিতে পারেন না; কেহ জানিতেই পারেন না। কেহ দেখেন বটে কিন্তু বলেন না, কেহ দেখিয়াও থাকেন, বলিয়াও থাকেন; কেহ শুনিয়া থাকেন ও অর্থ অবগত হন; কেহ শোনেন কিন্তু অর্থ বোঝেন না; আর কেহ, এই সমস্ত প্রকারের বহির্ভূত। অন্তঃকরণ বৃত্তিতে যে আত্ম-প্রতিবিম্ব হয়, ব্রহ্ম হইতে অভেদে আত্ম-সাক্ষাৎকারই আত্ম-দর্শন। এই অন্তঃকরণ-বৃত্তি ইহাও অবিদ্যার কার্য্য, কেননা এখানেও দৃশ্য দর্শন প্রভৃতি ভেদ রহিয়াছে। আর, ভেদ অবিদ্যারই কার্য্য বটে, তথাপি অবিদ্যার অন্যান্য বৃত্তি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহা অবিদ্যার কার্য্য হইলেও অবিদ্যারই নাশক, এবং উহা স্বয়ং নিজেরই নাশক, স্ব-পর বিঘাতক। প্রশ্ন :— মিথ্যা পদার্থ কিরূপে সত্যের প্রকাশক হইবে? উত্তর—যেমন স্বপ্নে—ভয়, ঘর্ম্ম।…যিনি আত্ম-তত্ত্ব জানেন, তিনি সর্ব্বদাই সমাহিত থাকেন, কিরূপে উপদেশ দিবেন? কারুণ্য বশতঃ উপদেশ দেওয়ার উপদেশকও খুব কম। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অবিদ্যার নাশ করে, স্বয়ংও নাশ হয়।

এ শ্লোক অজ্ঞানীদিগের জন্য এই পক্ষ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে, আত্ম-দর্শন, আত্ম-তত্ত্ব কথন, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ এসব তাহাদের কাছে আশ্চর্য্যের ন্যায়, কারণ তাহারা অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার দ্বারা অভিভূত। 'চতুর্থ-পাদে' দেখিয়া, বলিয়া, শুনিয়াও কেহ জানিতে

পারেন না, যোজনা করিতে হইবে। আত্মতত্ত্বের দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ সুরেশ্বরাচার্য্যের শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ। আত্মা (১) ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, (২) সত্ব মুক্ত (৩) বদ্ধ, তিন ভাবের হয়·· আত্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সাধনা সাপেক্ষ ও কঠিন।···তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অযনায়।

বিদ্যানন্দ। অনেকানেক যোগী এই আত্মাকে জানিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকেন, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের মত দেখেন, ইত্যাদি। ঐ তিনের কেহই এমন থাকে না যে আশ্চর্য্য চকিত হয় না।···শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানে না।

ভক্তিপ্রদীপ।। There are some who regard their soul as something marvellous···there are others who do not realise the soul inspite of hearing. Out of such ignorance of the real nature of the jiva, arise the harmful theories of materialism, of cessation of animation, and of undifferentiated monism.

ভুপেন্দ্রনাথ। সাধারণতঃ দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া কেহ দেখিতে পায় না, দেখিব বলিয়া উদ্যোগ করিলেও এই দেহ-টাকেই দেখা যায়, চিন্তা ও বিচার দ্বারা কেবল যেন একটু চৈতন্য-মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়। এই দেহটার সহিত তাঁরার সম্বন্ধটা কিরূপ, যেমন মাকড়সা বা গুটি পোকা আপনার ভিতর হইতে জাল বা গুটি বাহির করে, এবং কেহ তাহাকে তাহার মধ্যে না বাঁধিলেও সে আপনাকে বন্ধনযুক্ত মনে করে, আবার কিছুদিন পরে তাহার কি মনে হয়, সমস্ত জালকে সে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহা হইতে বহির্গত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করে; এই যে বন্ধন, ইহা যখন সাময়িক, তখন কতকটা মিথ্যা...জাল তাহার স্বদেহসম্ভূত জিনিস, এবং নিজেকেই সে

এক সময় বন্ধন করিবার জন্য কত বেগযুক্ত হয়, আবার এক সময় বেগযুক্ত হইয়া কাটিয়া নিজেই বাহির হইয়া পড়ে। ইহা কেন যে হয়, তাহা বলা যায় না, কতকটা যেন অনির্ব্বচনীয়…দেহটাও সাময়িক, সুতরাং মিথ্যা ; মিথ্যার সহিত জীবের সংযোগ তাহাও মিথ্যা, সংযোগের হেতু কর্ম্ম তাহাও মিথ্যা। এত যে অসত্য ব্যাপার, তাহার সত্যবৎ প্রতীয়মানতা, নিত্য সর্ব্বগত জ্ঞানানন্দ স্বভাব আত্মার এই যে স্বাভাবিক বন্ধন—অদ্ভুতই ইন্দ্রজাল। মুমুক্ষু সাধক, ইহার কার্য্য-কারণরূপ ভেদের অন্ত না পাইয়া, ইহাকে মহৎ আশ্চর্য্যরূপ দেখেন। ইহার সম্বন্ধে বলাও আশ্চর্য্য, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তাহার সম্বন্ধে বলা আবার কি ? কিন্তু সে বাণী এক অদ্ভুত বাণী।…এক প্রকারের বাণী আছে, তাহাকে পশ্যন্তি বাক্ বলে, তাহা সমাধি সময়ের ভাষা, উহা বাক্‌বৈখরী নহে।…ক্রিয়ার পরাবস্থা যখন লাভ হয়, তখন কখন কখনও ঐ ভাষায় কথা কহা ও কথা শোনা যায়, ইহার শেষ অবস্থা 'নির্ব্বাক্', যেখানে বলিবারও কিছু থাকে না। পশ্যন্তি বাক্-এর সময়ে যে ভাবময় সত্যবস্তু জমিয়া বাণীরূপে প্রকটিত হয়, তাহাতে মিথ্যার লেশ থাকে না,·· সেই সূক্ষ্ম ভাবময় ভাষাই যখন ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই বেদবাণী বা বেদের ভাষা ; এইজন্য এই বেদবাণীকে আপ্তবাক্য বলে ; আপ্তবাক্যই অভ্রান্ত বা অপৌরুষেয় বাণী ; ইহা পুরুষ প্রযত্ন ব্যতীত স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই ভাষায় যাঁহারা সেই পরমসত্যতত্ত্ব জগতে প্রচার করেন। তাহা পরমাশ্চর্য্যই বটে।. .এইরূপ শ্রবণও আশ্চর্য্য ব্যাপার ; নারদ শুনিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবৎ)। …শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ, আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ

(কঠ উঃ)। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি আশ্চর্য্য, অর্থাৎ দুর্লভ। জগৎ ব্যাপারও আশ্চর্য্য : জগৎকে দেখিতেছি, অথচ উহা নাই, আত্মাকে দেখা যায় না, অথচ উহাই বিদ্যমান।...আত্মার দ্রষ্টা আত্মাই, তাহা ছাড়া আর কে উহাকে দেখিবে ?...ইহা ক্রিয়ার পরাবস্থায় নিজ বোধরূপ।

মহানামব্রত। অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, তোমার ঐ অবিনশ্বর আত্মা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ভগবান যেন বলিলেন, দেহটা যে বিনশ্বর ইহা তো বুঝিতে পারিতেছ ? ইহা বুঝিলেও শোকের কারণ তিরোহিত হইয়া যায়। নদীর জলরাশি বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। আজ যে জলে স্নান করিলাম, কাল আর সে জল থাকিবে না।...এই "অপরিহার্য্যেহর্থে" কল্যকার জলে অদ্য স্নান করিতে পারিলাম না বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে কোন মূর্খ ?...ভগবান্ পরাবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ মানমন্দির হইতে সাংখ্যযোগের দূরবীক্ষণে...সেই পরতত্ত্বকে যেন নিকটে আনিয়া দেখাইলেন। তারপর, আশ্চর্য্যঃ আশ্চর্য্যঃ বলিতে বলিতে ক্রমে নীচে নামিয়া আসিলেন।

Telang—One looks upon the self spoken of above, as a wonder, another etc.

(৩০) উপসংহারে ভগবান দেখাইলেন দেহী মাত্রই অমর, শোক করিবার কোথাও কিছু নাই। হয়তো ভগবান ভাবিলেন, অর্জ্জুন হয়তো ভাবিতেছেন যে, দেবতাদের আত্মাই অমর, মানুষের হয়তো নাও হইতে পারে।

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। ৩০

পদচ্ছেদ। দেহী নিতং অবধ্যঃ অয়ং দেহে সর্ব্বস্থ ভারত, ওস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুং অর্হসি।

অন্বয়। ভারত অয়ম্ দেহী সর্ব্বস্ব দেহে নিতং অবধ্যঃ, তস্মাৎ ত্বম্ সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুম্ ন অর্হসি।

কঠিন শব্দ। নিত্য=সর্ব্বদাই, অব্যভিচারী ভাবে। অবধ্য= অবিনশ্বর,।

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন), এই দেহী (আত্মা) সকলকার দেহে অব্যভিচারী ভাবে অবিনশ্বর, সেই জন্য তুমি এই সকল প্রাণীর অর্থাৎ ইহদেরও আত্মারা অবিনশ্বর (দেহই বিনশ্বর) (জানিয়া) শোক করিবে না। (সব আত্মারাই যখন অবিনশ্বর, তাহারা নিহত হয় না, তখন ভীষ্ম দ্রোণ ও এই সব সৈন্যেরও আত্মা অবিনশ্বর। মাছি মশার আত্মাও অবিনশ্বর। ('পাকা আমির' মৃত্যু নাই)। দেবতা. মনুষ্য. পক্ষী, পশু, ভীষ্ম, দ্রোণ, সাধারণ সৈনিক, যুদ্ধে হস্তী অশ্ব, সকল দেহের সকল আত্মাই অবিনশ্বর। মাত্র বিনশ্বর শরীর গুলোর জন্য শোক করিও না। রোগে বা যুদ্ধে মানুষ মরিতে থাকে কিন্তু তাহার সে মরায় তাহার আত্মা মরিয়া যায় না। তুমি ভাবিতেছ যুদ্ধে মরা অর্থে তাহাদের আত্মাদের তুমি নির্ব্বাপিত করিবে?—কিন্তু তাহা হয় না. কোন আত্মাই মরিবে না। আত্মার বিষয় আমরা কিছুই জানি না, ইহা এক আশ্চর্য্য বস্তু (২।১৯); তবে এইটুকু নিশ্চয় যে, কোন আত্মাই মরে না। তাহা হইলে শোকের কি আছে? তুমি নিজের কাঁচা আমির সম্বন্ধকে মৃত্যুহীন ভাবিও না; ধর্ম্মযুদ্ধের কাছে এ সম্বন্ধের মূল্য নাই। আসক্তি ও দ্বেষ বর্জ্জিত ভাবে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। নিজের পাকা আমির দিকে নজর রাখিবে, কাঁচা আমির দিকে নহে। তদাত্মকত্ব ত্যাগ কর।

নিজ কর্ম্ম-দোষে মানুষ মরে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মকেই বলা হয় কাল; আমি তোমাকে পরে বলিব এই কাল বা আমিই সব মারিয়া রাখি। (গীতা ১১।৩২) (ভাগবৎ ১০।১।৩৮ গীতাপ্রেমী)। এ শ্লোকের শাব্দিক অনুবাদ, যাহা প্রায় সকলেই করিয়াছেন তাহাতে কিছুই ভাব পাওয়া যায় না কারণ আত্মা অমর, এ কথা ভগবান বহু বার বলিয়াছেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় যে ভগবান হয়তো ভাবিলেন যে অর্জ্জুন হয়তো ভাবিতেছেন যে দেবতাদের আত্মাই অমর; মানুষেরা অন্য প্রকারের জীব, তাহাদের আত্মা অমর নাও হইতে পারে। তাই এ কথা বলিলেন। আর ইহাও হয়তো জানাইলেন যে মৃত্যু শোকের নহে, যাহারই মৃত্যু ঘটুক না কেন।

রামানুজ। দেবাদি সব জীবের, শুধু ভীষ্মের নহে, দেহ বধ হইলেও আত্মা অবধ্য থাকে। দেহ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, আত্মা এক, সেই জন্য, শুধু ভীষ্মের নহে কাহারও জন্য শোক করা উচিৎ নহে।

শঙ্কর। যখন সকল প্রাণীর নাশেও আত্মার নাশ হয় না, তখন শোক কেন? আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য, সে জন্যও অবধ্য।

গিরীন্দ্রশেখর। ক্ষণ বিধ্বংস বস্তুরও বিনাশে শোক স্বাভাবিক। এরূপ শোক উচিৎ নহে বলিলেই সে শোক কাহারও যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এখনও পর্য্যন্ত কোন উপায়ই দেখাইতে পারেন নাই, যাহাতে এই শোক দূর হয়।

সচ্চিদানন্দ। "দেহী" একবচনের তাৎপর্য্য সর্ব্বত্র একই আত্মা পরিব্যাপ্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। অবধ্য অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সর্ব্ব প্রকার বিকার শূন্য—ইহাই আত্মা—যথাত্ম্য জ্ঞান। মধুসূদন:—সকল প্রাণীর দেহটিই শুধু বিনষ্ট হয়, দেহী নহে।

তিলক বলেন—মরা বা মারা এই দুই শব্দের পৃথক্ করণ মরিতে বা মারিতে যে ভয় হয়, তাহা প্রথমে দূর করিবার জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে…কিন্তু তবুও এ প্রশ্নের কিনারা হয় না। যে জানিয়া শুনিয়া…লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি, বা আত্ম-হত্যা করা বা উপযুক্ত কারণ বিনা কাহাকেও বধ করা, আমি কেন করি।

জ্ঞানেশ্বরী। যে সর্ব্বত্র ও সকল দেহে রহিয়াছে তাহাকে মারা যায় না।

Gandhi—If under certain circumstances the destruction, of a physical body is deemed justifiable, if is delusion to imagine that the"Kauravas"shoul do not be slain because they are kimsmen.

শ্রীধর। ভগবান, উপসংহারে বলিলেন "দেহী ইত্যাদি" অর্থ স্পষ্ট।

বিদ্যানন্দ। এই আত্মা সকলকার শরীরে সর্ব্বদা অবধ্য; সে জন্য এ বিষয়ে, কোন জীবের জন্য, শোক করার প্রয়োজন নাই।

ভক্তিপ্রদীপ। This soul, of ary body whatsoever. is always incapable of being killed etc.

Telang—This embodied self within every one's body is ever indestructible. Therefore you ought not to grieve for any one.

ভূপেন্দ্রনাথ। দেহী কূটস্থ…. এই দেহের ভিতরই সমুদায় (ব্রহ্মাণ্ড)...এই দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড একই। ব্রহ্মাণ্ডে এই সব দেহ, এবং দেহের মধ্যেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভরা, কেন জান? ইহার মধ্যে কূটস্থ রহিয়াছে বলিয়া। দেখিতে একটি বিন্দু, কিন্তু সেই বিন্দুর মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড আছে।

(৩১) এই বার নূতন প্রকরণ আরম্ভ হইল। "সাংখ্য" বা "অধ্যাত্ম তত্ত্বে", স্বধর্ম্ম পালনে বাধা নাই, যদি তাহা স্বার্থ-শূণ্য ভাবে করা হয়। সহজাত ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম, বা নিজ ধর্ম্ম বলে। ঠিক ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে, একদিকে যেমন সৎ-অসৎ জ্ঞানের, অর্থাৎ পাকা আমি, কাঁচা আমি চেনার প্রয়োজন, যাহাতে আত্মা অনাত্মার সহিত জড়িত হইতে না পায় তাহার জন্য; অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধি যোগ স্থিত প্রজ্ঞার এবং কর্ম্ম যোগের প্রয়োজন। প্রথমটিতে অবস্থিত না হইলে ধর্ম্ম-সঙ্কটে, শোক ও দুঃখে, মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া যায়, এবং দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগে কর্ম্ম না করিলে, যাহা কিছু করা যাইবে, তাহার পাপ পুণ্যে কর্ম্মীকে বদ্ধ হইতে হইবে। এ সকল কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এ প্রকরণ গীতাকার ঠিক স্থানেই অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রকরণ ও কর্ম্ম যোগ প্রকরণ, এদুয়ের মাঝখানে বসাইযাছেন।

(৩১) সাংখ্যতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব = আত্মতত্ত্ব + রাগদ্বেষ হীন ভাবে সহজাত ধর্ম্ম পালন।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১

পদচ্ছেদ। স্বধর্ম্ম অপি চ অবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি, ধর্ম্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।

অন্বয়। চ স্বধর্ম্মং অপি অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে।

কঠিন শব্দ। অবেক্ষ্য = আলোচনা করিয়া। বিকম্পিতুম্ = বিচলিত হওয়া, নিজে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে টলিয়া যাওয়া। হি = যেহেতু। ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ = যে ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না সেই ধর্ম্মানুগত যুদ্ধ হইতে। শ্রেয় = মঙ্গলকর।

অনুবাদ। এবং নিজ ধর্ম্মও আলোচনা করিয়া তোমার বিচলিত হওয়া (অর্থাৎ নিজ ধর্ম্ম হইতে টলিয়া যাওয়া) উচিৎ হয় না, যেহেতু অপরিত্যজ্য ধর্ম্মানুগত-যুদ্ধ হইতে ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর অন্য কিছু নাই। (তোমার পুরুষকার সম্পন্ন হইয়া থাকা উচিৎ)।

রামানুজ। যজ্ঞে পশুবলি পুণ্যকাণ্ড, সেইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধও। মৃত্যুতে নূতন দেহ (২।২২) ; ইত্যাদি।

শঙ্কর সন্ন্যাসী, যুদ্ধাদির সমর্থক নহেন, তাই ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ইহা লৌকিক ন্যায়, পারমার্থিক নহে। (ভগবান কিন্তু বারবার স্বধর্ম্ম পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। স্বধর্ম্ম পালনই গীতার পাদপীঠ ; সমস্ত বইখানাই যেন, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত)।

ব্রহ্মসূত্র (৩।৪, ৩২-৩৩), আশ্রমচিহ্নিত কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণ, বলিয়াছে।

এই শ্লোক এবং পরের কয়েকটী শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের গোড়ার দিকের বিশেষ আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। যথা অর্জ্জুনের সে সময়কার কম্পমান ও বিচলিত অবস্থা বিকম্পিতুম্ শব্দে লক্ষিত হইয়াছে।

দার্শনিক যুক্তি হইতে স্বধর্ম্ম পালন যুক্তিতে আসিবার হয়তো আরও অনেক কারণ ছিল, স্বধর্ম্ম পালন যুক্তি মাথায় সহজে প্রবেশ করে, দার্শনিক যুক্তি তত সহজে করে না।

মধুসূদনের মতে স্বধর্ম্মমপি ইত্যাদি এই আটটি শ্লোকে প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে, এই উক্তি বিবৃত করা হইল।...ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ নিষিদ্ধ তো নহেই বরং কল্যাণকর। ক্ষত্রিয় রাজার প্রজাপালন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার জন্য দুষ্টের দমন চাই ইত্যাদি। (পরাশর সংহিতা ও মনু সংহিতা)

Quran—If you be afraid of fighting or be negligent in defending yourselves, your possessions will be taken away and the sanctity of your home and hearth will be violated....

মহাভারত। ১২।২২।৩ (গীতাপ্রেমী)। মনুসংহিতায় ও পরাশর সংহিতায় ক্ষাত্রধর্ম্মের বিশদ বর্ণনা আছে।

মহানামব্রত। চারিটি দিক হইতে অর্জ্জুন বিশ্লেষণ চালাইয়াছেন। (১) শরীরের দিক (২) মনের দিক (৩) নীতির দিক (৪) বুদ্ধির দিক। শারীরিক দিক হইতে অর্জ্জুন জানাইতেছেন যে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছে (১।২৮-২৯) ; মানসিক দিক হইতে, স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব (২।৩-৭) ; নীতির দিক হইতে, "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ (১।৩৬), অহোবত মহৎ পাপ (১।৪৪) ; বুদ্ধির দিক হইতে বলিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধি স্থির নাই, "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ (২।৬)। যুদ্ধ না করিয়া ইহাদের হাতে মরা ক্ষেমতর বলিতেছেন। ভগবান উত্তর দিলেন। "যুদ্ধ শ্রেয় নহে"র উত্তর ২।৩২। "শরীর কাঁপিতেছে"র উত্তর" ন বিকম্পিতুমর্হসি"। মনে সুখের আশা নাই'র উত্তর ২।২২। "যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে" তাহার উত্তর, না করিলে পাপ হইবে (২।৩৩) "ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।...ভীষ্ম দ্রোণ গুরু হইলে কি হইল, শাস্ত্রে গুরু ত্যাগেরও বিধি আছে...গুরু যদি শাস্ত্র বিগর্হিত পথে গমন করেন"। জয় ভাল, কি পরাজয় ভাল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তাহার উত্তর দ্বন্দ্বের ভূমিটাই অশিব, দ্বন্দ্বের প্রতি দৃষ্টি সমান রাখারূপ দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে দাঁড়াইয়া কাজ করিলে, কোন পাপ হইবে না, (২।৩৮ ; ৫।২০)।

ভূপেন্দ্রনাথ। (৩১) ধর্ম্মযুদ্ধ কি ? ধর্ম্মরক্ষার্থ লোক মারা, সে বাহিরের ধর্ম্ম। ক্ষত হইতে পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যিনি আত্মরক্ষা ও অপরকেও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা করেন, তিনিই আসল ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ হইতে অপলায়ন ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম। সাধনের পথ নীরস ও বিঘ্নসঙ্কুল, যিনি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ না হন তিনিই ক্ষত্রিয়।

শ্রীধর। অর্জ্জুনের "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ও "ন চ শ্রেয়ো হনুপশ্যামি" ইত্যাদির উত্তর। স্বজনবধ পাপ, তাহার উত্তর "ধর্ম্ম্যাৎ"।

(৩২) আর কি কারণে ধর্ম্ম-যুদ্ধ কর্ত্তব্য ? তাহাতে বলিলেন—

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

পদচ্ছেদ। যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ স্বর্গ-দ্বারম্ অপাবৃতম্, সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধং ঈদৃশঃ।

অন্বয়। পার্থ, যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশম্ যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে।

কঠিন শব্দ। চ=আবার। যদৃচ্ছয়া=আপনা হইতে, বিনা চাওয়ায়। উপপন্ন=উপস্থিত। স্বর্গদ্বারম অপাবৃতম্=তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যাওয়া স্বর্গের দ্বার স্বরূপ ; যজ্ঞাদির দ্বারা মৃত্যুর পরে স্বর্গে প্রবেশ লাভ হয়, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। বিনা চাওয়ায় পাওয়া, অর্থাৎ তুমি নিজে যুদ্ধ ঘটাও নাই, তোমার শত্রুরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। সুখিনঃ=ভাগ্যবান। এইপ্রকার যুদ্ধ যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারাই সুখী।

অনুবাদ। বিনা চাওয়ায় উপস্থিত ও তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যাওয়া

স্বর্গের দ্বার স্বরূপ, এইপ্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ করে। (মহাভারত, ১১।৯।১৮, গীতাপ্রেমী)।

অর্জ্জুন, স্বজন-বধে সুখ কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (১।৩৬, ৩৭) ও কিসে সুখী হইতে পারেন জানিতে চাহিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণও যেন তাহারই উত্তর দিলেন। জোর করিয়া বিনা আহ্বানে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া অন্যায়, কিন্তু স্বধর্ম্ম রক্ষায়, বা কেহ অপমান করিলে, বা কাহারও দ্বারা আহ্বানিত হইলে, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করাই নীতি। এরূপ যুদ্ধ প্রার্থনীয়। 'যুদ্ধ করা পাপ', ইহা সামান্য বাক্য ; আর কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না, ইহা বিশেষ বাক্য ; সামান্য বাক্য হইতে বলবৎতর।

যুদ্ধে কিরূপ লোককে বধ করিবে না, মনু সে বিষয় বলিয়াছেন "নচ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং, ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং, ন মুক্তকেশং নাসীনম্ ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ইত্যাদি।

মনুবাক্য। গুরু, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞাতা, বেদান্তপারগ, আততায়ীভাবে ইহাদের যে কেহই আসুক না কেন, তাহার হিংসায় ব্রহ্মহত্যা হয় না ; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আততায়ী ব্রাহ্মণবধে প্রত্যবায় হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত আছে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিলে নিজের সুকৃতি চলিয়া যায় ও বিপক্ষের দুস্কৃতি নিজের উপর আসে।

ভূপেন্দ্রনাথ। (৩২) সাধন লাভ করা সৌভাগ্যের কথা। স্বর্গদ্বার খোলার মত সুষুম্নার দ্বার, নাড়ীচক্র বিশুদ্ধ হইলে খুলিয়া যায়, ও তাহার ভিতর প্রাণবায়ু চলাচল করে; তাহাতে মনের উন্মনীভাব প্রাপ্তি ঘটে। মন শূন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ নিরালম্বে স্থির হয়, তখন সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূল হইয়া যায়।

৩২ হইতে ৩৩ শ্লোকে, শঙ্কর শ্রীধরাদি হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল না. সেগুলি সবই আমাদের ব্যাখ্যাগুলির ভিতর আছে।

(৩৩) এই ধর্ম্মযুদ্ধ যদি করা না হয়, তাহা হইলে কি রকমের ক্ষতি হইবে বলিতেছেন—

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

পদচ্ছেদ। অথ চেৎ ত্বম্ ইমম্ ধর্ম্ম্যম্ সংগ্রামম্ ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মম্ কীর্ত্তিম্ চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি।

অন্বয়। অথ চেৎ ত্বম্ ইমম্ ধর্ম্ম্যম্ সংগ্রামম্ ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মম্ কীর্ত্তিম্ চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি।

কঠিন শব্দ। অথ=ইহার পরে বা ইহা জানিয়াও। চেৎ=যদি। ধর্ম্ম্যং সংগ্রামম্=অপরিত্যজ্য ধর্ম্মযুদ্ধ। হিত্বা=ত্যাগ করিয়া। অবাপ্স্যসি=প্রাপ্ত হইবে। ততঃ=তাহা হইলে।

অনুবাদ। ইহার পরও যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তুমি স্ব-ধর্ম্ম (নিজ ক্ষাত্র-ধর্ম্ম) ও যশ ত্যাগে পাপ প্রাপ্ত হইবে। (তোমার শত শত কীর্ত্তি আছে, তুমি মহাদেবের সহিত যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, বিরাটের গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদিকে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলে, ইত্যাদি, সব কীর্ত্তি, সব সুনাম, তোমার নষ্ট হইয়া যাইবে। তুমি যুদ্ধ করা পাপ বলিয়াছ এবং যুদ্ধ ত্যাগে পুণ্য হইবে ভাবিয়াছ ; পুণ্য তো হইবেই না এই যুদ্ধ ত্যাগে বরং ঘোর পাপ হইবে। (মহাভারত ৬।৭৩।৪ গীতাপ্রেমী) ।

War is honourable.
In those who do their native rights maintain.
In those whose swords, as iron barriers are
Between the lawless spoiler and the weak.

Joanne Baillie

ভূপেন্দ্রনাথ। "যদিস্থাৎ 'ক্রিয়া না কর, তাহা হইলে কূটস্থ ব্রহ্মে না থাকায় পাপ হয়।" বিষয়ের দিকে মন ছুটিবে। স্বধর্ম্মে=আত্মভাবে থাকা; অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থা। কীর্ত্তি=সাধন করিতে করিতে যে সব যোগলক্ষণ পরিস্ফুট হয়।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

পদচ্ছেদ। অকীর্ত্তিম্ চ অপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে অব্যয়াম্, সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে।

অন্বয়। চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিম্ অপি কথয়িষ্যন্তি, সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ চ অতিরিচ্যতে।

কঠিন শব্দ। ভূতানি=সকল লোকে। অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিম্=ক্ষয়হীন, শাশ্বতী—অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী দুর্নাম। কথয়িষ্যন্তি=ঘোষণা করিবে, কথায় কথায় প্রচার করিবে। সম্ভাবিতস্য=সম্মানিত লোকের। মরণাৎ চ=মৃত্যু অপেক্ষাও। অতিরিচ্যতে=অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক হইয়া থাকে।

অনুবাদ। আরও, সকল লোকে তোমার দীর্ঘকাল স্থায়ী দুর্নাম ঘোষণা করিবে। সম্মানিত লোকের দুর্নাম মরণেরও অধিক, অর্থাৎ মৃত্যু অপেক্ষাও হানিকারক হইয়া থাকে। (দুর্য্যোধনাদি তোমাকে অতি কাপুরুষ বলিতে থাকিবে)।

অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে—ভিক্ষা করিবেন, অকীর্ত্তি হয় হউক; শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অকীর্ত্তি মানী লোকদের মরণেরও অধিক। দুর্নাম অপেক্ষা মরণও ভাল। (মহাভারত ৫।৭৩.২৪ গীতাপ্রেমী)

ভূপেন্দ্রনাথ। অকীর্ত্তি=কূটস্থে না থাকা। সম্ভাবিত পুরুষ=যাহার মধ্যে সাধন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা আছে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

পদচ্ছেদ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ মংস্যন্তে ত্বাম্ মহারথাঃ, যেষাংচ ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।

অন্বয়। মহারথাঃ ত্বাম্ ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে, ত্বম্ যেষাং বহুমতো ভূত্বা চ লাঘবম্ যাস্যসি।

কঠিন শব্দ। উপরতং=নিবৃত্ত। মংস্যন্তে=মনে করিবেন। বহুমতঃ—"বহু গুণে ভূষিত" এই রূপ সকলকার মত; সম্মানিত। ভূত্বা চ=হইয়াও। লাঘবম্=লঘুতা। যাস্যসি=প্রাপ্ত হইবে।

অনুবাদ। মহারথগণ তোমাকে ভয় বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ মনে করিবেন। তুমি যাহাদের নিকট সম্মানিত ছিলে, এরূপ হইয়াও (এখন) লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। (কেহ বুঝিবে না যে তুমি স্বজন প্রীতিতে ও গুরুজন বধ পাপ ভয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছ)।

ভুপেন্দ্রনাথ। সাধন ছাড়িয়া দিলে রিপুরা যে যাহা বলিবে, করিতে হইবে।

(৩৬) আর নিন্দাটা কিরূপ হইবে, ভাবিয়া দেখ—

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬।

পদচ্ছেদ। অবাচ্যবাদান্ চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তব অহিতাঃ! নিন্দন্তঃ তব সামর্থ্যং ততঃ দুঃখতরম্ নু কিম্?

অন্বয়। তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যম্ নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরম্ কিং নু?

কঠিন শব্দ। অহিতাঃ=শত্রুগণ। সামর্থ্য—শক্তি; স্তুতি যোগ্যতা (মধুসূদন)। নিন্দন্তঃ=নিন্দা করিতে করিতে। অবাচ্য-বাদান্

=অকথ্য কথা। বদিষ্যন্তি=বলিবে। ততঃ=তাহা অপেক্ষা। কিম্ নু =আর কি আছে ?

অনুবাদ। তোমার শত্রুরাও তোমার শক্তির নিন্দা করিতে করিতে অনেক অকথ্য কথা বলিবে ; তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

৩৫ ও৩৬ শ্লোকে শ্রী কৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন যে লোকে, অর্জ্জুনকে মরণ ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিবে ; অর্জ্জুনের পক্ষে তাহা হইতে দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে অর্জ্জুনের যুদ্ধ ত্যাগ করার ইচ্ছা কিরূপ অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর তাহা দেখাইলেন। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিতে এই সব নিন্দা ইত্যাদির কথা বলিলেন, কারণ অন্যত্র বারবার নিন্দা স্তুতিতে উদাসীন থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন। এখানে চতুরভাবে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় রক্ত গরম করিয়া দিলেন।

ভূপেন্দ্র নাথ। ইন্দ্রিয়েরা বলিবে 'আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চাহিয়াছিলে, এই বার নিজ সামর্থ্য কত, টের পাইলে তো ?

(৩৭) ধর্ম্মযুদ্ধ শুধু কর্ত্তব্যই নহে, সর্ব্বোতোভাবে তাহা লাভের। মরিলেও লাভ, জিতিলেও লাভ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

পদচ্ছেদ। হতঃ বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্, তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত-নিশ্চয়ঃ।

অন্বয়। হতঃ বা স্বর্গম্ প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীম্ ভোক্ষ্যসে ; তস্মাৎ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত-নিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ। (প্রাপ্স্যসে, প্রাপ্স্যসির পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। ভোক্ষ্যসে=ভোগ করিবে। কৃত-নিশ্চয়=স্থির সংকল্প হইয়া। উত্তিষ্ঠ=উঠ। স্বর্গ=পরম নিঃশ্রেয়স (রামানুজ)।

অনুবাদ। নিহত হইলে স্বর্গ লাভ করিবে ও জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। সেই হেতু, হে কুন্তী-পুত্র (অর্জ্জুন), যুদ্ধের জন্য স্থির-সংকল্প হইয়া উঠ।

তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যু তাহাকে স্বর্গে লইয়া যায়। আর যুদ্ধে জয়ী হইলে, ভোগের জন্য ধরণী লাভ হয়। মরিলেও লাভ, জিতিলেও লাভ। অতএব মনে মনে ইতস্ততঃ না করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থিত হও।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে মরা বা মারা কোন্‌টা ভাল ? (২।৬)। শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহার উত্তর এই শ্লোকে দিলেন। আর, কোনও দিকেই দুঃখের কারণ নাই, (অন্ততঃ লোক যুক্তি অনুসারে), এই শ্লোক তাহাও দেখাইয়া দিতেছে। এই শ্লোক গুরুত্ব পূর্ণ; উপসংহারে চমৎকার শ্লোক। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে লওয়াইতে চতুর ও চমৎকার উপদেশ।

রামানুজ। স্বর্গ—পরম নিঃশ্রেয়স। এ যুদ্ধ পরম পুরুষার্থ, মোক্ষের সাধন। শঙ্করঃ—শত্রু মারিব বা মরিব ইহা নিশ্চয় করিয়া দণ্ডায়মান হও।

মধুসূদন। অর্জ্জুন মনে করিতেছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও জ্ঞাতি বধ নিবন্ধন সাধারণ লোকের নিন্দা; যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেও শত্রুদের নিন্দা; অতএব নিন্দার হাত হইতে অব্যহাতি নাই। কিন্তু ভ গবানএই উভয়তঃপাশারজ্জুকে ছেদন করিয়া দেখাইলেন, দুইদিকেই অর্জ্জুনের লাভ।...কর্ত্তব্য যুদ্ধ, কাম্য কর্ম্ম নহে। যদি কর্ত্তব্য বোধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হও, তাহা হইলে স্বর্গ রূপ ফল, বিনা কামনায় আনুষঙ্গিক ভাবে লাভ হইবে, যেমন আম্র বৃক্ষ হইতে ছায়া ও গন্ধ

আপনিই পাওয়া যায়। আর যদি নিহত না হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ আনুষঙ্গিক ভাবে পাইবে।

শঙ্কর। অভিপ্রায় এই যে দুইই তোমার পক্ষে লাভের।

Krishna Prem. for either he shall win or shall fall—and if he falls, even then be does not fall in vain; the enemies he slew in the last battle, will not return to life in the next bixth that will be his" – The Voice of Silence.

March on march on, all hearts resolved. On vidory or death – J.B.Lisle. Let come what will I mean to bear it out, And either live with glorious victory.

Or die with fame, renown'd with chivalry.

Shakespeare

শ্রীধর। এ শ্লোক ২।৬ শ্লোকের উত্তর

ভুপেন্দ্র নাথ। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন 'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" তাই ভগবান বলিলেন, ক্রিয়া করিতে করিতে, যদি সাধন শেষ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পার, তো পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার গ্রন্থি এবং হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে, মুক্তি লাভ করিবে, আর যদি সিদ্ধিলাভ নাও হয়; স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে উচ্চাবস্থা এবং আজ্ঞাচক্রে থাকা হইবে, শরীর ত্যাগে উচ্চলোকে গতি হইবে।

(৩৮) আত্মাকে অনাত্মার সহিৎ জড়াইয়া ফেলিয়া, মানুষ সুখে দুঃখে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহা উপলব্ধি করাইতে, এবং অর্জ্জুনের বাহ্য পাণ্ডিত্য প্রণোদিত সন্যাস গ্রহণের প্রস্তাবে, আসল সন্যাস কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে অধ্যাত্ম জ্ঞানের বা সাংখ্যের আলোচনা করিলেন,

যে জ্ঞানের ভিতর আত্মানাত্ম বিবেকের সহিত সহজাত-ধর্ম্ম প্রতিপালনও পড়ে। জ্ঞানে থাকা এবং কর্ত্তব্যবোধে সহজাত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা, যে অধ্যাত্মজ্ঞানে থাকিতে চায়, তাহার পক্ষে দুই-ই কর্ত্তব্য। আনুষঙ্গিক ভাবে, অর্জ্জুনের চক্ষু ফুটাইয়া ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন মহারথী, অন্ততঃ নিজের নাম রক্ষার জন্য, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিৎ এবং অত্যন্ত নিন্দার কাজ হইবে। অর্জ্জুনের বিভ্রান্ত হইবার দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, অর্জ্জুন ভাবিতেছিলেন যে এই মরণ-যুদ্ধে তাঁহার কেবলই পাপ হইবে, কারণ তাঁহার দ্বারা কোটি কোটি লোক নিহত হইবে, আর গুরুজন বধ করায় তাঁহার উৎকট পাপ হইবে। তাহা ছাড়া স্বধর্ম্ম প্রতি-পালনের কথায় অর্জ্জুনের হয়তো ইহাও মনে হইতেছিল, যে, হউক না কেন স্বধর্ম্ম প্রতিপালন খুব ভাল কাজ, প্রতি কাজই তো বন্ধন উৎপাদক। শ্রীকৃষ্ণ এইবার উপদেশ দিবেন যে শুধু স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কেন, প্রতি কর্ম্মই এমন ভাবে, বুদ্ধিযুক্ত হইয়া করা যাইতে পারে যে তাহাতে পাপ তো হইবেই না, কোনও বন্ধন উৎপাদিত হইবে না। ইহাই, স-বুদ্ধি-যোগ-কর্ম্ম-যোগ। এই স-বুদ্ধিযোগ কর্ম্মযোগের মুখবন্ধ স্বরূপ. এবং শুধু ইহার নহে, সকল যোগের মুখবন্ধ স্বরূপ ; কারণ গীতার আসল কথা সাম্য ভাব শিক্ষা দেওয়া, প্রথমেই সেই আসল কথা আনিবার জন্য ভগবান বলিলেন :-

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

পদচ্ছেদ। সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভ-অলাভৌ জয়-অজয়ৌ, ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ন এবম্ পাপম্ অবাপ্স্যসি।

অন্বয়। সুখদুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ সমে কৃত্বা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব এবম্ পাপম্ ন অবাপ্স্যসি

কঠিন শব্দ। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ=লাভ ক্ষতি ও জয় পরাজয়। সমে কৃত্বা=সমভাব বা অবিচলিত ভাব রাখিয়া, সমান অর্থাৎ তুল্য মুল্যের জ্ঞান করিয়া ; রাগ দ্বেষ না রাখিয়া। ততঃ=তাহার পর। যুজ্যস্ব—যুক্ত হও, উদ্যোগী হও সজ্জিত হও। এবম্ (কৃতে)—এইরূপ করিলে। ন অবাপ্স্যসি—প্রাপ্ত হইবে না।

অনুবাদ। সুখ ও দুঃখকে. লাভ ও ক্ষতিকে, জয় ও পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া (রাগ দ্বেষ না রাখিয়া), তৎপরে যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত হও ; এইরূপ করিলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা" ইহাই তো সাংখ্যের কেন্দ্রীয় কথা, অনাত্মার প্রতি উদাসীনত্বের, আসল সন্ন্যাসের, কথা। ইহাই তো গীতার সর্ব্বোচ্চ উপদেশ, যে উপদেশ গীতার সকল ষট্‌কের মধ্য দিয়া পবিত্র মন্দাকিনী ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে, সেই উপদেশ সকল বিষয়ে সম-ভাব এবং সকল জীবে সমদৃষ্টি রাখা। গীতার প্রথম শিক্ষা সমতা। কর্ম্মী সেই, এবং জ্ঞানী ও সন্ন্যাসীও সেই, যে "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কথাগুলি স—বুদ্ধিযোগ কর্ম্মযোগের একটি বিশেষ খুঁটি। কি সুন্দর ভাবে সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই কথাগুলিতে মিলিত হইয়াছে। গীতার ইহা মুল শিক্ষা, ভগবান তাহা জানাইতে গীতার আরম্ভেই (২।১৫, ইহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন :— সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে, গুণাতীতের লক্ষণে, প্রভৃতি বহু বহু স্থানে, এই সমত্বের ভাব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব, এবং জীবনে নিষ্ঠার সহিত ইহাকে রাখিতে হইবে, গীতা বার বার একথা বলিবে। সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়াই

ব্রহ্মভাব। আসল অদ্বৈত জ্ঞান ইহাই, "আমি ও ব্রহ্ম এক" মাত্র এই টুকুই অদ্বৈত জ্ঞান নহে। এই শ্লোকটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কত কবিত্ব পূর্ণ তাহা কথায় বলা যায় না।

কর্ম্ম-যোগে কর্ম্ম হইতেছে কিনা, তাহা নিজের দ্বারা জানিবার, এই সুখদুঃখে সাম্য-ভাব, কষ্টি পাথর। দেখিতে হইবে মনে এ সাম্যভাব অবিচলিত রহিয়াছে কিনা? সুখেদুঃখে, জয়-পরাজয়ে, সমভাব না করিলে, নিষ্কাম ভাবে, কর্ম্মযোগের ভাবে, কেহ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। এই শ্লোকটি হইতে আরও একটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে জয় পরাজয়ে আমাদের হাত নাই, আমরা একক কর্ত্তা নহি; নিজের মানসিক শান্তির জন্য আমাদেরই সমভাব রাখিতে হইবে। কর্ম্ম আমাদের করিতেই হইবে, কিন্তু ফলের উপর আমাদের কোন হাত নাই; সেইজন্য, মনের সাম্যভাব যেন আমরা না হারাই, অর্জ্জুনের মত যেন আমরা ভাঙ্গিয়া না পড়ি।

শঙ্কর। সর্ব্বস্থানেই নিজ সাম্প্রদায়িক মতবাদ অনুযায়ী কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন (১৪-৩০) শ্লোকে আত্মার আবীক্রিয়ত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব কথিত রহিয়াছে, এবং তাহার অর্থ কর্ম্ম সন্ন্যাস। তিনি বলেন পঞ্চম অধ্যায়ে সাংখ্যের অর্থ কর্ম্ম সন্ন্যাস সেই অর্থ এখানেও রহিয়াছে।

মধুসূদন। সুখের কারণ লাভ, ও লাভের কারণ জয়ে অনুরাগ করিয়া, ইত্যাদি। যুদ্ধ, কাম্য-কর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিত্য-কর্ম্ম। আর নিত্য-কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়।

রামদয়াল। যাহার স্বাধীনতা আছে, তাহারই পাপ-পুণ্য আছে। তুমি আমার অধীনে কাজ কর, কোনও পাপ হইবে না। তোমাকে

জ্ঞানের উপদেশ দিয়া ভক্তিমার্গে আমার আশ্রয় লইয়া কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছি।

তিলক। জীবন যাপনের দুই মার্গ আছে, সাংখ্য ও যোগ; তন্মধ্যে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাস মার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাস মার্গের তত্ত্বজ্ঞানের অনুসারেই আত্মার জন্য বা দেহের জন্য শোক করা উচিত নহে।...কিন্তু এই মার্গানুসারে ইষ্ট জ্ঞান হইলে প্রথমেই যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস কেন গ্রহণ করিবে না, অথবা স্বধর্ম্ম পালনই কেন করিবে ইত্যাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্য জ্ঞান হইতে হয় না, এবং এই কারণেই বলিতে পারি যে অর্জ্জুনের মূল আপত্তি যেমনটি তেমনই রহিল। তাই ভগবান বলিলেন ইত্যাদি।

Gandhi—This is the central teaching of the Gita.

Abraham Lincoln—I am not bound to win, bat I am bound to be true. I am not bound to succeed but I am bound to live upto what I have,

Caring not for pleasure or pain
Caring not for love or gain
Without thoughs of me and mine,
Fight, fearless ; success shall be thine.

ভক্তিপ্রদীপ। Slokas 19 to 30 deal with the conception of tne pure soul, and those from 31 to 38 explain the nature of the engrossed soul and his relative duties.

শ্রীধর। আমাদের জয় বা তাহাদের জয়, কোন্‌টি শ্রেয়স্কর অর্জ্জুনের সেই প্রশ্নের ইহা উত্তর।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবৎ স্মরণ করিয়া আমার সাংসারিক সব সুবিধা হইবে, বা কাম ক্রোধ সব মিটিয়া যাইবে, এই সব ভাবিয়া ভজনা করিলে, ভজনার যে প্রকৃত ফল যে সমতা লাভ তাহা ঘটে না। শান্তির কামনাতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভগবদ্ ভজনার ফলই শান্তি তাহা ভজনা করিলেই পাইবে, এজন্য ব্যাকুল হইবার কোন প্রয়োজন নাই। মালিক কাহারও পাওনা গণ্ডা বাকী রাখে না।

রামানুজ। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন, ইহা জানিয়া সুখদুঃখে বিকাররহিত ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর।

Telang – Looking on pleasure and pain...as the same, prepare for battle, and thus you will not incnr sin.

১১ হইতে ৩৮ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা :—

অনেকেই এই শ্লোকগুলির ভাব ও ইহাদের যে সঙ্গতি আছে তাহা ধরিতে না পারিয়া বলেন যে এই গুলিতে গীতা যাহা চাহিয়াছে তাহা মোটেই প্রস্ফুটিত হয় নাই এবং ইহাদের ভিতর কোন সংলগ্নতা নাই। আমরা একাদশ শ্লোক লইবার সময় বলিয়াছিলাম যে সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞান কি ভাবে গীতার পাদপীঠ হইয়াছে, এবং এই শ্লোক গুলির ভিতর সংলগ্নতা বা সঙ্গতি কি ভাবে রহিয়াছে, পরে সংক্ষেপে তাহা আমরা দেখাইয়া দিব। এইখানে সংক্ষেপে তাহা দেখান হইল।

ভগবান বলিলেন, এ সময় যাহা দুঃখ করিবার ব্যাপার নহে, তাহা লইয়া দুঃখ করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানীর মত কথা কহিতেছ। যুদ্ধে কে বাঁচিবে কে মরিবে, কে অগতাসু থাকিবে কে গতাসু হইবে, যে মরিবে তাহার কি গতি হইবে, তাহার বিধবার ও শিশু পুত্রদিগের কি দশা হইবে, পণ্ডিতেরা এ সব দুঃখ সূচক আলোচনা করেন না। "আমি যদি সন্ন্যাস লই, সকলে অগতাসু থাকিবে, আর যদি যুদ্ধ করি, উহাদিগকে গতাসু করা হইবে এ সব আলোচনা এখন করা বৃথা।

যাহা পাকা, তাহায় বিষয় ভাব; যাহা কাঁচা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইও না। দেহ "অসৎ", দেহ-সম্বন্ধ কাঁচা সমন্ধ।

আমাদের এই জন্ম প্রথম ও শেষ জন্ম নহে। ইহা অভিনয়; অভিনয় করিতে নানাবেশে নানা সম্বন্ধে আমাদের বার বার আসিতে হয়। তোমার ভিতরকার যে আসল বা পাকা "তুমি", সে অর্জ্জুন নহে; সে এই জন্মে অর্জ্জুনের পোষাকে আসিয়াছে। পূর্ব্ব জন্মে সে অন্য পোযাকে ছিল, পরের জন্মে সে অন্য পোষাকে আসিবে। বস্তুতঃ, "দেহীরা" কেহ কাহারও সহিৎ কোনও সম্পর্কে অবস্থিত নহে। যখন প্রকৃত অবস্থা এইরূপ, তখন স্বজন-প্রীতির মোহ, কর্ত্তব্যের উপর উঠিয়া, দেহীকে যেন মুহ্যমান না করে। দেহ চিরকাল এক রকম থাকে না। কাল আমি বালক ছিলাম আজ আমি যুবক হইলাম কেন, ইহা লইয়া কেহ শোক করে না। কৌমারের পরে যৌবন, যৌবনের পরে জরা অপরিহার্য্য ভাবে আসিবেই। অপরিহার্য্য মৃত্যুও সেই রূপ একদিন আসিবেই। মৃত্যু স্বাভাবিক ব্যাপার। যুদ্ধে মৃত্যু, বা কোনও মৃত্যু, ধীর ব্যক্তিকে কাতর করিবার মত এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কোনও বোধ, তাহা শীত গ্রীষ্ম বোধই হউক, বা সুখ দুঃখ বোধই হউক, বা জরা মরণের যন্ত্রণা বোধই হউক, তাহা অনন্ত কালের নহে। এই জ্ঞানে, দুঃখ যন্ত্রণা যাহা অপরিহার্য্য তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। যন্ত্রণারূপ মৃতত্বে যে প্রভাবান্বিত না হয়, অমৃতত্ব বা অমরত্ব তাহারই পাওয়া হয়।

পরিবর্ত্তনশীল বিনশ্বর দেহ লইয়াই তোমার যত চিন্তা। পরিবর্ত্তনশীল যাহা, তাহাকে "অসৎ" বলে কারণ সে কখনও "ভাবঃ ন" অর্থাৎ চিরাস্তিত্বশীল হয় না, যেমন দেহ চিরাস্তিত্বযুক্ত নহে। আর অপরিবর্ত্তনশীল যাহা, তাহাকেই "সৎ" বলে, কারণ সে কখনই "অভা-

খঃ ন", অর্থাৎ অনস্তিত্বশীল হয় না, যেমন দেহী হয় না। দেহী, আমাদের ভিতরের যাহা আসল "আমরা"। ইহাই সদসৎ বিচার আত্মা-অনাত্মা বিচার, ইহা হইতে অনেক কিছু জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। তত্ত্ববিদেরা এই সব কথা চূড়ান্ত ভাবে বুঝিয়াছেন।

তাঁহারা জানিয়াছেন (১) দেহী অবিনাশী, দেহ বিনাশশীল, (২) দেহী জন্মায় না, মরে না, ইহা অজ, নিত্য, ইহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই; দেহ জন্মায়, মরে, দেহ ক্ষয়-বৃদ্ধি-শীল, (৩) দেহী মরে না, মারেনা; দেহ মরে মারে। (৪) দেহী দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ফেলিয়া চলিয়া যায়; দেহ শত চেষ্টাতেও সমর্থ হয় না, দেহীকে ডাকিয়া আনিয়া সেই ত্যক্ত বস্ত্র আবার পরিধান করাইতে (৫) দেহী অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বগত, স্থানু, অচল ও সনাতন; দেহ কিন্তু তা'র বিপরীত; (৬) দেহী অব্যক্ত, অচিন্ত্য অবিকার্য্য এবং অতি-আশ্চর্য্য কিছু; কারণ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া তাহার নাগাল পাই না; দেহ কিন্তু সেরূপ নহে, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অনেক কিছু জনাতে পারি। দেহ, দেহী; যখন চিরকাল এই রূপ হইয়া আসিয়াছি, এবং চিরকাল এই রূপ হইবে, তখন ইহাতে শোক করিবারর কি আছে? শোকের দ্বারা দেহ অবিনশ্বর বা দেহী বিনশ্বর হইয়া যাইবে না। আর যদি দেহীকে বিনশ্বরই ভাব, তাহাতেই বা শোকের কি পাইবে? বরং সে ভাবায়, মৃত্যুব পরে পাপাদি ভোগের জন্য কেহ থাকিয়া যায়, এ ভয় চলিয়া যাইবে।

দেহী একদিন, দেহকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেই; অতি স্নেহের আত্মীয়ের দেহেই হউক বা নিজের দেহেই হউক্, দেহীকে জোর করিয়া বা কাঁদিয়া-কাটিয়া ধরিয় রাখা যাইবে না। এই সত্য যন উপলব্ধিত হইবে, যখন বুদ্ধিগম্য হইবে যে দেহ ও দেহী, অনাত্মা

এবং আত্মা, এই রকমেরই, তখন স্বজন প্রীতির মোহ তো সামান্য কথা, কোন রকম শোক, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ভীতি থাকিবে না।

এই জ্ঞান যাঁহারা আয়ত্ত্ব করিতে চাহেন তাঁহারা নিজদের সাংখ্য যোগী বলেন। সাংখ্য শব্দের মুখ্য অর্থ জ্ঞান বা আধ্যাত্ম জ্ঞান, যে অধ্যাত্ম জ্ঞানে শুধু আত্মজ্ঞান বা পাকা আমি-চেনা পড়ে, তাহা নহে, সহজাত ধর্ম্ম পালনও পড়ে। গৌণ অর্থ, কর্ম্ম বন্ধন এড়াইতে আত্মজ্ঞানে স্থিত থাকিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাস করা; আরও গৌণ অর্থ, জ্ঞানে মাথা না দিয়া, সন্নাসী হওয়া, যেমন অর্জ্জুন হইতে চাহিতেছেন। সাংখ্য মতে আত্মজ্ঞানে স্থিত থাকিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাস করার অর্থ কর্ম্ম না করা, কারণ পাপপুন্য সকল কর্ম্মেই কর্ম্মবন্ধন আনে। কিন্তু যে কর্ম্মে কর্ম্ম বন্ধন না আনে, বা যে কর্ম্ম, সেই উপায়ে, সেই বুদ্ধিযোগে, করা যাইতে পারে, যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন না আনে সে কর্ম্ম করিতে সাংখ্য মতে পাপ তো হয়ই না বরং সে কর্ম্ম করাই উচিৎ। ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের করাই উচিৎ, না করিলে মহাপাপ। তাহা ছাড়া, তুমি এখন যদি যুদ্ধ ছাড়, লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলিবে। তাহারা বলিবে তুমি তোমার বিপক্ষে স্থিত মহারথিদিগকে, এবং বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছ। পূর্ব্বেকার তোমার সমস্ত যশ মাটি হইয়া যাইবে। তুমি ক্ষাত্রিয়, তোমার জন্য "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্ তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"।

অধ্যাত্ম বিদ্যা শুধু সেই আত্মজ্ঞান নহে, যে আত্ম জ্ঞানে সাধারণ মানুষ বোঝে সংসার ত্যাগ করা। ইহা, মানুষকে কি ভাবে থাকা উচিৎ, তাহার জ্ঞান। নিস্কাম ভাবে রাগ দ্বেষহীন ভাবে নিজ স্বধর্ম্ম পালন, এই জ্ঞানের একটি মস্ত কথা। বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপক ভাবে এই অধ্যাত্মজ্ঞানেরই অঙ্গ সমূহ আত্মজ্ঞান, স্বধর্ম্মজ্ঞান, কর্ম্মযোগ

ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ ; আর, সকল যোগের সার কথা গুণাতীত হওয়া ও সমত্ব দৃষ্টি লাভ করা। যত্নশীল হইয়া সেই দৃষ্টি লাভ করিয়া তুমি সুখদুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়া জয়ৌ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈব পাপমবাপ্স্যসি। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্য ইহাই সেই সাংখ্য বিচার পার্থ, যাহা মনে বসাইয়া লইলে, তোমার স্বজন প্রীতির মোহ ও স্বধর্ম্ম ত্যাগের ইচ্ছা তোমাকে প্রভাবান্বিত করিবে না।

তুমি পাপ ভয়েও কাতর হইয়াছ। তোমাকে সাংখ্য বিচারের কথাতেই বলিয়া দিয়াছি, যে যদি মনে রাগ দ্বেষ না রাখিয়া, সমত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া কাজ কর, তাহা হইলে নৈবপাপমবাপ্স্যসি। যদি নিষ্কাম নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত হইয়া, ভগবানকে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে মনে রাখিয়া কাজ কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম পালনের তো কথাই নাই,'কোন কর্ম্মও তোমাকে বন্ধনে ফেলিবে না। এই ভাবে কাজ করাকে বুদ্ধিযোগে কাজ করা বলে, যে বুদ্ধিযোগ স্থিতপ্রজ্ঞা আনে, আর কর্ম্মকে কর্ম্মযোগে উন্নীত করে, বুদ্ধিযোগের বিচার এইবার শ্রবণ কর।

(৩৯) এইবার নূতন বা তৃতীয় প্রকরণ আরম্ভ হইল। কি ভাবে কর্ম্ম করিলে পাপ হইবে না, তাহার বিবৃতি। যে কোনও বিষয় হউক্ না কেন, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, যাহাই হউক না কেন, তাহাতে প্রবেশ লাভের জন্য উপযোগী বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধি-যোগ সেই উপযোগী বুদ্ধিতে যুক্ত হওয়া। কর্ম্মে, যে নীতিতে কাজ করিলে, পাপ হইবে না, কর্ম্ম বন্ধনে পড়িতে হইবে না, সেই নীতিতে যুক্ত হওয়ার নাম, বুদ্ধিযোগে যুক্ত হওয়া। ভগবান বলিলেন, তোমার মোহ অতিক্রম করাইতে তোমার স্বকপোল-কল্পিত প্রজ্ঞাবাদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিতে, তোমাকে

সাংখ্য যোগ, অর্থাৎ অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা, অর্থাৎ কাঁচা আমি, পাকা আমির কথা ও স্বধর্ম্ম পালনের কথা বলিলাম, এইবার বুদ্ধিযোগের কথা বলিব। কর্ম্মকে করিতে হইবে "কর্ম্মযোগ," যাহার পাদ-পীঠ এই বুদ্ধিযোগ। কাজ করিলেই কর্ম্ম বন্ধনে পড়িতে হয়, তাহা স্বধর্ম্ম পালন রূপ ক্রিয়াই হউক বা যাহাই হউক না কেন।:: কোন্ নীতিতে বা কোন্ বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে, তাহা সুষ্ঠু ভাবে করাও হইবে, আর, কর্ম্মবন্ধনে পড়াও হইবে না, তাহা শিখিয়া লও। বুদ্ধি যোগে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম যদি কোনও কারণে খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহা নষ্ট হইয়া যায় না; ঐ নষ্ট হইয়া যাওয়া রূপ ভীতিপ্রদ ব্যাপার ঘটিবার আশঙ্কা ইহাতে নাই। নীতিগুলি এইবার শোন। মনকে কাঁচা আমির ছেঁড়া ছিঁড়ির নানা টানে না ফেলিয়া পাকা আমিতে একাগ্র ভাবে স্থিত রাখিবে, (ইহাই বেদান্তের সদসৎ বিবেক)। জাগতিক বা পারলৌকিক সুখের চেষ্টায় মত্ত থাকিবে না, উহা ত্যাজ্য, উহা সমাহিত-চিত্ত আনে না (এই ত্যাজ্যভাব রাখা বেদান্তের ইহামুত্রফল-ভোগ-বৈরাগ্য)। লক্ষ্য রাখিবে, গুণাতীত অবস্থা পাইতে, তাহার জন্য চাই নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান" হওয়া। এই পাওয়াই, বেদকে প্রকৃত ভাবে জানা; যে ইহাতে স্থিতি পায়, তাহার সব জানা হইয়া যায়।

কর্ম্ম করিতেই তোমার জন্ম, প্রারব্ধের বশেই কর, বা নিজের স্বাধীনতায় (free will) কর; যেমন ভাবেই কর না কেন, মনে রাখিও, এমন ভাবে কর্ম্ম করিবে যেন তাহা কর্ম্মফল উৎপন্ন না করে, কর্ম্মবন্ধন না আনে, আর মনে রাখিবে, তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফল ঘটান তোমার অধিকারে পড়ে না; তুমি যাহা আশা করিতেছ, হয়তো তাহা নাও ঘটিতে পারে। কর্ম্মবন্ধন এড়াইতে কর্ম্ম ত্যাগ

করা, তাহাও চলিবে না, কারণ কর্ম্মত্যাগও কর্ম্ম, ইহা বিকট কর্ম্ম-বন্ধন আনে। মনকে সাম্য ভাবে রাখিবে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে বিচলিত হইবে না, এই সাম্যভাবে যুক্ত থাকাই "যোগ"। সাম্যবুদ্ধিতে যুক্ত থাকিয়া, কর্ম্ম করাই, কর্ম্ম করার কৌশল। ইহাতে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না, জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে পড়িতে হয় না, অনাময় পদলাভ হয়। এই সাম্যবুদ্ধি যুক্ত হওয়া, বা যোগ যুক্ত হওয়া (যাহার জন্য প্রয়োজন হয় স্থির বুদ্ধি বা স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া ও যাহা গুণাতীত হইবার একটি বিশেষ ধাপ)—ইহা তোমার হইবে, যখন তুমি বিভ্রান্তকারী সকল রকম বিষয় হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইবে।

নিম্নের (৩৯—৫৩) শ্লোক গুলিতে, এই বুদ্ধিযোগের কথা বলা হইযাছে। তাহার পর আসিবে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় কি ঘটে তাহার বর্ণনা, যে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় থাকাই ব্রাহ্মী স্থিতি)।

৩৯। এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়াপার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।

পদচ্ছেদ। এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ।যোগে তু ইমাং শৃণু, বুদ্ধ্যা যুক্তঃ যয়া পার্থ কর্ম্ম-বন্ধং প্রহাস্যসি।

অন্বয়। পার্থ, সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা; তু যোগে ইমাম্ শৃণু যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।

কঠিন শব্দ। (সাংখ্যে—আধ্যাত্ম জ্ঞান বিষয়ে যাহার, এক অংশ আত্মনাত্ম বিবেক ও অন্য অংশ স্বধর্ম্ম পালন। অভিহিতা—বলা হইল। তু—এখন। বুদ্ধি=বিচার। যোগে ইমাম্=কর্ম্ম করিবার কৌশল বিষয়ে, যাহার প্রধান কথা সমত্ব, তাহার বিষয়ে 'বুদ্ধি বা

বা বিচার বা উপায়'। "ইমাম্" কে 'বুদ্ধি বা বিচার' মাত্র, না বলিয়া 'বুদ্ধি-যোগ' বলা ভাল হইবে; বুদ্ধিযোগ কথা আমরা নূতন করিয়া আনিলাম না, গীতায় ভক্তিযোগ ষট্কে ও জ্ঞানযোগ ষট্কে ব্যবহৃত হইয়াছে; তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং, দদামি বুদ্ধি-যোগং তম্ যেন মামুপযান্তি তে (১০।১০); "চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্ত মৎপরঃ, বুদ্ধি-যোগ মুপাশ্রিত্য মৎ-চিত্তঃ সততং ভব (১৮।৫৭)।

এ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে বুদ্ধি-যোগ কথা পরিষ্কার ভাবে রহিয়াছে; পরেও আছে।

এই শ্লোকের আরম্ভেই **বুদ্ধি-যোগ** কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তিতে তাহাই বুদ্ধি যোগ যাহা বুদ্ধিতে যুক্ত রাখিলে ভক্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও উদ্দীপিত হওয়া যায়; জ্ঞান যোগে তাহাই বুদ্ধি যোগ যাহা বুদ্ধিতে যুক্ত রাখিলে জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত ও উদ্দীপিত হওয়া যায়; সেই রূপ কর্ম্ম করিবার কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযোগের বুদ্ধিযোগ। যোগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; বুদ্ধিযোগও তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। পরের অধ্যায় কর্ম্ম যোগের, তাহারই পূর্ব্ব সূত্র স্বরূপ এই অধ্যায়ের এই অংশকে, যাহার অনেক শ্লোকে "বুদ্ধি" কথা আসিয়াছে, কর্ম্মযোগের বুদ্ধি-যোগের বিবৃতি বলা হাইতে পারে। প্রহাস্যসি=ত্যাগ করিতে পারিবে। বুদ্ধ্যা-যুক্তঃ—যে বুদ্ধিতে বা বুদ্ধিযোগে যুক্ত থাকিলে।

অনুবাদ। পার্থ, সাংখ্যের বিচার তোমাকে বলা হইল; এইবার যোগের বা বা কর্ম্ম করিবার কৌশলের, যাহার প্রধান কথা সমত্ব, ও যাহাকে পরে কর্ম্মযোগ বলা হইবে, তাহার বুদ্ধি বা উপায়ের বিষয় শ্রবন কর, যে বুদ্ধিযোগে যুক্ত থাকিলে তুমি কর্ম্ম বন্ধন

পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। বুদ্ধি-যোগও "যোগ" ; গভীর ভাবে যুক্ত বা নিমগ্ন হওয়া অবস্থা যোগ নামে সাধারণতঃ অভিহিত হয়। বুদ্ধি, নিম্ন প্রাণীতে **instinct** বা "স্বাভাবিক বোধ", উচ্চ অবস্থায় বুদ্ধি, গভীর ভাবে নিমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধি-যোগ, সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় প্রজ্ঞা নাম পায় ; ইহারই এক বিভাব বোধি। মন সংকল্প বিকল্প করে ; বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মিকা ভাবের হয়। কাপিলিক সাংখ্য-দর্শনে বলে যে, বুদ্ধিতে থাকে (১) জ্ঞান (২) ধর্ম্ম (৩) বৈরাগ্য (৪) ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্বকে, মস্তিষ্কদ্বারা আয়ত্তীকৃত করিবার ক্ষমতাকে বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি-যোগে আমরা এইভাবের জ্ঞান বৈরাগ্যাদি পাই।

গীতার লক্ষ্য **গুণাতীত** হওয়া। তাহার প্রথম ধাপ **সমতা** ; তাহা বুদ্ধির ক্ষেত্রে আনিতে হইবে বলিয়া উপযোগী বুদ্ধি উৎপন্ন করাইতে হইবে। এইরূপ বুদ্ধিতে যুক্ত থাকাই বুদ্ধিযোগ। ।এই বুদ্ধি পাকা হইলে প্রজ্ঞা নাম পায়।

বুদ্ধিযোগে গীতায় যাহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ বিষয়ে মনে বা বুদ্ধিতে যাহা রাখিতে হইবে, যাহার সংক্ষেপ বিবৃতি পূর্ব্বে একবার ।দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই—কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত বিষয় নিষ্ফল হয় না। কোনও প্রত্যবায় হয় না, অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় বা কর্ম্মবন্ধন ভয় হইতে নিরাপত্তা আনে। মনকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়া হইতে বন্ধ করিতে হইবে ; যে, বড় কাজ গ্রহণ করে, সে তাহার মনকে ছোট ছোট কাজে যাইতে দেয় না, বিশ্বাসের সহিত এক পথ ধরিয়া থাকিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে গীতার লক্ষ্য গুণাতীত হওয়া। স্বর্গাদি প্রাপক ক্রিয়াই সব, ইহা ভাবিয়া ঘটা করিয়া তাহাতে নিমগ্ন থাকা কিছু নয়, তাহাতে সমাধি হয় না অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেকের পরে ইহামুত্র ফলভোগ বৈরাগ্য হয় না।

ত্রিগুণের উপরে উঠিতে হইবে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ ত্যাগ করিতে হইবে ; সমদৃষ্টিশালী হইতে হইবে, গুণাতীত হইতে হইবে। নির্দ্বন্দ্ব নিত্য-সত্ত্বস্থ ও আত্মবান্ হইতে হইবে। বৃহৎ ভাবে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা পাইলে, ছোট অনেক শ্রেয়ঃই পাওয়া হয়। বৃহৎমনা হওয়া, সাম্যদৃষ্টি রাখা, গুণাতীত হওয়াই ব্রহ্মভাব। কর্ম্ম ত্যাগ বিধেয় নহে, আর, মনে রাখিও, কর্ম্মতেই তোমার অধিকার, তাহার ফলে নহে। কারণ, মনোমত ফল লাভ চেষ্টা করিলেই যে হয়, তাহা নহে। তাহা ছাড়া প্রতি কর্ম্মেই বহু অবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হয় ; ও-সকলে ক্ষুণ্ণ হইবে না, কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। কর্ম্ম এমন ভাবে করিবে, যাহাতে কর্ম্মফল—অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন সৃষ্ট না হয়।

যে উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা হইবে, তাহা ঘটনাক্রমে যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ; আর তাহা যদি সিদ্ধ হয়, প্রমত্ত হইবে না। এই যে সমত্ব ভাব, ইহাই যোগ, ইহাই বুদ্ধি যোগ, সর্ব্বদা সকল কর্ম্মে এই বুদ্ধিতে গভীর ভাবে যুক্ত থাকিবে। ইহাই গীতার মর্ম্মের কথা। স্বার্থ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি-যোগে কর্ম্ম করিবে ; বুদ্ধি-যোগ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা, কর্ম্ম করার কৌশল ইহাতেই অনাবদ্ধত্ব আনে। তুমি যখন মোহরূপ মালিন্য হইতে মুক্ত হইবে, তখন শ্রুতি ও শ্রোতব্যে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে। নানা সিদ্ধান্তে যে বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে, তাহা যখন সমাহিত অবস্থা পাওয়ার জন্য যে স্থিরত্ব প্রয়োজন, তাহা প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি এই যোগ (অর্থাৎ বুদ্ধির সাম্যভাব, যাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞা বলে তাহা) পাইবে। স্থিতপ্রজ্ঞ সেই, যাহার মনে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক কামনাদি থাকে না ; যে নিজেতে অর্থাৎ পরনিরপেক্ষ ভাবে সন্তুষ্ট থাকে ; যে সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা থাকে ; যাহার কাহারও প্রতি

রাগদ্বেষ ও ভয়ভাব থাকে না ; যে শুভ অশুভ কোনটাতেই আসক্তি বা দ্বেষ প্রকাশ করে না, এবং যে ইন্দ্রিয়-সংহরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিজেকে রক্ষা করে। বিষয়ের টান বড়ই প্রবল। বাহিরে কর্ম্মত্যাগী হইলেও, মন কল্পনাতে বিষয়ের রস গ্রহণ করিতে থাকে। মন খালি থাকিতে পারে না ; সেই অবস্থায় একমাত্র উপায় মনে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করা ও ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখা ; যে তাহা করে সেই স্থিত প্রজ্ঞ। জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও ইন্দ্রিয়গণ হরণ করিতে সমর্থ হয়। বিষয়ের ধ্যান, বিষয়কে কাছে পাইতে ইচ্ছা উৎপন্ন করায়, ইহা হইতে লোভ আসে, লোভ প্রতিহত হইলে ক্রোধ হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, তাহা হইতে স্মৃতি বিভ্রম, তাহা হইতে বুদ্ধি নাশ ও তাহা হইতে বিনাশ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া আত্মার বশীভূত হয়, তখন মনও বশীভূত হয়, সেই অবস্থায় বিষয়ে ইন্দ্রিয় থাকিলেও নির্লিপ্ততা বশতঃ প্রসন্নতা থাকে। যাহার প্রসন্নতা আছে তাহারই বুদ্ধি স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রিয় যাহার বশে নাই, তাহার পরমার্থ বিষয়ে মনন বা বোধ নাই ; যাহার বোধ নাই তাহার শান্তি নাই ; যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ কোথায় ? মন ইন্দ্রিয় তাড়িত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে অনুসরণ করে, বায়ু তাড়িত জলস্থ নৌকার মত ; যাহার এরূপ অবস্থা হয়, শ্রদ্ধা তাহার হৃত হইয়া যায়। তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, যে ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত রাখিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য লোকের পক্ষে যাহা নিদ্রা (যথা ইন্দ্রিয় সংযমাদি অর্থাৎ যাহাতে অন্যেরা অচেতন থাকে), সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ চক্ষু খুলিয়া সতর্ক ভাবে থাকেন। যাহাতে অন্য লোকেরা জাগ্রত অর্থাৎ সচেতন থাকে (যথা ইন্দ্রিয়ের অসংযম, বিষয় ভোগাদি) মুনির পক্ষে তাহা রাত্রির মত, অর্থাৎ তাহা

তাঁহার কাছে অজানিত ও জানিত না হইবার যোগ্য থাকে। বিষয় সকল যাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে না, সেই-ই শান্তি পায়, যেমন নদী সকল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। যে, কামনার বিষয়-সকল পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, "কাঁচা আমি ও কাঁচা আমার" বিরহিত হইয়া বিচরণ করে, সেই-ই শান্তি পায়। এই শান্তিই ব্রাহ্মী স্থিতি, ইহা পাইলে জীব আর মোহ প্রাপ্ত হয় না ; যে এই শান্তি লইয়া মরিতে পারে, সে ব্রহ্ম- নির্ব্বাণ পাইল, বলিতে পারা যায়।

অধ্যাত্মজ্ঞানের আমরা যেরূপ চুম্বক দিয়াছিলাম, ধারাবাহিক ভাবে বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে, বুদ্ধিযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞার উপরে আমরা একটি চুম্বক দিলাম। এইবার ৩৯ শ্লোকের টীকা সমূহে আসা যাউক।

সাংখ্য = পরমার্থ বস্তু বিবেক বিষয়ে (শঙ্কর) ; সম্যক খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্ব অনয়া ইতি সংখ্যা, সম্যক্ জ্ঞানম্ তস্যাং প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহা সাংখ্য, অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান যাহাতে প্রকাশমান ; আত্মতত্ত্ব, সাংখ্য শ্রীধর। কপিল প্রণীত দর্শন শাস্ত্রের নামও সাংখ্য ; কিন্তু এখানে সে দর্শন শাস্ত্র নহে। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে এই জ্ঞান শ্রবণ কর। (শ্রীধর)।

রামদয়াল। আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া যোগ দ্বারা সাধনা, ইত্যাদি।

বিনোবা। গানের শাস্ত্র জানিলেই হয় না, গান গাহিতে শেখা চাই, প্রথমটি সাংখ্য যোগ দ্বিতীয়টি কর্ম্ম যোগ।

শঙ্কর। আমি তোমাকে সাংখ্য অর্থাৎ পরমার্থ বস্তু চিনিবার বিষয়ে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান বলিলাম ; এই জ্ঞান, সংসারের হেতু যে শোক

মোহাদি দোষ, তাহার নিবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ। ইহার প্রাপ্তির উপায় যোগের বিষয়. অর্থাৎ আসক্তি রহিত হইয়া, সুখ. দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বর আরাধনার্থ কর্ম্ম করিবার কর্ম্মযোগের বিষয়ে, ও সমত্ব যোগের বিষয়ে যে বুদ্ধির কথা একটু পরেই বলিব, তাহা শোন। রুচি উৎপাদনের জন্য স্তুতি করা হইবে। সেই যোগ বিষয়ক বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্মরূপ বন্ধন, ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্তব্য কর্ম্ম যোগের দ্বারা পরিহার করা যায়। ইহা তাহার স্তুতি, অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ আকৃষ্ট করিতে।.. শঙ্কর বলেন গীতার সর্ব্বত্র সাংখ্য অর্থে কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম পরিহার করিবে। জ্ঞান লাভের দ্বারা পাপ নাশ করিবে।

সন্তদাস—সাংখ্য জ্ঞানানুসারে যেরূপ আত্মতত্ত্বের বিচার হইয়া থাকে এবং যেরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে ভক্তিযোগের সহচর কর্ম্মযোগ (সধর্ম্ম-ভক্তিযোগ) বিষয়ে যেরূপ বিচার অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শোন।

জ্ঞানেশ্বরী। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমায় সংক্ষিপ্ত রীতিতে অপরোক্ষ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি, এইবার বুদ্ধিযোগ বলিব।

তিলক। তিলক বলেন. গীতার রহস্য বুঝিবার জন্য এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক।...যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠার এই মত্ যে, সন্ন্যাস না লইয়াই, জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে থাকাই প্রত্যেকের পুরুষার্থ, সেই কর্ম্ম-যোগেরই (যোগমার্গেরই) জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করা হইল, এবং গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত নানা সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া এই মার্গেরই পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে। গীতার বিষয় নিরূপণের, স্বয়ং ভগবানের কৃত এই স্পষ্টিকরণ দৃষ্টিতে

রাখিলে, এই বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না যে কর্ম্ম-যোগই গীতার প্রতিপাদ্য।

কেহ কেহ গীতার এ যোগ কথাটি বুদ্ধি-যোগ বা বর্ম্মযোগ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যেমন অরবিন্দ ; তিনি ইহাতে পতঞ্জলির যোগাপেক্ষা কিছু ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :— অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত, এবং সেইজন্য অপ্রাপ্ত ইচ্ছার সহিত অভেদ চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে এক আত্মা জানিয়া, আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য্য করা ; অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার চাপে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করা।

মধুসূদন। সেই সাংখ্য বিষয়ে অর্থাৎ ঐ ঔপনিষদ পুরুষ বিষয়ে যে বুদ্ধি, অর্থাৎ সেই ঔপনিষদ পুরুষের সম্বন্ধে যে জ্ঞান, যাহা সকল প্রকার অনর্থ নিবৃত্তির হেতু, তাহা বলিলাম। যে ব্যক্তির এতাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন স্থলেই কার্য্যের বিধান নাই। চিত্তের কলুষ্যত্যাদি দোষ বশতঃ যদি তোমার এই প্রকার জ্ঞানের উদয় না হয়, তাহা হইলে সেই চিত্ত-মলিনতা দোষ দুর করিয়া আত্ম-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার জন্য তোমার কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আর সেই যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে বুদ্ধিকে যেরূপ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ-সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহা সুখে, দুঃখে সম জ্ঞান ইত্যাদি সংক্ষেপে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি, শোন।...কর্ম্মবন্ধ—কর্ম্মজনিত যে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ চিত্তের অশুদ্ধি।...নিজে অকর্ত্তা ও অভোক্তা হইতেছি, আবার যুদ্ধও করিব, এবং তাহার ফলভোগও করিব, এইপ্রকার ব্যাবহারদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। সেইজন্য ভগবান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মে সমুচ্চয় হয় না।...এষা—নত্বেবাহং হইতে ২১টি শ্লোক।

..."আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মা দর্শনার্হ, এইজন্য তৎ বিষয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, ইহা যে আত্মশ্রবণাদি বিহিত হইয়াছে, শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসম্ভাবনা দূর হয় মননের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা অপনীত হয়, ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনার বিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু চিত্তের অশুদ্ধিরূপ যে দোষ তাহা শ্রবণাদি দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের আবশ্যক। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে ধর্ম্ম্য-নামক শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, আর তাহার ফলে চিত্তগত মালিন্য দূর হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহার চিত্ত-দোষ দূরীভূত হয় নাই; আর সে যখন শ্রবণাদির অধিকারীই হইতে পারে না, তখন শ্রবণাদি যে তাহার কর্ম্ম-বন্ধরূপ চিত্তদোষ দূর করিবে তাহা সুদূর পরাহত। অতএব অর্জ্জুন, তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত মলিন বলিয়া কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ সাধনই তোমার অনুষ্ঠেয়। শ্রবণ, মননাদি সাক্ষাৎভাবে আত্ম-জ্ঞান জনক বলিয়া উহারা অন্তরঙ্গ সাধন।...এইজন্য ভগবান পরে বলিবেন, কেবল মাত্র কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে। পরমার্থতত্ত্বে সব উপাধি উড়াইয়া দিয়া, উপনিষদ যাঁহাকে প্রতিপাদন করে তিনি উপনিষদ্ পুরুষ সাংখ্য।

রামানুজ। বুদ্ধিদ্বারা অবধারণীয় আত্মতত্ত্বই সাংখ্যবুদ্ধি। আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষের উপায়, তাহাকেই এখানে বুদ্ধিযোগ বলা হইয়াছে।

বিনোবা। গানের শাস্ত্র জানিলে হয় না, গান গাইতে শেখা চাই। প্রথমটি সাংখ্যযোগ দ্বিতীয়টি কর্ম্মযোগ।

নীলকণ্ঠ। ঔপনিষদ ব্রহ্মই সাংখ্য।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ভক্তিবাদী, তাঁহার মতে ভক্তিযোগে যে বুদ্ধি থাকে, এবং বলদেবের মতে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠায় যে বুদ্ধি থাকে, তাহা বুদ্ধিযোগ।

শ্রীধর। কর্ম্মযোগের অপরোক্ষ দর্শনের বুদ্ধির নাম বুদ্ধিযোগ।

কৃষ্ণানন্দ। উপনিষদের প্রতিপাদ্য সৎবস্তু পরমাত্মার নাম সাংখ্য।...যাহার ব্রহ্মে থাকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই তাহার মনোমল অপসারণ পুর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎ লাভার্থ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়।

সাংখ্যের মুখ্য অর্থ জ্ঞান বা অধ্যাত্ম জ্ঞান। গৌণ অর্থ কর্ম্ম-ত্যাগী জ্ঞানী, কারণ অনেকেই নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান চর্চ্চায় থাকিবার জন্য কর্ম্ম সন্ন্যাস করিতেন। আরও গৌণ অর্থ, জ্ঞান চর্চ্চার দিকে না গিয়া সন্নাসী হওয়া, ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়া, (অর্জ্জুনের মন এই দিকে চলিয়াছিল)। এ সব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মমার্গও, জ্ঞান মার্গেরই মত উচ্চ মার্গ, অনেক জ্ঞানীও এ মার্গে আসেন, নিষ্কামভাবে "লোক-সংগ্রহের" জন্য। এই মার্গকে যোগমার্গ বা কর্ম্মযোগ মার্গ বলা হয়। কেহ কেহ সাংখ্য বা জ্ঞান-মার্গকে (অনেকে সন্ন্যাস লইতেন বলিয়া) নিবৃত্তি মার্গ, ও যোগ বা কর্ম্ম-যোগ-মার্গকে প্রবৃত্তি মার্গ বলেন। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শন ও পতঞ্জলির যোগ দর্শন ইহা হইতে ভিন্ন বস্তু।

কর্ম্ম করিলেও তাহার ফল ভুগিতে হইবে ; "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি, অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃত কর্ম্ম শুভাশুভম্" ; ইহাই কর্ম্ম বন্ধ, (শৃঙ্খল, সোনার বা লোহার দুইই শৃঙ্খল)। কিন্তু যদি কর্ম্ম এমনভাবে করা হয় যে কর্ম্ম-ফল উৎপন্ন না হয় (মা কর্ম্ম-ফল হেতুর্ভূঃ), তাহা হইলে কর্ম্ম-ফল ভুগিবার কথাই আসে না। সেইভাবে কর্ম্ম করিবার শিক্ষা গীতা কর্ম্মযোগে দিয়াছে।

বিত্তানন্দ। এই বুদ্ধি তোমার জন্য আমি সাংখ্যমতানুযায়ী (সন্ন্যাসানুসার জ্ঞান মার্গ) বলিলাম। ইহাই কর্ম্মমার্গ অনুসার শোন।

ভক্তিপ্রদীপ। The decision about the true knowledge of self has since been described to you. Now listen to the knowledge of ভক্তিযোগ, (loving servicc to the Supreme Lord).. কর্ম্ম and জ্ঞান are paths on transient plane. while ভক্তি is on transcendental plane.

মহানামব্রত। বুদ্ধিযোগ প্রকরণ। ৩৯ হইতে ৫৩ শ্লোকে। ইহা একটি দুরধিগম্য প্রকরণ; কোন্ কথার সঙ্গে কোন্ কথার প্রাসঙ্গিকতা বা সামঞ্জস্য, আসল প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু কি এবং তাহা কোথায়—এসব নির্ণয় করা অতীব কঠিন।...ভগবান বলিলেন, এই 'যোগ' আংশিক সাধিত হইলেও ইহা ভীষণ ভীতি হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ।...নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—তাহা চিরকালই এক; ঠিক পথ; বহু নহে, এক।...এই কর্ম্মে ইন্দ্রত্ব পাইবে, ইত্যাকার পুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাহিত হয় না, বিক্ষিপ্ত হয়।...তোমাকে এই বেদবাদের উর্দ্ধে, ত্রিগুণের অতীত রাজ্যে যাইতে হইবে...প্লাবন ঘটলে ক্ষুদ্র জলাসয়গুলির পৃথক সত্তা থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী (বিজানতঃ) ব্রহ্মজ্ঞের (ব্রাহ্মণস্য) পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বিলীন হইয়া যায়। (এই ভূমিকার পর, ভগবান যাহা বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের কাছে তাহা অযৌক্তিক ঠেকিতে লাগিল)। যুদ্ধ কর আর নির্দ্বন্দ্ব হও। আত্মবান (অর্থাৎ অচঞ্চল) হও। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মে তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে। অর্জ্জুন ভাবিলেন, আত্মবানের তো কর্ম্মই নাই, জলপ্লাবনে তো পুকুর ডোবা থাকে না। বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক হীন। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পুণ্য ও দুষ্কৃতিইই

পরিত্যাগ করিয়া—অনাময় পদ লাভ করেন।...তোমার বুদ্ধি যখন দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহময় গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থ সম্বন্ধে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।...অর্জ্জুনের মনে পর পর ঐ কথাগুলির বিরুদ্ধবাচক চিন্তা উঠিল। যুদ্ধে নির্দ্বন্দ্ব হওয়া যায় না; যুদ্ধ-চাঞ্চল্যে আত্মবান হওয়া হয় না; আত্মবানের কর্ম্মেই অধিকার নাই, ফল তো দূরের কথা, কারণ জলপ্লাবনে ডোবা ইত্যাদি সব ডুবিয়া যায়। যোগস্থ হইলে কি কর্ম্ম করা চলে? বুদ্ধি-যোগাপেক্ষা কর্ম্ম, হীন; তাহা হইলে যুদ্ধরূপ হীনকর্ম্ম আমিই বা করিব কেন? (এই প্রশ্ন লইয়াই তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ। বুদ্ধি-যোগনিষ্ঠেরা...অনাময় পদ লাভ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিয়া করেন না। বিষয়-বৈরাগ্য বিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ কি কখনও স্বজন হননরূপ হীনকর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারেন? (অর্জ্জুন এখন কিছু প্রশ্ন কথা করা উচিৎ নহে ভাবিয়া চুপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে, শ্রীকৃষ্ণের শেষ শ্লোক, উহা স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধীয় ভাবিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয় জানিতে চাহিলেন, ভাবিলেন স্থিতপ্রজ্ঞেরা যুদ্ধ করেন কিনা, তাহা জানিতে পারিবেন) নতুবা এহেন সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে যোগশাস্ত্রের সুশান্ত ছাত্রের মত, abstract স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার কোন প্রয়োজন অর্জ্জুনের তখন নাই। অর্জ্জুনের সমস্যা academic নহে, সর্ব্বতোভাবেই জীবনগত। (উপদেষ্টা, তাঁহাকে উচ্চতম ভূমিতে তুলিতে চাহিতেছেন, অর্জ্জুন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না)।

Telang—The knowledge have described to you is that relating to সাংখ্য; now hear that relating to যোগ। সাংখ্য is expiained in different modes by different commentators; but

the meaning here seems to be, that the docrine stated is the doctrine of true knowledge and of emancipation by means of it,

ভূপেন্দ্রনাথ। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, অর্থাৎ কোন গুণের খেলা নাই, সৎ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাতে থাকিলে ত্রিগুণময়ী ভাবেই ভাবিত থাকিতে হয়ঃ সেইজন্ত ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে; ইহাই ব্রহ্মভাব।...মনের চাঞ্চল্যতা ও বিক্ষেপই সমস্ত পাপের মূল। এই মন স্থির হইয়া অ-মন হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা চিরস্থির চিদাকাশ-রূপ। এই স্থিরতাতে মন যখন আটকাইয়া যায়, বাহিরে আসিবার আর পথ পায় না, সেই অবস্থার নামই সম্যক জ্ঞান বা সাংখ্য, ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। এই অবস্থায় স্থির হইয়া, কি করিয়া থাকিতে পারিবে, তাহার উপায় শুন। তাহার উপায় কর্ম্মযোগ বা ক্রিয়া। ইহা দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তেতে যে কেবল "বিষয় মল" ভরিয়া আছে তাহা দূর হইয়া গেলেই চিত্ত শূন্য হইয়া যাইবে, এই শূন্যেতে গিয়া, নিজে যে কি, আর এইসব দৃশ্য পদার্থই বা কি তাহা বুঝিতে পারিবে। এমনিই জ্ঞান ভক্তি আসে না। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রথম দরকার।

গীতায় 'বুদ্ধি' শব্দ যে যে স্থলে আসিয়াছে, তাহার কিছু—২।৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৫, ৬৬; ৩।১, ২, ২৬, ৪০, ৪২, ৪৩; ৪।১৭, ১৮; ৫।১১, ১৭, ২৮; ৬।২৫, ২১, ৪৩; ৭।৪, ১০; ১০।৪, ৮, ১০, ১২।৮; ১৩।৫; ১৫।২০; ১৮।১৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৫১, ৫৭।

গীতায় 'কর্ম্ম' শব্দ যে যে স্থানে আছে তাহার কিছু—২।৩৯।৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১; ৩।১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১; ৪।৯, ১২, ১৩, ১৪,

১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪১ ; ৫।১, ২, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ; ৬।১, ৩, ৪, ৪৬ ; ৭।২৯ ; ৮।১, ৩ ; ৯।৯, ১২, ২৭, ২৮ ; ১১।৫৫ ; ১২।৬, ১০, ১১, ১২; ১৩।২০, ২৪, ২৯ ; ১৪।৭, ৯, ১২, ১৫, ১৬ ; ১৫।২ ; ১৬।৯, ২৪ ; ১৭।২৪, ২৬, ২৭ ; ১৮।২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ৩০, ৩১, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৫৭, ৬০।

(৪০) বুদ্ধিযোগে, বা সাম্যভাবে করিবার জন্য কর্ম্মে যে বুদ্ধি লাগান হয় যাহাতে কর্ম্মবন্ধন না হয়, এইরূপ কর্ম্মের প্রশংসা—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০

পদচ্ছেদ। ন ইহ অভিক্রমনাশঃ অস্তি; প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে।
স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতঃ ভয়াৎ॥

অন্বয়—ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে,
অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি, মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে॥

কঠিন শব্দ—ইহ=ইহা বা এই মার্গে অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে কর্ম্মকরা। অভিক্রম নাশ=কর্ম্মের দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা অভিক্রম, অর্থাৎ কর্ম্মফল, তাহার নাশ অর্থাৎ কৃত অংশের নিষ্ফলতা বা আরম্ভের অর্থাৎ বীজের নাশ। প্রত্যবায়=ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পাপ, উল্টা-ফলরূপ দোষ। স্বল্পমপি অস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ=এই ধর্ম্ম এরূপ যে সামান্য মাত্রও যদি আচরিত হয়, তাহা হইলেও সেই আচরণ নিষ্ফল হওয়া, বা ইতোভ্রষ্ট ততো ভ্রষ্ট হওয়া রূপ মহৎ ক্ষতি বা মহাভয় হইতে আচরণকারীকে ত্রাণ পাওয়া অবস্থায় অথবা পরিরক্ষিত অবস্থায় রাখে, আর কর্ম্ম অসম্পূর্ণভাবে কৃত হওয়ার অপরাধে এ জন্মের বা দেহাবসানে দণ্ডপ্রাপ্তিরূপ মহাভয় হইতেও কর্ম্মীকে মুক্ত রাখে। সামান্য কর্ম্মও যদি কর্ম্মযোগে কৃত হয়, তাহা হইলে "উহা সামান্য, উহা নগণ্য, উহার আবার মূল্য কি?" এরূপ ভাবে পরিগণিত হইয়া যাইবার মহাভয় থাকে না। তৎপরিমাণে সংসার বন্ধন হয় না।

অন্যান্য কর্ম্ম যদি সামান্য মাত্র করা হয় বা শেষ না করা হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হয়, ফল কিছুই হয় না। মাত্র একটি নয়া পয়সা যদি দান

করা হয়, তাহা হইলে পয়সাও যায় নামও হয় না। কিন্তু এ ধর্ম্ম সেরূপ নহে। কর্ম্মযোগী বা ধ্যানযোগী, ইহারা যদি যোগভ্রষ্ট হয়, সামান্য মাত্র যোগধর্ম্ম যদি আচরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল সে পাইবেই। "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে, নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। (৬।৪০)।

টীকাকারেরা প্রায় সকলেই "জন্মমৃত্যুরূপ মহাভয়" এইরূপ অর্থ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, বহু পাপ থাকিলেও কর্ম্মযোগে মাত্র সামান্য কর্ম্ম করিলেও জন্ম নিবারিত হয়। কিন্তু তাহা কি কখনও হয়? খণ্ডিত যোগ-যোগিদেরই যখন জন্ম হয় (৬।৪০-৪৫), তখন অন্য পরে কা কথা? তাহা ছাড়া অন্যান্য পাপ সে জন্মের এবং পূর্ব্বজন্মাদির যদি থাকে, প্রারব্ধ ভোগ হইবে না কেন? কর্ম্মযোগে কৃত কর্ম্মেরই কর্মবন্ধন হয় না।

রামকণ্ঠ। অভিক্রম নাশ স্থলে অতিক্রম নাশ দিয়াছেন। ইহা যোগশব্দের কথা, অর্থ, "ঠিক মত না চলিলে বিনাশ প্রাপ্তি"। ত্রায়তে ইত্যাদি— অনাত্মায় আত্মপ্রতীতি ভয়।

অনুবাদ। এই অর্থাৎ ইহাতে (বুদ্ধিযোগে কৃত কর্ম্মাচরণে) (কর্ম্ম পূর্ণ না হইলেও) আরব্ধ বা কৃত অংশ নিষ্ফল হয় না, ত্রুটি বিচ্যুতিতে পাপের বিদ্যমানতা ঘটে না (অর্থাৎ পাপ হয় না); এই ধর্ম্মের আচরণ অল্পমাত্রও যদি হয়, তাহা হইলেও ইতোভ্রষ্ট ততোভ্রষ্ট রূপ মহৎ কৃত বা মহাভয়, অথবা অসম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্ম করার অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্তির মহাভয় হইতে কর্ম্মী ত্রাণ পাওয়া অবস্থায় অর্থাৎ পরিরক্ষিত অবস্থায় থাকে। (অথবা, সাধারণ লোকের মত, সংসারগ্রস্ত হওয়ার ভয় হইতে সে পরিরক্ষিত থাকে)।

জপ তপাদি করিতে করিতে ছাড়িয়া দিলে, বা বাধা পড়িলে প্রথম হইতে আবার আরম্ভ করিতে হয় ইহাতে সেরূপ কিছু নাই। কর্ম্মযোগে

যেটুকু করা যাইবে তাহা সামান্য হইলেও কর্ম্মীর নামে জমা হইবে, নিস্ফল হয় না। আর কর্ম্মযোগে কর্ম্ম করায় কর্ম্ম-ফল উৎপন্ন হয় না বলিয়া সেই ভাবে যাহা করা হইবে তাহার পুরস্কার প্রাপ্তির সময় আসিলে সংসার ভয় দূর হইতে থাকিবে এবং অন্য পাপ না থাকিলে, পুনর্জন্মও নিবারিত হইবে। অথবা পূর্ণ না করিতে পারার জন্য কোনও রূপ দণ্ড ভোগ বা নীচ গতি প্রাপ্তি হইবে না। কর্ম্মযোগে কৃত নহে, এরূপ কর্ম্ম, যথা যজ্ঞাদি যদি মধ্য পথে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সবই নষ্ট হয় এবং সংকল্প ভঙ্গের জন্য পাপও হয়। কর্ম-যোগে কৃত হইতেছে এরূপ কর্ম যদি মধ্য পথে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বা মৃত্যুতে বা কোনও কারণে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এমন যে তাহা জমা থাকে। (আর কর্ম্মীর যদি অন্য কারণে পুনর্জ্জন্ম হয়, আর তাহা হয়ই), সেই কর্ম্মী, যে স্থানে কর্ম খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল, নবজন্মে সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিলেই চলে, গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয় না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগভ্রষ্টের কথা আছে, তাহার এইরূপ হয়, বলা হইয়াছে ; আর শুধুই তাহা নহে, এজন্মে প্রাপ্ত উন্নতি, পরজন্মে আশ্চর্য্যরূপ অতি শীঘ্রতায় আয়ত্তীকৃত হইয়া যায়, এবং হইবার পরই যেমন হওয়া উচিত সেই গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে এই জন্য বলা হইয়াছে পূর্ব্ব জন্মের কোনও কাজ নষ্ট হয় না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এইভাব লইয়াই বলিয়াছেন, "জীবনে যত কিছু হ'ল না সারা, জানি হেজানি তাহা হয়নি হারা"। খণ্ডিত কর্ম নষ্ট না হইয়া, সূক্ষ্ম শরীরে "অপূর্ব্ব" ভাবে থাকে, পরজন্মে বিকশিত হইয়া উঠে। উপনিষদ বলেন, অপ্সিন্নপো মাতরিশ্বা দধ্যাতি অর্থাৎ মাতার গর্ভে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত-কারী যে জীব থাকে তাহাতে তাহার কর্ম ধৃত থাকে।

কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াসমূহ এরূপ যে যদি মন্ত্রোচ্চারণে দোষ হয় তাহা হইলে পাপ তো হয়ই, উল্টা ফল হয়। মন্ত্রোচ্চারণ দোষযুক্ত হওয়ায় বৃত্রের দ্বারা

ইন্দ্র নিহত না হইয়া ইন্দ্রের দ্বারা বৃত্র নিহত হইয়াছিল। ভক্তিযোগে জপাদিতে, কীর্ত্তনাদিতে নামাপরাধ ইত্যাদি আছে। জ্ঞান-যোগে অনেকে বিবিদিষাই থাকিয় যান। কর্মযোগ কিন্তু সেরূপ নয়, উন্নতির কোনও বাধা আসে না, আর নষ্ট কিছু হয় না।

শংকর—এই কর্মযোগরূপ মোক্ষ মার্গে প্রারম্ভ কৃষি সদৃশ নষ্ট হয় না। ইহার ফল সংশয়যুক্ত নহে। চিকিৎসাদির মত ইহাতে প্রত্যবায় (বিপরীত ফল) হয় না।

ARAVINDA—When you have once set out on this path, you will find that no step is lost; you will find there is no obstacle that can baulk you of your advance.

মধুসুদন। অতি অল্পও অর্থাৎ সংখ্যায় অল্প হউক, অথবা ইতি-কর্ত্তব্যতায় অল্প হউক, ভগবদারাধণার জন্য যথাশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা মহৎ সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত করা হয়, তাহা চিত্তশুদ্ধিই জন্মাইয়া থাকে; ইহা কর্ম্ম-কাণ্ডের কাম্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের মত নহে, ইহাতে প্রত্যবায় অর্থাৎ অঙ্গ বৈগুণ্য বশতঃ কোনও বিগুণতা নাই, সর্ব্বাদ উপ-সংহরণরূপ কোনও নিয়ম নাই (মীমাংসা দর্শন ৬।৩।৩।১-১০) যে, ফলের বা ভোগের অভিলাষী নহে, তাহার ভোগে ক্ষীয়তে কোথায়? তাহার পক্ষে সফল বা বিফল উভয় প্রকার ফলই সমান। বিবিদিষা (আত্ম-তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা) শুধু নহে, জ্ঞানের জন্য যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন তপস্যাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্ম, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য ব্যবস্থিত। নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্ম-ফল অনিত্য নহে। ত্রায়তে=ভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া অধিষ্ঠাতা পুরুষকে রক্ষা করে।

রায়দয়াল—কর্ম্ম করিবার সময়ে যখন তুমি এইরূপে মনে মনে আমাকে কর্ম্ম নিষ্পত্তির জন্য ডাকিতে ডাকিতে কর্ম্ম কর, তখন তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়। কিন্তু যদি মনে কর এই কর্ম্ম দ্বারা তোমার সুখ হইবে, পরকালে গতি হইবে বা স্বর্গলাভ হইবে বা অর্থ যশ হইবে, তবে তোমার কর্ম্মটি সকাম কর্ম্ম হইবে। সকাম কর্ম্ম হেয় ; নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্ফল হয় না, কেন না ঐ কর্ম্মে তোমার কোনও অহং নাই।

বিশ্বনাথ—যোগ দ্বিবিধ, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি রূপ এবং ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মরূপ। কর্ম্মণ্যে (২।৪৭) শ্লোকের দ্বারা ভক্তিযোগেরই নিরূপণ করিলেন, আর নিস্ত্রৈগুণ্য (২।৪৪) শ্লোক দ্বারা ভক্তিকেই তিনি ত্রিগুণাতীত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষ ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হয় (ভাগবৎ ১১স্কন্ধ) সত্ত্ব ও রজঃ গুণের প্রাবল্য হেতু জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে পুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের পরিপোষক। কেহ কেহ বলেন, যে কর্ম্ম ভগবদর্পিত, তাহার নাম ভক্তি ; যাহা ঈশ্বরে অর্পিত তাহার নাম কর্ম্ম, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। নারদ, বলিয়াছেন (২।৫ নারদীয় সূত্র) নিষ্কাম কর্ম ও নিরঞ্জন জ্ঞান, ভগবদ্ ভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। অতএব ভগবৎচরণ মাধুর্য্য উপভোগার্থ, কেবল শ্রবণ কীর্ত্তন লক্ষণাদি ভক্তিরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ভক্তি যোগ আরম্ভ করিয়া, তাহা যদি সম্পন্ন না করিতে পারা যায় তাহাতে আরম্ভের নাশ হইবে না। ভক্তি-যোগই নির্গুণ অবিনাশী। এখানে ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্মরূপ যোগের কথা বলা হয় নাই। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ যোগের কথা বলা হইয়াছে। কেননা উহাই ত্রিগুণাতীত, সেইজন্য উহার ধ্বংস নাই।

শ্রীধর—কাম্যকর্মতুল্য অল্পমাত্র অঙ্গবৈগুণ্য দ্বারা ইহা নিষ্ফল হয় না।

গোয়েন্কা। প্রশ্ন—একটু সাধনাই যখন ভয় হইতে উদ্ধার করে, তখন বেশী সাধনার দরকার কি? উত্তর—বেশী সাধনা করিলে শীঘ্র ত্রাণ হইবে, কারণ, জানা নাই কবে ত্রাণ হইবে।

কৃষ্ণানন্দ। নিষ্কাম কর্ম মনোমালিন্য নিবৃত্তি করিয়া নিজেও নিবৃত্ত হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগদর্শনে আছে "স তু দীর্ঘ কালঃ নৈরন্তর্য্য সংকার সেবিতো দৃঢ় ভূমিঃ" এই ভাবে দৃঢ় ভূমি লাভ হয়। প্রত্যহ একটু একটু করিলেও, তাহাতে যে সংস্কার উৎপন্ন হইবে, সেই সংস্কার আবার তাহাকে পর জন্মে সাধনের ইচ্ছা ও অনুকূল অবস্থা আনিয়া দিবে। এই রূপে জন্ম মরণের মহাভয় হইতে তাহাকে দুই তিন জন্মের মধ্যেই পরিত্রাণ করিয়া দিবে।

অভিনব গুপ্ত। অভিক্রম নাশ = সমাধি যোগ্যতা হীন।

ভক্তিপ্রদীপ। অভিক্রম নাশ = destruction of any commencement. প্রত্যবায় = any fault or infringement. অস্য ধর্মস্য = of this devotional service. মহতঃ ভয়াৎ = from the terrible object of fear (worldliness)

বিদ্যানন্দ। প্রত্যবায়=উল্টাফলরূপ দোষ। ভয়=মৃত্যুরূপ ভয়।

(৪১) সাধারণ কর্মীর বুদ্ধি ও কর্মযোগের কর্মীর বুদ্ধির পার্থক্য বলিতেছেন।

৪১। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহু শাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ (৪১)

পদচ্ছেদ। ব্যবসায়-আত্মিকা বুদ্ধিঃ একা ইহ কুরুনন্দন, বহু শাখাঃহি অনন্তাঃচ বুদ্ধয়ঃ অব্যবসায়িনাম্।

অন্বয়। কুরু-নন্দন, ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা, অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ বহু শাখা হি অনন্তাঃচ।

কঠিন শব্দ। (ইহ—বুদ্ধি যোগে প্রতিষ্ঠীত কর্মে ; এই মার্গে। ব্যবসায়াত্মিকা—অধ্যবসায়যুক্ত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা ; স্থির নির্ণয় করার নাম ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা ; একনিষ্ঠা ; নিয়মাত্মিকা কথাতে আরও একটি ভাব আছে, তাহা এ পথে আমার সিদ্ধি হইবেই হইবে, দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ; অধ্যবসায়েরও ভাব আছে। একা—একমাত্র সাম্যভাবে যাহার স্থির লক্ষ্য (সমস্ত গীতা এই স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছে); অন্য অর্থ একাগ্র।

অনুবাদ। হে কুরুনন্দন (অর্জ্জুন) এই মার্গের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা (অর্থাৎ একমাত্র সাম্যের দিকে এবং সাম্য প্রসূত গুণাতীতত্বের দিকে লক্ষ্য রাখে, এবং ইহা) অধ্যবসায় যুক্ত ও স্থির নির্ণয়কারীর, ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিবেই। এই বুদ্ধি একাগ্রও, আর অব্যবসায়ীর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে (অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি সাম্যের দিকে একাগ্র ভাবে লক্ষ্য রাখে না, বিশ্বাস যাহার দৃঢ় নহে, যাহার বুদ্ধি অধ্যবসায় যুক্ত নহে, তাহার বুদ্ধি) বহু শাখায়, বহু উদ্দেশ্যে (অনবরতঃ) বিভক্ত হয়, এবং প্রতি উদ্দেশ্য লইয়া অনন্ত দিকে ধাবমান হইতে থাকে, যথা নানা প্রকার যজ্ঞ ও প্রত্যেক যজ্ঞের নানা প্রকার ফলের দিকে ধাবিত হয়, বিক্ষিপ্ত-মনা হইয়া মনে সমাধি লাভ করিতে পারে না।

কর্ম বিষয়ক বুদ্ধিযোগের প্রথম কথা গুণাতীতত্বে লক্ষ্য রাখা, সেই জন্য মনকে নানা লোভের পশ্চাতে ধাবিত হইতে না দেওয়া। এক সঙ্গে দশ দিকে মন দিলে কোন কাজই হইয়া উঠিবে না। "সব চাই" করিলে কিছুই পাওয়া হইবে না। যে কর্ম-বিজ্ঞানে অজ্ঞানী (অব্যবসায়ী) সে

পাঁচ দিকে ধাবিত হয়, (মুণ্ডক ১।২।১০, ঈশ ১।১২ কঠ ২।৪) তাহার মন "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা" ময় হয়। দশ দিকে মন দিলে মনের সাম্যভাব নষ্ট হয়। যোগশাস্ত্রে আছে বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ হয় না; একাগ্র চিত্ত চাই; তাহার উপরের ধাপ নিরুদ্ধ বা সমাহিত চিত্ত।

মহাভারতে কুরু পাণ্ডু রাজকুমার দিগের অস্ত্র পরীক্ষায় এই একাগ্রতা কি রূপ হওয়া উচিৎ দেখান হইয়াছে। অর্জ্জুন শুধু পাখীর চোখ দেখিতে পাইতেছিলেন, অন্যেরা অনেক কিছু দেখিতেছিল; এই একাগ্রতা থাকার ফলে দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুণ্ডক—প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যঃ শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। ২।২।৪

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং পরেও বলিব যে গীতার লক্ষ্য গুণাতীতত্ব: ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই।

শংকর। এই কল্যাণ মার্গে নিশ্চয়-স্বভাবের বুদ্ধি একই, অর্থাৎ যথার্থ প্রমাণ জনিত হওয়ার জন্য অন্য বিপরীত বুদ্ধি সমূহের শাখা ভেদের বাধক। অন্য বুদ্ধি (যাহা একান্ত বিস্তৃত ইত্যাদি) প্রমাণ জনিত বিবেক বুদ্ধির বলে অন্ত হইলে তবে সংসার অন্ত হয়।

MODI : অনন্তাঃ As ideas from which the endless সংসার proceeds.

জ্ঞানেশ্বরী। সংসারে একটি বুদ্ধি বলিয়া বুদ্ধি আছে। তাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্তব্য নাই, এই বোধ।

গোয়েন্কা। বুদ্ধি এক, অর্থাৎ মাত্র সচ্চিদানন্দ পরমাত্মায় সে বুদ্ধি থাকিবে।

রামানুজ। মুমুক্ষু পুরুষের কর্মে যে বুদ্ধি যুক্ত থাকে…(ব্যবসায়, নিশ্চয়ের নাম), সেই বুদ্ধি আত্ম-স্বরূপের যথার্থ নিশ্চয়ে যুক্ত থাকে। স্বর্গাদির জন্য আত্মস্বরূপের যথার্থ নির্ণয়ের প্রয়োজন নাই, এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র মোক্ষরূপ ফলের সাধনভূত কর্মকে নিশ্চয় করে। সেই জন্য এক অর্থাৎ একমাত্র মোক্ষরূপ ফলের জন্য করা হয়। যদি মোক্ষ উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ হইলে এক লক্ষ্য হইলেও তাহা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলিয়া বাধিত হইবে না। রামানুজ নিষ্ঠাদি বিষয়ে বলেন, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলের যে সকল প্রধান ও অবান্তর ফল শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মোক্ষ ফল এবং এক শাস্ত্রার্থ, রূপে সমুদায় কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

শ্রীধর। ইহ=ঈশ্বর আরাধনা রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে। ব্যবসায়াত্মিকা = পরমেশ্বরের ভক্তি দ্বারাই নিশ্চয় আমি উদ্ধার লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম্মযোগের ফলে উৎপন্ন হয়।

তিলক। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থে কার্য্যাকার্য্য নির্ণায়ক বুদ্ধি; ইহা একাগ্র রাখিতে হয়। দ্বিতীয় পংক্তির বুদ্ধির অর্থ বাসনা সকল; ইহা অস্থির বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়।

বিশ্বনাথ। ভক্তি-যোগে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট বুদ্ধি এক ও অখণ্ড, তাহাই এ স্থলে লক্ষ্য। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির মধ্যে ভক্তি-যোগ বিধায়িনী বুদ্ধি সর্ব্বোৎকৃষ্টা, কারণ ইহা এক প্রকারই হইয়া থাকে। কর্ম-যোগ ও জ্ঞান-যোগের বুদ্ধি অনন্ত।

সন্তদাস। এক=ঈশ্বর নিষ্ঠা।

GANDHI—The minds of men tossed about by worldly desires, have no moorings.

KRISHNA PREM In the Kathopanishad, Buddhi is termed জ্ঞানাত্মন and it is atonce the Knowledge of the Atman and the faculty by which that Knowledge is attained. Symbolically, it is the yellow cloth that is worn by Krishna and its particular significance for the disciple lies in the fact that it is beyond the limitations of individuality. On the level of the মনস্, the light of the One Atman is split up into a number of separate individualities, each standing on its own uniqueness. The বুদ্ধি however is non-individual, being the same for all mental 'Knowledge ; thus is plural, and supramental is singular-

রামকণ্ঠ। দেহাদি অসৎ বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহা নিশ্চয়াত্মিকা নহে।

অরবিন্দ। কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিতে গীতা বেদ-বাদকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

গিরীন্দ্র শেখর। অব্যবসায়ী = আনাড়ী। কিসে নানাবিধ ভোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, বেদমার্গীরা তাহারই নানা পন্থা দেখাইতে পারেন কিন্তু শোক দূর করার উপায় জানেন না।

রামদয়াল। যে বুদ্ধির দ্বারা একমাত্র আত্ম-জ্ঞান লাভই মনুষ্যের উদ্দেশ্য, ইহা নিশ্চিত হয়, সেই আত্ম-যাথাত্ম্য নিশ্চয় পূর্ব্বক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। এই বুদ্ধি এক বিষয়িনী বলিয়া এক। ইহা কেবল মাত্র ঈশ্বর সমীপে আমাদিগকে প্রেরণ করে কিন্তু যে বুদ্ধি বিষয়ের দিকে আমাদিগকে কর্ম করায়, যে বুদ্ধি "ইহা শ্রেয়, উহা শ্রেয়" ইত্যাদি বহু শ্রেয় নিশ্চয় করে, তাহা অব্যবসায়াত্মিকা।... ছন্দানুময়ী ব্রহ্ম স্পন্দন বা ব্রহ্মভাবই বেদ ; চিদাকাশে ভাবনাবৃত্তি রূপে বিস্তৃতি লাভ করে। চিদাকাশে প্রথম শব্দ প্রণব। ইহা প্রথমে সপ্ত

ছন্দে প্রসারিত হয়। পরে বহু বিস্তৃতি হয়। প্রকৃতি ছন্দ ও বিকৃতি ছন্দ লইয়া জগৎ। বেদ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন ও সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের যে সংসার, তাহাকেও প্রকাশ করিতেছেন।

মধুসূদন। ইহ = এই শ্রেয় মার্গ। ব্যবসায়াত্মিকা = আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা। এই বুদ্ধি সকলের পক্ষে একই প্রকারের সাধ্য অথবা চারিটী আশ্রমের পক্ষে এক। সাংখ্যবিষয়ে ও যোগবিষয়ে যে বুদ্ধি তাহাদের ফল এক। অর্থাৎ অভিন্ন হওয়ায় তাহারা উভয়েই অব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ সকল প্রকার বিপরীত বুদ্ধির বাধিকা। কর্ম্মকাণ্ডে বহু শাখা, ইহার কারণ, পুরুষের অনেক প্রকারের কামনা। অনন্তাঃ = কর্ম্মফল, গুণফল প্রভৃতি ভেদ অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মের ফল ও বিশেষ বিশেষ গুণ জন্য ফল। একাঃ = স্থিরা, একাভিমুখী, সাত্ত্বিকী অব্যভিচারী। ভোগৈশ্বর্যের দিকে সাংসারিক বুদ্ধির দৃষ্টি থাকে। ভোগের অনন্ত রূপ, সুতরাং এই বুদ্ধিও অনন্ত দিকে ধাবিত হয়।...উপনিষদ্ প্রতিপাদিত আত্ম বিষয়া ও কর্ম্মযোগ বিষয়া যে বুদ্ধি, যাহাকে বেদ ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বলা হয়, তাহা তত্ত্বমসি আদি বাক্যের শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণানন্দ। ব্যবসায়াত্মিকা = আত্ম-তত্ত্ব নিশ্চয়াত্মিকা।

ব্যোমব্রহ্ম। এই কর্ম্মযোগ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান একটি (অর্থাৎ যোগ বিষয়ে চেষ্টাবান্ তাহারা একই সত্যের উপলব্ধি করে যেমন গণিতের সমস্যা সমাধানে একটিই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়)। যাহারা যোগ সাধনে কোনও চেষ্টাই করে না, অথবা বৃথা চেষ্টা করে, তাহাদের চিত্ত বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকায়, কোনও সত্যের উপলব্ধি না হওয়ায় নানা সময়ে নানা প্রকারের বোধের উদয় হয়। ... ব্রহ্ম বিষয়ে, একই সত্যের উপলব্ধি হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিবার সময় আমরা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা করি না, ইহাই একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম। এই শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তবে মন ও আপনা আপনি স্থির হইবে। মনের স্থিরতা বা একাগ্র ভাবই নিষ্কাম (কোনও কামনা তাহাতে থাকে না)। যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান উপায়ই যোগ। ইহাতে চিত্ত এক মুখী বা ঈশ্বর মুখী হয়। এই যোগাভ্যাসই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর আরাধনা রূপ কর্ম্মযোগ। আর যত প্রকার কর্ম্ম আছে তাহাতে ঈশ্বর আরাধনা হইলেও মনের বিক্ষেপ হেতু তাহা নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বর মুখী হইতে পারে না। যোগের দ্বারা চিত্ত একাগ্র হইয়া ঈশ্বর মুখী হইলে তখনই ভক্তি যোগ বলা যায়, এই ভক্তির উদয় না হইলে জ্ঞানীও কেহই হইতে পারে না।

ভক্তিপ্রদীপ। In loving service, intelligence is steadfast and exclusive. But the activities of the unloving are endless and manifold.

IMITATION OF THE CHRIST : The eye must be continusly purifield till it becomes perfectly single.

(৪২, ৪৩, ৪৪) কর্ম্ম কাণ্ডের কর্ম্ম সমূহের চিত্তাকর্ষক ফলশ্রবণ ও সেই সব সকাম কর্ম্মে মত্ত থাকায় (লোকের মন কেন একাগ্র হইতে পারে না, কেন সমাধির বিধানে আসিতে পারে না, ভগবান সেই সম্বন্ধ বলিতেছেন।

৪২। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২

৪৩। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফল প্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩

৪৪। ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

পদচ্ছেদ। যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ বেদ-বাদ-রতাঃ পার্থ ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ। কাম-আত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্ম-কর্ম্ম ফলপ্রদাম্, ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাম্ ভোগ-ঐশ্বর্য্যগতিম্ প্রতি ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রসক্তানাম্ তয়া অপহৃত-চেতসাম্ ব্যবসায়-আত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

অন্বয়। পার্থ অবিপশ্চিতঃ বেদ-বাদ-রতাঃ অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গ-পরাঃ জন্ম কর্ম্ম-ফল প্রদাম্, ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্ প্রতি ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্ যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাম্ বাচম্ প্রবদন্তি তয়া অপহৃত চেতসাম্ ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাম্ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে।

কঠিন শব্দ। অবিপশ্চিতঃ = নির্ব্বোধ। বেদ-বাদ-রতাঃ = বেদের অর্থ বাদে যাহারা যুক্ত, ক্রিয়াকাণ্ডের ক্রিয়া সমূহের অতিরঞ্জিতফল যাহারা বিশ্বাসের সহিত মনে নাড়া চাড়া করে ও বলে, অন্যৎ ন অস্তি ইতি বাদিনঃ = ইহা (ক্রিয়া কাণ্ডের ক্রিয়া সমূহ) ছাড়া, করিবার আর কিছুই নাই এই যাহাদের মতবাদ ; যাহারা স্বর্গাতিরিক্ত অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নহে। কামাত্মানঃ = যাহাদের চিত্ত কামনাপূর্ণ। স্বর্গাপরাঃ = স্বর্গকেই যাহারা পরম বস্তু, পাইবার চূড়ান্ত বস্তু ভাবে, মোক্ষ বলিয়া কিছু আছে ইহা তাহারা জানিতে চাহে না। জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদাম্ = কর্ম্মের ফলে (বার বার) জন্ম প্রাপ্তি। ভোগৈশ্বর্যগতিম্ প্রতি = ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের দিকে যাওয়া, কামনা সমূহের পূর্ণ করিবার ও ধন রত্নাদি পাইবার জন্য। ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম্ = কর্ম্মকাণ্ডের বহু বহু বিশেষ ক্রিয়ায়। যাম্ ইমাম্ পুষ্পিতাম্ বাচং = এই ফুলের মত প্রস্ফুটিত সুন্দর সুন্দর বাক্য সমূহ। প্রবদন্তি = বলে। তয়া অপহৃত চেতসাম্ = তাহা দ্বারা হৃত-চিত্ত অর্থাৎ

বিমুগ্ধ-চিত্ত। ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাম্=কামনা ও ধন রত্নাদিতে আসক্ত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি=বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া (ব্যবসায়াত্মিকার ব্যাখ্যা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য) সমাধৌ ন বিধীয়তে=সমাধি বিধানে বসিতে পারে না; অর্থাৎ সমাহিত হইতে পারে না। মনে হয়, পূর্ব্ব শ্লোক সদসৎবস্তু-বিবেক সম্বন্ধীয় ও এই শ্লোক ইহামুত্রফলভোগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় ইহারাই লইয়া যায় গুণাতীতত্বে।

অনুবাদ। হে পার্থ, নির্ব্বোধ, ক্রিয়া কাণ্ডের ক্রিয়াসমূহের অতিরঞ্জিত ফল সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী, "এই ক্রিয়া সমূহ করা ছাড়া করিবার আর কিছুই নাই," এই যাহাদের মতবাদ, যাহাদের চিত্ত কামনা পূর্ণ, স্বর্গ যাহাদের একমাত্র লোভনীয় ও প্রাপ্তব্য বস্তু, যাহাদের কর্ম্মফল আবার জন্ম দেওয়ায়, নিজ কামনা সমূহ পূর্ণ করিবার ও ধন রত্নাদি পাইবার দিকে যাহাদের মন ধাবিত থাকে ও সেই জন্য বহু বহু বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম সমূহে যাহারা যুক্ত থাকে, ও তাহাদের লইয়া ফুলের মত সুন্দর সুন্দর বাক্য সকল বলে ও তাহাদের দ্বারা হৃত-চিত্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া সমাধিতে বিধানিত অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ সমাহিত হইতে পারে না। (এই সমাধি, এই মনশ্চাঞ্চল্যহীনতাই (ষষ্ঠ অধ্যায়) মানুষের জীবনের প্রধান প্রাপ্তব্য হওয়া প্রয়োজন)। (উপরে বিবৃত, চতুর্দ্দিকে ধাবিত হওয়া ও হৃতচিত্ত থাকা, রজঃ ও তমঃ ভাব, ইহারাই চিত্তকে অশুদ্ধ রাখে)।

ক্রিয়া কাণ্ডের পুরোহিতেরা ক্রিয়াকাণ্ডের নানাবিধ গুণ কীর্ত্তনে নির্বোধ লোকদিগকে আকৃষ্ট করে (যথা, এই যজ্ঞ করিলে পর জন্মে সম্রাট হইবে, এই যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রালয়ে দশ সহস্র বৎসর থাকিতে পারিবে, এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে এইরূপ বলির প্রয়োজন, ইত্যাদি)। এই সব মনোমুগ্ধকর ফলশ্রুতিতে লোকেদের মন কর্ম্ম-কাণ্ডের কর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া উঠে। সেই

সব কর্ম্মের ক্রিয়া বাহুল্যে, বহু সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হইতে থাকে। তথাপিও প্রমত্ত চিত্তে তাহারা এই চিন্তায় নিজেদের যুক্ত রাখে, যে যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্ম্মই সব, ইহার উপর আর কোনও সাধনা নাই এবং স্বর্গই একমাত্র প্রাপ্তব্য যজ্ঞ। ইহাদের মনের গতি স্বর্গ-সুখ ও প্রচুর ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তির দিকে থাকে; তাহাদের সকাম ক্রিয়া সমূহের ফলে বার বার তাহাদের জন্ম লইতে হয়। তাহারা ধ্যানে বসিবে কি? ফলশ্রুতি তাহাদের মনকে নানাদিকে টানিতে থাকে। তাহাদের মন নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া সমাহিত হইতে পায় না।

(ভাগবত ১১।২১।২৬ ; মহাভারত ৫।৪২।১৭ ; গীতাপ্রেমী)

টীকাকারেরা অনেকেই "সমাধৌ" অর্থে অন্তঃকরণ লইয়াছেন। ইহা, মনে হয়, সঙ্গত হয় নাই, কারণ এ অর্থ পরে বাধিবে। যাহা হউক, এখানে ঐ অর্থ লইলে, অনুবাদের শেষাংশে এইরূপ হইবে "তাহাদের অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বদ্ধ হইতে পায় না। "সমাধির" কেহকেহ অর্থ করিয়াছেন "পরমাত্মা"।

হনুমৎ স্বামী। স্বর্গাতিরিক্ত অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নহেন।

রামানুজ। সমাধির অর্থে "মন" লইয়া বলিয়াছেন যে মনেই আত্ম-জ্ঞান সমাহিত করা যায়।

শংকর। কামাত্মানঃ = যে, কামকে নিজের স্বভাব করিয়াছে। অপহৃত চেতসাম্ = বিবেক বুদ্ধি আচ্ছাদিত, ইহাদের সমাধিতে সাংখ্য বিষয়ক বা কোন বিষয়ক বুদ্ধি স্থির হয় না; অল্পমেধা। সমাধি = অন্তঃকরণ অর্থাৎ পুরুষের ভোগের জন্য যাহাতে সব কিছু স্থাপিত করা হয় বা পুরুষ যাহাতে মোহিত হয়। জন্ম-কর্ম্ম-ফল প্রদাম্ = জন্মই কর্ম্মের ফল, তাহা প্রদান করে (শঙ্কর) জন্ম তত্র কর্ম্ম ও কর্ম্মফল প্রদান করে, (শ্রীধর)

মধুসূদন। জন্ম কর্ম্মফলপ্রদাম্ = পূর্ব্বে যাহা ছিল না এতাদৃশ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিৎ যে সম্বন্ধ তাহাই জন্ম; যাহা জন্ম, কর্ম্ম ও ফল প্রকৃষ্ট রূপে প্রদান করিয়া থাকে তাহা জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ। তাহার কারণ ভোগৈশ্বর্য্য গতিম্ প্রতি ও ক্রিয়া বিশেষ বহুলাম্ অর্থাৎ যে হেতু তাহা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির প্রতি সাধনাভূত যে ক্রিয়া বিশেষ তাহার দ্বারা পরিপ্লুত। বেদ-বাদ-রতাঃ = "যে চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহার সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি অর্থবাদে নিযুক্ত। কামাত্মানঃ = কাম্যমান শত শত বিষয়ের দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকুলিত। স্বর্গপরাঃ= স্বর্গই হইয়াছে উৎকৃষ্ট যাহাদের নিকট। সমাধি = (ব্যুৎপত্তি অনুসারে) যাহার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাহিত হয়; সমাধি বলিতে অন্তঃকরণ ও পরমাত্মা দুই প্রকার অর্থ ই পাওয়া যায়। ভোগকামনা দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয় বলিয়া চিত্তের স্থৈর্য্য বিধান অসম্ভব হয়, তাই যত দিন ভোগ-কামনা থাকে ততদিন কর্ম্ম, যোগে পরিণত হইতে পারে না, অন্তঃকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না। সমাধি = পরমাত্মা, "আমি ব্রহ্ম হইতেছি" এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া অবস্থান করা, তাহার কারণীভূতা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, এইরূপ অর্থ করিলে রূঢ় অর্থেরই আদর করা হয়।

তিলক। ইহাদের ব্যবসায়াত্মক কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি কখনও সমাধিস্থ অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না···জ্ঞান বিরহিত কর্ম্মের এই প্রকার নিন্দা ঈশোপনিষদে, মুণ্ডকে ও কঠোপনিষদে আছে। (মু ১।২।৭, ৮, ১০, ঈশ ৯।১২ কঠ ২।৫)।

গিরীন্দ্র। তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চিত পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

কৃষ্ণানন্দ। পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্র-নিষ্ঠারূপ সমাধি, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না।

সন্তদাস। তাহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা ও সমাধি লাভের যোগ্য হয় না।

নীলকণ্ঠ। সমাধৌ ন বিধীয়তে=শুদ্ধ চিন্মাত্রাকারা হয় না।

গোয়েংকা। কামশব্দ ভোগবাচক, সেই ভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাহার চিন্তা করিতে করিতে যে তন্ময় হইয়া যায়…সেই ভোগাত্মক মনুষ্যের বাচক কামাত্মানঃ।…সমাধির অর্থ পরমাত্মা।

শ্রীধর। সমাধি লাভার্থ বেদবাদী স্বর্গকামীদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না।

ব্যোমব্রহ্ম। ব্যবসায়=জীবিকা, অর্থোপার্জ্জনের উপায়; অভিপ্রায়… সমাধির উপযুক্ত নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আজকাল শাস্ত্রোক্ত সাধনা কেহই করিতে চাহে না, পণ্ডিতেরা কেবল ইহা কর, উহা কর বলিয়া থাকেন, কিন্তু কি করিলে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় তাহার উপায় কিছু বলিতে পারেন না।…কেবল বৈদিক ক্রিয়াগুলির প্রসংসাসূচক বাণী শুনিয়া, মাত্র ঐ সকল বাহ্যক্রিয়া সফল করিলেই হইবে না; আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। ইহাই যম নাচিকেতাকে বলিয়াছিলেন। বিষয়ানুসন্ধানে ব্যাপৃত মনে মুক্তির অভিলাষ পর্য্যন্ত হয় না। শাস্ত্রে জীবের কল্যাণদায়ক কত কথাই আছে। কিন্তু শাস্ত্র যাহাদের নিকট শুনিতে যাওয়া হয় তাহারা পণ্ডিত হইলেও প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন নহেন, এই জন্য তাঁহারা যাহা বলেন তাহাতে প্রাণ ভরিয়া যায় না; কেবল বাদ-বিতণ্ডাই সার হয়। যতটা সাধন করিলে (যেমন ২০ হাজার ৭৩৬ বার, অথবা ১ হাজার ৭২৮ বার প্রাণায়াম), মনের নিবৃত্তি-ভাবের দিকে গতি হইতে পারিত তাহার পরিশ্রম করিতে, মনের প্রবৃত্তিই, বিচার বিহীন পুরুষদের হয় না। প্রাণায়াম ১২টী ভাল

করিয়া করিলে প্রত্যাহার, ১৪৪টীতে ধারণা, অর্থাৎ চিত্ত একমুখী হওয়া, ১৭২৮ বার উত্তম ধ্যান অর্থাৎ চিত্ত মগ্ন হইয়া শূন্যবৎ অবস্থান, ২০৭৩৬ বার ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কার্য্যে নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি লাভ হয়।

MODI : বেদবাদ means a belief in the Veda which denied the authority of the Upanishad.

শঙ্কর has taken বুদ্ধি as সাংখ্য and যোগবুদ্ধি, and সমাধি as অন্তঃকরণ।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড, আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞান-কাণ্ড। যাগ যজ্ঞাদির বিস্তৃত ব্যবস্থা ও তাহাদের ফলাদের বর্ণনা কর্ম্মকাণ্ডে সন্নিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বমীমাংসানামক দর্শন শাস্ত্রে এই সব গুলির ভিতর যেখানে যেখানে বিরোধ, তাহার সমন্বয় করা হইয়াছে।

রামকণ্ঠ। বেদ-জ্ঞানশূন্য ক্রিয়ামাত্র বিধায়ক একদেশ বচন সমূহ।... এরূপ বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ, "কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম সমূহ পরিত্যজ্য," ইহা বলেন নাই। তিনিই পরে বলিয়াছেন, "সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা" ইত্যাদি। কর্ম্মকে জাঁকজমকের সঙ্গে করিলে ও মনকে নানা লক্ষ্যে ধাবিত করাইলে, কর্ম্মের আসল উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি ও সমাহিত অবস্থা আনা, তাহা ঘটিয়া উঠে না, ও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সকাম ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মীকে বার বার সংসারে আসা যাওয়া করিতে হয় ইহাই তিনি বলিয়াছেন।

বিদ্যানন্দ। সংসারী পুরুষ কেবল ফলশ্রুতিতেই প্রীতি রাখে,... এইরূপ পুরুষের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিও সমাধিতে স্থির থাকে না।

ভক্তিপ্রদীপ। Too much engaged in the extolling portions of the Vedas (without grasping their real

meaning)...they are not deeply and exclusively concentrated upon God.

[অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কথার মোটেই ঠিক নাই, এখানে যজ্ঞের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, অন্যান্য স্থলে অন্যরকম কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা মোটেই নহে। তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই যে এই শ্লোকগুলি ২।৪১ শ্লোকের পরিপূরক ও অর্থবাচক। কামাত্মা স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত, লক্ষ বিষয়ে ধাবমান অতি চঞ্চল চিত্ত থাকিলে, তাহাতে সমাধি আসিতে পারে না, ইহাই এখানে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ, রূপক অর্থে বা যে অর্থে লওয়া হউক না কেন, উহা চিত্তশুদ্ধিকর ও সমাজ রক্ষক, ভগবান ইহা বার বার বলিয়াছেন। যজ্ঞের বিরুদ্ধে এখানে কিছু বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে "দাও, দাও, ভগবান স্বর্গ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও" এই মনোভাবের বিরুদ্ধে। দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাহা আছে ৩।১০-১৩ শ্লোকে, যেখানে যজ্ঞ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; বেদবাদরতারা শুধু কিসে স্বর্গ পাইব, কিসে ঐশ্বর্য্য পাইব, ইহা লইয়াই থাকে।

গীতায় আত্মা, বা আত্মা সম্বন্ধিত শব্দ বহুস্থলে আছে, এবং সব মোটেই একার্থ বাচক নহে। ২।৫৩, ৪৫, ৫৫, ৬৪ ; ৩।১৭, ৪৩ ; ৪।৬, ৭, ৩৫ ৩৮, ৪১, ৪২, ২৭; ৫।১১, ১৬, ২১, ৬।৫, ৬, ১০, ১৫, ১৮, ২০, ১১, ১২, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩২ ; ৭।১৮ ; ৮।১২ ; ৯।৫, ৩৪; ১০।১১, ১৫, ১৬, ১৮, ২০ ; ১১।৩, ৪, ৪৭ ; ১৩।৭, ২৪, ২৮, ২৯, ৩২ ; ১৬।১৭, ১৮, ১৯, ২২ ; ১৭।১৬, ১৯; ১৮।১৬, ৩৭।৩৯, ৫১, ৬।৬, ৭ ; ১৩।২২, ৩১, ২৩।

(৪৫) ভগবান, অর্জ্জুনকে কর্ম্ম-কাণ্ডের কর্ম্মের উপরে উঠিতে হইবে, গুণাতীত হইতে হইবে, বলিলেন। গীতার উদ্দেশ্য গুণাতীত করা এ

আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। গীতার গোড়াতেই এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই। ইহা চমৎকার শ্লোক, মাত্র দুইটী পংক্তিতে গীতার গভীর উদ্দেশ্য আকারিত হইয়াছে।

৪৫। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥৪৫

পদচ্ছেদ। ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব অর্জ্জুন, নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্।

অন্বয়। অর্জ্জুন বেদাঃ ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ; নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব।

কঠিন শব্দ। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা = বেদ ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণাত্মক যে সংসার তাহার প্রকাশক; 'ত্রিগুণাত্মক ব্যক্তিগণের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তি-গণের কর্ম্মফল প্রতিপাদক (শ্রীধর)। নিস্ত্রৈগুণ্য = ত্রিগুণাতীত; সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের পরপারে (১৪।২২ ২৩)। নির্দ্বন্দ্ব = মনে সর্ব্বদাই সাম্য ভাব রাখিবে ও সমদৃষ্টিশালী "ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি" হইবে। নির্দ্বন্দ্বের অর্থ দুইটী বিরোধী গুণের যথা শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ ইহাদের কোনওটীরই দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়া, শুধু তাহাই নহে, খাঁটি অদ্বৈত ভাবও আমরা পাই বহু শ্লোকে যথা ৪।৩৫, ৫।১৮, ৬।২৯-৩২ ইত্যাদি। অদ্বৈত ভাব শুধু জানিলে হইবে না, প্রতিজীবে ব্রহ্ম আছেন এবং সেই কারণে সর্ব্বত্র সমদর্শন রাখা যে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে (৫।২৮,২৯)।

নিত্য-সত্ত্বস্থ = মনকে সর্ব্বদা চরম সত্ত্বে বা নিত্যবস্তুতে (সত্ত্ব=বস্তু) অর্থাৎ ভগবৎ চরণে রাখিতে হইবে। নির্যোগ-ক্ষেম = কোনও কিছুর প্রার্থী হওয়া বা কোনও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা যেন না হয়, আত্মতুষ্ট

থাকিবে (২।৫৫, ৩।১৭, ১৮) এমন কি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষীও হইবে না, হইবে না, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দূরে পরিহার করিবে। এই কথাটির ভিতর গীতার অন্যতম মূল কথা, প্রজহাতি যদা কামান্ (২।৫৫, ৭১, ও ষষ্ঠ অধ্যায়) তাহাও রহিয়াছে। আত্মবান্ = দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর তোমার যেন দখল থাকে, তুমি যেন নিষ্ক্রিয় কর্ম্মত্যাগী না হও। আত্মবান্ শব্দ গীতার আরও দু এক স্থানে আছে, ৪।৪১ শ্লোকে আসিয়াছে, সে খানেও আমাদের অর্থ, দেহ, মন ইন্দ্রিয়াদি যাহার দখলে আছে এই অর্থ সুন্দর ভাবে খাটে। আত্মবান = যে self possessed, আর দেহ মনাদিই self. আত্মবান যাহার পুরুষকার আছে, আর পুরুষ প্রকৃতির অধিস্বামী, অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির অধিস্বামী। আত্মাতে পরমাত্মাতে বিশ্বাসী (মধুসূদন)। আমাদের দেওয়া আত্মবানের অর্থ সকল দিক হইতেই আসে। গীতার প্রধান উদ্দেশ্য, আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে মানুষ যেন গুণাতীত হয়, প্রাপ্ত ষট্‌কে (২।৫৫-৭২ ; ৫।৭-৯, ৬।৭, ৮, ৯, ১২।১৩-১৯, ১৩।৭-১১, ১৪।২২-২ ১৬।১-৫৩), বার বার এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত ভাবে রহিয়াছে, এই ২।৪৫ শ্লোকে গুণাতীতত্ত্ব দুইটী পংক্তিতে সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। (অনেকেই নিত্যসত্ত্বস্থ = সর্ব্বদা সত্ত্ব গুণান্বিত, এবং আত্মবান্ = অপ্রমত্ত করিয়াছেন)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক, তুমি ত্রিগুণাতীত হও, অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব নিত্য-সত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান হও। ত্রিগুণাতীত কি ভগবান দ্বিতীয় চরণে ৪টী কথায় বলিয়া দিলেন—

এই কথাগুলির ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইয়াছে। গুণাতীতের দেহ, মন ও বুদ্ধি সংযত থাকিবে তাহার জন্য খুব উপযোগী কথা আত্মবান। কিন্তু ইহার অর্থ "আত্মাকে যিনি পাইয়াছেন" করিলে, ইন্দ্রিয়াদি

সংযমের কোনও কথা শ্লোকে থাকে না, আর পুনরুক্তি হয় কারণ নিত্য-সত্ত্বস্থ অর্থ দিয়াছি সত্ত্ব-স্থ অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে যিনি অবস্থিত। আমাদের ব্যাখ্যা সর্বাংশে সকল কথায় সুন্দর ভাবে লাগিয়া যায়। আমাদের মনে হয় এই শ্লোকটিতে গীতায় সমস্ত কথা আসিয়াছে।

বেদের প্রায় সব "ক্রিয়াই" কামনামূলক, ত্রিগুণ বিষয়ক। বেদ জানিয়া শুনিয়াই তিন রকম যাগ্ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা দিয়াছে, সকাম ব্যক্তি-দিগের জন্য ; কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিভিন্ন মিশ্রণ মানুষের শরীর ও মন। ইহাতে নানাবিধ ফল লাভের জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পুণ্যলাভ, স্বর্গলাভাদি সাত্ত্বিক ফল ; ইহলোকে থাকা, সম্রাট হওয়া রাজসিক ফল ; অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা শত্রুবধ ইত্যাদি তামসিক ফল। এই সব ফল-লাভের জন্য, মানুষ বেদ ব্যবস্থিত ক্রিয়াদি করিতে থাকে, যাহার নমুনা পূর্ব্বের তিনশ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। তাই অর্জ্জুনকে ভগবান বলিলেন, তুমি "ত্রিগুণাতীত" হও। যে মনোভাব-সকল, উপরিউক্ত কর্ম্ম-সকল করায়, তোমার যেন তাহা না থাকে। তুমি নিষ্কাম থাক। আমরা বার বার বলিতেছি গীতা বহু স্থলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা কি, তাহার বিবৃতি দিয়াছে, ও বার বার মানুষকে ত্রিগুণাতীত হইতে বলিতেছে। অতি সরল চারিটি কথায় তাহা এখানে পাই। প্রথম কথা, ত্রিগুণাতীত হইতে হইলে নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে, বিরুদ্ধগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, ভগবান গোড়াতেই নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা বলিয়াছেন ; শীতে, গ্রীষ্মে, সুখে, দুঃখে উদাসীন থাকিবে (২।১৪), সম-দুঃখ-সুখী হইতে হইবে (২।১৫), "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" হইবে (২।৩৪) মনে সর্ব্বদাই সাম্যভাব রাখিবে ও সমদৃষ্টি শালী হইবে। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত ভাব, যেখানে দ্বৈত নাই। "সমে"

আত্মস্থ থাকিবে। গীতার বহু বহু স্থানে ইহা বলা হইয়াছে যথা (২।৪৯) ও পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহ, ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণনায়, ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শেষের দিকে। সকল যোগের এক লক্ষ্য—সমত্বং যোগ উচ্যতে; নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম; ব্রহ্ম প্রাপ্ত তাহারাই হইয়াছে যে সমত্ব পাইয়াছে (৫।১৮-১৯, দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রকরণ, শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত সমত্বের বিষয়। দ্বিতীয় কথা, তিন গুণের বন্ধনে পড়িলে আত্মায় দেহ-বুদ্ধি আসে, জাগতিক সত্তায় সে নামিয়া আসে। পারমার্থিক সত্তায় থাকিতে সমর্থ হয় না। নিত্যসত্ত্বস্থ থাকিতে মনকে চরম সত্ত্বে বা নিত্য বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবানে অব্যভিচারী ভাবে রাখিবে (১৪।২৬)। টীকাকারেরা প্রায় সকলেই নিত্য সত্ত্বস্থ'র অর্থ "সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে থাকিবে' করিয়াছেন কিন্তু সত্ত্বগুণও গুণ; ত্রিগুণাতীত হওয়া হইল কি? গুণাতীতের ব্যাখ্যায় ভগবান নিজেই (১৪।২২) বলিয়াছেন "প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব, ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি"। তৃতীয় কথা নির্যোগ-ক্ষেম, অর্থাৎ কোনও কিছুর প্রার্থী হইবে না, ও কোনও কিছুর সঞ্চয় করিবে না, তোমার কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলও যেন সঞ্চয়ের এমন কি সুকর্ম্মের সুফল সঞ্চয়েরও অভিলাষ যেন না হয়, মা ফলহেতুর্ভূঃ। ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান নিজেই বহন করিয়া থাকেন। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব পাইতে এবং রাখিতে লুব্ধ হইবে না। তৃষ্ণা, সঙ্কল্প বিকল্প যেন তোমাকে স্পর্শ না করে (২।৫৫।৭২) ইত্যাদি। চতুর্থ কথা, আত্মবান হইতে হইবে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর প্রভুত্ব রাখিতে হইবে; পূর্ণ সংযমী হইবে। অনাত্মায় সংসর্গে অলিপ্ত ভাবে আত্মাকে রাখিবে, আত্ম নির্ভরশীল, আত্মতৃপ্ত থাকিবে (২।৫৫, ৩।১৭, ১৮) শ্রুতি বিপ্রতিপন্ন হইবে না (২।৫৩), অপহৃত চেতসাম্ হইবে না, (২।৪৪)। অনেক

টীকাকার আত্মবান অর্থে আত্মজ্ঞানী বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞানী আত্মজ্ঞানে থাকিবেন থাকুন, ত্রিগুণাতীত তিনি নহেন। শ্রীধর "ঈশ্বর পরায়ণ" অর্থ করিয়াছেন।

এই শ্লোকটিতে অনেক কথা আসে। প্রথমে, এই শ্লোকে ভগবান "প্রকৃতি" কি, তাহার ইংগিত দিলেন। প্রকৃতির নাম করেন নাই, শুধু এই মাত্র বলিলেন যে মানুষের স্বভাবে তিন রকমের গুণ আছে, এবং মানুষ নিজে স্বভাবকে সহজে অতিক্রম করিতে পারে না, বেদ তাহা বোঝে বলিয়া যে যাহা চায় বেদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করুক, বেদ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। বেদ কাহাকেও নিজ পক্ষ-পুটের তলা হইতে বাহির করিয়া দেয় নাই। বেদ যেন ইহা জানাইতে চাহে যে, স্বভাবের পরিবর্ত্তন জ্ঞান ও কর্ম্মের মারফৎ, যদিও অতি মন্থর গতিতে অনেক ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু তবুও ইহা হইতে থাকেই; উন্নতির দিকে গতি হইতে থাকেই। সে পরিবর্ত্তন হয়তো এ জন্মে দৃষ্ট হইবে না, কিন্তু জন্মের পর জন্ম যখন চলিতে থাকে, কোন না কোন জন্মে তাহা দৃষ্টি গোচর হইবেই, এবং আরও উন্নতি হইতে থাকিবেই। সাধারণের জন্য অর্থাৎ যে ত্রিগুণাত্মক স্বভাবে শৃংখলিত, তাহার জন্য, বেদের যথাক্রমে ব্যবস্থা অনুপযোগী নহে, কিন্তু যে গুণাতীত হইতে চায়, যে কর্ম্মের স্বর্ণ শৃংখলে বদ্ধ না হইতে চায়, তাহাকে কি করিতে হইবে, এই শ্লোকে ভগবান তাহা বলিলেন। গুণাতীত সে, যে নির্দ্বন্দ্ব নিত্য-সত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান; গুণাতীতত্বই তো ব্রহ্ম ভাব। সেই ব্রহ্ম ভাব সম্পন্ন পুরুষ কি করে, তাহা পরের শ্লোকে বলা হইল।

এই শ্লোকটির প্রত্যেক কথাটি মূল্যবান সকল যোগ ইহাতে আসিয়াছে নির্দ্বন্দ্ব কথাটি তে সুখে দুঃখে ইত্যাদির সাম্যভাব সমদৃষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক

জীবে সেই এক পরমাত্মা আছেন এই সমদর্শনাত্মক অদ্বৈত ভাব ফুটিয়া উঠে। দুই না দেখাই জ্ঞানযোগ। নির্যোগক্ষেম কথাটিতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব না লওয়া আসে। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার (২।৭১) ভাব তো ইহাই, এবং এই ভাবে এই কথাটিতে সমস্ত কর্ম্মযোগ আসে। নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ ভগবানে বা নিত্যবস্তুতে লগ্ন, ইহাতে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইই আসে। আত্মবান কথাটিতে ইন্দ্রিয়াদি যাহার বশে, এ অর্থতো আছেই, "আত্মা" লইয়া যদি উহার অর্থ করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে জ্ঞান যোগও আসে। এই ভাবে এ কয়টি কথাতে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ ওতপ্রোতঃ ভাবে পাই।

আমাদের মনে হয় এই শ্লোকটি গীতার মুখ্য কথা, মূল মন্ত্র।

গীতার উদ্দেশ্য মানুষের ভিতর গুণাতীতত্ব আনা, ইহা আমরা বার বার বলিয়াছি। এই গুণাতীতত্বকে পারিভাষিক শব্দ রূপে লইতে হইবে, যাহার সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ ব্যাখ্যা এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি। এই নিস্ত্রৈগুণ্য বা গুণাতীতত্ব হওয়া প্রতি ষট্‌কের বহু অধ্যায়ে এবং বহু পংক্তিতে বিবৃত হইয়াছে যাহার কিছু উল্লেখ পূর্ব্বে পাওয়া যাবে। ইহাই স্থিত প্রজ্ঞা, ইহাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। আমাদের মনে হয় গীতার উদ্দেশ্য লইয়া মানুষের যাহাতে গোল না বাঁধে, গীতাকার ভগবৎ মুখেতেই অর্থ-গর্ভ ছোট্ট কয়েকটী কথায় গোড়াতেই গীতার কি উদ্দেশ্য তাহা জানাইয়া দিলেন! গীতায় যাহা কিছু বিবৃত হইয়াছে, যথা কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং অন্যান্য অনেক কিছু এই গুণাতীতত্বে পৌঁছিবার পথ। গীতাকার ইচ্ছা করিলেই জ্ঞানের উপর বা ভক্তির উপর বা ধ্যানের উপর বা প্রত্যেকটির উপর এক এক খানি পূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন, গীতা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়; মনে হয়, নূতন মৌলিক

ভাবে, মানুষের আদর্শ স্থাপন করিবেন বলিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। এই শ্লোকটি চমৎকার এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; গীতার প্রতি অধ্যায়ে শিরোমামা ভাবে এই শ্লোকটিকে রাখিতে পারা যায়। গীতার এই মৌলিক উদ্দেশ্য আমরা যেন না ভুলি ; উহা মানুষে গুণাতীতত্ব আনা।

গুণাতীত অবস্থা কি, তাহা যেমন বলিয়াছেন ২।৪৫, ৫৫-৭২ ; ৫।৭-৯ ; ৬।৭-৯ ; ১২।১৮-২০ ; ১৪।২২-২৬ ও ১৬-।১-৩ এবং অন্যান্য স্থানেও, ভগবান তেমনি তাহার সাধন বলিয়া দিয়াছেন, ২।৩৮, ৪৮ এবং অন্যান্য বহু শ্লোকে। আমাদের যে ব্যথা দিলাম, তাহা অন্যান্য টীকাদি হইতে বহুলাংশে অন্য প্রকারের ; সুধীজন যেন ক্ষমা করেন। আমাদের মৌলিক কথা এই শ্লোক লইয়া।

গীতার গুণাতীত বা তৎসম্বন্ধিত শব্দ যে যে স্থলে আছে তাহার কিছু—
২।৪৫, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২ ; ৩।১৭, ১৮ ; ৪।১০, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ; ৫।৩, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৬ ; ৬।৭, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৮, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ; ১০।৪, ৫ । ১২।১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ; ১৩।৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ; ১৪।২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ১৫।৫ ; ১৬।১, ২, ৩ ; ১৭।১৪, ১৬ ; ১৮।১০, ১১, ২৩, ৫১

ইহার সাধনও বলিয়া দিলেন ২।৩৮, ৪৮ ও অন্যান্য অধ্যায়ের নানা শ্লোকে।

রামকণ্ঠ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, ইহারা সুখ, দুঃখ ও মোহ জনক। আত্মবান=আত্মনিষ্ঠ। যাহাদের নিকট সত্য আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদিত হয় না, তাহারা আত্মা নাই ভাবে। নিত্যসত্ত্বস্থ = সদ্ ভাবে স্থিত্য, অবিনাশী যে সত্ত্ব।

মধুসূদন। নিস্ত্রৈগুণ্যোভব অর্থাৎ নিষ্কাম হও; ইহার দ্বারা কর্ম্মের স্বভাব হেতু জন্মমরণরূপ সংসার অবশ্যই হইবে—এইরূপ মত নিরস্ত হইল।... আশঙ্কা হইতে পারে যে শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের প্রতিকারের জন্য ভো বস্ত্রাদির অপেক্ষা করিতে হয়, আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে নিষ্কামত্ব কিরূপে হইতে পারে; ইহার উত্তরে বলিতেছেন, নির্দ্বন্দ্ব হও। ইহাতে জিজ্ঞাসা হইতে পারে অসহনীয় দুঃখ আমি কিরূপে সহিব, ইহার উত্তরে বলিতেছেন নিত্যসত্ত্বস্থ হও, অর্থাৎ নিত্য [= অচঞ্চল] এমন যে ধৈর্য্য নামক সত্ত্ব, তাহাতে যে থাকে, তুমি তাদৃশ হও। আচ্ছা, শীতোষ্ণাদি না হয় সহ্য করা গেল, তথাপি ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে হইবে ও লব্ধ বস্তু রক্ষা করিতে হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন নির্যোগক্ষেম হও। সকলের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর তোমার যোগক্ষেম বহন করিবেন। তুমি আত্মবান হও। আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা যাহার ধ্যেয় রূপ এবং যোগক্ষেম নির্ব্বাহক রূপে বিদ্যমান, সে আত্মবান "তিনি আমার দেহযাত্রার জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহা নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও; অথবা আত্মবান হও, ইহার অর্থ প্রমাদ শূন্য হও।

শ্রীধর। তুমি শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বমুক্ত হও, অর্থাৎ সহ্য কর, সত্ত্বগুণে অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক। দ্বন্দ্বানুকূল, যোগক্ষেমে ব্যাপৃত প্রমত্ত পুরুষের পক্ষে ত্রৈগুণ্যরাহিত্য সম্ভব হয় না।

শংকর। অসংসারী হও, কারণ ত্রিগুণই সংসার। নিত্যসত্ত্বস্থ = সদা সত্য গুণাশ্রিত হও। আত্মবান = আত্ম বিষয়ে প্রমাদ রহিত হও।

নীলকণ্ঠ। আত্মবান = আত্মাকে যিনি পাইয়াছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণার চিন্তায় যিনি প্রমত্ত নহেন।

অভিনব গুপ্ত। যোগক্ষেম = অপ্রাপ্তিলব্ধ স্বরূপ লাভ ও প্রাপ্ত ভগবৎ প্রতিষ্ঠা লাভের পরিরক্ষণ।

রামানুজ। নিত্য সত্ত্বস্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অর্জ্জুন তোমার মনে এই সময় সত্ত্বগুণ অধিক রহিয়াছে, তাহা বর্দ্ধিত কর, তিনগুণের প্রচুরতা বাড়াইও না।

শ্রীধর ও নীলকণ্ঠের মতে ইহার অর্থ ধৈর্য্যবলম্বন কর।

বলদেবের মতে জীবেতে যে নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ অপরিণামত্ব বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি-শূণ্যত্ব আছে তাহাতে স্থিতি।

বিশ্বনাথ। নিত্য-সত্ত্বস্থ = ভগবানের ভক্তগণের সহিৎ স্থিতি, কারণ তাঁহারা নিত্য সত্য।

মধুসূদন। রজঃ ও তমঃকে পরাজয় করিয়া সত্ত্বগুণ মাত্র অবলম্বন কর। (আত্মবান শব্দের টীকাকারেরা নিজ নিজ মতে নানা অর্থ করিয়াছেন। যথা অপ্রমত্ততা, বিষয় পরবশ-শূন্যতা, আত্মস্বরূপানুসন্ধান পরায়ণতা, আত্মাতে বা পরমেশ্বরে বিশ্বাসী (মধুসূদন) ইত্যাদি। মধুসূদন বলেন আত্মা পরমাত্মা সূচক অর্থ ধরিলে, যোগক্ষেম আত্মবান ইত্যাদির অর্থ সিদ্ধ পায়। অনেকে নিস্ত্রৈগুণ্য ও নিত্য সত্ত্বস্থ'র অর্থ করিয়াছেন "তুমি ত্রিগুণে না থাকিয়া, একগুণে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হও"।

গিরীন্দ্র শেখর। নিত্য সত্ত্বস্থ ও আত্মবান=নিত্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ও আত্মজ্ঞানবান।

এই শ্লোকের অনুরূপ বাশিষ্ট গীতায় আছে; নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেম আত্মবান, যথা প্রাপ্তানুবর্ত্তীত্বং ভবভূষিত ভূতল" (৬৪ স্বর্গ)।

তিলক। নিত্য সত্ত্বস্থ = ত্রিগুণাতীত, কারণ সত্ত্বগুণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা (১৪।১৪, ২০)।

গীতাতে মীমাংসক দিগের কর্ম্মকাণ্ডের ন্যূনতা দেখান হইয়াছে, তাহা ইহার কাম্য বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করিয়াই হইয়াছে, ধর্ম্মের জন্য নহে। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (১১।৩।৪৬) বেদোক্ত কর্ম্মের বেদে যে ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে তাহা রোচনার্থ, অর্থাৎ যাহাতে কর্ত্তার ঐ কর্ম্ম ভাল লাগে। অতএব ঐ কর্ম্ম সমূহ ঐ ফল প্রাপ্তির জন্য করিবে না, কিন্তু নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ ফলের আশা ছাড়িয়া দিয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিবে। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার করে, নৈষ্কর্ম্ম্য জনিত সিদ্ধি তাহার প্রাপ্তি হয়। ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন (১৮।৬) যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, ফলাশা ছাড়িয়া ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত। তিলক ভাবার্থে বলিয়াছেন, মীমাংসকদিগের যোগক্ষেম সম্পাদক ত্রিগুণাত্মক কাম্যকর্ম্ম ছাড়িয়া, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে নির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা আত্ম-নিবিষ্ট হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যোমব্রহ্ম। নিত্য সত্ত্বস্থ=নিত্য যে অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহাতে নিষ্ঠাবান্। নির্যোগক্ষেম=যোগের দ্বারা আমার অমুক সুখ লাভ হইবে এরূপ বোধ রহিত। আত্মবান=পরমাত্ম প্রাপ্ত অতএব অত্যন্ত আনন্দ যুক্ত।

RADHA KRISHNAN : নিত্য সত্ত্ব Arjun is asked to stand above the moods and be firmly rooted in the সত্ত্ব; this is not the mood of সত্ত্ব which Arjun is asked to go beyond. শঙ্কর and রামানুজ however, take it to mean সত্ত্বগুণ। আত্মবান :—আপস্তম্ব declares that there is nothing higher than the self.

GANDHI : নিত্যসত্ত্বস্থ = abide in eternal truth.

সন্তদাস। বেদ সকলের বিষয় ত্রিগুণাত্মক সংসার। নিত্যসত্ত্বস্থ= সদা জ্ঞানে (সত্ত্বগুণে)। আত্মবান=আত্মাতে প্রতিষ্ঠিতে থাকে।

কৃষ্ণানন্দ। নিত্য সত্ত্বস্থ = বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ অটল ধৈর্য্য।

আত্মবান = সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর।সর্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান, আমাতেও বিরাজ করেন, এইরূপ যাহার বিশ্বাস।

জ্ঞানেশ্বরী। নিত্য সত্ত্ব আত্ম-বান = অন্তর্য্যামী আত্ম সুখ।

রামানুজ। আত্মবান=আত্মস্বরূপের খোঁজে তৎপর হও।

মধুসূদন। ত্রৈগুণ্য বিষয় = কামমূল সংসার হইয়া থাকে প্রকাশ্য বিষয় যাহার। নিস্ত্রৈগুণ্য = নিষ্কাম। শীতাদি দুঃখ যেন সহিলাম অসহনীয় দুঃখ কি করিয়া সহিব? তাহার উত্তর—নিত্য সত্ত্বস্থ হও, অর্থাৎ অচল ধৈর্য্য নামক সত্ত্ব তাহাতে যে থাকে সে রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অভিভূত হয় না। আত্মবান অর্থাৎ পরমাত্মা যাহার ধ্যেয়। নিত্য সত্ত্বস্থ ভাগবতে এইরূপ আছে "মুনিরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিয়া রজঃ ও তমঃ জয় করিবেন, তাহার পর উপশমাত্মক সত্ত্বদ্বারা সত্ত্বকে জয় করিবেন (ভাগবং ১৯ ২৫ ৩৪, ৩৫)

রামদয়াল। আত্মবান=আত্মাই তোমার সর্ব্বস্ব হউন, অন্তর্য্যামী রক্ষক হউন।···তুমি সত্ত্বগুণে থাকিতে অগ্রে চেষ্টা কর, যখন চিত্তমল দূর হইয়া যাইবে, যখন চিত্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইবে, তুমি ঐ সত্ত্বগুণে থাকিতে থাকিতে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিবে। বা, সত্ত্ব = জ্ঞান, প্রকাশ; নিত্য সত্ত্বস্থ = নিত্য জ্ঞানে।

মতিলাল সর্ব্বত্যাগী হইতে হইলে কোনও গুণ রাখিলে চলিবে না। "নিস্ত্রৈগুণ্য" অর্থে, আচার্য্য শঙ্কর 'নিষ্কাম' করিয়াছেন; আর 'নিত্যসত্ত্বস্থ' অর্থে, আচার্য্যগণ রাজস ও তামস গুণ পরিহার ও সত্ত্বগুণাশ্রয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু এই উভয় বাক্যের যে বিশেষ তাহা তাঁহারা আমলে আনেন নাই। শ্রীধর "নিত্যসত্ত্বস্থ" অর্থে ধৈর্য্য পরায়ণ করিয়াছেন।

গোপাল তাপনী আদি শাস্ত্রে পরাভক্তিকে নির্গুণ বিষয় বলিয়া প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।...মানব মন্ত্রের কবি বলিয়াছেন "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"।

ভূপেন্দ্রনাথ। "ইড়া-পিঙ্গলা, সুষুম্না চলিলেই বিষয় ও বেদ সমুদায়েতে রত হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য হইলে অর্থাৎ স্থির হইলে ইহা থাকে না অতএব এই তিন গুণের পরের যে ভাব সেই ভাব প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থ." (৺লাহিড়ী)। সাধারণতঃ শ্বাস একবার ইড়ায়, একবার পিঙ্গলায় চলে ; কখনও কখনও সুষুম্নায় চলে (তখন মন অন্তর্মুখী ও শ্বাস একটু স্থির ও মৃদু হয়)। ইড়া ও পিঙ্গলায় চলিলে চিত্ত স্পন্দন বৃদ্ধি হয় (রজঃ ভাব); ইহা বাড়িতে বাড়িতে ক্লান্ত ভাব (তমঃ ভাব) হয়। এই সব স্পন্দনে বহু বাসনা, পরলোকে সুখাভিলাষ ইত্যাদি জন্মায়। বেদ যেমন চারি প্রকার, জ্ঞান ও সেই রূপ—

দেহোঽহং, শূন্যোঽহং, সর্ব্বোঽহং, সর্ব্বাতীতোঽহং চারিবেদের এই চারি প্রধান কথা। ইড়ায় শ্বাসে, রজোগুণ, সর্ব্বোঽহং (সমস্ত আমারই ভোগের জন্য এই ভাব); পিঙ্গলায় শ্বাসে, তমোগুণ, দেহোঽহং (আমি জ্ঞানী, ধনী এই ভাব); সুষুম্নায় শ্বাসে, সত্ত্বগুণ, শূন্যোঽহং, জ্ঞানভাব অর্থাৎ আমার সঙ্গে যেন কিছুরই সম্বন্ধ নাই এই ভাব) ইহাই বৈষ্ণবদের "আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে" অর্থাৎ গভীর ধ্যানাবস্থার ভাব। তার পর, ইড়া, পিঙ্গলার ও সুষুম্নার অতীতাবস্থা, সর্ব্বাতীতোঽহং এক অখণ্ড সত্তা মাত্রেরই স্ফুরণ, কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং ভাব ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিনে মিলিয়া এক হইয়া যায়।...শ্বাস যখন আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে চড়িয়া বসে, সুতরাং সুষুম্নাও ভেদ হইয়া যায়, তখনই ত্রিগুণাতীত অবস্থা ; কোন দ্বন্দ্ব ভাব থাকে না। যেখানে

মন থাকে না তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। তন্মন বিশয় ; যাতি, তদ্বিষ্ণু পরমংপদং ; ত্রিগুণাতীত অবস্থা। আত্মবান = স্থিরত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা। নির্যোগক্ষেম = আমার কিছু আছে কি নাই এসব যখন কিছুই মনে থাকে না। নিত্যসত্ত্বস্থ = সত্ত্বগুণই সুষুম্না, ইহাতে থাকা। ইহাই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাই হইয়া যাওয়া।

ভক্তিপ্রদীপ। The Vedas deal with the threefold qalities of Maya, be free from their influence, and from mundane opposites, associate with eternal devotees, do not search for unattained object, nor care for preserving the obtained things, and realise your self.

বিদ্যানন্দ। নিত্যসত্ত্বস্থ = নিত্যবস্তুতে স্থিত। আত্মবান = আত্ম পরায়ণ।

(৪৬, গুণাতীত যে, তাহার গুণাত্মক ছোট ছোট ক্রিয়া কলাপে থাকিবার প্রয়োজন নাই। বড়কে পাইলেই হইল. ছোটদের পৃথক ভাবে খুঁজিতে হয় না, কারণ বড়'র ভিতরই তাহারা থাকে।

৪৬। যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬

পদচ্ছেদ। যাবান্ অর্থঃ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুত-উদকে; তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

অন্বয়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে, যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্।

কঠিন শব্দ। সংপ্লুতোদকে = জলে প্লাবিত থাকিলে। উদপানে = ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে। যাবান্ = তুলনা মূলক, যে ধরনের। অর্থ = প্রয়োজন। বিজানতঃ = বিজ্ঞানী বা জ্ঞানী। ব্রাহ্মণস্য = ব্রহ্মবেত্তার

ত্রিগুণাতীতের বা সংদৃষ্টিশালীর। সর্ব্বেষু বেদেষু বেদ সকলের। তাবান্ = সেই ধরণের।

অনুবাদ। সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের যে ধরণের প্রয়োজন থাকে (অর্থাৎ কোনও প্রয়োজনই থাকে না), জ্ঞানী ব্রহ্মবেত্তার কাছে সকল বেদের, বা বেদের ছোট ছোট ক্রিয়া সমূহের, সেই ধরণেরই প্রয়োজন থাকে (অর্থাৎ প্রয়োজন থাকে না)। (মহাভারত ৫।৪৬।২৬)।

ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত. সম। কাজেই ব্রহ্মবেত্তাকে ত্রিগুণাতীত ও সাম্যদৃষ্টি-শালী হইতে হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে ত্রিগুণাতীতত্বের আলোচনা থাকায় আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় এখানে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্রহ্মবেত্তা অর্থ লইলে সঙ্গত হইবে। যাহার মনে সাম্য ভাবের প্লাবন থাকে, সে সকল অভাবের উর্দ্ধে অবস্থিত; কোন কিছুকে আশ্রয় ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। যে ত্রিগুণাতীত হইতে সক্ষম হয়, ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়াকলাপ লইয়া তাহাকে আর থাকিতে হয় না। আত্ম-তুষ্টির ভিতর, সে সকল তুষ্টি পায়। গুণাতীত অবস্থা পাওয়াই সকল বেদকে জানা। বেদের যে অন্তর্নিহিত অর্থে সমাহিত থাকিতে পারে, বেদের বাহিরের অর্থ লইয়া বা বহিরঙ্গ সাধন লইয়া, সে সময় নষ্ট করে না। গুণাতীতত্বের ভিতর সমস্ত শাস্ত্রে এক রসে বিদ্রাবিত হইয়া গিয়াছে।

এই শ্লোকে আরও দু একটি ভাবার্থ আসে (১) যে বৃহৎ কর্ম্ম মাথায় লয়, ছোট ছোট কর্ম্মের দিকে তাহার মন যেন ধাবিত না হয় (২।৪২)। (২) সর্ব্বদেবময় ভগবানের উপাসনা করিলে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিবার প্রয়োজন নাই. (৩) ব্রহ্মজ্ঞের কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, ৪) সকল কর্ম্মের ফল ব্রহ্মজ্ঞানে লাভ হয়।

শংকর। ছোট ছোট কূপাদিতে সব মিলাইয়া যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বড় জলাশয়ে তাহা সবই হয়। সেই রূপ সমস্ত বেদের কর্ম্মে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সব প্রয়োজন পরমার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞাতা ব্রাহ্মণের অর্থাৎ সন্ন্যাসীর, সকল দিক হইতে পরিপূর্ণ মহান জলাশয় স্থানীয় বিজ্ঞান-আনন্দ রূপ ফল, তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধ হয়। সর্ব্ব কর্ম্ম, জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। সেই জন্য জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকারী হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মাধিকারীর কর্ম্ম করা প্রয়োজন।

রামানুজ। সর্ব্বত্র পুর্ণ জলাশয়ে পিপাসু ব্যক্তির যত টুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সে গ্রহণ করে। অর্থাৎ বেদের অনন্ত উপদেশাদি হইতে মুমুক্ষুর যে উপদেশ গুলির প্রয়োজন, মাত্র সেই গুলিই সে গ্রহণ করে।

তিলক। চারিদিকে জল বৃদ্ধি হইলে কূপের যে টুকু অর্থ বা প্রয়োজন বাকী থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন থাকে না)। সেই টুকু প্রয়োজনই লব্ধ-জ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদে থাকে (অর্থাৎ কেবল কাম্য-কর্ম্মরূপ বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না ৩।১৭)। টীকাকারেরা অনেক টানাবুনা করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যাও তিলকের মত। শুকানুপ্রশ্নে জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য বিচারে বলিয়াছেন, "নদীতে যে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোয়া করে না, সেই রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মের কোনও পরোয়া করে না, (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৪০।১০)। তিলক পাণ্ডব গীতা, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি হইতে অনেক শ্লোক দিয়াছেন। "স্নান, পান প্রভৃতি কর্ম্মের জন্য কূপের যে টুকু উপযোগ হয়, সেই টুকুই বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীতেও হইতে পারে, এই প্রকারেই বেদ সমূহের যে টুকু উপযোগ হয়, সেই টুকুই সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বারা

হইতে পারে” এইপ্রকারের ব্যাখ্যার তিলক বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, তিনি মহাভারত হইতে অনেক শ্লোক দিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। সকাম ও অকাম ভক্তিযোগ পক্ষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া অকাম ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পাদন করিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ। সব আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। ইহার ভিতর স্বর্গের আনন্দও আছে যে স্বর্গ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মে পাইতে হয়।

KRISHNA PREM : But all their books, (the books of the orthodox) are literally as useful to the enlightened disciple (বিজানত = possessed of বিজ্ঞান বা বুদ্ধি) as tank in a place overflowing with water on all sides.

অরবিন্দ। যিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট বেদ নিষ্প্রয়োজন ; বরং বেদ বাধা স্বরূপ, কারণ তাহাদের ভিতরে ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে, এবং তাহাদের যে নানাবিধ বিরোধী ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহাতে বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে।

রামদয়াল। বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহে যে যে ফল হয়, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী ব্যুৎপন্ন চিত্ত ব্রাহ্মণের তাহা সমস্তই লাভ হয়।

গিরীন্দ্র। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে বেদের আবশ্যকীয়তা থাকিবে না।

MODI : শঙ্কর has taken ব্রাহ্মণ as carrying the service of Sanyasi.

মধুসূদন। যে পরিমাণ প্রয়োজন ক্ষুদ্র জলাশয়ে সাধিত হয়, মহাহ্রদেও তাহা সাধিত হইয়া থাকে, এইরূপ বেদোক্ত অখিল কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে প্রয়োজন সাধিত হয়, ব্রহ্ম-ভাবী ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির সেই প্রয়োজনই ভাল ভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র সমপ্লুতোদকে =সকল স্থান হইতে যে স্থানে জল আসিয়া পড়িয়াছে।… ক্ষুদ্র আনন্দগুলি ব্রহ্মানন্দের অংশ ;

যিনি বিজ্ঞানতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তিনি (ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে যিনি ইচ্ছুক) তিনি তাহা প্রাপ্ত হন। হিরণ্যগর্ভের আনন্দ মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করায় তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন পরব্রহ্মেরও যে আনন্দ, তোমারও সেই আনন্দ হইবে এবং সেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিতেই সর্ব্বপ্রকার আনন্দের প্রাপ্তি হইবে, শীঘ্র আনন্দ পাইবার জন্য ব্যস্ততার অবকাশ থাকিবে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মানন্দের কণা মাত্রই পাইয়া আমরা সব জীবিত আছি; আমার, যাহা আমার জীবন, তাহা হইল আনন্দ স্বরূপ। আর জ্ঞানে যদি দুঃখ নাশ হয়, তবে ইহাতে তাহাতে আনন্দ খুঁজিতে যাই কেন ?...প্রাণই আদ্য শক্তি, প্রাণের চাঞ্চল্যই জগৎকে বহু রূপে দেখায়। স্থির প্রাণই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী, তাঁহার নৃত্যারম্ভ হইলেই অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিকসিত হইয়া উঠে। বহু, একেরই প্রকাশ; "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা"।...সেই বহুই একের মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তখনই আমার নৃত্যকালী মা অচঞ্চলা হইয়া স্থির সমুদ্রবৎ কারণবারি রূপে বর্ত্তমান থাকেন। "এক সাধে সব সাধিয়া, সব সাধে সব যায়," একের সাধনেই সব সাধন হয়; আর সকল সাধ মিটাইতে গেলে সব নষ্ট হইয়া যায়।

ভক্তিপ্রদীপ। All the purposes served by different small pools are fully served by a large lake ; in the same way, all the results that are obtained by following the different Vedas are fully attained by a Brahmin who has grasped the real meaning of the Vedas (They get all from my worship)

বিদ্যানন্দ। চতুর্দ্দিকে জল ভরা থাকিলে, ছোট ছোট জল ভরা গর্ত্তের যেরূপ প্রয়োজন, সেই রকম, ব্রহ্মকে যে ব্রাহ্মণ জানে, তার বেদেরও সেই রকম প্রয়োজন।

শ্রীধর। চতুর্ব্বেদে উক্ত, যজ্ঞ ফলাদি, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দেই লাভ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল আনন্দ উহাতে অন্তর্ভূক্ত। সংপ্লুতোদক = মহাহ্রদ।

রামকণ্ঠ। তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর বেদের মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র গৃহীতব্য।

(৪৭) গুণাতীত হইবার জন্য, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বিশেষ স্বধর্ম্ম পালন করাই প্রথম ধাপ। তাই কি রূপ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া ইহা করিবে, ভগবান তাহার নির্দ্দেশ দিলেন। ভগবান বলিলেন, তুমি জন্ম লইয়াছ কর্ম্ম করিবার জন্য, পুরস্কার দাবী করিবার জন্য নহে, বা নিষ্ক্রিয় থাকিবার জন্য নহে। কর্ম্ম কিন্তু এমন ভাবে করিবে যাহাতে কর্ম্মফল উৎপন্ন না হয়, কর্ম্মবন্ধনে পড়া যেন না হয়। এই শ্লোকটিরই প্রসার পরের অধ্যায়গুলি। গুণাতীত হইবার জন্য প্রথম প্রয়োজন নিষ্কাম ভাবে, "আমি ও আমার" ছাড়িয়া দিয়া, সাম্যভাব মনে রাখিয়া, এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে পূর্ণ সংযমে রাখিয়া কর্ম্ম করা। ইহাতেই প্রজ্ঞা আসে, এবং এই প্রজ্ঞাতে থাকাই ব্রাহ্মী স্থিতি, গুণাতীতত্ব।

গুণাতীতত্বের সহিত এই শ্লোকটির কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, প্রায় কোন ব্যাখ্যাতাই তাহার আলোচনা করেন নাই। সুধীজনেরা আমাদের মোটাবুদ্ধির আলোচনা ক্ষমা করিবেন।

৪৭। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ৪৭

পদচ্ছেদ। কর্ম্মণি এব অধিকারঃ তে, মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম্মফল হেতুঃ ভূঃ মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্ম্মণি।

অন্বয়। তে কর্ম্মণি এব অধিকারঃ, মা ফলেষু কদাচন, কর্ম্মফল হেতুঃ ভূঃ মা, তে অকর্ম্মণি সঙ্গঃ মা অস্তু।

কঠিন শব্দ। কর্ম্ম শব্দে বুঝিতে অবশ্যই হইবে যে, যাহা শক্তির ভিতর পড়ে, এরূপ কর্ম্ম। অধিকার = ইহার নানা অর্থ হয়, যথা, দখল, নির্দ্দেশিত সীমা, নিজেরই (যথা, তোমারই) কাজ, সম্পর্ক, আয়ত্ত ইত্যাদি, "কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি" (মধুসূদন)। মা কদাচন = কখনও নহে। ফলেষু = (এখানে, বহু বচন লক্ষ্য করিবার বিষয়); অর্থ = বহুবিধ ফল যাহা প্রারব্ধে ঘটায় বা যাহা কৃতকর্ম্মের ফলে উৎপন্ন হয়, যথা সুখ, দুঃখ জয়, পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি ইত্যাদি ; ইহা, এবং ইহা ছাড়া, যথা এখানে, বহু বিধবা সৃষ্ট হইবে, বহু বালক পিতৃহীন হইবে, বর্ণ সঙ্কর সৃষ্টি হইবে ইত্যাদি। কর্ম্মফল = কর্ম্মে উৎপন্ন পাপ পুণ্যাদি বা সংস্কারাদি, যাহার ফল, পরের কোন জন্মে (বা অনেক সময়ে এই জন্মেই) ভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ যাহা কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টি করে, তাহা লোহার শৃঙ্খলেরই হউক বা সোনার শৃঙ্খলেরই হউক। হেতু = কারণ। মা ভূঃ = হইও না। সঙ্গ = আসক্তি। অকর্ম্মণি = কর্ম্ম না করাতে।

অনুবাদ। কর্ম্মতেই তোমার অধিকার (কর্ম্ম করাই তো তোমার কাজ, বা কর্ম্মে তোমার দখল সত্তা আছে, কর্ম্ম বিষয়ে তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার); কিন্তু ফল সমূহের উপর তোমার অধিকার বা দখল নাই (অর্থাৎ তুমি যাহা ইচ্ছা সেই রকম ফল ঘটাইতে পার না)। আর এই কর্ম্মের ব্যাপারে), কর্ম্মফল সৃষ্টির কারণ হইও না (অর্থাৎ কর্ম্ম এমন ভাবে করিবে যাহাতে কর্ম্মবন্ধন না উৎপন্ন হয়, আর (কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মবন্ধন

উৎপন্ন হইবে না, এই সিদ্ধান্ত করিয়া) কর্ম্ম না করা তাহার প্রতিও তোমার যেন আসক্তি না হয়।

এই শ্লোকটি অতীব গৌরবপূর্ণ শ্লোক। ইহা শুধু অর্জ্জুনকে নহে, ভগবান জগৎকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত "কর্ম্মযোগের" ইহা চতুঃসূত্রী, অর্থাৎ কর্ম্মযোগের সূত্রস্বরূপ, ইহার চারিটি পদ, (১) কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, (২) মা ফলেষু কদাচন, (৩) মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, (৪) মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে, অর্থাৎ যে বুদ্ধিযোগে কর্ম্মযোগ বুঝিতে হইবে, ও তাহাতে উদ্দীপিত থাকিতে হইবে, সেই বুদ্ধিযোগের আসল কথাগুলি এই শ্লোকে পাই। সমস্ত কর্ম্মযোগ ইহাতে আসিয়াছে। এই শ্লোক প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়।

এই শ্লোকটির প্রথম পদ, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে। ইহার "অধিকার" শব্দে কয়েকটি ভাব পাওয়া যায়। প্রথম ভাব এই যে, ভগবান যেন বলিতেছেন, কাজ করাই তো তোমার কাজ, তুমি জন্ম লইয়াছ কর্ম্ম করিতে। কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিহীন ভাবে, কেহ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না (৩।৫)। গুণাতীত হইতে চাহ, বা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পাইতে চাহ, তোমাকে প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতিপালনের মারফৎ সাধনা করিতে হইবে। নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন ছাড়া আর কিছুতে তোমার থাকা হয় না। সুখজনকই হউক বা দুঃখজনকই হউক, এই অধিকার ভোগে তোমায় থাকিতে হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের ভিতর যাহা প্রধান, তাহা সহজাত কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম পালন করা। ইহার পালন সাধারণতঃ কঠিন নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্মফলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধর্ম প্রতিপালন করিবার মত দেহাদি পাই, এবং উপযোগী ঘরে জন্মও পাই, যেখানে ঐ বর্ণধর্ম সহজাত ধর্ম হইতে পারে, এবং উহার পালন করা সহজ স্বাভাবিক কাজ হয়। নিষ্কাম ভাবে নির্লিপ্ত ভাবে রাগদ্বেষহীনভাবে সহজাত ধর্মপালন

করাতে কোনও দোষ লাগিবে না, হউক না কেন সেই সহজাত ধর্ম ক্ষুদ্র ধর্ম বা নীচ লোকের ধর্ম। পর ধর্মের দিকে যেন মন না যায়। বিদুর সাত্ত্বিক গুণে অনেক ব্রাহ্মণের উপরে ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন দিন বলেন নাই, তিনি শূদ্র থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। মহাভারতে তুলাধার বৈশ্যের ও ব্যাধ গীতায় ব্যাধের এবং আরও অনেক আখ্যায়িকা এ বিষয়ের উদাহরণ।

এই কর্ত্তব্যপালন তাহা কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা পরের ছুইটি পদে বলিয়া দেওয়া হইল। যদি বল, কর্মত্যাগই তো তাহা হইলে ভাল, বন্ধনের কোন কারন ঘটিবে না,—কিন্তু তাহা হয় না; 'কর্মত্যাগও' কর্ম, আরও কঠিন বন্ধন তাহাতেপ্রাপ্ত করায়।

"অধিকার" শব্দের দ্বিতীয় ভাব এই যে, ভগবান বলিতেছেন, অর্জ্জুন তুমি কর্মেরই অধিকারী। অধিকার ভেদ, কোন জিনিষ কাহার জন্য নির্দ্দেশিত, সেই ভেদ। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার অন্তরম কাজ, তোমার অধিকার বা কাজের নির্দ্দেশিত সীমা। ব্রাহ্মণের মত যজন যাজন করা, বা ভিক্ষা মাগা, এ সব সেই নির্দ্দেশিত সীমায় পড়ে না। [অনেক টীকাকার "তুমি নিয়াধিকারী, জ্ঞানের অধিকারী নহ" এই ভাবে কথাটা বলিয়াছেন; ঐ ভাবে না বলিয়া, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা যে ভাবে বলিলাম, সেই ভাবে বলাটা সুন্দর হয় না কি? উপনিষদে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অনেক ব্রাহ্মণ ঋষিমুনিদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা, অনেক ক্ষত্রিয় নৃপতি হইয়াছিলেন]।

তৃতীয় ভাব এই যে, "ফলে তোমার অধিকার নাই" ইহার সহিত এক ধ্বনিতে মিলাইবার জন্য বলা হইয়াছে, "মাত্র কর্মেই তোমার অধিকার আছে" অর্থাৎ কর্ম তুমি যে রকম ইচ্ছা করিতে পার, কর্ম নাও করিতে

পার, ইহা তোমার ইচ্ছা মাফিক বা হাতের ব্যাপার কিন্তু তুমি যে রূপ ফল চাহিতেছ, তাহার প্রাপ্তি ঘটান ইহা তোমার ইচ্ছা মাফিক বা হাতের ব্যাপার নহে ; যাহা চাহিতেছ, তাহার উল্টা ফলই হয় তো তোমার পাওয়া হইবে।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া লওয়া প্রয়োজন, গোল মিটাইবার জন্য। সমালোচকেরা প্রায়ই বলেন, কৃষ্ণের কথার ঠিক নাই ; কখন বলিতেছেন, কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, অর্থাৎ সকল কর্ম্মেরই তুমি কর্ত্তা হইতে পার, আবার বলিতেছেন প্রকৃতিই কর্ম্ম করায়, যে মুর্খ সে ভাবে, সে কর্ম্ম করে [৩।৫, ২৭, ৩০ ; ১৩।২১, ২৯] আবার বলিতেছেন, আমি সবই করিয়া রাখি, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন [১১।৩৩] আবার বলিতেছেন, যদি তুমি কর্ম্ম বিষয়ে নিজের অহঙ্কারে থাক সে থাকা চলিবে না [১৮।৫৮-৬৯] কিন্তু সমালোচকেরা ভগবানের কথা যে ভাবে বুঝিয়াছেন, ভগবান মোটেই সে ভাবে বলেন নাই ; প্রথমে প্রকৃতি শব্দের অর্থ বোঝা যাউক্। আমরা এক এক জন এক এক প্রকারের মন লইয়া আসি, অর্থাৎ প্রতি মনের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রিত পরিমাণ ও পারস্পরিক পরিমাণ, অন্য মনের এই গুলির পরিমাণ হইতে ভিন্ন থাকে। কর্ম্মের ব্যাপারে গুণেরা কি করে, ও আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে কি না, ইহার বিচার অতি জটিল ; আমাদের মোটা বুদ্ধিতে আমরা নিম্ন ব্যাখ্যার ভাবে জিনিষটাকে রাখিলাম, সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

বিভিন্ন মনে এই গুণগুলির বিভিন্ন মিলিত পরিমাণ ও পারস্পরিক পরিমাণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে হয়। ইহার মানিকটা যেন একটা পুঁটলি বাঁধা ভাবে, এবং অন্য খানিকটা যেন আর একটা পুঁটলি বাঁধা ভাবে এবং বাকিটা যেন আলগা ভাবে থাকে। "পুঁটলি বাঁধা" বলা

হইল এই জন্ত; যে উহার ভিতর যাহা যেরূপ পরিমাণে থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ হয় না। "অপূর্ব্ব" বা প্রারব্ধ একটি পুঁটলির নাম দেওয়া যাউক; আর "প্রবণতা, সংস্কার, স্বভাব বা প্রকৃতি" অন্ত পুঁটলির। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে ভাল মন্দ দুইই আমরা পাই। প্রিয়বিয়োগ, দুর্ঘটনা, মহামারি, এই সব পাওয়া হয় এই কর্ম্মফলে। যদি কেহ কোন জন্মে আমাকে হত্যা করিয়া থাকে, তো যে "অপূর্ব্ব" সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কোন জন্মে আমাকে লইয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করিতে। প্রকৃতির কর্ম্মফল বিধি, যাহা "অপূর্ব্ব" ভাবে জন্ম জন্মের সাথী থাকে, ইহা ঘটাইবেই। তাহা হইলে, আমরা পাইলাম যে প্রকৃতিই কর্ম্ম করায়, অন্ততঃ ইহা একটা তাহার উদাহরণ। তবে "অপূর্ব্বকে" নাকচ করিবার উপায় যে নাই, তাহা নহে। সতর্ক থাকিয়া নিজেকে রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত রাখা, পুরুষকার লাগানো, এবং শরণাগত ভাবে ভগবানকে ডাকা ইহারাই উপায়।

বলা হইয়াছে, আর একটি পুঁটলি সংস্কারের, অর্থাৎ স্বভাব বা আমাদের প্রকৃতির। এই সংস্কার বহু বহু জন্ম ধরিয়া কোন এক কর্ম্ম করিয়া যাওয়ার ফল। আমি যদি পূর্ব্বের কয়েক জন্মে কামুক ভাবে, বা কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যুক্ত ভাবে বা ক্রোধী ভাবে থাকিয়া থাকি, তো তাহার ফলে উদ্ভূত সংস্কারে আমার প্রকৃতি কামুক বা ক্রোধী হইবেই; রজোগুণ ভরা পুঁটলি আমার সহিত সহজাত হইয়াছে। বংশজাত (hereditary) গুণ পাওয়াও কর্ম্মফলেই হয় ভগবান এই সহজাত সংস্কার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, "কাম এষ, ক্রোধ এষ, রজোগুণ সমুদ্ভবঃ" (৩।৩৭); এই পুঁটলির রজোগুণ ইন্দ্রিয়ে থাকে, মনে থাকে, বুদ্ধিতে থাকে, দুর্গে থাকার মত ভাবে থাকে। তাহা হইলে বলিতেই হইবে দুর্বিমোচ্য ভাবে অধীন

আমার', এই সংস্কার বা স্বভাবের, যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলা হয়। তাই বলা হইয়াছে, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কি করিষ্যতি ?" (৩৷৩৩) (১৮৷৫৮, ৬১। সংস্কার বা স্বভাবের উপর বিজয় লাভ করিবার উপায় যে নাই তাহা নহে, ভগবান নিজেই বলিয়া দিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে (৩৷৩৭-৪৩)। তাহা হইলে এখানেও দাঁড়াইল যে সংস্কারকেও উদাহরণ বলা যাইতে পারে, প্রকৃতি কর্ম্ম করায় তাহার।

ভগবান অনেক কর্ম্ম আমাদের দিয়া করাইয়া লন, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ভাবে (১১৷৩৩); তবে অবশ্যই যাহাকে তাহাকে দিয়া করাইয়া লন না। প্রকৃতিতে বা স্বভাবে, ভগবানের "পতাকা" বহিবার যাহার শক্তি আছে, তাহাকেই তিনি এই কাজ দেন। তাহা হইলে এখানেও আবার সেই 'প্রকৃতি' কথা আসিল। সকল বিষয়েই কোন না কোন ভাবে "প্রকৃতি" কথা আসেই। "প্রকৃতি করায় কর্ম্ম" ইহা তাহা হইলে একভাবে ঠিকই। আর ইহা তো পরিষ্কারই যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ, ইহারাই, বিহিত, নিষিদ্ধ, সকাম, নিষ্কাম সব কিছু কর্ম্ম করায়।

এ সব শুনিয়া, বলিতে নিশ্চয়ই পারা যায়, কর্মে যখন আমাদের স্বাধীনতা নাই, তখন অধিকার অনধিকারের কথা উঠান উচিৎই নহে। না; স্বাধীনতা আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ কিছু আমরা পুটলি বদ্ধ ভাবে নহে, আলগা ভাবেও লইয়া আসি। ইহাদের পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়িতে কমিতে থাকে, খাদ্য সঙ্গ ও পরিস্থিতির জন্য; এবং খাদ্যাদি খাওয়া যখন আমার দ্বারা সংঘটিত জিনিষ, তখন খাদ্যাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত রজোগুণের দ্বারা কৃত কর্ম, আমিই করিতেছি বলিতে হয়। তাহা হইলে অন্ততঃ এখানে প্রকৃতি নহে, আমিই কর্ম্মী হইয়া পড়ি। কাল হয় তো তোমার কোন কাজে আমি চটিয়া উঠি নাই, আজ হয় তো সেই

কাজে আমি চটিয়া উঠিলাম। ইহা আগন্তুক ক্রোধ, পুটলির ক্রোধের ক্রোধ নহে; আমার খাওয়া দাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত রজোগুণে উৎপন্ন; ইহাতে যাহা করা হয়, তাহাকে, আমার করা কর্ম্ম বলিতেই হইবে। এরূপ রাগিয়া উঠা, বা কিছু করিয়া ফেলা যাহাতে না ঘটে, তাহার উপরে ভগবান বহু স্থানে বলিয়াছেন, যথা অভ্যাস ও বৈরাগ্য, (অনাসক্ত ভাব) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বদা সচেত থাকা ইত্যাদি (২।৫৮-৬৩, ৬৯, ৭০, ৭১ এবং পরেও যথা ৩।৩৪, ৫।২৬ ইত্যাদি)

সংস্কার যে আমরা পুঁটলিভরা ভাবে পাই, তাহা জন্মায় কোন একটা জিনিস অনবরতঃ করিতে থাকিলে। অসৎ সংস্কার যাহাতে না জন্মায় তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। সর্ব্বদা সাবধান বা জাগ্রত থাকিতে হইবে (২।৬৯)। খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি কর্ম্ম জীবন রক্ষার্থ, প্রকৃতিই করায়। কিন্তু আত্মা বা আমি ইহাতে যদি রস পাইলাম ভাবি, (যথা, খাওয়াটা বেশ সুন্দর হইয়াছে ভাবি) বা কর্ত্তৃত্বাভিমান বোধ করি (৫।৮৯), "আমি" বা "আমার" এই ভাব মনে আনিলেই, কাজগুলি আমারই করা হইয়া যাইবে। প্রকৃতি তো অনবরতঃই চেষ্টিত রহিয়াছে, আত্মাকে তদাত্মকত্ব পাওয়াইতে। অনাশক্তি খড়্গের দ্বারা এইতদাত্মকত্ব কাটিতে হইবে।

সংসারে থাকিতে হইলে (সংসার কেন, বনে থাকিলেও) মানুষকে বিষয়ের স্পর্শে আসিতেই হয়; কিন্তু স্পর্শের লেপ পড়িবে না, যদি মানুষ রাগ, দ্বেষ বিহীন ভাবে কাজ করে (২।৬৪)। গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইহা ঠিক (৩।২৭,২৮), কিন্তু তবুও ইহা বলিলে চলিবে না যে "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে, আমি কি করিব।" দেখিতে হইবে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হইতেছে কি না (৩।৩৪)।

রাগদ্বেষ যদি উৎপন্ন হয়, কর্ত্তৃত্ববোধ যদি আসে, তদাত্মকত্ব প্রাপ্তি যদি হয়, প্রকৃতি কর্ম্মী হইলেও, পরোক্ষে কর্ম্মী আমিই হই, কারণ সৎ বাক্য,

ভগবদুপদেশ আমি শুনি নাই বলিয়াই, ইহার হওয়া হইয়াছে। এমন কি, নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ভাবেও যেখানে কর্ম্ম করা হয় এবং উপরি উক্ত দুই পুঁটলির প্রভাবেও যেখানে কাজ করিতে হয়, সেখানেও যদি রাগ দ্বেষ ও কর্ত্তৃত্বাভিমানের সঙ্গে কাজ করি, সেখানেও বাহানা থাকিবে না বলিতে যে, প্রকৃতি আমাদের বাধ্য করিয়া কাজ করাইল। রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিবার উপায় থাকিতেও ত্যাগ করি না বলিয়াই প্রকৃতি সুবিধা পায় আমাদের তাহার বশে রাখিতে।আমরা নিজেরাই স্বাধীনতা হারাই। প্রশ্ন উঠিতেপারে, যে রাগদ্বেষ বোধ করা না করা, কর্ত্তৃত্বাভিমান বোধ করা না করা; মনে অনাশক্তি আনা না আনা সে তো মনের গঠনের উপর নির্ভর করে, মন সেই গঠন অনুসারে কাজ করে। মন তো সেই "প্রকৃতি"; মনের গঠন পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মেকৃত 'প্রকৃতির' নিয়মানুসারে পাওয়া হইয়াছে। সেইতো আবার "প্রকৃতি", আসিল। আমি কাজ করিলাম বলিয়া কিছু থাকে কি? থাকে। দেহে আত্মার বাসরূপ বুদ্ধি (বিজ্ঞানময় কোষ) অবস্থিত। বলা হয় এই higher mind-এ conscience বা বিবেক থাকে। বলা হয় যে এই higher mind বা বুদ্ধির উচ্চাংশ উত্তমরূপে স্বচ্ছ বলিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব ইহাতে উত্তমভাবে পড়ে; অনেকেই তো এই প্রতিবিম্বকেই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব, চিদাভাস বা জীবাত্মা বলেন। প্রকৃতির অধিস্বামী পরম পুরুষের সান্নিধ্যে থাকায় "প্রকৃতির" প্রভাব ইহার উপর পড়ে না। নিম্ন প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে, ইহা মানুষকে পুরুষকার দিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলেই হউক বা যে কারণেই হউক প্রকৃতির অধীনতায় বা তদাত্মকত্বে থাকা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে, এবং free will অর্থাৎ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করিতে, এই higher mind মানুষের মনে শক্তি আনিয়া দেয়, ইহারই বলে মানুষ কর্ম্মফলে প্রাপ্ত প্রকৃতির উপরে উঠিতে সমর্থ হয়। মানুষ অবশ্যই অনেক সময়ে ঐ শক্তির অপব্যবহার করে। তাই ভগবান

বলিয়াছেন "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ (৬।৫৬)। তাহা হইলে, মানুষ সর্ব্বতোভাবে পরাধীন নহে, তাহার স্বাধীনতাভাবে, কিছু আছে, ইহা পরিষ্কারভাবে পাওয়া গেল। "আমাদের স্বাধীনতাই নাই, অধিকার অনধিকার কি"? ইহাই যদি ঠিক কথা হইত, তাহা হইলে কর্ম্মযোগ বহুদিন পূর্ব্বেই মিথ্যা তত্ত্ব বলিয়া পরিদৃষ্ট হইত, এবং কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, বা তস্মাৎ যুধ্যস্ব বা উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং এবং ঐরূপ বচনসমূহ গীতাতে স্থানই পাইত না, বা ভিত্তিহীন বলিয়া উহাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইত। প্রসঙ্গক্রমে, এই বুদ্ধি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা হয়তো এখানে বলা যাইতে পারে। রাগ দ্বেষ কর্ত্তৃত্বাভিমান মনের গঠনে উদ্‌ভূত হইলেও আত্মার সহিত সম্বন্ধিত (অথচ প্রকৃতি জাত) এই উচ্চ বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ উহাদিগকে পরিহার করিতে এবং প্রকৃতির উপর বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই ইহা বলা হয়, যে প্রকৃতি বন্ধন আনে, সেই প্রকৃতিই কৈবল্য লাভও করায়। বুদ্ধি, সত্ত্ব-গুণ-সমৃদ্ধ; আত্মার সহিত ইহা সম্বন্ধিত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষভাবেই ঘটে। সত্ত্বগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধি মনকে রাগ দ্বেষ বিরহিত ভাবে সংযামত, ও মন ইন্দ্রিয়গুলিকে ঐভাবে সংযমিত রাখিতে চেষ্টা করে। (৩।৩৪।৪২), তবে, এত সত্ত্বগুণ শালী হওয়া সত্ত্বেও, কাম বুদ্ধির ভিতরে (সারসার ভিতরে ভূতের মত) সূক্ষ্ম ভাবে নিজেকে রাখিতে সমর্থ হয়; সে অবস্থায় আর কোন কিছু উপায় থাকে না। এই কামকে বধ করিতে যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ, সেই "তাঁহার" শরণাগতিতে নিজেকে রাখা ছাড়া (৩।৪০-৪৩)।

কোন্ কাজ আমরা স্বাধীন ভাবে করিলাম, কোন্ কাজে তাহা নহে, ইহা উপর উপর দেখিয়া বলা কঠিন, তবে অকপট ভাবে চিন্তা করিলে কিছু হদিশ পাওয়া যাইতে পারে। যে কাজ পরাধীন ভাবে করা হয়,

তাহাতে সাজা পাওয়া যায় না. তাহা নহে, কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলেই সাজা পাওয়া হইবে। সেইজন্য সর্ব্বদা রাগদ্বেষহীনভাবে কাজ করিতে থাকিবার অভ্যাস করা প্রয়োজন। কর্মযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়।

(২) দ্বিতীয় পাদ—মা ফলেষু কদাচন। তোমার ইচ্ছামত কর্মফল ঘটাইতে তোমার সামর্থ্য নাই। কর্ম্মফলের উপর তোমার দাবী দাওয়া খাটিবে না। কর্ম্মের ফল রূপে অন্তিমে যাহা দাঁড়ায় (অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, সিদ্ধি, অসিদ্ধি এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা সমূহ তাহা দৈব বা প্রারব্ধের উপরও নির্ভর করে; (অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করে, তাহা ভগবান পরে বলিবেন, ১৮।২৪)। ভগবান যেন বলিলেন "অর্জ্জুন, তুমি ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে প্রাণপণে পরিশ্রম করা হইয়াছে, তোমার দিক্ হইতে কোনই ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু তবুও তুমি পরিণামে ফলরূপে যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাইলে না। তাহা ছাড়া মানুষ যদি একটা মস্ত বড় কিছু চায়, তাহা কি সে পায়? তুমি যদি চাও যে যুদ্ধে তোমার পক্ষে একটি লোকও মরিবে না, তাহা কি হইতে পারে? আবার দেখ, তুমি কোন ক্রমে যাহা চাহ না, এমন অনেক ফল পরিণামে উদ্ভূত হয়; তুমি চাহ না তোমার অতি আপন জন, তোমার পুত্রবৎ যাহারা, তাহারা এ যুদ্ধে নিহত হউক, কিন্তু পরিণামে হয়তো তাহাই হইবে। আবার দেখ, এইটি লক্ষ্য করিবার কথা, আমি "কর্ম্মফলেষু" বলিয়াছি, অর্থাৎ বহু বচন ব্যবহার করিয়াছি। কারণ প্রায়ই ইহা হয় যে যাহা কেহ চাহে না বা যাহা কল্পনা করা যায় না, পরিণামে এইরূপ অনেক ফল, একসঙ্গে বা একের পর এক, বহু দিন ধরিয়া উদ্ভূত হইতে থাকে, তোমার কোনও ক্ষমতা তাহা নিরস্ত করিতে সক্ষম হয় না। যথা, যুদ্ধের ফলে বহু ওলট্ পালট্ হইয়া যায়। এখানে, যুদ্ধের পরিণামে বহু বিধবা হইবে, তাহাদের মধ্যে বহু বিধবা ধর্ম্মে পতিতা হইবে, বর্ণ সঙ্করের

উৎপত্তি হইবে, পিণ্ড লোপ হইবে, ইত্যাদি। এইগুলি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল যে যুদ্ধে নামিবার পর, তুমি এই সব অবান্তর ফলের দিকে মন দিয়া মন খারাপ করিবে না। প্রায় কেন, সর্ব্বদাই "একটী" নহে "বহু" ফল উৎপন্ন হয়। ফলের উপর তোমার কোনও হাত নাই; যাহা আসে, মুখ বুজিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপরিহার্য্য যাহা, তাহা পরিহার করা অসম্ভব; ইহা আমি পূর্ব্বে বহু শ্লোকে বলিয়াছি। আর, ফল যাহাই হউক না কেন, তাহাতে বিচলিত হইবে না, সু-ফলে প্রমত্ত হইবে না, কু-ফলে মুহ্যমান হইবে না, সর্ব্বদা সাম্য ভাব রাখিবে, "মা ফলেষু কদাচন" এ কথাগুলিতে তাহাই শিক্ষা দিতেছে। সাম্য ভাব দ্বারাই গুণাতীতত্ব আনা যায়, তাই সমদৃষ্টিশালী হও, সাম্যভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত থাক। গীতা বার বার ইহা বিঘোষিত করিতেছে। আর, পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, তোমার অধিকার কর্ম্ম করা, ঈশ্বরের অধিকার ফল দেওয়া; তুমি ঈশ্বরের অধিকার দখল করিতে যাইও না, অনধিকার চেষ্টা করিও না। ঈশ্বরকে সমস্ত জগৎ দেখিতে হয়, মাত্র তোমাকে নহে। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন সেই মত ফল দিবেন। সর্ব্বদা তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিও, মনে রাখিও জগতের হিত তিনি অনবরতঃ করিতেছেন, আর তাহার ভিতর, তোমার আমার জানা নাই হয়তো এমন ভাবে, আমাদের হিতও হইয়া যাইতেছে।

(গ) তৃতীয় পদ—মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। তুমি কাজ করিবে এমন ভাবে যাহাতে কর্ম্ম-ফল সৃষ্ট না হয়, কর্ম্ম-বন্ধন উৎপন্ন না হয়। অথবা পুরস্কারের লোভ যেন কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়। যে কাজে কর্ম্ম-বন্ধন উৎপন্ন না হয়, সে কাজ পাপ বলিয়া গণ্য হয় না; পুনর্জ্জন্ম তাহাতে হয় না। কর্ম্মবন্ধনই পুনর্জ্জন্ম আনে ও সংসারবন্ধন আনে। "প্রায়তে

মহতো ভয়াৎ।" বুদ্ধিযোগ কি, কর্মযোগ কি, তাহাই তো বলা হইতেছে, তাহা শোন। "কর্ম-ফল" একটি পারিভাষিক শব্দ। "ফল" যাহা এই শ্লোকের প্রথম চরণে আছে ও যাহাকে কার্য্য-ফল বলিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে, তাহা এবং "কর্ম্ম-ফল" এক কথা নহে। 'কার্য্য-ফল" এ জন্মে পাওয়া যায় যথা সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় ইত্যাদি, কিন্তু "কর্ম্মফল" অন্ত বস্তু, যাহাকে কর্ম্মবন্ধন বলা যাইতে পারে। তোমার ইহা অদেখা নহে যে, এ জন্মে যাহা কর তাহার দণ্ড পুরস্কার, এ জন্মেই যে পাও তাহা নহে। অনেক সময়ে পরজন্মে বা পরের কোনও জন্মে দণ্ড পুরস্কার আসে। বলা হয় বহু বহু পূর্বজন্মের পাপে ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্র হারাইয়াছিলেন। তুমি একজনকে রাগের মাথায় যদি ধর মারিয়া ফেল, সে তখনই পুনর্জীবিত হইয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিবে না। যাহাকে কর্ম্মবন্ধন বলে তুমি সেইরূপ এক অদৃশ্য বন্ধনে পড়িয়া যাইবে, সে বন্ধন তোমাকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরাবৃত দেহীকে টানিয়া লইয়া গিয়া নরক বাস করাইবে, এবং প্রয়োজন হইলে বার বার জন্ম দেওয়াইবে; এবং কোনও এক জন্মে যখন সময় ও স্থান উপযোগী হইবে অর্থাৎ সেই জন্মে তুমি এবং সেই জন্মে সে পরস্পর সম্মুখীন হইতে পাবে এইরূপ স্থান ও কাল যখন হইবে, তখন সেই "বন্ধন" সেই প্রারব্ধ তাহার দ্বারা তোমাকে নিহত করাইবে। মীমাংসকেরা এইরূপ কর্ম্ম-বন্ধনের উৎপত্তিকে "অপূর্ব্ব" নামক কিছুর উদ্ভব হয় ও তাহা সূক্ষ্ম শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে বলেন। "অপূর্ব্ব" নাম হইতে বুঝিতে পারিতেছ যে ইহা এক অদ্ভুত জিনিষ। কর্ম্ম-ফলে উদ্ভূত সংস্কার প্রকৃতি বা স্বভাব, যাহা সূক্ষ্ম শরীরে জড়িত থাকে—ইহার দ্বারাই তোমার কর্ম্মের ফলভোগ হয়। "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভ"। বড় বড় পুণ্যের কর্ম্ম, তাহা করিলেও

কর্ম্মবন্ধন হয়; স্বর্ণ শৃংখলও শৃংখল। পুণ্য কর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ; সে ভোগ হইয়া যাইবার পর, অর্থাৎ ভোগে পুণ্য কটিয়া যাইবার পর, আবার জন্ম হয়। যদি পুণ্য কর্ম্মের ফল সম্রাট হওয়া হয়, তো সম্রাট হইবার জন্ম মৃত্যুর পর আবার তাহার জন্ম হয়। জন্ম নিবারিত হয় না। কিন্তু কর্ম্মযোগে কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম জন্ম আনে না, কারণ এরূপ কর্ম্ম কর্ম্ম ফল উৎপন্ন করায় না, অর্থাৎ, কৃত অন্যান্য কর্ম্মের ফলে জন্ম হইয়া যাইলে, সেই কর্ম্মের জন্য আর জন্ম হয় না। এ অংশ হইতে এ অর্থ আসে যে কর্ম্মের পুণ্যাদি ফল, ফল-শ্রুতি হইতে বা অন্যান্য উপায়ে জানা তাহা যেন তোমার কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্দীপক না হয়; "আমার যেন খুব পুণ্য হয়, বা আমি যেন ইন্দ্রলোকে যাইতে পারি বা আমার নিজের স্বার্থ সিদ্ধ হউক" এই প্রকারের কামনা তোমার কর্মের যেন উদ্দীপক না হয়। "মা কর্ম্ম ফল হেতুর্ভূঃ" এই উপদেশ তোমায় মন্দ কাজ করিতে দিবে না, কারণ মন্দ কাজে স্বর্ণ শৃংখল নহে, বিরাট লৌহ শৃংখল উৎপন্ন হয়। ভাল কাজই কর্ম্ম-যোগে না করিলে যখন বন্ধন সৃষ্টি করে, মন্দ কাজ তো করিবেই। কর্ম্ম-ফল-হেতু যদি না হইতে চাও তাহা হইলে তোমাকে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূণ্য মনে আশক্তিহীন ভাবে কাজ করিবে, তোমার "স্বার্থ" যেন সে কাজে না থাকে। "কর্ম্মটা মিষ্ট লাগিতেছে বা কাজটা করা বাতিক হইয়া পড়িয়াছে, এ রূপ যেন না হয়। রাগ-দ্বেষহীন ভাবে কর্ম্ম করিবে, সিদ্ধি, অসিদ্ধিতে টলিবে না, মনে যেন সাম্য ভাব থাকে আর কর্ম্ম যেন ঈশ্বর নিবেদিত হয়। মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ যেন তোমার বশে থাকে। মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত না থাকিলে তাহারা তোমাকে কর্ম্ম বন্ধনে ফেলিবেই ফেলিবে। কর্ম্ম যোগে ইন্দ্রিয় সংযম একটি খুব বড় কথা।

"নিষ্কাম ভাব" বা "ফলাকাঙ্ক্ষাহীনতা", এইকথা গুলির শাব্দিক অর্থ এখানে লইবে না। ইহাদের পারিভাষিক শব্দ বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাদের অর্থ ইহা নহে যে লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম কর। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কার্য্যই হয় না। পাগলেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে কর্ম্ম করে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই রাখিবে ও যত্নের সহিত একাগ্র ভাবে কাজ করিবে, তবে মনে সর্ব্বদাই রাখিবে, যে-দুইটী কথা বলা হইল অর্থাৎ "মা ফলেষু কদাচন অধিকারস্তে" ও "মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ"। নিষ্কাম ভাবে বা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ভাবে কর্ম করিবার অর্থ বুদ্ধি-যোগ লাগাইয়া স্বার্থশূন্যভাবে কর্ম্ম-যোগে কর্ম করা, অর্থাৎ যেভাবে কর্ম করিতে এতক্ষণ বলিলাম, সেই ভাবে কর্ম করা।

"কর্মকর্ত্তা ভগবান, আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী", কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য এই মনোভাব রাখিবে। তিনি সুখী হউন, ইহা বলাও যেন "চাওয়া" হইল। কিছু না চাহিয়া, ভগবানে ভক্তি রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ স্বার্থশূন্যভাবে কর্ম করিয়া যাইবে।

'নিষ্কাম" কথার সরল অর্থ স্বার্থপরতাবিহীন, সঙ্কল্প বা তৃষ্ণাবিহীন। ইহাই কর্মযোগের মূল কথা; এ অধ্যায়ের বহু বহু শ্লোকে ইহাকে পাই: যথা ৪৯, ৫১ এবং বিশেষ করিয়া ৫৫, ৭০ ও ৭১ শ্লোকে।

কর্ম করিলেই কর্ম-ফল উদ্ভব হয় বলিয়া, ভক্তেরা কর্ম শেষে কর্ম-ফল "কৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া ভগবৎ চরণে নিবেদন করেন। অনেকে "শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনায়" ইহা করিলাম বলেন। তবে "আমি দিলাম" অর্থাৎ "আমি" ভাব যেন মনে না আসে; আসিলেই কর্ম্ম-বন্ধন হইবে।

কেহ যদি বলেন যে "ভগবানের কার্য্য করিতেছি" বা কর্ম ফল ভগবানকে দিলাম" বলিলেই কর্ম্ম বন্ধন যখন উৎপন্ন হয় না, তখন মন্ত্র ভাবে ইহা বলিয়া মন্দ কর্ম করিনা কেন? কিন্তু পুরস্কারই ত্যাগ করা যায়,

দণ্ড ত্যাগ করিবার কি কাহারও ক্ষমতা আছে? আর "ফল ত্যাগ করিলাম" বলিলেই কি ত্যাগ হইয়া যায়? কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, আশক্তি ত্যাগ ইত্যাদি প্রথমে প্রয়োজন। তাহা ছাড়া "কর্ম-ফল ভগবানকে দিলাম" বলিলেই কি ভগবান গ্রহণ করিবেন। না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ (৫।১৫)।

(ঘ) এইবার চতুর্থ পাদ, মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। কর্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। তুমি হয়তো মনে করিতেছ যে 'যদি কর্ম্ম করায় এত কর্ম্ম-বন্ধনের গোল থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগই তো ভাল। আর, ক্লেশ করিয়া কর্ম্ম করিব অথচ ফল লইব না, বা লইবার লোভ করিব না, ইহাই বা কি রকম? ক্লেশও লইব না ফলও লইব না,— কর্ম্মই করিব না। জ্ঞানীরা তো এই কর্মবন্ধনের ভয়ে কর্ম করেন না।" কিন্তু না, তাহা নহে। তুমি হয় তো বলিবে নিষ্ক্রিয় থাকাই তো সাম্য ভাবে থাকার অর্থ; কিন্তু না, তাহা নহে। কর্ম্ম কি সত্যই ত্যাগ করা যায়। যে বলে কর্ম্ম ত্যাগ করা যায়, বা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, সে ভণ্ড; বাহিরে কর্ম্মত্যাগ দেখাইতেছ, কিন্তু মনের ভিতরে রাজ্যের কর্ম্ম করিতেছ। ইহা, ইহার পরের অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাটাও কর্ম, ইহাতেও কর্মবন্ধন আছে। তাহার পরে, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া পরের মাথায় খাওয়া অতি পাপের কার্য্য। কর্ম-সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে। এখানে 'অকর্মের" অর্থ কর্ম না করা; অন্য অধ্যায়ে, আমরা একটু ভিন্ন অর্থ পাইব. যে অর্থ "এমন ভাবে কর্ম করা, যাহা কর্ম না করার সমান", অর্থাৎ যাহাতে কর্ম্মবন্ধ। না উৎপন্ন হয়। (মহাভারত ১২।২৭১৩৪, গীতাপ্রেমী)

সমস্ত গীতায় নানাভাবে এই চারিটি পদের কথা আসিয়াছে। বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই অধ্যায়েই নির্দ্বন্দ্ব আসিয়াছে, ৩৮, ৪৮, ৫০

৪৭ ইত্যাদি শ্লোকে। জ্ঞানবান আসিয়াছে বহু শ্লোকে। গুণাতীতত্বের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

শংকর। তোমার কর্মেই অধিকার, জ্ঞাননিষ্ঠায় নহে। কোনও অবস্থায় তোমার কর্মফলে যেন ইচ্ছা না হয়।

এই শ্লোকের চারিটি পদকে তিলক কর্ম-যোগের চতুঃসূত্রী বলিয়াছেন, মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্বে আছে (২৮।৬।৭) ভগবান বলিতেছেন, যে-সকল জ্ঞান, কর্ম্ম-সাধন করে, সেই-সকল জ্ঞান সফল ; অন্য জ্ঞান নিস্ফল।

রামানুজ—এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, "যে সব ফল-সংযুক্ত কর্ম্ম শাস্ত্রেবিহিত, সেই সব নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে, সত্ত্বগুণে অবস্থিত তোমার মত মুমুক্ষুর কেবল করিবারই মাত্র অধিকার আছে। তাহাদের ফলে অধিকার নাই, কারণ ফল সহিত কর্ম্ম, বন্ধনরূপ ; ও ফল-রহিত, ভগবানের আরাধনা-রূপে কর্ম্ম করা কর্ম্ম, মোক্ষ প্রদান করে। সেই কর্ম্মের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি আদি ফলের হেতুও নিজেকে ভাবিও না।

TOLSTOY—The belief in a remuneration of work rests on the assumption that we have a claim for something ; but man has no right and can have none. He is ever in debt for the welfare given him, and therefore can make no demands on any one.

BRUNO I have fought that is much ; victory is in in the hands of Fate.

VIVEKANANDA—To work, you have the righ t but not to the frnits thereof. The soldier works for no results. He does his duty. If defeat comes, it belongs to the General, not to the soldier.

ARAVINDA The right to the action and the rej-ection of claim to the fruit, are, however, only prelimi-

nary words governing the first state of the disciple, when he begins ascending the hill of yoga. It is practically superseded in a subsequent stage. For the Gita goes on to affirm emphatically that the man is not the doer of the action. It is the প্রকৃতি। ... Therefore the right to action is an idea which is only valid, so long as we are still under the illusion of being the doer. The action should not be done for the sake of any personal result or for the reward in this life or the next or with any attaehment to success, profit or consquence. It does not mean that the work is not to be done perfectly, with success with a right adaptation of means to ends. On the contrary, a perfect working is easier done tranquilly in yoga, than to action done in the blindness of hope and fears.

GANDHI "Round this renunciation is seen devotion, knowledge and the rest revolve. কর্মফল ত্যাগ ও উদ্দেশ্যহীনতা যে এক নহে, সে সম্বন্ধে গান্ধী জী বলিয়া ছেন "Renunciation of fruit, in no way means indifference to results. To be detached from fruits of action is not to be ignorant of them or to disregard or disown them. To be detached is never to abandon action because the contemplated result may not follow.

ঈশোপনিষদ। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ, এবম্ ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে। (ঈঃ উ ২) গীতা, ত্যাগের বাণী—কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, ফলের দাবী বা কর্মফল ত্যাগ (বা কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ) আসক্তি ত্যাগ, স্বার্থপরতা ত্যাগ, অব্যবসায়ী বুদ্ধি ত্যাগ,

সমতাহীন দৃষ্টি ত্যাগ, ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পরিভ্রমণ ত্যাগ, কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রবৃত্তি ত্যাগ ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্র রূপে এবং সমস্ত গীতাতে, গীতা এই ত্যাগের শিক্ষা দিয়াছে। এই জন্যই পরমহংসদেব বলিতেন "তাগী (ত্যাগী), তাগী (ত্যাগী) বলিতে থাকিলে গীতা গীতা বলা হয়।

মধুসূদন। যাহা অন্তঃকরণের শোধক, সেইরূপ কর্ম্মেতেই কেবল অধিকার, অর্থাৎ আমার ইহা কর্ত্তব্য, এইরূপ বোধ হউক, কিন্তু জ্ঞান-নিষ্ঠা রূপ বেদান্ত বাক্য বিচারাদিতে যেন অধিকার না হয়, অর্থাৎ অশুদ্ধ অন্তঃ-করণ লইয়াও অনধিকারী হইয়াও তুমি যেন জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রবৃত্ত না হও। কর্ম-ফলে যেন তোমার ভোক্তব্যতা বুদ্ধি না হয়। কর্ম্ম করিতে থাকিয়া তোমার যেন সেই কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপী যে ফল, তাহাতে কোনও অবস্থায় "আমি ইহা ভোগ করিব" এই প্রকার বোধ না হয়, কর্ম্ম ফলের উৎপাদক হইও না।……নিষ্কাম ব্যক্তি ভগবদর্পণ বুদ্ধিগত কর্ম্ম করিলে ফল জন্মায় না।……কর্ম্মণি একবচন, জাতি অর্থে।

রামদয়াল। যাহাদের চিত্তের ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থা দূর হয় নাই ; তাহাদের জ্ঞান যোগে অধিকার নাই, তাহাদের অধিকার কর্ম্ম উপাসনায়।

বশিষ্ঠ গীতা। মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূঃ মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গম ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়, (৫৪ স্বর্গ)।

তিলক। চারিটী চরণ পরস্পরের অর্থের পূরক, এই কারণে অতিব্যাপ্তি না হইয়া, কর্ম্মযোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।……ন্যায়তঃ যাহার গাছ সে-ই ফলের অধিকারী। এই সন্দেহ দূর করিতে "ফলে তোমার অধিকার নাই" বলিলেন, ফলের আশা করিয়া কর্ম্ম করিও না……কর্ম্ম ছাড়িবেও না।

গিরীন্দ্র। হিত লাল মিশ্র পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত সঙ্গতি এই ভাবে দেখাইয়াছেন, "যদি এমত বল, তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনাই করা হউক সকল সিদ্ধির জন্য" এই আশঙ্কা নিবারণার্থ এই শ্লোক।

জ্ঞানেশ্বরী। মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি — নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হওয়া।

কৃষ্ণানন্দ। তোমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় নাই, তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী, জ্ঞানের নহ।

বংকিমচন্দ্র। এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখনও এমন স্পষ্টাক্ষরে প্রচারিত হয় নাই।

ব্যোমব্রহ্ম। কর্ম্মেই তোমার স্থিতি হউক; অনিত্য কোনও ভোগের আশায় কর্ম করিও না।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়া করিতে প্রথমে যে কষ্ট, ও মনের চঞ্চলতা আসে, একটু বেশীক্ষণ মনদিয়া ক্রিয়া করিলেই সে চঞ্চলতা আর থাকে না। গুরু দিয়াছেন সাধনা, সেই সাধনাই করিয়া চল, তাহাতে কি হইবে, না হইবে এ সব ভাবিয়া করিলে তুমি স্থিরতারূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারিবে না। মনে লক্ষ্য না রাখিলেই সহস্র চিন্তা বা কামনা আসিবে, সে চিন্তার ফল অন্য কিছু ফলুক বা না ফলুক মন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

ভক্তি প্রদীপ। You have a right to the performance of your duties only, but not to the fruits thereof. Don't be the enjoyer of the fruits of your action etc.

বিদ্যানন্দ। তোমার কর্ম করিবারই অধিকার, কর্মফলে কোনও অধিকার নাই ইত্যাদি।

শ্রীধর। যদি সকল কর্ম্মের ফল পরমেশ্বর আরাধনাতে হয় তাহা হইলে কর্মে প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'তোমার' তত্ত্বজ্ঞান-প্রার্থীর কর্ম্মেই অধিকার ···

রামকণ্ঠ। অদ্বৈত চিন্ময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরতত্ত্বের সহিত অভেদ হইলেও, কর্মে তোমার অধিকার আছে, যে কর্ম্ম, কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিবর্ত্তিত ব্যাপার, বর্ণাশ্রম বিভাগ দ্বারা দেশ কাল অবস্থা সাপেক্ষ, মুখ্য গৌণ দ্বিবিধ ।······কর্ত্তব্য ও শাস্ত্রবিহিত কর্মে তোমার অধিকার অর্থাৎ কর্তৃত্ব থাকিবে। দেহ থাকিতে কেহ কর্মত্যাগ করিতে পারে না। বন্ধ হেতু ভোগাত্মক ফলে যেন অধিকার না হয়। ইহা যোনিতে যোনিতে ভ্রমণ করায়; জন্মে কর্ম, কর্মে জন্ম। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মের দগ্ধবীজতা সম্পাদন কর। অকর্ম্মে যেন তোমার সঙ্গ না হয়।

(৪) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ম্ম যখন আমাকে করিতেই হইবে, তখন কি বুদ্ধি বা কোন্ যোগ লাগাইয়া, তাহা করিতে থাকিব? কর্ম্ম যোগের আসল কথাটি কি? উত্তর—

৪৮। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্চতে ॥ ৪৮

পদচ্ছেদ। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় সিদ্ধি-অসিদ্ধঃ সমঃ ভূত্বা সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।

অন্বয়। ধনঞ্জয়, সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা যোগস্থ কর্ম্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্চতে।

কঠিন শব্দ। সঙ্গম্ = আসক্তি, "সকল রকম সম্বন্ধ, ফলাভিলাষ ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ" (মধুসূদন)। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা = সিদ্ধি, অসিদ্ধিতে

সম হইয়া অর্থাৎ সমান ভাব রাখিয়া। যোগস্থ=যোগে অর্থাৎ সমতায় গভীর ভাবে নিজেকে রাখিয়া। সমত্ব = মনে সাম্যভাব রাখা (যথা সিদ্ধি অসিদ্ধিতে); শুধু তাই নহে "সমে" থাকা (৫।১৮, ১৯ ; ৬।২৯); সমদৃষ্টিশালী হওয়া, ইহাও এই সমত্ব কথায় আসিয়াছে। ইহাই গীতার সার কথা, মনে সাম্য ভাব রাখা এবং সমদৃষ্টিশালী হওয়া, ইহাই ব্রহ্ম-ভাব।

অনুবাদ। ধনঞ্জয়, আসক্তি কর্তৃত্বাভিমান আদি সকল রকম সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধ ও অসিদ্ধিতে একরূপ মনোভাব রাখিয়া যোগে অর্থাৎ সমতায় গভীরভাবে অবস্থিত হইয়া কর্ম সকল করিতে থাক ; মনে সাম্য ভাব রাখা ও সমদৃষ্টিশালী হওয়াকেই যোগ বলা হয়।

যোগ শব্দ গীতায় অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; সাধারণ ভাবার্থ, "যুক্ত হওয়া অবস্থা।" এ স্থানে এবং পরে কয়েকটি স্থানে, ইহার অর্থ সমত্ব, অর্থাৎ বাহিরে সকল বস্তুর প্রতি সমদৃষ্টিশালী, ও অন্তরে সুখে দুঃখে, জয় পরাজয়ে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সাম্যভাব রাখা। যে অর্থে যোগ শব্দ এখানে ব্যাবহৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিজেই বলিয়া দিলেন "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। জীবনে সহস্র প্রকার বিক্ষেপের মধ্যে সাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করার নামই কর্ম-যোগ। Intense peace in intense activity (VIVEKANANDA)

সমত্বই ব্রহ্মভাব (৫।১৯)। পূর্বে কয়েক স্থলে, সমত্ব ভাব রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং পরেও হইবে (২।১৫, ৩৮, ৫৬)। গুণাতীতের বর্ণনা, সমস্তই এই সমত্ব ভাব (১৪।২২-২৫)। সমত্ব ভাবই উদার দৃষ্টি আনে ; সমত্ব দৃষ্টিতেই মানুষ নিজেকে অন্যের ভিতর ও অন্যদের নিজের ভিতর দেখিতে পায়। এই দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মানুষ দেখিতে পায় যে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আর সে-ই 'সোঽহং'। সমত্ব ভাবই

স্থিতপ্রজ্ঞা। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (৬।২৯)। যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিচিকিৎসতি। (যজুঃ ৩৩ (১) যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যৈত্মে বা বুদ্ধি জানতঃ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতে (যজুঃ ৪৩।১)।

কর্ম্মে আসক্ত ভাবে যুক্ত অর্থাৎ তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ রাখা ছাড়া, সঙ্গ শব্দে কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত থাকা এ ভাবও আছে, (২।৪৭, ৬২ ; ৩।৯ ; ৫।১০, ১১ ১১।৫৫ ; ১২।১৮, ১৮।৬, ২৩)।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা অর্থাৎ কোনও কার্য্যে যদি কৃতকার্য্য হও তাহা হইলে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠিবে না, এবং চেষ্টা সত্ত্বেও যদি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। এ শ্লোকটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ। যে যোগই বল, সর্ব্বত্র 'সমত্বই' যোগ। ইহাই সকল যোগের শেষ কথা।

চিত্ত-শুদ্ধিতে জ্ঞান প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, এবং জ্ঞানপ্রাপ্তিতে ব্রহ্ম লাভ হয়, এবং কর্ম্ম-যোগ সেই চিত্তশুদ্ধি করায় ইহাই সাধারণতঃ বলা হয়, অর্থাৎ কর্মযোগ প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায় না, জ্ঞানবাদীদের এই মত। কিন্তু কর্মযোগ শুধু চিত্ত-শুদ্ধি করায় না, প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও করায়, গীতায় বহু স্থলে ইহা উক্ত হইয়াছে যথা (২৫১)।

শঙ্কর। সিদ্ধি=জ্ঞান প্রাপ্তি। **শ্রীধর।** যোগের অর্থ পরমেশ্বরে এক পরতা করিয়াছেন। একজন আত্মা ও পরমাত্মার মিলন বলিয়াছেন ও একজন 'ধ্যান' এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু ভগবান স্বয়ংই যখন যোগের অর্থ দ্বিতীয় চরণে বলিয়া দিতেছেন তখন অন্য অর্থ দেওয়া ঠিক হয় কি ?

RADHA KRISHNAN সমত্ব=Inner poise.

মধুসূদন। যোগ = "কেবলমাত্র ঈশ্বরোপাসনা জ্ঞানে, ঈশ্বরের সন্তোষ বিধানার্থ কর্ম্ম করিতেছি" এই মনে করিয়া ইত্যাদি। সিদ্ধি কিম্বা বিফলতা জন্য কোন বিকার উপস্থিত না হইলেই আসক্তি ত্যাগ হইয়াছে বুঝিতে হয়। সমত্বই বুদ্ধিযোগের প্রধান লক্ষণ। যোগ শব্দ এখানে "কর্ম্ম" এরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে। কেবল মাত্র ঈশ্বর উপাসনা জ্ঞানে, কর্ম্ম কর।

শংকর। যোগে স্থির হইয়া কেবল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম কর ইহাতেও "ঈশ্বর আমার উপর প্রসন্ন হউন" এই আশারূপ আসক্তিকেও ছাড়িয়া দিতে হইবে। ফল-তৃষ্ণা বিরহিত পুরুষ দ্বারা কর্ম কৃত হইলে অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে জ্ঞানপ্রাপ্তি, সিদ্ধি; ও জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া অসিদ্ধি, এই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম্বন্ধ, ইহাই যোগ।

রামদয়াল। হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম কর তাঁহার প্রীতির জন্য। কর্ম্ম দ্বারা কি লাভ হইল, ইহাতে লক্ষ্য করিবে না। তোমার "কর্ম্মের কর্ত্তা আমি (ভগবান), তুমি নও।" এই নিশ্চয়ত্বই সমত্ব বুদ্ধি, পরমাত্ম বুদ্ধি।

বশিষ্ঠ গীতা। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গম্ ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। নিঃসঙ্গস্তং যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মবান্ ন নিবধ্যতে।

সন্তদাস। কর্ম্ম-ফল ইচ্ছামত লাভ হউক বা না হউক, উভয়ে সমান বুদ্ধি রাখিয়া ঈশ্বর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য কর্ম করিতেছ, এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

ভুপেন্দ্রনাথ। চিত্তের বিক্ষেপ-হীনতাই বা চিত্তের নিবৃত্তিই চিত্ত-শুদ্ধি। যাহারা সাধনা করে অথচ লাভালাভের দিকে লক্ষ্য রাখে তাহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা বা যোগ সহজে প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মে মন রাখিয়া কর্ম্ম

করিলে কর্ম-বন্ধন হয় না; তাহার জন্য প্রাণকে স্থির রাখিতে হইবে। প্রাণের স্থিরতা দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ যোগসিদ্ধি লাভ হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। যোগস্থ = in a devotional mood. সঙ্গ = attachment for fruits of action. সমত্ব = equality।

বিদ্যানন্দ। সঙ্গ = কর্ম্মফলে আসক্তি।

শ্রীধর। পরমেশ্বরে একপরতাই যোগ। উহাতে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম কর। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়া এবং এইরূপে কর্মকরার ফল যে জ্ঞান (চিত্তশুদ্ধি) তাহার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, ঈশ্বরার্পণ বুঝিতে কর্ম্ম কর।

রামকণ্ঠ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে, অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠত্ব লক্ষণ, সমাধির নাম যোগ। ফলপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধির তুচ্ছতা অবধারণ করিয়া কর্ম্ম কর।

রামানুজ। রাজ্য বন্ধু আদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ও যোগে স্থিত হইয়া, যুদ্ধাদি কর্ম্ম কর। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বরূপ চিত্ত সমাধানের নাম যোগ।

এই অধ্যায়ে আমরা, সেই বুদ্ধি কিরূপ হওয়া উচিৎ, তাহার বিবরণ পাইতেছি, যে বুদ্ধি-যোগ অর্থাৎ যে বুদ্ধি লাগাইয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম-যোগে কর্ম্ম করা হইবে, যে কর্ম্মযোগ ভগবান স্বয়ং উপদেশ দিয়াছিলেন গ্রহাধিপতি সূর্য্যদেবকে জগৎচক্র চালিত হইবার সেই আদি সময়ে। এখানে কর্ম্মযোগের প্রধান প্রধান উপাদান কি তাহা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (১) কর্ম্ম যত্নের সহিত একাগ্র মনে অকপট ভাবে কর

কিন্তু ফলের উপর, সিদ্ধির উপর, পুণ্যের উপর দাবী দাওয়া না রাখা। ভগবান দণ্ড পুরস্কার যাহা দিবেন, মাথা পাতিয়া লওয়া। "মাত্র সে কর্ম্মই করা প্রয়োজন, যাহাতে স্বর্গ সুখ পাওয়া যাইবে," এ লক্ষ্য যেন না রাখা হয়। শ্রুতি ইত্যাদি, বুদ্ধি বিকল করে; বিকল বুদ্ধিতে কর্ম্ম-যোগ হয় না, স্থিত-প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞা, গুণাতীতত্ব ও ব্রাহ্মীস্থিতি আনে।

(২) কর্ম্ম রাগ-দ্বেষহীন ভাবে করা; যেটা আমার ভাল লাগে—ভাল লাগে বলিয়া তাহাতে প্রয়োজন না থাকিলেও যুক্ত হইয়া থাকা, ইহা যেন না হয়; নির্লিপ্ত ভাবে, অনাসক্ত ভাবে সঙ্গমুক্ত ভাবে কর্ম্ম করা, যেন কর্ম্মে নিজের স্বার্থ না থাকে; কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ "আমি করিতেছি" এ ভাব মনে না রাখা, "আমি আমার" ভাব ত্যাগ করা।

(৩) সমত্ব বুদ্ধি ও সমদৃষ্টিশালী হওয়া, ইহাই যোগ; ইহাই কর্ম্ম-যোগে কর্ম্ম করার কৌশল; ইহাই গুণাতীতত্বের অবস্থা আনে, গুনাতীতত্ব পাওয়া জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

(৪) কর্ম্ম এমন ভাবে করা, যাহাতে কর্ম্ম-ফল উৎপন্ন না হয়, কর্ম্মবন্ধন না ঘটে। "কর্ম-অকর্ম্ম বিজ্ঞানে" কাজ করা চাই।

(৫) কর্ম্ম-ত্যাগের প্রতি প্রবৃত্তি না রাখা। "ঐহিক ও পারত্রিক সকল কর্ম্মের কর্ম্ম-ফল যদি আমাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করিব কেন," এইরূপ প্রশ্ন মনে না আনা; কর্ম্ম করিয়া যাওয়া যতদিন না আপনা হইতেই নিজে নৈষ্কর্ম্ম্য-অবস্থা না আসে। বাহিরে কর্ম্মত্যাগের ভান দেখাইয়া, মনে রসসম্ভোগ করা ইহা যেন না হয়।

(৬) দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের বশে রাখা; ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পরিভ্রমণ না করা।

(৭) কর্ম্মফল ভগবানকে সমর্পণ করা, ভগবানকে মনে বসাইয়া রাখা, (যুক্ত আসীত মৎপরঃ, ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা), কর্ম্ম আরম্ভও ভগবানের নাম লইয়া করিবে।

(৮) সহজাত কর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) যাহাই হউক না কেন, তাহা করিবে তবে নিষ্কাম রাগদ্বেষহীন ও যজ্ঞের ভাবে করিবে।

রামকণ্ঠ। দূরেণ শ্লোকের পূর্ব্বে আর একটি শ্লোক দিয়াছেন :—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্ব্বন্ধনাস্ত্বিহ।

ত্যাগে যস্য হুতং সর্ব্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্।

(অর্থ স্পষ্ট)। পরের শ্লোকের সহিত যোগ এই ভাবে করা হইয়াছে। যে এইরূপ পুরুষ (অর্থাৎ যিনি কর্মত্যাগী নহেন) তিনি বুদ্ধির সহিত কর্ম্ম করেন)।

(৪৯) সাধারণ বা সকাম মনোভাবে কৃত কর্ম্ম (বিহিত কর্ম্ম হইলেও) বুদ্ধি-যোগে কৃত কর্মাপেক্ষা নিকৃষ্ট; বুদ্ধি যোগে কর্ম করিতে ভগবান উপদেশ দিলেন।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধি-যোগাদ্ ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

পদচ্ছেদ। দূরেণ হি অবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়;

বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ

অন্বয়। ধনঞ্জয়, কর্ম, বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ হি অবরং; বুদ্ধৌ শরণং অন্বিচ্ছ, ফলহেতবঃ কৃপণাঃ

কঠিন শব্দ। বুদ্ধিযোগ = ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে : বুদ্ধিযোগ অর্থে এখানে সেই বুদ্ধি লওয়া যাইতে পারে যাহা ৪৭ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া নিষ্কাম ও সমত্ব বুদ্ধি যাহা এই প্রকরণের মূল কথা। দূরেণ হি = দূর হইতে, নিকটে আনিয়া তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ নিতান্তই। অবরং = নিকৃষ্ট। বুদ্ধৌ=বুদ্ধি যোগে, নিষ্কাম ও সমত্ব বুদ্ধিতে। শরণ = আশ্রয়। অন্বিচ্ছ = অন্বেষণ কর। ফলহেতবঃ = ফলাভিলাষীগণ, অর্থাৎ, যাহারা ঐহিক সুখ সিদ্ধি আদিতে দাবী রাখেন ও এরূপ কর্ম করিতে থাকেন, যাহাতে কর্মফল উৎপন্ন হয়। কৃপণ=দীন, দয়ার পাত্র। [২।৭ দ্রষ্টব্য] [মধুসূদন বুদ্ধিযোগের অর্থ আত্মজ্ঞানের সাধন স্বরূপ নিষ্কাম কর্মযোগ করিয়াছেন ; বুদ্ধৌ=সমস্ত অনথের যাহা নিবর্ত্তক সেই পরমাত্ম জ্ঞান ; কৃপণ=নিজেকে যাহায়া বঞ্চিত করে]।

অনুবাদ। ধনঞ্জয় ;[অর্জ্জুন], সকাম বা সাধারণ ভাবে করা] কর্ম্ম [তাহা সুকর্ম্ম হইলেও বুদ্ধিযোগে কৃত অর্থাৎ নিষ্কাম সমত্ববুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম হইতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। বুদ্ধিযোগ যাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ও যাহার প্রধান কথা নিষ্কাম সমত্ব বুদ্ধি, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর। [অর্থাৎ সকল কর্ম্ম নিষ্কাম সমত্ববুদ্ধিতে কর]। যাহারা ফলের 'হেতু' হয় অর্থাৎ সকাম ভাবে কর্ম্ম করে, তাহারা কৃপার পাত্র। [কারণ সেই ফলের ভোগের জন্য বার বার তাহার জন্ম মরণ চক্রে ঘুরিতে হয়, আর ইহলোকে সমত্ব বুদ্ধির অভাবে অনবরতঃ কষ্ট পাইতে থাকে]। এখানে কর্ম্ম অর্থে সকাম সুকর্ম্ম সকাম যাগ যজ্ঞাদি। খাওয়া শোয়া ইত্যাদি কর্ম্ম ইহার ভিতর ধরা হয় না, আর অ-বিহিত কর্ম্মও ইহার ভিতর পড়ে না, কারণ তাহা একেবারেই ত্যজ্য। সাত্ত্বিক কর্ম্মও যদি

নিষ্কাম ভাবে না করা হয় তাহা হইলে ইহাও বন্ধন আনে, অন্য কর্মের কি কথা ?

কৃপণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায় তাহাদিগকে কৃপণ বলা হয়। কৃপণ এভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে যে তাহারা কৃপণ যাহারা ফল কামনা আঁকড়াইয়া থাকে, কৃপণ যেমন ধন আঁকড়াইয়া থাকে।

শঙ্কর। এইজন্য যোগাদি বিষয়ক বুদ্ধি ও তাহার পরিপাক সাংখ্য বুদ্ধির আশ্রয় সমত্ব-বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া অভয় প্রাপ্তির হেতু, গ্রহণ কর।

শ্রীধর। জ্ঞানে শরণ। বুদ্ধির যিনি আশ্রয়, সেই ত্রাণকর্তা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর। ভগবদ্মুখী বুদ্ধিদ্বারা কৃত কর্ম হইতে অন্যান্য কাম্যকর্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট।

রামানুজ। প্রধান ফলের ত্যাগ বিষয়ে ও অবান্তর ফলরূপ সিদ্ধ অসিদ্ধিতে সমত্ব বিষয়কই, বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ কৃত কর্ম সমস্ত সাংসারিক দুঃখ নিবারণ করিয়া পরমপুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তি করায়। বুদ্ধিযোগ রক্ষিত কর্ম সংসার প্রাপ্তি করায়। কৃপণ=সংসারী, বিষয়ী।

তিলক। এখানে বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান নহে, সমত্ব বুদ্ধি।

"The moral work of an action can not be any where but in the principle of the will, without regards to the ends which can be attained by action". (তিলক from Kant's Theory of Ethics.

অরবিন্দ। বুদ্ধি = Intelligent will……এক্ষণে বুঝা গেল বুদ্ধি যোগ বলিতে কি বুঝায়। অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিৎ এবং সেইজন্য অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিৎ অনন্যচিত্ত হইয়া, সর্বভূতে এক আত্মা জানিয়া

আত্মায় শান্ত সমতা হইতে কাজ করা অনন্ত কামনার বশে ইতঃস্ততঃ ছুটাছুটি না করা, ইহাই বুদ্ধিযোগ।

রামদয়াল। দুষ্কর্ম্ম করিয়াও বলে সমস্তই তো ভগবান করেন, আমার দোষ কি? এই অজ্ঞান নিবারণ জন্য প্রথমে সকল কর্ম্ম ভগবান করাইতেছেন এই দিক দিয়া না যাইয়া, ভগবান শাস্ত্র মুখে যাহা করিতে বলেন তাহাই প্রথমে কর। বল:—'মানস কার্য্যে তুমি আমার সারথি হও।'

সন্তদাস। বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কেবল ঈশ্বর সেবা নিমিত্ত ফলাফলে সমভাবাপন্ন বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম হইতে জন্ম, মরণাদি হেতুভূত সকাম কর্ম্ম বহুগুণে অপকৃষ্ট।

জ্ঞান মার্গীরা বুদ্ধি অর্থে কেহ জ্ঞান, কেহ সাংখ্য বুদ্ধি, কেহ পরমাত্মা বুদ্ধি ইত্যাদি নানা ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ব্যোমব্রহ্ম। বুদ্ধি যোগ = এইটি সার, এইটি অসার, এইরূপ বিচার। কর্ম্ম = ফল কামনাযুক্ত কর্ম্ম।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, ইহাই পরমানন্দের অবস্থা; এই অবস্থার শরণ গ্রহণ কর। শুধু মুখেই "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিলে হবে না। অক্ষর পুরুষকে জানা চাই। শ্রুতি বলিয়াছেন যাহারা সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া মরে 'তাহারা বড়ই কৃপার পাত্র।...মনে আত্মার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া প্রণব ধনুতে বাণ জুড়িয়া সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িবার অভ্যাস কর, একদিন "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।"

ভক্তিপ্রদীপ। বুদ্ধিযোগাৎ = than unselfish devotional service. বুদ্ধৌ = to disinterested devotional service. ফলহেতবঃ = fruit seckers. কৃপণ = low.

বিদ্যানন্দ। সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগ=নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। কৃপণ=দীন।

মধুসূদন। কর্ম, অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে যাহা জন্ম-মরণের কারণস্বরূপ হয় সেই কর্ম্ম, বুদ্ধিযোগ হইতে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ নিষ্কাম কর্মযোগ হইতে, দূরেণ অর্থাৎ দূর হইতেই, অধম সেইজন্ত তুমি বুদ্ধৌ অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের যাহা নিবর্ত্তক সেই পরমাত্ম জ্ঞানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অন্বেষণ কর।... কৃপণ=নিয়তঃ জন্মমরণাদিরূপ ঘটী যন্ত্রে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকায় পরাধীন, দীন (বৃঃ ৩।৮।২১)।

(৫০) বুদ্ধিযোগে না থাকিলে কি দোষ হয় তাহা বলিয়া, বুদ্ধিযোগে থাকিলে কি গুণ হয় তাহা বলিতেছেন—

৫০। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্‌॥ ৫০

পদচ্ছেদ। বুদ্ধি-যুক্তঃ জহাতি ইহ উভে সুকৃত-দুষ্‌কৃতে তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্‌।

অন্বয়। বুদ্ধি যুক্তঃ ইহ উভে সুকৃতে দুষ্‌কৃতে জহাতি তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, কর্ম্মসু কৌশলম্‌ যোগঃ।

কঠিন শব্দ। বুদ্ধিযুক্ত=বুদ্ধি যোগে যুক্ত, নিষ্কাম ও সমত্ব বুদ্ধিতে যুক্ত। ইহ=এই সংসারে; "কর্ম্মবৃন্দের উপর" (মধুসূদন) উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে = পুণ্য পাপ দুইই। সুকৃতি = স্বর্গাদি প্রাপক; দুষ্কৃতি বিষয়াদি প্রাপক। যোগায়=সাম্যভাবপূর্ণ, বুদ্ধিযোগে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মযোগে। যুজ্যস্ব=যুক্ত হও, যোগ্য হও, প্রস্তুত হও। যোগঃ=সাম্যভাবপূর্ণ, বুদ্ধিযোগে প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মযোগ; যাহাতে সমাহিত ভাব আছে। কৌশল=বুদ্ধিপূর্ণ উপায়, কুশলতা।

অনুবাদ। যে বুদ্ধির কথা বলা হইল সে বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিষ্কাম ও

সাম্যভাব-পূর্ণ বুদ্ধিতে যুক্ত পুরুষ, কর্ম্মময় এই লোকে বা এই সংসারে, (সমত্ব-বুদ্ধি হওয়ায়) পুণ্য পাপ দুইই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে যে পুণ্য পাপ উদ্ভূত হয় সেই পুণ্য পাপ বা সেই সব কর্ম্মের কর্মফল ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা লিপ্ত হয় না) ; সেই হেতু তুমি এই বুদ্ধি যোগে যুক্ত হও (বা তাহাতে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হও)। এই যোগ অর্থাৎ সাম্য ভাব যুক্ত বুদ্ধিযোগই কর্ম্ম ঠিক ভাবে করিবার উপায়, ইহাই কর্ম্মে কুশলতা আনে।

কর্ম্ম করিবার কৌশল তাহাই, যাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন না হয় ; তাহা সাম্য মনোভাব লইয়া কর্ম্ম করা ; ইহাই কর্ম্মে কুশলতা আনে। বুদ্ধিযোগে অর্থাৎ সাম্যভাবে অভিনিবিষ্ট থাকাই যোগ, সমত্বই যোগ (২।৪৪) কর্ম্মযোগে বা সমত্ব মনোভাবে কর্ম্ম করিলে, পাপ ও পুণ্য দুইই ত্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুইই হয় না, পাপ পুণ্য না হইলে কর্ম্মবন্ধন হয় না। পাপ পুণ্যের ঊর্দ্ধে থাকাই গুণাতীত অবস্থা, ব্রহ্ম-ভাবে থাকা। যোগ সেই উপায় যে উপায়ে কর্ম্ম করিলে পাপ হয় না সেই উপায়ই কৌশল, এবং তাহা সমত্ব মনোভাব ও সাম্য দৃষ্টি (২।৪৮)।

কর্ম্ম বন্ধন যাহাতে না হয়, তাহাই আসল কথা। কি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হইবে না, "কর্ম্ম যোগে" তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যোগ অর্থে সমত্বের যোগ, ইহাই বুদ্ধি যোগ, ইহাই কর্ম্মযোগ কারণ ইহাই কর্ম্মযোগের কর্ম্ম করিবার রীতি, যে রীতি অনুসারে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না ; সেই কারণে বহু স্থলে কর্মযোগকে সংক্ষেপে যোগ বলা হইয়াছে। কর্ম্ম-বন্ধন ভয়ানক জিনিষ, উহার উৎপাদক কর্ম্মফলকে কাটিয়া ফেলিবার দৃঢ় আদেশ ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে দিয়াছেন (আমরা ঐ ভাবে ঐ অধ্যায়টির অর্থ লইয়াছি।

শঙ্কর। যোগযুক্ত=ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া। স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মযুক্ত পুরুষের যাহা ঈশ্বর-সমর্পিত বুদ্ধিতে উৎপন্ন, সিদ্ধি অসিদ্ধি বিষয়ক সমত্ব ভাব, তাহাই কৌশল। বিকল্প ব্যাখ্যা, ভাল মন্দ সকল কর্ম্মকে ত্যাগ করা। (মধুসূদনও এইরূপ অর্থ দিয়াছেন)। বন্ধন করা, কর্ম্মের যাহা নিজ স্বভাব, সমত্ববুদ্ধির প্রভাবে সে তাহা ছাড়িয়া দেয়; ইহাই কৌশল।

মধুসূদন। সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্ম-জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর আত্মজ্ঞানের উদয়ে সমস্ত পাপ ও পূণ্য নির্ধৃত হইয়া যায়। সেই হেতু সমত্ব বুদ্ধিযোগ লাভ করিবার জন্য যোগ্য অর্থাৎ উদ্যত হও। কারণ এই প্রকার যে সমতা-বুদ্ধিযোগ তাহাতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কুশলতা বলিতে হইবে। দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয়, বন্ধন আনে না মোক্ষ দেয়—এসব অতি কুশল ব্যাপার। কর্ম্মানুষ্ঠানে যে দক্ষতা প্রযুক্ত হয়, তাহাই এই।

রামানুজ। ইহার ভাবার্থ বুদ্ধিযোগ অনেক কৌশল, অনেক সামর্থ্য লাগাইলে সিদ্ধ হয়।

শ্রীধর। সুকৃত দুষ্কৃত উভয় ফলকে ঈশ্বর কৃপায় বুদ্ধি যোগ দ্বারা ত্যাগ করেন। কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধনা করিয়া জ্ঞানীরা জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত থাকেন। কর্ম্মসমূহ প্রতিবন্ধক হইলেও যে কৌশল, অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনের দ্বারা ইহাদের মোক্ষ-কারত্ব যে চাতুর্য্য তাহাই যোগ।

জ্ঞানেশ্বরী কর্ম্মোত্তর সিদ্ধিই যোগের স্থিতি।

সন্তদাস। এইরূপ ঈশ্বর পরায়ণ বুদ্ধি যুক্ত নিষ্কাম পুরুষ তিনিই

এই জন্মেই পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ঈশ্বরারাধনা করিয়া মোক্ষ ভাগী হওয়া রূপ কর্ম্ম কৌশলের নাম যোগ।

ব্যোমব্রহ্ম। অতএব যোগার্থে প্রস্তুত হও, যোগ অত্যন্ত হিতকর কর্ম্ম।

পরমহংসদেব বলেছেন কাঁটা ফুটলে, অন্য কাঁটা দিয়ে সে কাঁটা তুলে ফেলে সে কাঁটা ও অন্য কাঁটা (পাপ পুণ্য) দুইই ফেলে দিতে হয়।

ভুপেন্দ্রনাথ। কর্মতো সকলেই করে, কিন্তু যুক্ত হইয়া করে না। কাজ মাত্রেই প্রাণের শক্তি। আমরা বৃথা কাজে এই প্রাণ শক্তিকে ব্যয় করিয়া মনকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু কৌশল দ্বারা যিনি প্রাণকে স্থির করিতে পারিয়াছেন, তাহার মন একাগ্র হয় অর্থাৎ আত্মমুখী হয়।......পাপ পুণ্যাত্মক কর্ম, শরীর ও মন দ্বারাই নিষ্পাদ্য। সেই মন যখন একাগ্র হইয়া আত্মমুখী হয়, তখন দেহ পৃথক পড়িয়া থাকে, তাহার সঙ্গে পাপ-পুণ্যও সেইখানে পড়িয়া থাকে। মনকে আত্মাতে লাগাইবার কৌশলের নাম যোগ।..... তাহার, সুখে দুঃখে সম ভাব খিন্ন হয় না। যে একাগ্রতা ঈশ্বর প্রাণিধান না করিয়া হইয়া থাকে তাহা গভীর হয় না। ব্রহ্ম-ধ্যানান্বিত চিত্তে ধ্যানভঙ্গ হইলেও, তাহাতে যে স্থৈর্য্য থাকে তাহা এত স্বাভাবিক হইয়া যায়,...যে সেই একাগ্রতা দ্বারা যোগী জগৎ-কর্ম করিতে থাকিলেও, তাহার চিত্ত আত্ম-ভাব হইতে বিচলিত হয় না।

ভক্তিপ্রদীপ। যোগ = unselfish devotional service কৌশল = is the secret.

বিদ্যানন্দ। জহাতীহ = লিপ্ত হয় না। কৌশল = নিপুনতা। বুদ্ধিযোগ = কামনা রহিত কর্মযোগ।

রামকণ্ঠ। অদ্বৈত পরমেশ্বর একতত্ত্ব।——এই সব নির্মাণে তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া আর কোনও উপাদান নাই। এই তত্ত্বকে আমার তত্ত্ব জানিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই। ইহাই কর্ম্মের কৌশল।

(৫১) কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে অনাময়পদ লাভ হয়।

৫১। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১

পদচ্ছেদ। কর্ম্মজং বুদ্ধি-যুক্তাঃ হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিনঃ, জন্ম-বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম।

অন্বয়। হি বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিনঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্ম।বন্ধ বিনির্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি।

কঠিন শব্দ। হি=যেহেতু। বুদ্ধি যুক্তা=যে বুদ্ধিযোগের বিষয় বলা হইতেছে। তাহাতে যুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম সাম্য মনোভাব বিশিষ্ট। মনীষিণঃ=জ্ঞানীগণ; মনোনিগ্রহে সমর্থ যাহারা (নীলকণ্ঠ) তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ হইতে যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের (মধুসূদন)" কর্মজং ফলং=কর্ম্মে-উৎপন্ন ফল। জন্ম বন্ধ বিনির্মুক্তাঃ= জন্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া। অনাময় পদ=রোগ বা উপদ্রবাদিরহিত, অর্থাৎ শান্তিময় অবস্থা, বিষ্ণুর পরম পদ। (অর্থাৎ বিষ্ণুই) (কঠ ১।৩।৯) (ঋগ্বেদ ২২।২৩, ২১, তদ্বিষ্ণো পরমং পদং ইত্যাদি) (কঠ ১।২।১৫, গীতা ৮।১১) সনাতন ব্রহ্মসত্তা (অভিনব গুপ্ত) পদনীয় আত্মতত্ত্ব আনন্দরূপ ব্রহ্মপদ (মধুসূদন); ব্রহ্মই পদ (শঙ্করানন্দ)। নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব অখণ্ডানন্দ একরস (শঙ্করাচার্য্য) কঠ ১।২।২৩ (অয়মাত্মা ইত্যাদি)।

অনুবাদ। যেহেতু নিষ্কাম সাম্য মনোভাব যুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মে উৎপন্ন ফলই ত্যাগ করেন (সেই জন্য) সেই ফল ত্যাগ দ্বারা জন্মরূপ বন্ধন মুক্ত হইয়া উপদ্রব রহিত পরম শান্তিময় অবস্থা, বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। (ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ; পুনর্জন্ম হয় না) (মহাভারত ১:।১৭-১৭ গীতাপ্রেমী)

নিষ্কাম সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম-ফল উৎপন্ন হয় না; সেইজন্য ফলভোগের জন্য কর্ম্মীকে আর সংসারে জন্ম লইতে হয় না। তাহার আত্মা তাহা হইলে কোথায় স্থিতি লাভ করে? সে অনাময় পদে বিলুপ্ত হয়, কেহ তাহাকে মোক্ষ প্রাপ্তি বলেন, কেহ বিষ্ণুর পরম পদে স্থান পাওয়া বলেন, তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং। নিষ্কাম সমত্ব বুদ্ধিতে অবস্থানই স্থিত প্রজ্ঞায় অবস্থান, উহাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। ব্রাহ্মী স্থিতিতে যাহার দেহ ত্যাগ হয়, তাহারই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানবাদিগণ বলেন, যে নিষ্কাম কর্ম্ম মাত্র চিত্তশুদ্ধি হয়, প্রত্যক্ষ ভাবে মোক্ষ আনে না। এখানে ভগবান নিজেই বলিতেছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মে অনাময় পদ প্রাপ্তি হয়, যাহা ভক্তের কাছে ভগবৎ চরণে আশ্রয় পাওয়া ও জ্ঞানবাদিগণের পক্ষে মোক্ষ। পুনর্জন্ম আর হয় না। ইহাই মুখ্য কথা। শুধু জ্ঞানে, পুনর্জন্ম হইতে মোক্ষ লাভ, তাহা নহে, নিষ্কাম কর্ম্মেও হয়। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, তিন পথেই সাক্ষাৎ ভাবে পুনর্জন্ম হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি আসে। জ্ঞানবাদীরা জোর করিয়া কর্ম্মকে জ্ঞানের নীচে রাখিয়াছেন, এবং নিষ্কাম কর্ম্মীকে নিম্নাধিকারী বলিয়াছেন

শঙ্কর। কর্ম্ম উৎপন্ন ইষ্টানিষ্ট দেহপ্রাপ্তিই কর্ম্মফল। সমত্ববুদ্ধি যুক্ত পুরুষ, সেই কর্ম্মফল ছাড়িয়া মনীষী বা জ্ঞানী হইয়া, জীবিত অবস্থাতেই

জন্ম বন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া, বিষ্ণুর মোক্ষ নামক সর্ব্ব উপদ্রব রহিত পরম পদ প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকগুলিতে বুদ্ধি অর্থে কর্ম্মযোগ জনিত সত্ত্ব শুদ্ধিতে উৎপন্ন সর্ব্বত্রং সম্প্লুতোদক স্থানীয় পরমার্থ জ্ঞান রূপ বুদ্ধি।

আনন্দ গিরি। শুদ্ধ বুদ্ধির ফল বিবেক, তাহাতে বৈরাগ্য. তাহাতে অভীঃ।

মধুসূদন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী পুরুষ তুচ্ছ ফল ত্যাগ করিলেও, তাহার পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তিরূপ ফল হইয়া থাকে।......ফল ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরোপাসনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ সত্ত্বশুদ্ধি রূপ দ্বার সহকারে তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ করিয়া যে আত্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মনীষিগণ......আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কর্ম্মরূপ যে আময় অর্থাৎ রোগ তাহার দ্বারা বিরহিত সকল প্রকার ভয় শূন্য মোক্ষ নামক পুরুষার্থ অভেদ ভাবে প্রাপ্ত হন। অবিদ্যারূপ জীব ব্রহ্মে যে ভেদ বোধ হয়, তত্ত্ব জ্ঞানে তাহার অভাব হয়।

রামদয়াল। মন ভগবানের নিকট থাকিয়া স্থির হইয়া গেল, আর কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না। এই নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিই জ্ঞান, ইহাতেই মুক্তি।...যাহারা সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রথমে উপাসক শ্রেণীভুক্ত হন। উপাসকগণ মহাকাশের উপর যে চিত্তাকাশ, তথায় সর্ব্বদা ভগবানের সমীপে বাস করেন।

শ্রীধর। শঙ্করের ব্যাখ্যার অনুরূপ। রামানুজ। বুদ্ধিযুক্ত ভাবে যে কর্ম্ম করে তাহার অনাদি কাল সঞ্চিত বন্ধন হেতুভূত যে সমস্ত পুণ্য পাপ দুইটাই বিসর্জিত হইয়া যায়। "হি" শব্দের অভিপ্রায় "উপনিষদেও ইহা আছে।"

বলদেব। পরমানন্দ = বৈকুণ্ঠ। কৃষ্ণানন্দ। কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারীগণ পরমপদ=মুক্তি=ব্রহ্মরূপ পান।

TELANG অনাময় = no unhapiness.

জ্ঞানেশ্বরী। বুদ্ধি যোগ যুক্তেরা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অবিনাশী স্থান পান।

ভূপেন্দ্রনাথ। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। দেহাত্ম বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম করা সম্ভব নহে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ছাড়াইতে হইবে, তাহা পারেন যাঁহারা মনীষী অর্থাৎ যাঁহাদের মনীষা আছে অর্থাৎ যাঁহারা আত্মমননশীল, আত্মারাম। বিক্ষেপযুক্ত মনই অনর্থ আনে, পরং তৎ পরমো বিষ্ণোঃ মনো যত্র প্রসীদতি. (মন যেখানে সেই অপূর্ব্ব প্রসন্নতা পায়)। শুধু ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম, ইহার সহিত মনকে যোগ করিয়া দিলে তাহা হয়।

KRISHNA PREM—Only he who is thus established in the প্রজ্ঞা (a synonym for বুদ্ধি) will be able to make the final leap to the অনাময় পদং the the sorrowlesss state with any hope of success, "The moral worth of an action can not be any where. but in the principle of the will without reward to the end which can be attained by action." Kant's Metaphysics of Morals.

ভক্তিপ্রদীপ। বুদ্ধযুক্ত = With the help of the knowledge of devotional service. অনাময়ম = free from all affictions.

বিত্তানন্দঃ অনাময় পরমপদ।

রামকণ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর কর্ম্ম অনাময় পদ প্রাপ্ত করায়।

শ্রীধর। অনাময় পদং = সর্ব্বোপদ্রবরহিতং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।

TELANG. The wise..... cast off the fruit of action and released from the shackles of repeated births, repair to that seat where there is no unhapiness.

(৫২) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই যোগ ও সেই অনাময় পদ প্রাপ্তির আশা আমি কি অবস্থা পাইলে করিতে পারি? ভগবান বলিলেন—

৫২। যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

পদচ্ছেদ। যদা তে মোহ-কলিলং বুদ্ধিঃ ব্যতিতরিষ্যতি, তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।

অন্বয়। যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি।

কঠিন শব্দ। মোহ কলিলং = মূঢ়তা বা অবিষ্ট ভাবরূপ মালিন্য অজ্ঞান বিলাসিত "আমি ও আমার" রূপ বুদ্ধি। ব্যতিতরিষ্যতি = বিশেষ-রূপে অতিক্রম করিবে। শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য = যাহা শ্রবণ করা উচিৎ বলিয়া কথিত হয় এবং যাহা শ্রবণ করিয়াছ, কর্ম্ম কাণ্ডের ক্রিয়া কলাপের ফলের এরূপ ব্যখ্যা সমূহ। নির্ব্বেদ = উদাসীনতা, বিতৃষ্ণা, বিষয়ে বিরাগ। গন্তাসি = প্রাপ্ত হইবে। এখানে বুদ্ধি অর্থে বুদ্ধি, বিচার, "আক্কেল"; বুদ্ধি যোগের বুদ্ধি নহে, বা সাংখ্য বুদ্ধি নহে। শ্রোতব্য = অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অতিরিক্ত শাস্ত্র (আনন্দ গিরি)।

অনুবাদ। যখন তোমার (বিচার) বুদ্ধি অবিষ্ট ভাবরূপ মালিন্য প্রকৃষ্ট রূপে অতিক্রম করিবে অর্থাৎ মালিন্য হইতে মুক্ত হইবে তখন যাহা

শ্রবণ করা উচিৎ বলিয়া কথিত হয়, আর যাহা শুনিয়াছ, ক্রিয়া কলাপের ফলের সেই বর্ণনা সমুহে, তোহার বিতৃষ্ণা প্রাপ্তি ঘটিবে। (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে)।'

যখন তোমার বুদ্ধি হইতে আবিষ্টের ভাব কাটিয়া যাইবে, যে আবিষ্ট ভাবের বর্ণনা (৪।৪২, ৪৩, ৪৪) শ্লোকে আছে তখন ক্রিয়া কলাপের ফলশ্রুতি বা ফলের বর্ণনা সমূহে তোমার বিতৃষ্ণা আসিবে; তুমি প্রভাবান্বিত হইবে না, এমন কি শুনিতেও চাহিবে না। ক্রিয়া কলাপের বিষয়ে যে সব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে, তাহারা তোমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছে; ভাবিতেছ, ঐ সব ক্রিয়াকলাপ করিলে না জানি কত কত রকমের ভাল ভাল ফল তাহারা প্রদান করিবে। যখন তোমার বুদ্ধি ঐ মোহ অতিক্রম করিবে, বুঝিবে যে উহা অর্থবাদ তখন ঐগুলি শুনিতে আর তোমার মন চাহিবে না। বুদ্ধির মোহ বা তমঃ ভাব, নানা দিকে ধাবিত হওয়া বা রজঃ ভাব, ইহাদের কাটিয়া যাওয়াই চিত্ত শুদ্ধি।

আনন্দ গিরি। যদা = যখন অর্থাৎ বিবেকের পরিপক্ক অবস্থায়। বিবেকে বৈরাগ্য ও বৈরাগ্যে অভীঃর ভাব লাভ হয়। শ্রোতব্য = অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অতিরিক্ত শাস্ত্র। ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য শতকম্ দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর। মোহ কলিল = মোহাত্মক অবিবেক কালিমা। বৈরাগ্য অর্থাৎ শুনিবার যোগ্য ও শোনা বিষয় সব নিষ্ফল হইবে।......মোহাত্মক অবিবেকরূপ কালুষ্য। এই দেহ আমি ইত্যাদি বুদ্ধি।

রামদয়াল। দেহাদিতে "আমি ও আমার" যে বোধ, তাহাই বুদ্ধির মোহ, ইহাই অজ্ঞান।

রামানুজ। আমার দ্বারা ইহার পূর্ব্বেই কথিত যে এ সব শ্রবণ ত্যাজ্য, তাহা ও পরে যাহা শুনিবে সবেতে বিরক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীধর। মোহ কলিল, অর্থাৎ দেহাভিমান লক্ষণ মোহময় গহন দুর্গবৎ।… এই ভাবে পরমেশ্বরের আরাধনায় তদীয় কৃপায় দেহাভিমান লক্ষণরূপ গহণ দুর্গ অতিক্রম করিবে।

সন্তদাস। মোহরূপ গহন বন হইতে উত্তীর্ণ হইযে, যখন তুমি বেদেতে যে সকল স্বর্গাদি ভোগরূপ ফলের কথা শুনিয়াছ বা শুনিবে, এ সমস্তের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইবে সেগুলি আর তোমাকে আকর্ষণ করিবে না।

কৃষ্ণানন্দ। কবে পরমপদ পাইব, কোনও নিশ্চয়তা নাই। তাই উপরের শ্লোক। শুদ্ধ-সত্ত্ব হইবে। রজঃ ও তমঃ=কলিল।

মধুসূদন। যে সময় তোমায় অন্তঃকরণ রজঃ ও তমঃ ভব দূর করিয়া শুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিবে, সেই সময় তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বিতৃষ্ণা প্রাপ্ত হইবে।

ব্যোমব্রহ্ম। তখন তুমি বেদ ও বেদোক্ত কর্ম্মফলে বিরক্ত হইবে।

ভুপেন্দ্রনাথ। দেহাত্ম বুদ্ধি ছোট খাটো জিনিষ নহে। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন এই বাহ্য জগৎকে একটু ভুলিয়াছ, তখনও কিন্তু সব বিস্মৃতি আসে নাই। তখনও তৈজস দেহ বা প্রাণময় কোষাদিতে অনেক দৃশ্য বস্তু, শব্দরূপের খেলা, আসিয়া সাধনে বিঘ্ন জমায়। অথচ এগুলি সূক্ষ্ম ও সুন্দর, মন সে গুলিকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না; আবার মন ভাবে, "এই বার বুঝি পৌঁছে গেলাম"। কিন্তু তাহা নহে। "ইহ বাহ্য, আগে কহ আর"…কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করেন তাঁহারা এ সবে মোহিত হন না।

মতিলাল। পুর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া চিত্ত যখন সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি হইতে মুক্তি পায়।

ভক্তিপ্রদীপ। বুদ্ধি = knowledge of unselfish devotional service মোহকলিলম্ = abyss of delusion, misidentification of body and mind with the soul. ব্যতিতরিষ্যতি = Surmount, শ্রোতব্য = what is yet to be heard.

বিদ্যানন্দ। মোহকলিল = অজ্ঞানের দুর্গমত্ব ইহা উত্তীর্ণ হইলে, তোমার শুনিবার এবং আমার শোনাইবার কিছু প্রয়োজন হইবে না।

TELANG. মোহ কলিলং = want of delusion. নির্বেদ = indifferent.

(৫৩) তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নির্বেদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন স্থির হইবে, তখন তুমি সমত্ব যোগ প্রাপ্ত হইবে।

৫৩। শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

পদচ্ছেদ। শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা, সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ তদা যোগং অবাপ্স্যসি।

অন্বয়। যদা তে শ্রুতি বিপ্রতিপন্না বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা অচলা স্থাস্যতি তদা যোগং অবাপ্স্যসি।

কঠিন শব্দ। শ্রুতি বিপ্রতিপন্না = নানা প্রকার শাস্ত্রের দ্বারা বা ক্রিয়া কলাপের নানা প্রকার ফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত। অচল = যে নিজে নড়ে না। নিশ্চল = যাহাকে নড়ান বা স্থান চ্যুত করা যায় না। সমাধি = সমাহিত অবস্থা বা স্থিরমনা হওয়া, ইহাই স্থির বুদ্ধি বা স্থিত প্রজ্ঞা আনে; প্রত্যগাত্মা (নীলকণ্ঠ); পরমাত্মা (শঙ্কর)। স্থাস্যতি = থাকিবে। যোগ = কর্ম্ম ঠিক ভাবে করিবার কৌশল, সমত্ব যাহার কেন্দ্রীয় কথা, সমাধি বা সমাহিত বুদ্ধি বা স্থিত প্রজ্ঞা না হইলে তাহা হয় না।

শ্রুতি = বেদ ও শ্রবণ, দুই অর্থই এখানে সম্মিলিত। (যোগ, গীতা ৬।২৩, কঠ ২।৩।১০।১১)। যোগ...বিবেক প্রজ্ঞা সমাধি (কঠ ২।৩।১০-১২) সমাধাবচলা = Steady in contemplation (Telang)

অনুবাদ। যখন নানা প্রকার শাস্ত্রের দ্বারা, বা ক্রিয়া কলাপের নানাবিধ ফল শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত বুদ্ধি (২।৪২,৪৩, ৪৪, ৫২) নিশ্চল অর্থাৎ স্থানচ্যুতি সম্ভাবনা বিহীন হইয়া, অটল ভাবে সমাহিত বা স্থির হইতে পারিবে, তখন তুমি (যে যোগের কথা এতক্ষণ বলা হইল সেই) যোগ প্রাপ্ত হইবে। (মন বিক্ষিপ্ত থাকিলে স্থিতপ্রজ্ঞা অবস্থা না আসিলে এ যোগ, এ ব্রাহ্মী স্থিতি আসে না)। সমত্ব = ব্রাহ্মী স্থিতি)।

. এই শ্লোকেরই "সমাধি" কথা, পরের শ্লোকে আসিয়াছে, এই শ্লোকে আমাদের দেওয়া উহার যাহা অর্থ (সমাহিত বুদ্ধি) সেই অর্থ লইয়া; পাতঞ্জলির সমাধি নহে, যেরূপ অর্থ অনেকেই করিয়াছেন পরের শ্লোকে। এ যোগ পাতঞ্জল যোগ নহে, তবে ভাবটা একই; বাহির হইতে মনকে উঠাইয়া ভিতরে আনিতে হইবে)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বুদ্ধির নিম্নতম অবস্থা সহজাত বুদ্ধি (Instinct), মধ্যম অবস্থা বুদ্ধি, উচ্চ অবস্থা প্রজ্ঞা, যাহা পরের শ্লোক গুলিতে স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞার অবস্থা বলা হইবে। স্থিতধী, ত্রিগুণাতীতত্ব ও ব্রাহ্মী-স্থিতি একই। ত্রিগুণাতীতত্বে যে উপাদান গুলি থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান), এবং পরে আরও বিস্তারিত ভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইবে, স্থিতধী, হইতে গেলেও সেই উপাদান গুলি আসে। নির্দ্বন্দ্বের সংকেত পাই ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে; নির্যোগক্ষেমের সঙ্কেত ৫৫ ও ৭১ শ্লোকে, আত্মবান্ ৫৮-৭০ শ্লোকে, নিত্যসত্ত্বস্থ ৫৯, ৬১, ৬৪-৬৬, ৬৯, ৭০-৭২ শ্লোকে পাই। শ্রুতির অর্থ—"উপনিষদ" না বলিয়া উপ-

নিষদের সেই সব স্থান বলা যাইতে পারে যে সব স্থানের উপর, তথাকথিত শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ মতবাদ পোষক ব্যাখ্যা চাপাইয়া দেন, ও অর্থবাদ পূর্ণ বেদবাদ সৃষ্ট করেন। ভিতরে জ্ঞানের আলোক না ফুটিয়া উঠিলে, ঐ সব বিরোধী ব্যাখ্যা ও বেদবাদ লইয়া মানুষ মাতামাতি করিতে থাকে (২।৪৬, ৫২)। ভগবানের উহা মান্য ছিল না। শ্রুতির অন্য অর্থ ফলশ্রুতি, ইহা আমরা উপরে দিয়াছি। তাহা ছাড়া মানুষ বিপন্ন হইয়া পড়ে শাস্ত্রের বিধি নিষেধে, পরস্পর বিরোধী বাক্য সমূহে ও অদ্ভূত অদ্ভুত আলোচনায়, যথা বিষ্ণু হইতে মহাদেব বড়, না মহাদেব হইতে বিষ্ণু বড় ইত্যাদি কলহ লইয়া।

শঙ্কর (২।৪৪) শ্লোকে পূর্ব্বে, সমাধির অর্থ অন্তঃকরণ করিয়াছিলেন, এ শ্লোকে পরমাত্মা করিয়াছেন। মধুসূদনও তাহাই করিয়াছেন; শ্রীধর "পরমেশ্বর" করিয়াছেন, যে হেতু চিত্ত পরমেশ্বরে সমাহিত করা হয়। ইঁহাদের ব্যাখ্যার ভাবার্থ, বুদ্ধি অচঞ্চল হইয়া, চিত্ত সমাধানের স্থান আত্মাতে বা পরমেশ্বরে করিবে। আমরা একবার অন্তঃকরণ, একবার পরমাত্মা, এরূপ না লইয়া দুই স্থানেই সরল অর্থ লইয়াছি। এই শব্দ পরের শ্লোকেও আসিয়াছে; উহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, অনেকে গোল পাকাইয়াছেন। রামানুজ ও বলদেব, বিপ্রতিপন্নের অর্থ "বিশেষরূপে প্রতিপন্ন" করিয়াছেন। রামানুজ এই ভাবার্থ দিয়াছেন, "আমার দ্বারা শ্রুত হওয়ায়, তোমার মনে ভাল করিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে যখন তোমার বুদ্ধি অচল ও একরস হইয়া মনে নিশ্চল ভাবে স্থিত হইবে, তখন তুমি আত্ম-দর্শন রূপ যোগলাভ করিবে। শাস্ত্র জন্য যে আত্ম-জ্ঞান উপস্থিত হয় সেই আত্মজ্ঞান সহকারে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিত হইলে, স্থিতপ্রজ্ঞা নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞান-নিষ্ঠা উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই জ্ঞান-নিষ্ঠা-রূপ স্থিত প্রজ্ঞা আবার যোগ নামক প্রসিদ্ধ আত্মদর্শন সাধন করে।

আর একজন ভাবার্থে বলিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন স্থিরতা লাভ করে তখন আত্মাতে সাধকের অবিচলিত ভাবে স্থিতি হয়; তদনন্তর আত্ম-সাক্ষাৎকার রূপ যোগ উপস্থিৎ হয়।

মধুসূদন। শ্রুতি বশতঃ অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিচার না করিয়া, বহু প্রকার ফলের বিষয় শ্রবণ করিয়া অনেক রকম সংশয় ও বিপরীত-জ্ঞান যুক্ত হওয়ায় মন ইতস্ততঃ বিচলিত হয়। ··· যে সময়ে, অন্তঃকরণ, শুদ্ধ হইতে উৎপন্ন বিবেকের দ্বারা, চাঞ্চল্য ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে চিত্তশুদ্ধির ফলে, ইষ্টানিষ্ট সদসৎ বিবেচনা করিবার শক্তি উৎপন্ন হইবে। সমাধৌ অর্থাৎ পরমাত্মায় নিশ্চল হইয়া অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্নদৃষ্টি রূপ বিক্ষেপ বিরহিত হইবে. এসব তাহা অচলা অর্থাৎ সুষুপ্ত মুর্চ্ছা এবং শুদ্ধতা ভাব রহিত প্রকৃতি লয় স্বরূপ চাঞ্চল্য রহিত হইয়া থাকবে; অর্থাৎ তৎকালে তোমার বুদ্ধি, লয় এবং বিক্ষেপ এই উভয় প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিয়া সমাধি যুক্ত হইবে। অথবা নিশ্চলতা অর্থাৎ অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা বিহীন হইয়া এবং অচলা অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া আগ্রহ নিরন্তরতা ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যা ও শ্রদ্ধা-রূপ সৎকার সেবিত হইলে বিপরীত প্রত্যয় দ্বারা দুষিত না হইয়া নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় আত্ম চিন্তারূপ সমাধিতে যখন বুদ্ধি অবস্থান করিবে, সেই সময় তুমি "যোগ" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বরূপ যোগ, অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপ সমস্ত যোগের ফল লাভ করিবে।

সন্তদাস। যখন এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি নিশ্চল (স্থির) হইয়া পরমেশ্বরে অবিচলিত থাকিবে তখনই যোগাবস্থা লাভ হইবে।

কৃষ্ণানন্দ। যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে তখন তোমারজ্ঞানের উদয় হইবে।

রামদয়াল। আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র মত নিষ্কাম ভাবে বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিতে করিতে স্থিতপ্রজ্ঞা নামক জ্ঞাননিষ্ঠা সাধন হইতে থাকিবে। সমত্ব-বুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, বিবেক দ্বারা যে প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক প্রজ্ঞা লাভ হয়, উহাই যোগ ফল।

সচ্চিদানন্দ। ৫১, ৫২, ৫৩ এই তিন শ্লোকে ক্রমশঃ ফল-ত্যাগ কর্ম-ত্যাগ ও জ্ঞান-নিষ্ঠা কহিয়া, কর্ম্ম বন্ধন প্রহানের ব্যাখ্যানের উপসংহার করিলেন। যোগ অর্থাৎ আত্ম-যোগ বা জ্ঞানযোগ।

শ্রীধর। নিশ্চলা = বুদ্ধি নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিকে ধাবিত না হওয়া। অচলা = পুনঃ পুনঃ অভ্যাস হেতু ধ্যেয় বস্তুতে স্থির হওয়া।

ব্যোমব্রহ্ম। যখন তোমার বুদ্ধি শ্রুতিতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল হইয়া সমাধিতে স্থির থাকিবে তখন যোগাবস্থা পাইবে।

গোয়েন্কা। "যোগ" ও "যোগী" গীতাতে অনেক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি এই :—যোগ—(১) সমত্বযোগ ২।৪৮, (২) অষ্টাঙ্গযোগ ৪।২৮; (৩) কর্ম্মযোগ ৬।৩ (৪) ধ্যানযোগ ৬।২৯ (৫) ভগবৎ প্রভাবরূপযোগ ৯।৫ (৬) সাংখ্যযোগ ১৩।২৪ (৭) ভক্তিযোগ ১৪।২৬ যোগী :—(১) কর্ম্মযোগী ৫।১১ (২) সাংখ্যযোগী ৫।২৪ (৩) ধ্যানযোগী ৬।১০ (৭) আত্মজ্ঞান যোগী ৬।৩২ (৫) সাধকযোগী ৬।৪৫ (৬) ভক্তি-যোগী ৮।১৪ (৭) সর্ব্ব-কর্ম্মযোগী ৮।২৫ (৮) যোগী অর্থাৎ ঈশ্বর ১০।১৭ (৯) সিদ্ধ ভক্ত যোগী ১২।১৪।

ভূপেন্দ্রনাথ। ওঁকার ধ্বনিতে সদা সর্ব্বদা থাকিলে অচল হইয়া যোগ প্রাপ্ত হয়, অতএব ওঁকার ধ্বনি কেবল শোন। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে, প্রথমে ঝিঁঝিঁ পোকার মত একটা শব্দ, তারপরে বীণা, বেণু, শঙ্খ নির্ঘোষের মত মধুর অথচ গম্ভীর শব্দ শ্রুত হয় ইত্যাদি।

ভক্তিপ্রদীপ। When your knowledge that is disturbed by the divergent exposition of the Vedas will became steadfast in and fixed on the absorbing meditation of the Supreme Lord, you will attain true devotion.

বিদ্যানন্দ। যখন বুদ্ধি স্থিত হইয়া সমাধিতে স্থিত হইবে।

রামকণ্ঠ। যখন অনাদি জন্ম-অভ্যস্ত দেহাদি আত্ম প্রত্যয়রূপ অজ্ঞান কর্দ্দম অতিক্রম করিবে...তখন বিকল্পহীন সমাধি পাইবেন।

TELANG. When your mind that was confonded by what you have heard (about the means for the acquisition of various deserved objects) will stand firm and steady is contemplation of the soul (Sankara), of the Supreme Being (Sridhara); then etc.

(৬৪) শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা অর্জ্জুনের নিকট পরস্পর বিরোধী ঠেকিতেছিল, যথা যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন, আর এখন নির্দ্বন্দ্ব হও বলিতেছেন। তার পরে, যোগস্থ হইয়া কি যুদ্ধ করা চলে? মা ফলেষু কদাচন হইতে হইলে যুদ্ধে নামা কেন? বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম যদি হীন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান চর্চ্চায় না থাকিয়া, হীনকর্মের ভিতর যাহা অতি হীন কর্ম (যুদ্ধ) তাহা করা উচিৎ কি? কর্ম্মফল যদি ত্যাগই করিতে হয়, তো কর্ম্ম করিবই বা কেন? যুদ্ধটা তাহার নিজস্ব প্রকৃতিতে পাপ কার্য্য নহে কি, যতই ভাল উদ্দেশ্যে করা হউক না কেন? উদাসীনবৎ স্বধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত কাজ করা যাইতে পারে কি? কোন কাজই পারা যায় কি? পরস্পর বিরোধী কথায় মাথা বেঠিক হইয়া যাইতেছে সংমূঢ় চেতার আরও মূঢ়ত্ব বাড়িতেছে। অর্জ্জুনের মনে বোধ হয় এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, এমন সময় বুদ্ধি বিষয়ক অর্থাৎ বুদ্ধির বিক্ষিপ্ততা দূর করা বিষয়ক শেষের শ্লোকটিতে যেন কিছু

ধরিতে পাইলেন। অর্জ্জুন যোদ্ধা, যুদ্ধে বুদ্ধি স্থির রাখা বা স্থিতধী হওয়া সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজন। অর্জ্জুনের ভিতরের যোদ্ধা কান খাড়া করিয়া উঠিল, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আচরণ ও লক্ষণাদি জানিতে চাহিল। স্থিত-প্রজ্ঞ কথাটা অর্জ্জুন ব্যবহৃত; স্থির বুদ্ধির অর্থে সেই সময়ে বোধ হয় প্রচলিত ছিল। স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণাদি কি রূপ, কি ভাবে চলেন, ইত্যাদি জানিলে তিনিও তাহাদের মত হইতে চেষ্টা করিবেন, এই আশায়, এ বিষয়ে অর্জ্জুন চারিটী প্রশ্ন করিলেন। হয় তো তিনি ইহাও ভাবিলেন যে, যে যোগ বুদ্ধির কথা শ্রীকৃষ্ণ এইবার বলিবেন তাহাতে তাঁহার যে পথে শোকাগ্নি নিবারিত হইতে পারে, ও কি করা উচিত, সেই পথের নির্দ্দেশ দিবেন।

অটল ভাবে সমাহিত স্থির বুদ্ধিকে স্থিত প্রজ্ঞা বলা হইত। ইহা, যে বুদ্ধি যুদ্ধে মাথা স্থির রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে অনেক উচ্চ অবস্থা। ইহাই সমত্ব বুদ্ধির অবস্থা যাহাকে ভগবান সমত্ব-যোগ বলিয়াছেন। প্রকৃতির কোন গুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াই ইহা, এবং সেই জন্য ইহা গুণাতীত অবস্থার অন্য নাম। ইহার সাধনাতে পড়ে আত্ম তুষ্টি, নির্ব্বিকারত্ব, ইন্দ্রিয়-সংযম, মনকে অন্যান্য আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি, এবং ইহার উচ্চতম অবস্থান ব্রাহ্মী স্থিতি এবং সেই অবস্থায় দেহ-ত্যাগ হইলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, এই সব অনেক কথা আসে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে, অর্জ্জুন যাহাতে বুঝিতে পারেন, এই ভাবে এই সম্বন্ধে তত্ত্বের পর তত্ত্বে লইয়া যাইতে লাগিলেন, ইহার ভিতর এত কথা আছে, অর্জ্জুন হয় তো এতটা ভাবেন নাই। স্থিত-প্রজ্ঞ, স্থিতধী, এই কথাগুলি সাধারণ অর্থে এ শ্লোক গুলিতে আসে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনেক সাধারণ কথা, ও তৎকালে প্রচলিত অনেক মতবাদ গুলিকে উচ্চ ভাবের রূপে রূপান্বিত করিয়াছিলেন, তৎকালে প্রচলিত

স্থিতপ্রজ্ঞ কথাটিকেও সেই ভাবে, অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগ বিষয়ে পূর্ণশিক্ষা দিবার জন্য, অতি উচ্চ তত্ত্বে রূপায়িত করিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগের ব্যাপারে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা এবং জ্ঞানযোগের ব্যাপারে গুণাতীতের অবস্থা একই ; ইহা পরে আপনিই প্রতীত হইবে।

জগতে থাকিতে হইলে, কর্ম্মের ভিতর শত্রু মিত্র সকলকার ভিতর, সকল রকম স্পর্শের ভিতর থাকিতেই হয় এবং সেই রকম অবস্থানে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। সাধারণ বুদ্ধি নিজের স্বার্থ লইয়া, অহংতা ও মম-তা লইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সংযম লইয়া মাথা ঘামায় না, নিজেকে পবিত্র রাখিতে কোন চেষ্টাও করে না। জাগতিক সাধারণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইতে পারে, কিন্তু সে বুদ্ধি চঞ্চল ও নিম্নস্তরের। উচ্চস্তরের আর এক রকম বুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধি, মানুষ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, নিজের ভিতর জাগাইয়া তুলিতে পারে, সে বুদ্ধি স্থির ও শান্ত, যাহাতে অহংতা ও মম-তা বা কোনও রূপ স্বার্থ থাকে না. যাহাকে বাহিরের কোনও লোভ বিচলিত করিতে পারে না, যাহা মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমিত করিয়া রাখে, এবং যাহা সুখে দুঃখে, সকল সময় নিজেকে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত রাখে, সেই বুদ্ধির নাম স্থিতধী বা স্থিত প্রজ্ঞা। কার্য্যময় জীবনে সেই-ই "মানুষ" যে সর্ব্বদা এই বুদ্ধি নিজের ভিতর জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। কি দৃষ্টি রাখিলে রাগদ্বেষ না রাখিয়া যুদ্ধ করা যায়, তাহার ৪।৩৫ শ্লোকে সঙ্কেৎ দেওয়া হইয়াছে।

অর্জ্জুনের যোদ্ধা মন, স্থির-বুদ্ধি বা স্থিত প্রজ্ঞার বিষয় জানিতে চাহিল—

অর্জ্জুন উবাচ—

৫৪। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

পদচ্ছেদ। স্থিত-প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব, স্থিতধী, কিং প্রভাষেত, কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ, সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা, স্থিতধী; কিম্ প্রভাষেত কিম্ আসীত; কিম্ ব্রজেত? (অভিনবগুপ্ত স্থিরপ্রজ্ঞা এবং স্থিরধী পাঠ ধরিয়াছেন)।

কঠিন শব্দ। ভাষা = অন্তরের ভাব কি রূপ। প্রভাষেত = বলেন অর্থাৎ বাহিরে কি ভাবে প্রকাশ করেন। আসীত=অবস্থান করেন। কিম্ ব্রজেত = কি ভাবে বিচরণ করেন। সমাধিস্থস্য = সমাহিত অবস্থা যাঁহার গভীর অচল নিশ্চল ভাবে যাঁহার বুদ্ধি স্থিত হইয়াছে, তাঁহার (২।৪৪, ৫৩)। স্থিত প্রজ্ঞা = Stedy mond.

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব, গভীর অচল নিশ্চল ভাবে যাঁহার বুদ্ধি সমাহিত বা স্থিত হইয়াছে (২।৪৪, ৫৩) এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের "ভাষা" অর্থাৎ অন্তরের ভাব কি রূপ হয়, তিনি কিম্ প্রভাষেত অর্থাৎ বাহিরে কি ভাব প্রকাশ করেন, কিমাসীত অর্থাৎ কি ভাবে অবস্থান করেন, এবং কিম্ ব্রজেত অর্থাৎ কি ভাবে বিচরণ করেন? (অর্জ্জুন এই চারিটি প্রশ্ন করিলেন)।

কাহারও বিষয় জানিতে হইলে, তাহার ভিতরের ভাব কি রূপ এবং এবং অন্য দিক্, অর্থাৎ বাহিরের প্রকাশিত ভাব কি রূপ, এবং কি ভাবে কোথায় থাকেন, ওঅন্য দিক্ অর্থাৎ কি ভাবে কোথায় বিচরণ করেন, এই চারিটি বিষয় জানিলে, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি সব বিষয় জানা হইয়া যায়। ভাষার একটি অর্থ লক্ষণ, অনেক টীকাকারই এই অর্থ লইয়াছেন, আমরা এখানে শুধু "লক্ষণ" না করিয়া "অন্তরের লক্ষণ" করিয়াছি। আর "প্রভাষেত" কথার অর্থ "মুখে কি বলে" না করিয়া, আমরা

একটু ব্যাপক অর্থ "বাহিরে প্রকাশিত ভাব কি রূপ" করিয়াছি। সঙ্গতিতো ভাঙ্গেই নাই, "ভিতরের ভাব কি রূপ" এই প্রশ্নের সহিৎ "বাহিরের ভাব কি রূপ" এ প্রশ্ন সুন্দর খাপ খায়। কিমাসীত ও কিম্ ব্রজেত এ দুয়েতেও, প্রথম দুইটির মত, ভিতরের অর্থাৎ অবস্থান করা ও বাহিরের ভাব অর্থাৎ চল' ফেরা, সুন্দর ভাবে খাপ খায়। প্রকৃষ্ট সঙ্গতি রাখিতে আমরা এইরূপ করিলাম।

টীকাকারেরা এই শ্লোকটীর নানা রকমের অর্থ করিয়াছেন। সমাধিস্থ এই কথাটা থাকায় টীকাকারেরা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে স্থিতপ্রজ্ঞেরা সমাধি অবস্থায় কি লক্ষ্মণাক্রান্ত হন, ও ব্যুত্থান বা সমাধি হইতে উঠিলে কি লক্ষ্মণাক্রান্ত হন। সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্ঞস্য অর্থাৎ সমাধিতে থাকা এ অর্থ টীকাকারেরা বেশী দূর চালাইতে পারিলেন না, বোধ হয় এই দেখিয়া য "প্রভাষেত" "ব্রজেত" এ কথাগুলি সমাধি অবস্থার সহিত চলে না; কাজেই অধ্যাহারে "ব্যুত্থান" আনিতেই হইল। আমরা মুর্খ তবে মনে হয় তাঁহাদের যেন তেন ভা ব ব্যাখ্যা চালানো হইয়াছে, ২।৫৩ শ্লোকে দৃষ্টি পড়া উচিৎ ছিল। 'সমাধি' শব্দটি লইয়া টীকাকারেরা একটু বিপদে পড়িয়াছেন; কোথাও তাহার অর্থ অন্তঃকরণ, কোথাও পরমেশ্বর, কোথাও পরমাত্মা, আর কোথাও, যেমন এখানে পতঞ্জলি যোগের সমাধি আনা হইয়াছে। আরও একটি কথা:— টীকাকারেরা যাঁহারা সমাধি ও ব্যুত্থান আনিয়াছেন তাহারা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, যে যুদ্ধরূপী কার্য্যে, যে যে জ্ঞান সাহায্য দিতে পারে, অর্জ্জুনের সেই গুলি ছাড়া, সমাধি ও ব্যুত্থান ইত্যাদির বিষয় জানার কিছু কি প্রয়োজন ছিল? ব্যুত্থান ইত্যাদি কথা আসেই বা কেন। এখানকার সমাধি, ও ২।৫৩ শ্লোকের সমাধি, এক অর্থ। আমরা বারে বারে বলিয়াছি। গীতার কঠিন শব্দের অর্থ কাছাকাছি হলেই পাওয়া যায়।

ভাষার অর্থ বচন লইয়া, দু একজন টীকাকার, স্থিতপ্রজ্ঞেরা কি বলেন এই অর্থ তাঁহাদের মনোপূত না হওয়ায়, "অপরে স্থিতপ্রজ্ঞকে কি প্রকার বলিয়া থাকে", এই অর্থ দিয়াছেন কিন্তু, আমরা মুর্খ মনে হয় তাহাদের অর্থ ঠিক নহে, কারণ, "কা ভাষা" এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ যাহা দিয়াছেন, তাহা আমরা ঐ প্রশ্নের যাহা অর্থ করিয়াছি তাহার সহিত সুন্দর ভাবে খাপ খায়; "অপরে কি বলে" ইহার সাহৎ মোটেই খাপ খায় না।

"প্রভাষেত" শব্দের অর্থ, মধুসূদন ও বলদেব "কি ভাবে কথা বলেন" করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উক্তি সমূহে, "কি ভাবে কথা বলেন" এই অর্থ মানিয়া টীকাকারেরা টানাবুনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ, "বাক্য দ্বারাই হর্ষ ও বিষাদ প্রকাশিত হয়, স্থিত প্রজ্ঞের উদাসীন ভাবে কথা বলা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ ইত্যাদি"; মনে হয় ইহা কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা হইয়াছে।

"ব্রজেত" অর্থে অনেকেই শুধু "চলা ফেরা" লইয়াছেন, আমরা "ইন্দ্রিয় সমূহে বিচরণ" লইয়াছি। (আমরা অনেক সাধারণ টীকাকার দিগের অর্থ সমূহ লই নাই। সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন)।

শঙ্কর। স্থিতপ্রজ্ঞের অর্থ করিয়াছেন "আমি পরব্রহ্ম পরমাত্মাই" এই প্রকার জ্ঞানে যিনি স্থিত হইয়াছেন। অনেকে এই ভাবের অর্থ করিয়াছেন, "আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র মতে নিষ্কাম ভাবে বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিতে করিতে স্থিতপ্রজ্ঞা নামক জ্ঞান-নিষ্ঠা-সাধন হইতে থাকিবে। জ্ঞান-নিষ্ঠা-রূপ স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ দ্বারা যোগাখ্য আত্ম-দর্শন সাধিত হইবে, ইহাই লক্ষণা; সমাধিস্থ শব্দটি উহ্য। উষ্ণতা যেমন বহ্নির ধর্ম্ম, কামনা সকল আত্মার ধর্ম্ম হইলে, তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব হইত। ইহাতে

মনের ধর্ম্ম ; মনকে পরিত্যাগ করা যায়। প্রশ্ন উঠে যদি সর্ব্ব প্রকার মনোবৃত্তির লয়ই হইল, তাহা হইলে তাহাতে, সন্তোষ বিশেষও থাকিতে পারে না, কিন্তু মুখে সন্তোষ ভাব দেখা যায় ইহা কেন? উত্তর :— আত্মন্যেব অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ আত্মভাবেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু তুচ্ছ (অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা) অনাত্মায় সন্তুষ্ট হন না। আত্মনা অর্থাৎ যাহা স্বয়ং-প্রকাশ চৈতন্যরূপে প্রকাশমান কিন্তু যাহা বৃত্তি বশতঃ প্রকাশমান নহে, তাহাতে ই তিনি তুষ্ট অর্থাৎ পরিতৃপ্ত থাকেন ; পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অনাত্মা (মিথ্যা) জাগতিক পদার্থে সন্তোষ অনুভব করেন।

গিরীন্দ্র। কাম = কামনা ; শ্রুতিতে বহু স্থানে পাই, যথা কঠোপনিষদে—"পরাচঃ কামান নুযন্তি বালাস্তে" ইত্যাদি।

GANDHI. Spiritnal comfort or bliss must be distingnished from pleasure or happiness. Real bliss can be attained only if I rise superior to every temptation even though troubled by the the pangs of poverty and hunger. To find comfort for one-self from Atman means to look to the spirit for spiritnal comfort, not to the outside objects which in their very nature must give pleasure as well as pain.

RADHA KRISHNAN. Desire as such is not forbidden in the Upanishads. It all depends on the object.

শ্রীধর। সমাধিস্থ পুরুষের, পরে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত পুরুষের ভাষণ, চলনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদয়াল। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ, মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ

করিয়া আপন স্বরূপে আপনি নিরন্তর রমণ করেন।...কামনা ত্যাগ করিয়া মাত্র প্রেম-স্বরূপ পরম পদে স্থিতি লাভ হয়। মনের বিষয়াকারে আকারিত হওয়াকে বৃত্তি বলে; ইহাও কামনা। বৃত্তি ক্লিষ্ট, অক্লিষ্ট দুই প্রকার। শুভ আকার, অক্লিষ্ট বৃত্তি, ভক্তিযোগ। শ্রেণী বিভাগ অনুসারে বৃত্তি পাঁচ প্রকারের—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষ, অভিনিবেশ ভেদে পাঁচ প্রকার ... নিদ্রাবৃত্তি (সুষুপ্তি) ইহাও অনুভব বৃত্তি, ইহার স্মরণ হয়। ... নিদ্রাবৃত্তিতে চিত্ত তমোগুণে আছন্ন থাকে। সকল প্রকার চিত্তবৃত্তিতে সুখ, দুঃখ, মোহ উৎপন্ন হয়। আমার (ভগবানের) পরমপদে স্থিতির নাম মুক্তি, অর্থাৎ সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তি।

কৃষ্ণানন্দ। ন্যায় শাস্ত্রে বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইহারা আত্মার ধর্ম্ম।

অরবিন্দ। ভোগ দ্বিবিধ, শুভ, অশুভ। শুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ নাই. পুরুষের চিরন্তন স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম আনন্দই আছে। হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিক্ষুব্ধ করে। কামনা, অশুদ্ধতার কারণ। যে নিষ্কাম, মাত্র সেই শুদ্ধ।

সন্তদাস। যাহার বুদ্ধি একান্ত স্থির হইয়াছে, এবং পরমাত্ম-চিন্তনে অবিচলিত ভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ কি, (যদ্দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়? কি ভাবে কথা কহেন, কি রূপে অবস্থান করেন, কি রূপে বিচরণ করেন?

ব্যোমব্রহ্ম। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? তিনি কথা কহেন কি? না মৌনী থাকেন? তিনি কি একস্থানে বসিয়া থাকেন, না উদাসীন পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান?

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধন করিতে করিতে প্রাণ যখন আটকাইয়া যায় সেই স্পন্দনহীন যোগীর কি বিশেষ লক্ষণ? তাহার পর ব্যুত্থানে একটা নেশায় ভাব থাকে। যোগের অবস্থা সমূহ অত্যন্ত দুজ্ঞের্য়। যোগের যে সপ্ত ভূমিকা আছে তন্মধ্যে প্রথম দুইটি বাহিরের, শুভেচ্ছা ও বিচারণা—ইহা সাধন লক্ষণ মাত্র। তৃতীয় তনুমনসা— ইহাতে মনের ক্ষীণতা অর্থাৎ মন থাকে কিন্তু তাহা ভিতরে ডুবা। চতুর্থ সমাপত্তি—এই অবস্থায় জগৎ ভুল হয়, আপনাকে ভুল হইয়া যায়; ইহাই সমাধির আরম্ভ। এই অবস্থা স্থায়ী ও স্থির হইলেই সাধক কৃতার্থ হন। সাধারণতঃ এই অবস্থা পর্য্যন্তই সাধকাবস্থা শেষ। পঞ্চম অসংশক্তি—এ অবস্থার যোগী সমাধিস্থই থাকুন আর ব্যুত্থিতই হউন, যোগী তাঁহার ব্রহ্ম-ভাব হইতে বিচলিত হন না, বা সংসারের দৃশ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন না। ইহাই পাকা যোগারূঢ় অবস্থা, এ অবস্থায় থাকিয়া সব কাজ করাও যায়, আবার না ও করা যায়। সাধারণতঃ মহাযোগীশ্বর পুরুষ এবং অবতারাদি পুরুষরা এই অবস্থায় থাকেন এবং ইহাতে থাকিয়া জগতে লীলাও সম্পাদন করেন। ষষ্ঠ অবস্থা পদার্থ ভাবনী, এই অবস্থায় যোগীর আর ব্যুত্থান হয় না, তাঁহার নিকট স্পষ্ট অস্পষ্ট বলিয়া কিছু থাকে না। কিছু করা বা হওয়া সেখানে নাই— ইহাই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বা পরম প্রজ্ঞার অবস্থা প্রথম তিনটী ভূমি মুমুক্ষুদের, চতুর্থ ভূমি-স্থিত যোগীকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। অনাশক্তি নামক পঞ্চম অবস্থায় যোগীর অবস্থার কার্য্যে আসক্তি থাকে না, ইহারাই ব্রহ্ম-বিদ্বর। ষষ্ঠ, পদার্থ-ভাবনী ভূমিকায়, ভিতর বাহির স্থূল সূক্ষ্ম বলিয়া কিছু থাকে না। কোনও পদার্থ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকে না। আমি, তুমি বলিয়া কিছু বোধ থাকে না—ইহারাই ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্। তাহার পর সপ্তম ভূমিকা তুর্য্যাবস্থার শেষ প্রান্ত, ইহাই সমাধির শেষ অবস্থা; ইহা কি, ভাষায় বলা যায় না;

কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং, সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। চতুর্থ হইতেই মুক্তির লক্ষণ বা অপরোক্ষ জ্ঞান প্রকাশ পায়। শেষ অবস্থা চরম অবস্থা, জীবন্মুক্তের অবস্থা; ইনিই ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্।

ভক্তিপ্রদীপ। স্থিতপ্রজ্ঞ = Who is fully established in perfect knowledge. ভাষা = characteristic....What does such a person say? Will he remain still? WIll he move about? সমাধিস্থ = deeply absorbed in meditation.

বিদ্যানন্দ। সমাধিতে যে থাকে এ রকম স্থিরবুদ্ধি যুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি, কি ভাবে কথা বার্ত্তা বলে, কি ভাবে বসে ও যদি কোথাও যাইতে হয়, কি ভাবে যাওয়া আসা করে?

রামকণ্ঠ। নিশ্চল প্রজ্ঞা ভাবই স্থিতপ্রজ্ঞতা:—কি রূপে কথা বার্ত্তা বলেন ইত্যাদি তিন প্রশ্ন। ... কর্ম্মনিবৃত্তি যোগে ঐ সব তো অভাবনীয়।

মতিলাল। জীবন্মুক্ত পুরুষের দুই প্রকারের কথা বলা হইতেছে, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী অর্থাৎ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ।

রামানুজ। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের "কো বাচকঃ শব্দঃ" অর্থাৎ স্বরূপ কি? তিনি কি ভাষণাদি করেন?

মধুসূদন। স্থিতা অর্থাৎ নিশ্চলা "আমি ব্রহ্ম হইতেছি", এই প্রকারের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি যাঁহার, তিনি স্থিত প্রজ্ঞ। তিনি সমাধিস্থ ও ব্যুত্থিত হন বলিয়া দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট। ভাষা = পরিচয় বা লক্ষণ। প্রভাষেত = ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ স্বয়ং কি রূপ লক্ষণ প্রকাশ করেন। কিমাসীত = ব্যুত্থিত চিত্তকে সংযত করিবার জন্য তিনি কিরূপে বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করেন। ব্রজেত = কি রূপে বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

TELANG. What are the characteristics of one whose mind is steady and who is intent on contemplation?

How should one of a steady mind speak, how sit, how move ?

মহানাম ব্রত। স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটি অর্জ্জুনই প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। আচার্য্যগণের অভিমত "সমাধৌ অচলা বুদ্ধি" (২।৩।৫) অর্জ্জুনের প্রশ্নের বীজ সমাধি শব্দের শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন আত্মা ; শ্রীধর, 'পরমেশ্বর' 'সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে; এইরূপ বুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা একটু অদ্ভূত ঠেকে। প্রচলিত অর্থে, সমাধি একটি অবস্থার নাম, বস্তুর নাম নহে। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত অচল হওয়ায় চিত্তবৃত্তি যখন লোপ পায়, তখন সেই অবস্থাকেই সমাধি বলে। ... আচার্য্যেরা অবস্থা না ধরিয়া ধ্যেয় বস্তুকেই ধরিয়াছেন, বোধ হয় ঐ রূপ না করিলে নিশ্চলা ও অচলা পদদ্বয়ের বৈয়্যথাপত্তি হয়। নিশ্চলা ও অচলাকে পুনরুক্তি না বলিয়া, "নানা বিষয় কর্ত্তৃক চিত্ত আকৃষ্ট না হওয়া" ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত স্থির হওয়া তাহাদের যথাক্রমে এইরূপ অর্থ দিয়াছেন ; ইহা একটা কথাকে ভুদিক দিয়া দেখিয়া বলা।

নিশ্চলা ও অচলা বুদ্ধির কথা শুনিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দ অর্জ্জুনের মনে উদয় হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় তৎকালে দার্শনিকদের বাজারে ঐ সকল শব্দের ভাল কাটতি ছিল। ... অর্জ্জুন একটি বিশেষণ দিয়াছেন, 'সমাধিস্থস্য' অর্থাৎ তিনি জানিতে চাহিলেন, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (ভাষা) ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের ; কিং প্রভাষেত কিমাসীত, ব্রজেত কিম্ (ব্যুত্থিত, কারণ এ প্রশ্নগুলি সমাধিস্থ সম্বন্ধে হয় না, কারণ সমাধিস্থের মন লয়াবস্থায় থাকে। ... গুণাতীত কথা যখন বুঝিলেন তখন এই প্রশ্নই ১৪।২১ শ্লোকে আবার করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে করিয়াছেন। 'কা ভাষার' উত্তর ৫৫ শ্লোক ; কিম্

প্রভাষেতের উত্তর ৫৬, ৫৭ শ্লোক; কিমাসীতের উত্তর ৫৮-৬৩ শ্লোক, ব্রজেত কিং ইহার ৬৪-৭১ শ্লোক। প্রজ্ঞায় যিনি স্থিত, তাহার বিষয় বলা অন্বয়-মুখী, ইহা ৫৫, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৭১ শ্লোকে; প্রজ্ঞায় যিনি স্থিত নহেন, তাহার বিষয় বলা, ব্যতিরেক মুখী, ইহা ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭ শ্লোকে কথিত; ঐ ভূমিতে যিনি স্থিত ও যিনি স্থিত নহেন, উভয়ের অবস্থা বলা, অন্বয় ব্যতিরেক মুখী, উহা ৬৯, ৭০ শ্লোকে হইয়াছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই অধ্যায়কে গীতাসূত্র বলিয়াছেন, যত কিছু কথা পরে আসিতেছে সূত্রাকারে প্রায় ইহাতে আছে। ··· মননশীল=মুনি। ··· আত্মপ্রবণা বুদ্ধি সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রি বিশেষ, জড়মুগ্ধজীব, নিদ্রিত থাকায় প্রাপ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকায় আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। পক্ষান্তরে বিষয় প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধজীব জাগ্রত থাকায় তন্নিষ্ঠ বিষয় শোক মোহাদ অনুভব করে, স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা রাত্রি। ··· উর্দ্ধে চলার চরমে "বরেণ্যংভর্গঃ," আর নিম্নে নামায় চরমে অন্ধংতমঃ। ··· মনের দুইটি নিম্ন ভূমি, প্রাণময় ও অন্নময়; উর্দ্ধে দুইটি ভূমি, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। মাণ্ডুক্য শ্রুতি অনুসারে মন "তৈজস" ভূমিতে থাকে; নিম্নে বৈশ্বানর ভূমি, উর্দ্ধে প্রাজ্ঞ-ভূমি। প্রাজ্ঞভূমিতে উঠিলেই স্থিত প্রজ্ঞ। সাধারণ জীব যখন বৈশ্বানর ভূমিতে অর্থাৎ জাগ্রত ভূমিতে থাকে, সংযমী তখন প্রাজ্ঞ ভূমি বা সুষুপ্ত ভূমিতে ঘুমায়। প্রাজ্ঞভূমিতে যাহা একত্ব ও পরমতত্ত্ব, বৈশ্বানর ভূমিতে তাহা বহুত্ব, রূপ রসাদি।

মহানামব্রত। সম্মোহের বৃত্তি গর্ব্ব ও ঈর্ষা, উহা স্মৃতি বিভ্রম ঘটায়; যেটুকু কর্ম্মজ্ঞান আপনার ছিল, তাহাও লোপ পায়; জাল জুয়া চুরি যেন তেন প্রকারে স্বার্থ সিদ্ধির প্রবল বাসনা জাগে। ·· কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়

করার অক্ষমতা, বুদ্ধি নাশ নামক শেষ সিঁড়ি; মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়; আধ্যাত্মিক জগতে ইহা বিনাশ (প্রণশ্যতি)। ... সন্ন্যাস লইয়া কোথায় পালাইবে? দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সব আছে; এক দেহ গেলে সঞ্চিত কর্ম্মবীজ আর এক দেহ আনিয়া দিবে। তবে উপায়? উপায়, প্রজ্ঞাভূমিতে স্থিত হও; যে স্থিতপ্রজ্ঞ, স শান্তিমাপ্নোতি।

উপরে উঠা, প্রকৃতি সাপেক্ষ; প্রস্তুত জীবের নাম "বিধেয়াত্মা" (কিঙ্করীকৃতমনাঃ) মন মহিষাসুর পতনের পরে, রাগদ্বেষ শুম্ভ নিশুম্ভের নিপাত। রাগদ্বেষ বিযুক্তাত্মক হইলেই আত্মপ্রসাদ, প্রসন্নাত্মা, তখন সর্ব্ব দুঃখানাম্ হানিঃ। দুঃখ দূর হইলে, অভীষ্ট বস্তুতে বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। তারপর ব্রাহ্মীস্থিতি, সাধক তখন ব্রহ্ম ভূতঃ। শেষকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ;— বিধেয়াত্মা, বিযুক্তাত্মা, প্রসন্নাত্মা, অ-শোকাত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ পরাশান্তি।

প্রজ্ঞা চুরি করে, ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। মানুষ আত্মচিন্তা করে না, আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞার অভাবে (নাস্তি বুদ্ধির যুক্তস্য)। চির অশান্ত, কারণ মানুষ কেবল বিষয় চিন্তা করে, আত্মচিন্তা করে না বলিয়া, (ন চা ভাবয়ত শান্তিঃ,) আর অশান্তস্য কুতঃ সুখং। ... রাগদ্বেষ বিমুক্তের ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা সন্ন্যাসাবলম্বন কি একান্তই প্রয়োজন? গীতার উত্তর—না; ইন্দ্রিয়ও থাকিবে, বিষয়ও থাকিবে, গ্রহণও করিতে হইবে, তবে বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। ... অন্যকে দেখা বন্ধ করিলেই নিজেকে দেখা আরম্ভ হয়; নিজ স্বরূপ সত্তার উপলব্ধিই পরম প্রসাদ। ... স্বপ্নে তৈজস ভূমিতে থাকে; মন বশীভূত নয় বলিয়াই অসম্বদ্ধ স্বপ্ন হয়। সাধারণের স্বপ্ন ভূমিই অর্থাৎ তৈজস ভূমি সাধকের ধ্যান ভূমি। ধ্যান ভাঙ্গিলে জাগ্রত অবস্থায় সাধক, অসাধক সকলেই বৈশ্বানর ভূমিতে নামে। ধ্যান গাঢ়

হইলে, সাধক আরও উর্দ্ধে, প্রজ্ঞাভূমিতে যায়। প্রত্যেক নরনারীই সুষুপ্তি অবস্থায় প্রজ্ঞাভূমির আনন্দাবস্থার কিঞ্চিৎ সন্ধান পায়। পুত্রশোকাতুরা মাতাও সুষুপ্তিতে পুত্রশোক ভুলিয়া যায়। প্রজ্ঞাভূমিতে স্থিতপ্রজ্ঞ সাধকও সেইরূপ শোকহীন হয়। পার্থক্য এই যে, সুষুপ্তিভঙ্গে মাতার পুত্রশোক পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া আসে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সাধককে শোক দুঃখ আর স্পর্শ করে না।...... গীতার লক্ষ্য, জীবকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌছাইয়া দেওয়া; স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাই সেই জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থার পৌছিবার দুইটি মুখ্য উপায়, গীতায় কথিত, (১) যুক্ত আসীত মৎপরঃ; (২) পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ইহারই বিস্তৃতি (১) মন্মনা ভব মদ্‌ ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ও (২) সর্ব্ব ধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।... ভিতরে তৃষ্ণা থাকিলে, জোর পূর্ব্বক ত্যাগ ত্যাগই হয় না। তৃষ্ণা যাওয়ার উপায় বহু—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে; শঙ্কর ভাষ্যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মদর্শন হইলে বিষয় জ্ঞান নির্বীজ হইয়া যায়। ভোগপূর্ণ রূপ-রসাদির সংবাদ জীবনের দুয়ারে উপস্থিত হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ শান্ত ও অচল।... প্রজ্ঞাভূমির উপরেই তুরীয় ও ব্রহ্মভূমি। প্রজ্ঞাভূমিতে থাকিয়া "পরং" কে অনুভব করা, ব্রাহ্মীস্থিতি। প্রজ্ঞাভূমির আনন্দ, আত্ম-প্রসাদ, আর ব্রহ্মভূমির আনন্দ পরমাত্মার প্রসাদ। "আমার শুধু তিনি, আর আমার সবই তাঁর" এই অভেদ দৃষ্টিই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাতে ভর দিয়া থাকিলে, অন্তকালে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ। যাহা জীবিতকালে ব্রাহ্মীস্থিতি, তাহাই অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

(৫৫) অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্ন ছিল স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ কি? অর্থাৎ তাহার ভিতরের ভাব কি? ভগবান বলিলেন—

শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ব্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

পদচ্ছেদ। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্ আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ স্থিত-প্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। পার্থ, যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি আত্মনি এব আত্মনি তুষ্টঃ তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। আত্মনি আত্মনা তুষ্ট = আপনাতে আপনি তুষ্ট; বাহ্য বস্তু নিরপেক্ষ যে আনন্দ, তাহাতে যিনি তৃপ্ত। প্রজহাতি=পরিত্যাগ করেন। প্রজহাতি সর্ব্বান্= সর্ব্ব সঙ্কল্পত্যাগী।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, যিনি মনের সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেতেই নিজে তুষ্ট থাকেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। (কঠ ২।৩।১৪) (গীতা ৩।১৭।১৮ ; ৫।২৪, ষষ্ঠ অধ্যায়)

কর্ম্ম করিবার নীতিগুলিতে, অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে, যখন দৃঢ় ভাবে যুক্ত হওয়া হয়, ও তাহার ফলে যে স্থির সাম্যবুদ্ধি আসে, সেই বুদ্ধিকে প্রজ্ঞা বলা হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রায় গুণাতীত অবস্থা ; ইহার বর্ণনায় গুণাতীতত্ত্বের সব কথাই আছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া আছে ইন্দ্রিয় সংযম ও সমত্ব ভাব। সমত্বযোগ তাই ইহার অন্য নাম, (২।৪৪, ৫২, ৫৩)। এই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় কি ঘটে, অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান বিশদ ভাবে তাহা বলিলেন (৫৫-৭২)। ইহার প্রধান কথা, বুদ্ধিকে স্থির ও সাম্যভাব যুক্ত করা, আর ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযমে রাখা যাহাতে রাগদ্বেষ বা কাঁচা আমি আত্মাকে পাইয়া না বসে। ইহাই চুম্বকে বলা হইয়াছে, 'বিহায় কামান্' শ্লোকদ্বয়ে (২।৭১, ৭২)। মনোগত সকল প্রকার কামনা বা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, আত্মায় তুষ্টি লাভ করা, গীতার একটি বিশেষ কথা। তাই গোড়াতেই ইহাকে বলা হইয়াছে, এবং প্রায় প্রতি অধ্যায়ে, বিশেষতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আবার ইহাকে পাইব। সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস না

করিলে, যোগারূঢ় হওয়া হয় না, গুণাতীত হওয়া যায় না (গীতা ৫।১১ : ৩।২৭, ২৮ ; কঠ ২।৩।২৪) এইগুলি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবেশের "ষষ্ঠসম্পত্তির" মত।

বুদ্ধিযোগের একটি বিশেষ কথা মন স্থির রাখা ; তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ তদা যোগ মবাপ্স্যসি। অস্থিরতা মনশ্চাঞ্চল্য নানাবিধ কামনা সঙ্কল্প বিকল্পাদি হইতে উৎপন্ন হয়, (ষষ্ঠ অধ্যায়) সেই জন্য গীতার যাহা অন্যতম গোড়ার কথা (২।১৭) গোড়াতেই স্পষ্ট করিয়া ভগবান বলিলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার জন্য যে, "প্রজহাতি যদা কামান্" অর্থাৎ যে, মনের সকল প্রকার কামনা বা মনশ্চাঞ্চল্য ত্যাগ করিতে পারে স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকে বলা হয় (বহু শাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽ ব্যবসায়িনাম্ (২।৪১)। তদনন্তর যে যে কথা গুলি আনা প্রয়োজন গীতাকার ধারাবাহিক ভাবে ইহার পরে পরে আনিয়াছেন (যথা, সর্ব্ব সঙ্কল্প সন্ন্যাস, ষষ্ঠ অধ্যায়) (গীতা ২।৭২, কঠ ২।৩।১৪)। গীতা শুধু সাধ্যের নির্দ্দেশ দিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহার সাধনাও বলিয়া দেয়। উপদেশ সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিবার জন্য নিষেধক উপদেশের সহিৎ বিধায়ক উপদেশও দরকার। তাই ভগবান বলিলেন, আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ সঙ্গে সঙ্গে হইতে হইবে। মন শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না, মনকে কামনাযুক্ত ও বিষয়ানন্দ যুক্ত অবস্থা হইতে সরাইতে হইলে তাহাকে যে অবস্থায় রাখিতে হইবে তাহারাই নাম আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ। আত্মানন্দ পবিত্র ও বস্তু নিরপেক্ষ ; জাগতিক আনন্দ অপবিত্র এই জন্য যে, অনবরতঃ ভোগে তাহাতে গ্লানি আসে, কিন্তু অনবরতঃ আত্মানন্দে তাহা মোটেই হয় না। এইরূপ আত্মানন্দে অবস্থান হইলে কি হয়, এইরূপ অবস্থান হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য কি লক্ষণ দেখিতে হইবে তাহা, অর্থাৎ অন্তরের ও

বাহিরের লক্ষণ ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে বলা হয়য়াছে। আত্মতুষ্টি কথা আরও অনেক স্থলে আছে যথা ৩।১৭, ১৮।

অর্জ্জুন বসিয়া পড়িবার পর শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ যে সব কথা বলিলেন, তাহার উপর অর্জ্জুন এ পর্যান্ত কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। এখন হঠাৎ কি হইল যে তিনি এ শ্লোকে দেওয়া প্রশ্ন গুলি করিলেন। আমরা তাহার সঙ্গত কারণ দিয়াছি।

(ইহা দ্রষ্টব্য স্থিতপ্রজ্ঞ ১৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত ১৮ পর্ব্ব, সৈন্য ছিল ১৮ অক্ষৌহিণী, যুদ্ধ হইয়াছিল ১৮ দিন, গীতা ১৮ অধ্যায়। ১৮ সংখ্যায় কোন গূঢ়ার্থ আছে কি ? অর্জ্জুনের চারি টী প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির এই রূপে ভাগ করা হইল :—

	কা ভাষা	কিম্ প্রভাষেত	কিমাসীত	কিং ব্রজেত	উপসংহার
মধুসূদন	৫৫	৫৬, ৫৭	৫৮-৬৩	৬২-৭১	—
শ্রীধর	৫৫, ৫৬	৬৭	৫৮	—	—
সচ্চিদানন্দ	৫৫, ৫৬	৫৭	৫৮-৬১	৬২-৭১	—
আমাদের মতে	৫৫, ৫৬	৫৭-৫৮	৫৯-৬১	৬২-৭১	৭২
মহানাম ব্রত	৫৫	৫৬, ৫৭	৫৮-৬৩	৬৪-৭১	৭১

শঙ্কর। (নিজে সন্ন্যাসী বলিয়া বলিয়াছেন)—সন্ন্যাসীই আত্মারাম, আত্মক্রীড় ও স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

শঙ্কর। ৫৫ ও ৫৬ শ্লোকটির ভিতরে আত্ম-জ্ঞানের ভাব আনিবার জন্য বলিতেছেন, প্রথম হইতে কর্ম্মনিষ্ঠা ছাড়িয়া জ্ঞান-নিষ্ঠায় স্থিত, ও যে কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠা পাইয়াছে, এই দুই প্রকারের স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ, এই দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাহা সাধকের যত্ন-সাধ্য সাধন, তাহাই পরিণামে সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ হয়। ··· যে, সকল কামনা

ছাড়িয়া দেয় সে পাগল হয় না। সে নিজে অন্তরাত্ম-স্বরূপেই, কোনও বাহ্য লাভের অপেক্ষা না করিয়া, নিজে নিজেই সন্তুষ্ট, অর্থাৎ পরমাত্ম-দর্শন রূপ অমৃত রস লাভে তৃপ্ত। পুত্র, ধন ও লোকের সমস্ত তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে এমন যে সন্ন্যাসী, সেই আত্মারাম, আত্মক্রীড় ও স্থিতপ্রজ্ঞ।

রামানুজ। যখন মানুষ আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা কেবল এক আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যায় আর সেই সন্তোষের কারণ, সেই আত্মার অতিরিক্ত অন্য সব মনোগত কামনা পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিয়া দেয় তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে. ইহা জ্ঞাননিষ্ঠার কাষ্ঠা।

শ্রীধর। অ আতে, নিজ মধ্যে পরমানন্দ রূপ বিগ্রহে নিজেই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া যখন ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করেন, ইত্যাদি। সাধকের যে গুলি জ্ঞান সাধন সেই গুলিই সিদ্ধের স্বাভাবিক লক্ষণ।

মধুসূদন। কামান্ = কাম সংকল্প প্রভৃতি মনোবৃত্তি বিশেষ সকলকে (যোগ শাস্ত্রে প্রমাণ, বিকল্প, নিদ্রা, বিপর্য্যয়, স্মৃতি)। সর্ব্বান্ = নিঃশেষ করিয়া। প্রজহাতি = কামাদি মনোবৃত্তি সকলের কারণীভূত অজ্ঞানের সহিত কামাদিগুলিকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সকল প্রকার বৃত্তি বিহীন হইয়া। কাম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, মনের ধর্ম্ম। আত্মনা = যাহা স্বয়ং প্রকাশ, চৈতন্যরূপে প্রকাশমান কিন্তু যাহা বৃত্তি বশতঃ প্রকাশমান নহে। যোগী যখন সকল প্রকার বৃত্তি হীন হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

কর্ম্মযোগের শেষ ফল এই আত্মাবলোকন নামক যোগ। স্থিতপ্রজ্ঞ= Established will (Vivekananda). স্থিতা = নিশ্চলা "আমি ব্রহ্ম হইতেছি," এই প্রকার প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) যাহার (মধুসূদন)। মধুসূদন এই ভাবের কথা আনিয়াছেন :—তিনি সমাধিস্থ এবং ব্যুত্থিত হন বলিয়া

দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট। ভাষা = পরিচয় বা লক্ষণ। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি রূপে লক্ষণের দ্বারা, অন্য সাধারণ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচিত হন। ব্যুত্থিত চিত্ত হইয়া স্বয়ং কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করেন, এবং প্রশংসা বা নিন্দাতে কি প্রকার ব্যবহার করেন। কিমাসীত = কিরূপে আসন গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ব্যুত্থিত চিত্তকে সংযত করিবার জন্য তিনি কিরূপে বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া থাকেন, এবং যখন বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট করেন না তখন তিনি কিং ব্রজেত অর্থাৎ কিরূপ চেষ্টা যুক্ত হন, অর্থাৎ কিরূপে বিষয় গ্রহণ করেন। এখানে চারিটি প্রশ্ন করা হইয়াছে, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে একটি, ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন।

শঙ্কর। যাহার বুদ্ধি এ রকম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি আমি পরব্রহ্ম, সে স্থিতপ্রজ্ঞ। সমাধিতে স্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের কি ভাষা, অর্থাৎ অন্য পুরুষের দ্বারা কি লক্ষণে বর্ণিত। স্বয়ং কি ভাবে বলেন, কি ভাবে চলেন। ...

কৃতার্থ পুরুষের যাহা লক্ষণ তাহাই যত্ন দ্বারা সাধ্য হইবার কারণ, অন্যের জন্য সাধনরূপে উপদিষ্ট হয়।

রামানুজ। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি ভাষা কি লক্ষণ ইত্যাদি।

রামদয়াল। নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে, প্রথমে আমার কর্ম্ম তোমার (ভগবানের) শক্তি দ্বারা কৃত হইতেছে, ইহা বোধ হইবে। পরে আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি, তুমিই কর্ত্তা এই বোধ হইবে। প্রথমে কর্ম্মফল ত্যাগ, পরে কর্ম্মত্যাগ হইবে। এই অবস্থা লাভ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-নিষ্ঠা চলিতে থাকিবে। এই অবস্থাতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা এক অখণ্ড জ্ঞানে স্থিতি লাভ করে। ... প্রথমে জ্ঞান আনন্দময়

ব্রহ্ম আছেন, পরে আমিই সেই জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, এইরূপে পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহাই যখন বুদ্ধি নিশ্চয় করে তখন সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী বলে। জ্ঞান নিষ্ঠায় নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক ইত্যাদি সাধন চতুষ্টয় হইলে তীব্র মোক্ষেচ্ছা জন্মে। তখন শ্রবণ, মনন, বেদান্ত বাক্য বিচার, নিদিধ্যাসন বা ধ্যান অভ্যাসে মন একাগ্র হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণ যোগ্য হয়। ... জ্ঞানের এই প্রথম তিন ভূমিকা (১) শুভেচ্ছা. (২) বিচরণা (৩) তনু মানসা। ইহাকে সাধনরূপ জাগ্রদাবস্থা বলে। পরে নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই সত্ত্বাপত্তির অবস্থায় জগৎ মিথ্যার ন্যায় স্ফুরণ হয় বলিয়া স্বপ্নাবস্থা। এই ভূমিকায় পৌঁছিলে যোগীকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। অসংশক্তি নামক পঞ্চম অবস্থায় অবিদ্যারূপ কার্য্যে আসক্তি থাকে না। পুনঃ পুনঃ মন সমাধিস্থ থাকে। ইহাই সুষুপ্তি। এই অবস্থা হইলে, আপনা হইতে যোগীর ব্যুত্থান হয়। যোগীকে এই অবস্থায় ব্যুত্থিত যোগী বলে। এই ব্যুত্থিত যোগী ব্রহ্মবিদ্‌বর। কিন্তু সমাধিস্থ যোগী তখন পদার্থ ভাবনা নামক ষষ্ঠ ভূমিকায় গমন করেন। এই অবস্থায় ভিতরে বাহিরে কোনও জ্ঞান থাকে না, ... সেখানে সমাধি আর ভাঙ্গে না, কেহ ভাঙ্গাইতেও পারে না, ইহাই গাঢ় সুষুপ্তি। এই অবস্থায় যোগী ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ, ইহাই বিদেহ মুক্তি। ... অর্জ্জুন চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন :— (১) সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (২) স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যুত্থিত হইয়াই স্পষ্ট বা স্বগত কি রূপ কথা বলেন? (৩ কি রূপ আসন ... বাহ্য বিষয় হইতে কি রূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন? আবার কি রূপেই বা বিষয়ে বিচরণ করেন?

শ্রীধর। স্বাভাবিক সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ নিশ্চলবুদ্ধি পুরুষ সম্বন্ধে (১) অপরের ভাষণ কি প্রকার? অর্থাৎ লোকে কি বলিয়া

থাকে, কি কি লক্ষণ বলে (২) স্থিতধী ব্যক্তির কথা কিকপ্রার ? (৩) অবস্থান কি প্রকার ?　(৪) গতি কি প্রকার ?

মহানামব্রত। জাগ্রত ভূমির নাম বৈশ্বানর ভূমি, স্বপ্নভূমির নাম তৈজস ভূমি আর সুষুপ্তি ভূমির নাম প্রাজ্ঞভূমি। ঐ প্রাজ্ঞভূমি-স্থিত কেবল আত্মাকে যিনি জানেন তিনি তত্ত্বদর্শী ইত্যাদি।

কৃষ্ণানন্দ। ন্যায়শাস্ত্রে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম, এই আটটী আত্মার ধর্ম, এ মত খণ্ডিত হইল। ··· সমাধিস্থ স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? ইত্যাদি

সন্তদাস। যখন পুরুষ আত্মাতেই স্বভাবতঃ প্রীতি যুক্ত, অর্থাৎ আত্মারাম হয়। ··· মনোগত কাম পরিত্যক্ত হয়। ··· যাহার বুদ্ধি একান্ত স্থির হইয়াছে এবং পরমাত্মা, চিন্তনে, অবিচলিত ভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহার লক্ষণ কি, যদ্দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় ? কি ভাবে কথা কহেন ? কিরূপে অবস্থান করেন ? কি রূপে বিচরণ করেন ?

সচ্চিদানন্দ। কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য. . অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন। "কা ভাষা" অর্থাৎ মনের অবস্থা কিরূপ ? কিম্ প্রভাষেত অর্থাৎ রাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার কি রূপ ? কিমাসীত অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চেষ্টা কি রূপ ? 'ব্রজেত' কিম অর্থাৎ চরম ফল কি ? ৫৫ ও ৫৬—কা ভাষা অর্থাৎ বুদ্ধিগত কামের ও মনোগত কামের নাশ কথিত হইল। কিম্ প্রভাষেত—৫৭ শ্লোকে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কামের নাশ। ৫৮ থেকে ৫৯ শ্লোক কিমাসীত—এর উত্তর, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কামের নাশ সূচিত হইল। ৭০, ৭১ শ্লোকে ব্রহ্মের বিষয়, অর্থাৎ জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি কি রূপ ?

তিলক। ভাষা, ভাষ ধাতু অনুসারে লক্ষণ, অর্থাৎ "কাহাকে বলে"। তিলক জোরের সহিত বলিয়াছেন. স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহার কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের ভিত্তি. এবং ইহা হইতে পরবর্ত্তী বর্ণনার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

গিরীন্দ্র। সমাধিস্থ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিকা একমার্গী, স্থির বুদ্ধিযুক্ত লোকের লক্ষণ কি? এইরূপ লোক কি সাধারণ লোকের মত থাকেন? কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা করেন বা তাঁহাদের ব্যবহার অন্য রূপ?

ব্যোমব্রহ্ম। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ = রাগ দ্বেষাদি মানসিক ক্লেশ বিমুক্ত; আত্ম-প্রসাদ যুক্ত।

MODI. শঙ্কর has tried to show that স্থিতপ্রজ্ঞ is a সন্ন্যাসী and অহমস্মি পরব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা।

বিনোবা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এই:— যেমন নির্গুণ ব্রহ্মে মন ভরে না. সগুণ ব্রহ্মকে এবং সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সগুণ সাকার ভগবানকে মিলাইয়া লইয়া, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার পাই, তেমনি নির্গুণ সাংখ্য বুদ্ধি + সগুণ যোগ বুদ্ধি + (সাকার) স্থিত প্রজ্ঞা মিলাইলে সম্পূর্ণ জীবন শাস্ত্র হয়।

গোয়েন্কা। সমাধিতে স্থিত, পরমেশ্বর প্রাপ্ত ... সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ অক্রিয় ও সক্রিয় অবস্থা জিজ্ঞাসিত হইল। কিম্ প্রভাষেত, কিম্ ব্রজেত, সক্রিয় অবস্থা; কিমাসীত অক্রিয় লক্ষণ। ভাষা, ভাষ্যতে, কথ্যতে অনয়া ইতি ভাষা, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ কথিত হয়, সেই লক্ষণের নাম ভাষা। প্রভাষেত এর অর্থ মন কি ভাবে ভাবিত থাকে। কিমাসীত এর অর্থ ব্যবহার রহিত কালে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়। ব্রজেত এর অর্থ তাহার আচরণ কি রূপ হয়।

ভুপেন্দ্রনাথ। মনোগত যত ইচ্ছা সকল অন্যায্য তাহাকে ত্যাগ

করিয়া, ক্রিয়া করিয়া স্থিত থাকার নাম স্থিতপ্রজ্ঞ। ... এই সমাধি সময়ে প্রসন্নতা কেন দেখা যায়, কারণ আনন্দ আত্মাতে স্বাভাবিক। ... মন বিষয়ে যখন ছোটে তখন সে নিজের ঘরের খবর রাখে না, পরমানন্দময়ী যে তাহার "নাঃ দুয়ারে" তাহা সে জানিতে পারে না। ··· স্থিরতা যখন স্বাভাবিক হইয়া যায়···ইচ্ছা করিলেই যোগী তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে··· তদবস্থ যোগীকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। আত্মা সকলের মধ্যে ও সর্ব্বত্র থাকিলেও মনের ক্ষিপ্ত অবস্থায় তাহা অনুভবের মধ্যে আসে না। প্রাণ বায়ু স্থির হইলেই সব সঙ্কল্প মিটিয়া যাইবে।

RADHA KRISHNAN. The utterance of developed souls is free and their vision is untramelled. Though they have their roots in the Hindu religious organisation they grow above it and by their freedom of mind and universality of outlook, are a challenge to the corrupting power and cynical compromise of the authoritarians...... Arjuna asks for some discernible signs, some distinguishing marks of such developed souls.

TELANG. Pleased in his self only, and by hfs self, i.e. without regard to external objects by self-contemplation alone.

রামকণ্ঠ। যখন সঙ্কল্পমূলক কামনা সমূহ ত্যাগ করেন, কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, ইহা সম্ভব হয় নিজেতে নিজে তুষ্ট থাকেন বলিয়া।

(৫৬) স্থিতপ্রজ্ঞের ভিতরের লক্ষণ :—

৫৬। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

পদচ্ছেদ। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন-মনাঃ সুখেষু-বিগতস্পৃহঃ, বীত-রাগ-ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে।

অন্বয়। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। অনুদ্বিগ্ন মনাঃ = উদ্বেগ শূন্য চিত্ত ; যাহার মন ব্যাকুল হয় না। বিগতস্পৃহঃ = লোভহীন ; তৃষ্ণামুক্ত (শঙ্কর) ; এই প্রকার সুখ আবার হউক সে রকম লোভ যাহার নাই। বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ = আসক্তি ভয় ও ক্রোধ শূন্য। স্থিতধী=স্থিতপ্রজ্ঞ। মুনি = মননশীল পুরুষ।

অনুবাদ। দুঃখে যিনি উদ্বেগ-শূন্য চিত্ত ও সুখে যিনি স্পৃহা বা লোভ-হীন, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ শূন্য, এইরূপ মনন্শীল পুরুষকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলা হয়। রাগ = শোভনাধ্যাস নিবন্ধন রঞ্জনাত্মক চিত্তবৃত্তি (মধুসূদন)। এইরূপ **সমদৃষ্টিশালী** হওয়া, এই প্রকার **গুণাতীত হওয়া** গীতার **মর্ম্মেরবাণী**। কে এই প্রকার হইয়াছেন? যিনি গুণাতীত তিনি—তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখে দুঃখে যিনি বিচলিত হন না, বীতরাগ-ভয়-ক্রোধও তিনি। আমাদের সকল রিপু, সকল পাপের ভিতর **অনুরাগ, ক্রোধ ও ভয়ই** প্রধান। ভগবান বার বার **কাম ও ক্রোধ** হইতে সাবধানে থাকিতে বলিতেছেন। **ভয়ও** তাহার সহিত লইতে পারা যায়। ভয় মানুষকে জড়বৎ করিয়া দেয়, যথা মৃত্যু-ভয়, আত্মীয় বিচ্ছেদ ভয়, বিষয় হারাইবার ভয় ইত্যাদি। রাগ, ক্রোধ ও ভয় অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই তিনটী যোগ-শাস্ত্রে "ক্লেশ" বলিয়া অভিহিত। ইহারা আদিম ক্লেশ, জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে মানুষকে পাইয়া বসে। সুখ ও দুঃখ, এই দুইটি কথা, বাঞ্ছনীয় ও অবাঞ্ছনীয় সকল প্রকার দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল প্রকার সাধনা দ্বন্দ্ব

নির্ব্বিকারত্বের উপর ও সমত্ব ভাবশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত (২।১৫)। শুধু যুদ্ধ কেন, সকল প্রকার অবস্থায় স্থিতধী হইবার জন্য বীতরাগ-ভয়ক্রোধ হওয়া প্রয়োজন। এই শ্লোকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। দুঃখ তিন প্রকার :—আধ্যাত্মিক (শোক মোহ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি। অর্থাৎ দেহ ও মনের কষ্ট)। আধিভৌতিক অর্থাৎ ব্যাঘ্র, সর্পাদি হইতে দুঃখ, আধিদৈবিক অর্থাৎ অগ্নিভয়, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি হইতে দুঃখ। দ্বন্দ্বহীনতাই অমৃতত্ব ও অদ্বৈতত্ব। (ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্) !

শঙ্কর। মুনি অর্থাৎ সন্ন্যাসী। তৃষ্ণা, ভোগ্যবস্তু পাইলে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়।

রামদয়াল। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ লোক ব্যবহারে, তিনি স্বগত ও স্পষ্ট কিরূপ কথা বলেন তাহার উত্তর।

মধুসূদন। উদ্বেগ, অনুতাপময় ভ্রমরূপ তমোগুণের কার্য্য। ভ্রমকে দুঃখের কারণ বলা হয়। কিন্তু ভ্রমের উপাদান অজ্ঞান হওয়ায় ও স্থিতপ্রজ্ঞের উহা নাই হওয়ায় তাহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব। তবে সুখ দুঃখ প্রারব্ধ রূপে কুলাল চক্রের অমর্থক ঘূর্ণনের ন্যায় জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত পুরুষের হয়। রাগ শোভনাধ্যাস নিবন্ধন চিত্তবৃত্তি। মধুসূদনের মতে এইটি ও পরের শ্লোকটি প্রভাবেত অর্থাৎ কিরূপ ভাষা ব্যবহার করেন তাহার উত্তর।

কৃষ্ণানন্দ। সুখ তিন প্রকার (১) স্ত্রী পুত্রাদি হইতে আধিভৌতিক (২) প্রিয়বস্তুর চিন্তা ও পাঠাদি হইতে আধ্যাত্মিক (৩) বসন্ত-বায়ু সেবন আধিদৈবিক।

M. BABCOCK. Is it not God's will that we should press steadily on to our goal in obdienec to Him, in

channel of his choosing whether in sunshine or shadow in the cheer of spring or in the chill of winter, neither detained by pleasure nor deterred by pain ?

বলদেব। এই শ্লোকটিতে "স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা কি বলেন", তাহার উত্তর বলিয়াছেন।

শ্রীধর। মন অনুদ্বিগ্ন ইত্যাদি, কারণ মন হইতে প্রীতি ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে।

রামানুজ। প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ বা তাদৃশ অন্য কোনও প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইলে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না। ··· অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হইবার কারণ দর্শন করিয়া যে ভয় জনিত দুঃখ উপস্থিত হয় তাদৃশ দুঃখ যাহার নাই ইত্যাদি।

মধুসূদন এই শ্লোকটিকে অন্বয়মুখে লক্ষণ ধরিয়া, কিম্‌প্রভাষেত প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন ; আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে ইহাকে অন্তরের লক্ষণ ধরিয়াছি, বাহিরের নয়, কারণ স্থির-বুদ্ধি পুরুষ সুখ দুঃখ বাহিরে প্রকাশ করেন না। আমরা সেই জন্য ইহাকে সেই ভাবে "কা ভাষার" উত্তর ধরিয়াছি, যে ভাবে প্রজহাতি শ্লোক (৫৫ শ্লোক) ধরা হইয়াছে।

রাগ= বিষয়ে অনুরাগ, ভয়= বিষয় নাশের আশঙ্কা।

ক্রোধ= বিষয় কামনা প্রতিহত হইলে যাহা হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ। স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীতে একটু পার্থক আছে।··· প্রারব্ধ, ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না, সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে ব্যুত্থিত অবস্থায়, তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ সমূহ ও তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই আসিবে। তবে সাধারণ লোকের মত তিনি বিকল ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন না। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের অজ্ঞান থাকে না। ... ইহাই স্থিতধী অবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র। দুঃখে যে কাতর হয় সেই দুঃখী ; দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না তাহার দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা সে বড় দুঃখী, কেন না সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, এবং হইলেও, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে দুঃখ বৃদ্ধিরই কারণ হয়।

TELANG. He whose heart is not agitated in the midst of calamities, etc.

ভক্তিপ্রদীপ। Becomes contented in self with the realisation of self. স্থিতপ্রজ্ঞ = Well founded in wisdom.

বিদ্যানন্দ। আত্মাতেই নিজের আত্মার দ্বারা তুষ্ট থাকে।

(৫৭) ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের বাহিরের ব্যবহার বিবৃত হইল।

৫৭। যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

পদচ্ছেদ। যঃ সর্ব্বত্র অনভি-স্নেহঃ তৎ তৎপ্রাপ্য শুভ-অশুভম্, ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

অন্বয়। সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তত্তৎ শুভাশুভম্ প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কঠিন শব্দ। অনভি স্নেহ=স্নেহ শূন্য, অর্থাৎ আপন বলিয়া ভাবা এইরূপ মনোভাব শূন্য। শুভাশুভম্ = শুভ বা অশুভ অর্থাৎ প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া। ন অভিনন্দতি = আনন্দপ্রকাশ করেন না, স্বাগত জ্ঞাপন করেন না। দ্বেষ্টি=বিরক্ত বোধ করেন।

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বত্র (সকল বস্তুতে, ব্যক্তিতে, বিষয়ে, এমন কি নিজ দেহের প্রতি) আপন বলিয়া ভাবা, এইরূপ মনোভাব শূন্য, সেই "সর্ব্বত্র" তাহা প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, তাহাকে স্বাগত জ্ঞাপন করেন

না, বা তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন না, প্রজ্ঞা তাহারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ (১৪।২২, ২৩, উদাসীনবৎ) (প্রজ্ঞা পাতঞ্জলি যোগদর্শন ব্যাসভাষ্য ১৪৭) এই তিনটি শ্লোকই অতি উচ্চ ভাবের শ্লোক, বিশেষ করিয়া দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন মনাঃশ্লোক ; ইহারা প্রায় উদ্ধৃত হয়। এই তিনিটিতে বলা হইতেছে সেই গোড়ার কথা — নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান, অর্থাৎ গুণাতীত হইবার কথা, সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা ও সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বার কথা। (৫।২০ দ্রষ্টব্য)

বলদেব। অনভিস্নেহের অর্থে বলিয়াছেন, এখানে স্নেহ উপাধিক।

মধুসূদন বলিয়াছেন যাহা থাকিলে অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধিতে নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি মনে হয়, তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ তমোগুণ সম্ভূত মনের বৃত্তি। অনেক টীকাকার অনভিস্নেহ অর্থে "অনাত্ম বস্তুতে আসক্তি" করিয়াছেন।

শ্রীধর ও মধুসূদন এই শ্লোককে কিম্ প্রভাষেত প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন। সেই উত্তর "তিনি উদাসীনের মত কথা বলেন"।

শঙ্কর। সর্ব্বত্র, অর্থাৎ শরীর, জীবন, সবেতেই।

সচ্চিদানন্দ। কিম্ প্রভাষেত এই প্রশ্নের উত্তর। কর্ম্মেন্দ্রিয়-গত কামের নাশ সূচিত হইল।

মধুসূদন। পরমাত্মার উপর যাগতে অনন্যাসক্ত ভাবে স্নেহ করা যায়, এবং অন্য কিছুর উপর স্নেহ করিলে তাহা হইতে পারে না বলিয়া, অন্য সমস্ত বিষয়ে স্নেহ শূন্য। ... হর্ষ-বিষাদহীন মুক্তির প্রজ্ঞা পরমাত্ম-তত্ত্বকে বিষয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ব শ্লোকে অন্বয় মুখে আর এই শ্লোকে ব্যতিরেক মুখে বা নিষেধ মুখে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞতা একই বস্তু। কামনার ভূমি সুখ দুঃখ, রাগ ভয় ক্রোধ। স্থিত-প্রজ্ঞ এই ভূমির পারে অবস্থিত সমতার ভূমিতে।

রামানুজ। প্রিয় পদার্থের সংযোগ ও বিযোগে হর্ষদ্বেষ রহিত থাকে উদাসীন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। (এই শ্লোক বাহিরে প্রকাশিত আচরণ জ্ঞাপক বলিয়া আমাদের বর্গীকরণ অনুসারে কিম্ প্রভাষেত প্রশ্নের উত্তর ধরিলাম)।

TELANG. Feels no exalation and no aversion etc.

ভুপেন্দ্রনাথ। যে "আমি", লোক ও সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া "আমি ও আমার" করিয়া বেড়ায়, ব্রহ্ম ভাবময় যোগীর সে আমি লোপ পায়। সুতরাং আত্মীয় বা উপকারী বলিয়া ইহার ভাল হউক, বা শত্রু বা অপকারী বলিয়া ইহার খারাপ হউক এ ভাব তাহার মনে কখনও উদয় হয় না। ...

রামকণ্ঠ। অভিস্নেহ = ইহা বিনা আমার চলিবেই না, ইহা আমার সর্ব্বস্ব, এই ভাব।

ভক্তিপ্রদীপ। সর্ব্বত্রানভিস্নেহ = Has no affinity for any mnndanc object. বিদ্যানন্দঃ স্নেহরহিত।

মহাভারত। (১২।১৭৪।৩৯। সুখং বা যদি বা দুঃখং, প্রিয়ং বা যদি বা-ঽপ্রিয়ম্। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ।

(৫৭) ইহাও বাহিরের লক্ষণ; যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে চাহেন, তিনি চেষ্টায় থাকেন, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ না ঘটে। ইন্দ্রিয় সংযমের ইহাই, সাধারণ বুদ্ধিতে প্রথমে প্রতিপাল্য নিয়ম, আর ইন্দ্রিয় সংযম গীতার মুখ্য কথা।

৫৮। যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

পদচ্ছেদ। যদা সংহরতে চ অয়ং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব সর্ব্বশঃ, ইন্দ্রিয়াণি

ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

অন্বয়। যদা চ অয়ং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ, ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কঠিন শব্দ। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ = ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ হইতে। যদা অয়ং = যখন এই পুরুষ। চ = ও। সংহরতে = সঙ্কোচিত করেন। সর্ব্বশঃ = সকল প্রকারে।

অনুবাদ। যখন এই (উপরে বর্ণিত) পুরুষ কচ্ছপের অঙ্গের মত, অর্থাৎ তাহার মাথা ও হাত পায়ের মত, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ রূপ রসাদি হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সকল প্রকারে সঙ্কোচিত করেন (অর্থাৎ টানিয়া আনিতে সক্ষম হন) তখন তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন (বলিয়া কথিত হন)।

কচ্ছপ যখন (বাহির হইতে) আঘাত পাইবে বলিয়া ভয় বোধ করে তৎক্ষণাৎ তাহার কঠিন আবরণের ভিতর তাহার বহিঃ প্রসারিত মাথা ও পা গুলি গুটাইয়া লয়। আবরণ কঠিন হওয়ায় আঘাত তাহার উপর পড়িলেও সে আহত হয় না। রূপ রসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল যখন ইন্দ্রিয়গুলির উপর আসিয়া পড়ে, তখন যিনি ইন্দ্রিয়গনকে সেই বিষয়গুলি হইতে, তাহাদের দ্বারা আহত অর্থাৎ প্রভাবান্বিত না হইবার উদ্দেশ্যে পুরুষকারের সাহায্যে, সরাইয়া লন, তিনি স্থিতিপ্রজ্ঞ। যে বিষয় তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, সেই বিষয় হইতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসা স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ, এই শ্লোকে ইহা বর্ণিত হইল। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রথম কথা প্রজহাতি যদা কামান্। তাহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে কামনা যাহাতে চিত্তকে বিচলিত করিতে অবকাশ না পায় তাহার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে কি শিক্ষা দিতে হইবে তাহা এই শ্লোকে কথিত হইল ; বাহিরের আচরণ

হওয়ায়, ইহা কিম্ প্রভাষেত প্রশ্নের উত্তর; ইহা "দম" বিষয়ক প্রাথমিক উপদেশ। (গীতা ২।৫৩; ৩।৩৪, ৪৪; যোগবাশিষ্ঠ ২।২।৯, গীতাপ্রেমী)।

শ্রীধর। ইন্দ্রিয় সকলকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার, ... কচ্ছপের মত।

রামানুজ। ৫৫ হইতে ৫৮ পর্যান্ত এই চারিটি শ্লোকে চারি প্রকার জ্ঞাননিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি হইতে পর পরটি সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়, বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া, কেবল আত্মায় স্থাপিত করিতে হয়।

শঙ্কর। যখন এই জ্ঞান নিষ্ঠায় স্থিত হওয়ায়, যে রূপ কচ্ছপ ভীত হইয়া সকল অঙ্গ সঙ্কোচিত করিয়া লয়, সেই রকম যে সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ বিষয় হইতে সকল দিক হইতে টানিয়া লয়, অর্থাৎ ভাল রকমে নিরুদ্ধ করে, তখন সেই সন্ন্যাসীর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত বলা হয়! মনোনিবৃত্তি পরম শক্তির কারণ।

মধুসূদন। অয়ং = ব্যুত্থিত স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি। চ = পুনরায়। স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সংযম ও প্রত্যাহার স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইবার ছয়টি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে আসন পরিগ্রহ করেন তাহা বলা হইবে, অর্থাৎ ব্যুত্থিরত চিত্তকে নিগৃহীত অর্থাৎ সংযম করিবার জন্য তিনি কিরূপে বহিরিন্দ্রিয়ে নিগ্রহ (সংযম) করেন। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ব্যুত্থান দশায় কেবল তামস বৃত্তিই থাকে না আর সব বৃত্তিই থাকে।

ARAVINDA. We must draw the senses back, when they are inclined thus to rush out, draw then away from their objects.

KRISHNA PREM. "In reply to Arjuna's question about the Characteristies of the man who has united

with tne বুদ্ধি। Sri Krishna describes how the disciple uniting himself with the full reality within, must detach himself from the desire-life of the senses as a tortoise withdraws its limbs from contact with the outer world.

TELANG. A man's mind is steady when he withdrawal himself from all objects of sense etc.

তিলক। ইন্দ্রিয় সংযমের সংজ্ঞা দিয়াছেন "ইন্দ্রিয়গণকে যোগ্য মর্য্যাদার ভিতর রাখিয়া আপন আপন কার্য্য করিতে দেওয়ার নাম ইন্দ্রিয় সংযম।"

রামদয়াল। ব্যুত্থান হইলে স্বরূপে স্থিতি থাকে না, দ্বৈত দর্শন হয়। কিন্তু সেই ··· অবস্থাতেও যিনি কূর্ম্মের ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে আকর্ষণ করিতে পারেন, তিনি ব্যুত্থিতযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ। ইহা কিমাসীত প্রশ্নের উত্তর, কারণ ব্যুত্থান সময়ে ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়ের দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেই সময় যোগী কি করেন, এই শ্লোকে তাহা বলা হইল।

সচ্চিদানন্দের মতে ৫৮-৫৯ শ্লোক সমূহ কিমাসীত প্রশ্নের উত্তর। জ্ঞানেন্দ্রিয় গত কামের নাশ সূচিত হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ। যোগীর চক্ষু বর্ণাদি সব অন্তর্মুখী, তাই বাহিরের দৃশ্য দেখিতে পান না। শব্দ স্পর্শাদি সব মায়ার খেলা, প্রাণের কম্পন, ইড়া পিঙ্গলাতে শ্বাসের গতি প্রবাহ জন্য অনুভূত হইতে থাকে, বস্তুতঃ ওসব কিছুই নাই। ··· ইহাই ভ্রমদৃষ্টি, প্রকৃতি মধ্যগত খেলা। "পরাঞ্চি-খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ংভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন (কঠ ২।১।১) স্বয়ংভু ভগবান ইন্দ্রিয়সমূহকে

বহির্মুখী বা বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য বাহ্য বিষয়, দৃশ্যাদি, যে দর্শন করে বা জানিতে পারে, অন্তরাত্মাকে সে জানিতে পারে না ; কোন কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে রোধ করিয়া, প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ জীবদেহে প্রকাশমান কূটস্থ বা আত্মাকে দর্শন করেন। প্রত্যগাত্মাকে দেখিতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে কাছিমের মত বাহির হইতে ভিতরের দিকে গুটাইয়া আনিতে হইবে, জিভ উল্টাইয়া দিতে হইবে, চক্ষুকে উল্টাইয়া দিতে হইবে, মনকে উল্টাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই সবগুলি গুটাইয়া একটি বিন্দুর মধ্যে স্থির হইয়া থাকিবে।

(৫৯) ইন্দ্রিয় সংযম গীতার মুখ্য কথা, পূর্ব্ব শ্লোক হইতে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। কূর্ম্মের অঙ্গগুলি টানিয়া আনার মত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে টানিয়া আনিতে পারা যায় ; কিন্তু মনকে বা স্মৃতিকে বিষয় বিহীন করা, বিষয় হইতে সরিয়া আসিলেই হয় না ; কি ভাবে বিষয় সম্বন্ধ বিহীন রাখা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছেন।

৫৯। বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

পদচ্ছেদ। বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ, রসবর্জ্জং রসঃ অপি অস্য পরম্ দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

অন্বয়। নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে, রসবর্জ্জং অস্য রসঃ অপি পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

কঠিন শব্দ। নিরাহারস্য= ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয় সকলের আহরণ অর্থাৎ ভোগ করিতে যে সমর্থ হইতেছে না, তাহার ; যথা রোগে উপবাসীর ; এখানে আহারের অর্থ শুধু অন্নাদি আহার নহে। দেহিনঃ= ব্যক্তির। বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে = বিষয় গ্রহণ হতে নিবৃত্ত হয় ; রসবর্জ্জং=

যদি স্বাদ অর্থাৎ স্বাদের স্মৃতির উপভোগকে, অর্থাৎ মনের ভোগেচ্ছাকে, ভোগ বলিয়া গণনা।না করা হয়। রসঃ অপি = স্বাদের স্মৃতিও। পরম্ দৃষ্ট্বা = পরমকে দেখিয়া, ভগবানকে মনে আনে ।বলিয়া। অস্য = স্থিতপ্রজ্ঞের।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়াদির বিষয় সমূহের আহরণে বা ভোগে যে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে (বাধ্য ভাবেই হইক্ বা যে কারণেই হউক্), তাহার বিষয় ভোগ তো স্থগিত হইয়া যায়, যদি বিষয় রস অর্থাৎ ভোগস্মৃতি বা ভোগেচ্ছাকে ভোগ বলিয়া না ধরা হয় (অর্থাৎ ভোগস্মৃতি নিবৃত হয় না)। (তবে কোন ক্ষেত্রেই'যে নিবৃত্ত হয় না,তাহা নহে)। ভগবানকে দেখিয়া অর্থাৎ মনে আনে বলিয়া (স্থিতপ্রজ্ঞের) ভোগস্মৃতিও নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ মনে থাকিতে পায় না।

যদি কেহ একাদশীর উপবাস করিতে থাকিয়া, পরের দিন কি খাইবে তাহার পরিকল্পনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার একাদশী করা না করার সমান হয়। শেষ পর্য্যন্ত, মন হইতে লোভাদি দূর করা, মাত্র শরণাগতির দ্বারা হয়। (৩।৩৭-৪৩) পুরুষকার প্রথমে করিয়াও (কূর্ম্মের কথা তাই প্রথমে বলা হইয়াছে), তাহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হওয়া যায় (কারণ, মন হইতে লোভ তাড়ান বড়ই মুস্কিল), তখন অকপট ভাবে ভগবানকে বলিতে হইবে, "আমায় এ লোভ হইতে রক্ষা কর"।

বিষয় ভোগ ইন্দ্রিয়ে স্থগিত রাখা যায় যদি বিষয়ের সংস্পর্শ না পাওয়া যায়, বা নিজেকে কচ্ছপের মত সম্বৃত করা যায় ; কিন্তু মনে সেই বিষয়ের স্বাদের স্মৃতিকে বা তৃষ্ণাকে দমিত রাখা যায় না। ইন্দ্রিয়ের বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়কে সরান যায়, কিন্তু ছবি ভিতরে প্রবেশ করিয়া মনের উপর চাপিয়া বসিলে মন হইতে তাহাকে তাড়ান যায় না ; মন তাহাকে

আঁকড়িয়া থাকে। একমাত্র সেই পরম, সেই ভগবান, তাঁহারই চিন্তনে, মনকে সেই ছবি হইতে ছাড়াইতে পারা যায়। ভাবিও না যে জবরদস্তির সহিত ইন্দ্রিয়গণকে রূপ রসাদি বিষয়ের স্পর্শ হইতে নিবৃত্ত রাখিলেই তুমি বিষয় হইতে মুক্ত রহিলে। ইন্দ্রিয়গণকে সামর্থ্যহীন করিলে বিষয়ের দিকে যাইতে পারে না বটে, কিন্তু বিষয় স্মৃতি বা অন্তরস্থিত বিষয় তৃষ্ণা, তাহা তো দূর হয় না। রুগ্ন ও উপবাস-পরায়ণ দিগের ইন্দ্রিয় ক্ষীণ অবস্থায় থাকে; এই ভাবে উপভোগ হইতে বাধ্যতামূলক নিবৃত্ত হওয়া হয় বটে, কিন্তু মন হইতে তৃষ্ণা যায় কি? কিন্তু এ তৃষ্ণাও দমিত হইতে পারে, তবে মাত্র তখনই যখন সকল ভোগ্য হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ ভোগ্য, (কারণ তিনি ক্ষণস্থায়ী, অতি সসীম জাগতিক ভোগ্য নহেন), প্রকৃতির যিনি ঊর্দ্ধে, সেই পরম পুরুষকে সেই রসো বৈ সঃ তাঁহাকে, যদি মনে বসান যায়; মন ভরিয়া যায়। মন শূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। তাহার রসের তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে তাহাকে শ্রেষ্ঠ রস দিতে হইবে, তাহা সেই পরম পুরুষের চিন্তন, তাঁহার দর্শন ইত্যাদি, কারণ রসো বৈ সঃ যে তিনি, সকল রসের রস তিনি। ঐ "পর" কে? এই প্রশ্নের উত্তর চতুর্থ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় ষট্‌কে পাইব। এখানে বলা যাইতে পারে, ইহারই বিষয় বলা হইয়াছে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি"। বিষয় ভোগে অক্ষমতা "প্রত্যাহার" নহে। গীতায় কোন যোগ এক্‌লা নিজের পায়ে দাঁড় করান হয় নাই। কর্ম্ম-যোগে, জ্ঞান ও ভক্তির কথা দেওয়া হইয়াছে। ভক্তিযোগে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা এবং জ্ঞানযোগে কর্ম্ম ও ভক্তির কথা দেওয়া হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমন্বয় ঠিক এই ভাবের। কোনও গুণ বিশুদ্ধ ভাবে কোথাও রহিয়াছে দেখা যায় না; অল্প বিস্তর অন্য দুইটি গুণও তাহার সঙ্গে

থাকে, পুরুষকারে বা শুধু জ্ঞানে হয় না, কৃপা পাওয়াও চাই। কচ্ছপ যেমন নিজের চেষ্টায় পা ও মাথা গুটাইয়া লয়, মানুষও তেমনি নিজের চেষ্টায় অর্থাৎ পুরুষকারের সাহায্যে, চোখ, মুখ বা নাক বন্ধ করিয়া বিষয়কে ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে না দিতে পারে, কিন্তু বিষয়ের তৃষ্ণা হইতে, বিষয়ের স্মৃতির উপর অবস্থান হইতে, মনকে বিরত রাখিতে পারে কি? সেই সময় প্রয়োজন হয় ভগবানের শরণাগতি। মনকে শূন্য রাখিতে পারা যায় না। লোভনীয় জিনিষ হইতে মনকে সরাইয়া লইতে গেলে তাহা হইতেও বেশী লোভনীয়, বেশী রসের জিনিষ তাহার কাছে আনিয়া দিতে হইবে। "পরম" কে তাহার নিকট আনিয়া দাও। সেই পরম পুরুষের স্মরণে, তাঁহার কৃপায়, যাহা পরম নহে, মন আর তাহাতে থাকিতে চাহিবে না। ভগবানকে মনে প্রতিষ্ঠিত করিলে পাপ স্মৃতি পাপ বাসনা অপনোদিত হইবে।

গীতায় এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের ও ভগবৎ ধ্যানের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। (যোগবাশিষ্ট, ২।২।৯, গীতাপ্রেমী (ভাগবৎ ১২।৩।৪৮) নিরাহার কথাটা ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ ভোগ ত্যাগ অর্থে লইতে হইবে, মাত্র ভোজন ত্যাগ অর্থে নহে। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

নিজেকে পরিরক্ষিত রাখিবার প্রথম ও সহজ উপায়, ভগবান বলিলেন, ইন্দ্রিয়গণকে কূর্মের অঙ্গের মত টানিয়া আনা। মন বিষয়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় ইন্দ্রিয়ের মারফতে ও স্মৃতির মারফতে। স্মৃতির প্রভাবের প্রতিষেধক ভগবানকে সে থানে স্থাপন করা (২।৫৯)। ইন্দ্রিয় প্রবল শত্রু; তাহাকে তো সংযমিত এবং নিগৃহীত করিতেই হইবে, ভগবানেও যুক্ত থাকিতে হইবে (২।৬০।৬১)। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃই হউক বা স্মৃতির মারফতেই হউক, মন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না

(২।৬২, ৬৩); বিষয়গুলোই হয় তো অনর্থের মূল ? না, তা' নয়, শীতল জল শীতকালে অস্পৃশ্য, কিন্তু গ্রীষ্মকালে পরম উপাদেয়। তাহা হইলে, রাগদ্বেষই যত অনর্থের মূল (২।৬৪-৬৬)। এই রাগদ্বেষ পরিহার করিবার কথাই আসিয়াছে তৃতীয় অধ্যায়ে, ৩।৩৩, ৩৪ শ্লোকে। তাহা হইলে আমাকে করিতে হইবে, শুধু ইন্দ্রিয় দমন নহে, মনকে চাঞ্চল্য বিহীন করা (২।৫৭।৭২); ইহাই "ষট সম্পত্তির" দম ও শম। ইহাও এক রকম যজ্ঞ (৪।২৬, ২৭) মনকে চাঞ্চল্যবিহীন করা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলা যাইতে পারে, এবং ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, যে দ্বিতীয় অধ্যায় "গীতা সূত্র"; ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ইহারাই ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিশদীকৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বিষয়, ইহাদের আরও কথা তৃতীয় ও পরের অধ্যায়গুলিতে আরও বিস্তারিত ভাবে পাইব। অষ্টাদশ অধ্যায়েও অনেক কথা পাইব।

পূর্ব্বজন্মে যদি কাহারও দ্বারা তুমি মার খাইয়া থাক, প্রকৃতির বিধানে বা "অপূর্ব্ব" বা প্রারব্ধের বিধানে যদি তুমি তাহাকে মারিতে বাধ্য হও, হয় তো বেশী মারিয়া বসিবে, তাহার ফলে সে তোমায় পরজন্মে মারিতে যাইবে। অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িবে; কোথাও দাঁড়ি টানিতে হইবে। যদি রাগদ্বেষের দ্বেষ পরিত্যাগে অভ্যস্থ হইয়া থাক, দ্বেষ বিহীন ভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ পালন করিতে সক্ষম হয় তো হইতে পারিবে। পুরুষকারের সাহায্যে (২।৪৭ আমাদের ব্যাখ্যা দেখুন) হয়তো প্রকৃতির উপরে উঠিতেও সমর্থ হইতে পারিবে। উদাসীন থাকিতে যদি অভ্যস্ত হইয়া থাক, বাহিরের বস্তুর স্পর্শ তোমাকে চঞ্চল করিবে না (২।৭০, ১৪।২৩); কিন্তু যদি তৃষ্ণা ও ক্রোধ সহজাত ভাবে লইয়া আসিয়া থাক, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ বড়ই দুঃসাধ্য (৩।৩৭); (৩।৪১-৪৩)।

উহারও উপায় ভগবান বলিয়াছেন ৩.৪২-৪৭ শ্লোকে। (২১৪৭) শ্লোকে, আমরা অনেক কথা ঐ বিষয়ের আলোচনায় ও পরে দিয়াছি। এতই সঙ্গতি পূর্ণ ভাবে ভগবান সব কথাই বলিয়াছেন।

রামকণ্ঠ। রসবর্জ্জ = অভিলাষ বর্জ্জন। পরম = পরম তত্ত্ব।

TELANG. Objects of sense withdraw themselves from a person who is abstinent ; not so the taste (for those objects). But even the taste departs from him when he had seen the Supreme.

শঙ্কর পরম শব্দের পরমার্থ তত্ত্ব, ব্রহ্ম ; শ্রীধর পরমাত্মা ও মধুসূদন পুরুষার্থ অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর বলেন, "আমি ব্রহ্ম" মনে এই প্রকার ভাব আনিলে, বিষয় বিজ্ঞান নির্বীজ হয়। দেহিনঃ কথার অর্থ দেহস্থিত ভোক্তা জীবাত্মা বা দেহধারী ব্যক্তি দুই-ই লওয়া যাইতে পারে। জীবাত্মা বাস্তবিক পক্ষে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তদাত্মকত্ব হেতু দেহের ও মনের ক্ষুধা, সে তাহারই ক্ষুধা ভাবিতে আরম্ভ করে।

শঙ্কর। বিষয় = ইন্দ্রিয় সঙ্কল্প অথবা শব্দাদি। সেই যতির রাগাত্মক সূক্ষ্ম আসক্তিও পরমার্থ তত্ত্বরূপ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শনে, নিবৃত্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই ভাব দৃঢ় হইয়া যাইবার পর, বিষয়-বিজ্ঞান নির্বীজ হইয়া যায়। যথাযথ জ্ঞান বিনা, রাগের মূলোচ্ছেদ হয় না।

রামানুজ। বিষয়ের আসক্তি বিষয় ছাড়িয়া দিলেও ছাড়ে না।

মধুসূদন। পরম দৃষ্ট্বা "আমি সেই পরমতত্ত্ব স্বরূপই হইতেছি" এইরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া। ...

ভাবপ্রকাশ রচয়িতা। ইন্দ্রিয় সংযম ও আহার সংযম স্থিতপ্রজ্ঞের

বাহ্য লক্ষণ মাত্র। তত্ত্ব-নিষ্ঠার জন্য যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা ত্যাগ, তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞভূমির বাহ্য নির্দ্দেশক।

রামদয়াল। পরমাত্ম দর্শনে বিষয় অপেক্ষা কোটিগুণ মধুর রস ভোগ হয়। ... আত্মা রস-স্বরূপ। আত্ম-রস যিনি অনুভব করেন, তাঁহার কোনও বিষয়তৃষ্ণা থাকিতে পারে না।

তিলক। মনের বিষয় বাসনা (রস) যাহা দ্বারা নষ্ট হয়, সেই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

সচ্চিদানন্দ। আহার = বিষয় উপসেবন। রস = কাম। পরম = বুদ্ধিরপরতঃ-স্থিত দেহী।

সন্তদাস। আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তিও নিবৃত্ত হইয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে বাসনা পর্য্যন্ত দূর হয়।

গোয়েন্কা। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে মূল আসক্তির নাশ হয়। ইহাতেই পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের চরিতার্থতা। আসক্তির কারণ অবিদ্যা পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারে নষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না।

ব্যোমব্রহ্ম। "ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগে নিবৃত্ত দেহীকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহ আক্রমণ করে না। তখন আসক্তি ত্যাগই শ্রেষ্ঠ।" এইরূপ বোধযুক্ত সেই ব্যক্তির আসক্তিও নিবৃত্ত হয়, (কারণ ভোগাসক্ত হইলে চিত্ত কত চঞ্চল ও ক্লেশ যুক্ত হয়, তাহা তাহার স্মৃতি-পটে স্পষ্ট অঙ্কিত থাকে। পরম = শ্রেষ্ঠ, ইহা রস বর্জ্জন (অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ) এই শব্দের বিশেষণ।

ভুপেন্দ্রনাথ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মই স্থিতপ্রজ্ঞের রসবর্জ্জিত আহার।

ক্রিয়ার পরাবস্থা যাঁহার সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে, সেই কৃতার্থ যোগীর সুখাভিলাষের মূলই নষ্ট হইয়া যায়।

GANDHI· The sine qua non of salvation is a total annihilation of all desire· Quoting Plotinus...'but where we do behold Him, there we obtain the end of our wishes, and rest·

KRISHNA PREM· Mere withdrawl is however not enough, for though the sense object lose their power over the man who habitually practises restraint, yet the desire for them renains in his heart and dies only when something higher than the sensne-life is actually seen·

বিত্থানন্দ। রসবর্জং = কিন্তু রস ছাড়া।

ভক্তিপ্রদীপ। Wordly enjoyments of a person who practi es abstinence are subdued, but not the astachment for the same· But even his attachment does cease when the Absolute Person is realised·

শ্রীধর। তাহা হইলে জড়, আত্মার ও উপবাসীর সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের প্রভেদ কি, এই প্রশ্নের এই শ্লোকটি উত্তর। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণই আহার। ···

(৬০) মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরা এত বলবান যে তাহাদের দ্বারা পণ্ডিতের মনও অপহৃত হইয়া যায়।

৬০। যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

পদচ্ছেদ। যততঃ হি অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।

অন্বয়। কৌন্তেয়, যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং হি হরন্তি।

কঠিন শব্দ। যততঃ = যত্নশীল; "যে ব্যক্তি ভূয়োভূয়ঃ বিষয়ে দোষদর্শন রূপ যত্ন করিয়া থাকে"। বিপশ্চিতঃ = বুদ্ধিমান, বিবেকী; যিনি বিপদ বুঝিতে পারেন (মধুসূদন)। প্রমাথীনি = চিত্ত বিক্ষেপকারী, বলবান; যে মন্থন করিতে পারে। প্রসভং = বলপূর্ব্বক। হি = নিশ্চয়ই। এই শ্লোকটির সহিত পরের শ্লোকও পঠিত হইতে পারে।

অনুবাদ। কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) যত্নশীল, বুদ্ধিমান (ভূয়োদ্রষ্টা) পুরুষের মন চিত্ত-বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বকই হরণ করে। বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ মনকে চুরি করে তাহা কি করিয়া প্রতিহত করা যায়, তাহা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু মনকে চুরি করিয়া করে কি? মনে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন করায় (৩।৩৪); মনে বিষয়ের প্রতি ধ্যান উৎপন্ন করায় সেই ধ্যান, সেই আশক্তি সর্ব্বনাশ ঘটায়; ইহা ২।৬২, ৬৩ শ্লোকে বলা হইবে। যাহার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত, ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়ায় যাহার রাগদ্বেষ হয় না, সে বিষয়ে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলেও আত্মপ্রসাদে থাকে, তাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত বলা হয় (২।৬৪, ৬৫)। ইন্দ্রিয় বশে না থাকিলে রাগ দ্বেষ তো হয়ই, বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া যায়। এই শ্লোকে স্পষ্টরূপে একটি নূতন কথা ভগবান আনিলেন, তাহা ইন্দ্রিয় সংযমের কথা। ইহার পূর্ব্বে ইহা সঙ্কেতে ভগবান বলিয়াছেন, "আত্মবান" শব্দের দ্বারা (২।৪৫); ইন্দ্রিয় সংযম; বুদ্ধি যোগ বা কর্ম্মযোগের কেন, সকল যোগের সমস্ত গীতার একটি বিশেষ কথা। এই শ্লোক হইতে, এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, ইহারই বিষয় বলা হইয়াছে। শুধু এ অধ্যায়ে কেন, গীতার সমস্ত স্থানে, ইহারই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর এ ভাবের

বলবতী ইন্দ্রিয়েরা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লয়। আত্ম দর্শন ইন্দ্রিয়বিজয়ের অধীন।

শঙ্কর। যাহা দ্বারা প্রযত্নশীল, বিচারশীল পুরুষেরও ইত্যাদি। পূর্ব্ব শ্লোক, এই শ্লোক ও পরের শ্লোক অনেকটা এক সঙ্গে আসে, এবং কিমাসীত প্রশ্নের উত্তর হয়। মধুসূদন ইহাকে কিমাসীত প্রশ্নের উত্তর, ও পরের শ্লোকের সহিত লইয়াছেন।

ভুপেন্দ্রনাথ। ইহা ভাল নহে, কল্যাণজনক নহে, বার বার বিবেক বিচার দ্বারাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, তবুও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ক্রিয়া-মুখী হয়। ... ক্রমে আর যেন আটক রাখ যায় না। যেন প্রমত্ত, তাই প্রমাথী বলা হইয়াছে। ... কূর্ম্মাঙ্গের মত ইন্দ্রিয়গণকে টানিয়া আনিতে হইবে অন্তরের দিকে, কিন্তু শুধু টানাটানিতেও আটকাইয়া থাকে না, ভগবানের রস, বোধ হওয়া উচিত—সৎসঙ্গ ও ভগবৎস্মরণ হওয়া চাই।

ভক্তি প্রদীপ। যততঃ = Who toils for salvation.

শ্রীধর। মোক্ষার্থ প্রযত্নবান্ বিবেকী পুরুষের মনকে ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে।

রামকণ্ঠ। বিপ্রশ্চিত = যে পরতত্ত্ব দর্শন যোগ্যতা পাইয়াছে। ... যোগীরও, মন্থনকারী ইন্দ্রিয়েরা বলপূর্ব্বক চিত্তকে হরণ করে।

মধুসূদন। অত্যন্ত বিবেকীরও মন ক্ষণমাত্র বিবেকহীন হইলে ইন্দ্রিয় সকল তাহাকে হরণ করে; ইন্দ্রিয়গণের স্বামী মন হইলেও, ইত্যাদি।

(৬১) ভগবান বলিলেন, ইন্দ্রিগণকে সংযমিত করিয়া, মন ভগবানকে যে প্রতিষ্ঠিত করে সেই স্থিত প্রজ্ঞ।

জোর খুব কম শাস্ত্রেই দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয় গুলোকে সংযত করিয়া আনা ও বশে রাখা কি সহজ ? চেষ্টশীল ব্যক্তিরও কখন কখন পুরুষকার বিফল হয়। শেষ রক্ষা এক তাঁহাকেই ডাকিলে হয়, যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর শুধু মনকে কেন, অসংযত ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিকেও নষ্ট করে (২।৬৭)। ইন্দ্রিয় অর্থে, বিষয় ইন্দ্রিয়ে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হইতে মনে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হয় (২।৬২, ৬৩ ; ৩।৩৪, ৩৯, ৪০ ৪১)। সেই রাগ দ্বেষ সব অনিষ্ট করে।

আমরা পাইলাম, স্থিতপ্রজ্ঞায় বা গুণাতীতত্বে বা ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চাই – কামনা হীনতা, সাম্যভাব, আত্মতুষ্টি, ইন্দ্রিয়-দিগকে বিষয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনা অর্থাৎ বিষয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে স্পৃষ্ট হইতে না দেওয়া, ভগবানের স্মৃতিকে আনিয়া বিষয়ের স্মৃতিকে মন হইতে সরাইয়া ফেলা। রাগ দ্বেষ ত্যাগ করা ও জোর লাগাইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে সংযমে রাখা। মানুষ যতই সাম্যদৃষ্টিশালী ও আত্মতুষ্ট হউক না কেন, ইন্দ্রিয় ও মন মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া দিবে, যদি তাহারা বশে না থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, ইহারা রাগ দ্বেষের অধিষ্ঠান ভূমি ৩।৪০।

"অপি" শব্দের অর্থ জ্ঞানী হইলেও, এবং প্রাণপন চেষ্টা করিলেও, মানুষ বলবান ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিতে সমর্থ হয় না। বিপশ্চিত, বিপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে বিপ্র শব্দ হইয়াছে ; ইহার অর্থ জ্ঞানী। মধুসূদন ইহার অর্থ করিয়াছেন, বিপদ যিনি বুঝিতে পারেন এতদৃশ বিজ্ঞ।

রামানুজ। আত্ম-সাক্ষাৎকার বিনা, বিষয়ে আসক্তি ছাড়ে না। বিষয়াসক্তি পরিত্যক্ত না হইলে, বিবেকশীল পুরুষেরও মন, যত্ন সত্ত্বেও,

৬১। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

পদচ্ছেদ। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তঃ আসীত মৎপরঃ, বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

অন্বয়। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (অথবা, যুক্তঃতানি ... আসীত)।

কঠিন শব্দ। মৎপর= আমি (ভগবান) যাহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; মৎপরায়ণ ; আমাকে লইয়াই থাকে ; একান্তভাবে যে আমার ভক্ত। যুক্তঃ=সমাহিত চিত্ত যাঁহার ,বা তাহা হইয়া, চাঞ্চল্যহীন ভাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, বুদ্ধিযোগে যিনি যুক্ত, বা যুক্ত হইয়া ; সব কয়েকটী অর্থই খাটে। আসীত=উপবেশন করিবে, অর্থাৎ অবস্থান করিবে। (Yoke শব্দ, যুক্ত শব্দের সহিত সম্বন্বিত)

অনুবাদ। সেই সকলকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে বশে রাখিয়া (আমার একান্ত ভক্ত হইয়া) আমাকে "পরম" "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" ইহা মনে ঠিক দিয়া, (আমাতে) সমাহিত চিত্ত হইয়া অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ (২।৬৪, ৬৫)।

ইন্দ্রিয়াদি যাহার বশীভূত নহে, তাহার মনে চাঞ্চল্য ও বুদ্ধিতে বিক্ষেপ আসিতে থাকে। তাহার অবস্থা পরিণামে কি রূপ শোচনীয় হয়, তাহা ৬২ ও ৬৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ইনন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত রাখিতে হইবে, শুধু পুরুষকারে হয় না, শরণাগতিও চাই। কর্ম্মযোগে মনকে বশীভূত রাখিবার ইহাই কৌশল ; ভক্তিযোগে "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ও

মামেকম্ শরণং ব্রজ" ইত্যাদি উপদেশে ভগবান ইহা আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। ৩।৪১-৪৩ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যুক্ত শব্দের সমাহিত হওয়া ছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, অথবা যোগে অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে অর্থাৎ সমত্ব যোগে যুক্ত হইয়া (সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে) এ দুটি অর্থও এখানে বেশ খাটে। "যোগ্য হইয়া" এ অর্থও আসে ; ভগবান যেন বলিতেছেন, আগে অকপট ভাবে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া, যদি ইন্দ্রিয় ও মন দমনে অসমর্থ হও, তুমি তখন আমার কৃপা পাইতে যোগ্য হইবে। মাত্র ভগবানকে ডাকিয়া, না পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইব, ইহা যেমন আশা করা উচিৎ হয় না, সেই রকম, যোগ্য না হইয়া কিছু মাত্র সাধনা না করিয়া, "ভগবান ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করিয়া দাও" বা "এটা দাও, ওটা দাও" এরূপ প্রার্থনা করাও উচিত হয়না। সত্য ভক্তি ব্যকুলতায় হয়; আর ব্যাকুলতা তখন আসে, যখন শত চেষ্টাতেও মানুষ কিছু করিতে সমর্থ হয় না।

মনে যদি ভগবানকে না বসান যায় তাহা হইলে বলবান ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে নিজেদের অধীনে আনিয়া তাহাতে বিষয়াসক্তি, রাগ দ্বেষাদি উৎপন্ন করাইবে (৩।৩৪)। আর ইন্দ্রিয়দিগের পিছনে মনকে যদি ঘুরিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধির স্থৈর্য্যতা নষ্ট হইয়া যায় ; সে ঠিক করিতে পারে না, কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা নহে (২।৬৭)। (মহাভারত ৩।২১১।২৪ গীতাপ্রেমী) (গীতা ৬।১৪)

শঙ্কর। মৎপর = আমি বাসুদেব, সকলের অন্তরাত্মা ; "পর" = আমি যাহার একমাত্র আশ্রয়, সেই ব্যক্তি হইতে আমি ভিন্ন নহে।

রামানুজ। আমি চিত্তের শুভ আশ্রয়, আমাতে মন স্থাপন করিয়া

যে অবস্থান করে ইত্যাদি।

আর একজন বলিয়াছেন, "নিজের মধ্যে অনুভব-কর্ত্তা আমাকে লক্ষ্য কর। মধুসূদন। সর্ব্বাত্মা ভগবানই একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু।

এই শ্লোক, পূর্ব্ব দুই শ্লোকের সহিত জিজ্ঞাসীত প্রশ্নের উত্তর। ইহা পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত পড়িলে ভাল হয়। এই-ই প্রথম শ্লোক যেখানে "আসীত মৎপরঃ"; কথার দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ভগবান, তাঁহার প্রতি তৎপরায়ণ হও জানাইলেন। তিনি এই শ্লোকে, এবং ইহার পরে অন্যান্য বহু স্থানে নিজেকে ঈশ্বর পদে স্থাপিত করিয়া কথা বলিয়াছেন ব্রহ্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, অথবা যোগাবস্থায় মহাত্মারা অনেকেই ঐ ভাবে কথা বলেন। ব্রহ্ম-ভাবনা যুক্ত মন ব্রহ্মাকার হইয়া যায়। খৃষ্ট ইত্যাদি বহু মহাত্মায় ইহা লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, বা ভাবিবারও কোন কারণ নাই যে, যাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যকলাপে সত্যবাদী নিরহঙ্কার বলিয়া জানি, তাঁহারা কি করিয়া নিজেদের ঈশ্বর বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন মানুষ বা অন্ততঃ মানুষ ভাবে ছিলেন তখন তাঁহার পক্ষে নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া চালানো ধৃষ্টতা হইয়াছে। তিনি মানুষ ছিলেন কি সত্যই দেবতা ছিলেন, তাহা লইয়া এ স্থলে বিচার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং" এ কথাগুলির প্রতিদৃষ্টি না দিলেও তিনি যে নির্লিপ্ততার জন্য আদর্শ ও অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, ও যোগীর ভিতর মহাযোগী ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও বাধিবে না। এই নির্লিপ্ততা কি ব্রহ্মত্ব নয়? যিনি উত্তম পুরুষ তিনি পুরুষোত্তম আখ্যা পাইতে পারেন না কি?

গিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয়ের গীতা হইতে কয়েকটী কথা এখানে

উদ্ধৃত করিয়া দিলে দোষের হইবে না। কথা গুলি এই যে মহাত্মা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন "অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্মতত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন।......

অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্মা স্বরূপে বক্তার যে কথন্ তাহার দ্বারা সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষে তাৎপর্য্য না হইয়া পরমাত্মায় প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ সূত্রে করিয়াছেন। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্র উপদেশ করেন, "মামেব বিজানীহি" কেবল আমাকেই জান।...

বামদেব কহিতেছেন, "আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য্য হইয়াছি," (শ্রুতি)। শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২০অধ্যায়ে, ভগবান কপিল কহিতেছেন "তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে বিশ্ব স্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তির সহিৎ ভজনা করে তাহাকে আমি সংসার হইতে তারণ করি। এই মীমাংসা তাবৎ অধ্যাত্ম উপদেশে ঋষিরা ও আচার্য্যেরা করিয়াছেন।" (গ্রন্থাবলী২৯৫)

সকলেই ইহা জানেন যে, মন শূন্য থাকিতে পারে না। মন্দ কিছুতে মন যেন জড়িত না হইয়া পড়ে, সেই জন্য সেই সব গুণাবলী, যাহা আদর্শ হিসাবে অতি উচ্চ, তাহা মনে আনিয়া, এবং যাঁহাতে সেই গুলি আছে, কল্পনায় এইরূপ মুর্ত্তি আকারিত করিয়া তাঁহাকে কল্পনায় ভগবান বা ঈশ্বর নাম দিয়া, সেই ঈশ্বরকে আমরা মনে স্থাপনা করি। কিন্তু কল্পনায় নহে, বাস্তবিক এমন পুরুষ যদি পাওয়া যায়, যিনি নির্লিপ্ততা ইত্যাদি গুণে সত্যই আদর্শ হইবার যোগ্য, এবং যিনি মানুষও সেই জন্য অননুকরণীয় নহেন, তাহা হইলে মনের সম্মুখে এরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখা, চিত্ত শুদ্ধির জন্য বেশী কার্যকরী

হয় না কি? অবতার হওয়া কি ভগবানের শুধু ভূতলে নামিয়া থাকা? যাঁহাতে ভগবানের মহত্ত্ব অতি উচ্চ ভাবে বিকশিত এবং তাহা দৃষ্ট ভাবে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সূর্য্য-কিরণ যেমন দর্পণে অবতরণ করিয়া তাহা হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সেই লোক-দৃষ্ট আদর্শ স্থানীয় উত্তম পুরুষকে পুরুষোত্তমের অবতার বলা যাইতে পারে না কি?

পিতা যদি পুত্রকে বলেন, "আমি বরাবর ক্লাসে প্রথম হইয়া আসিয়াছি. তুমি যদি ভক্তির সহিত ঈশ্বর জ্ঞানে আমার কথা শোন ও তদনুযায়ী পড়া শোনা কর তুমিও আমার মত হইতে পারিবে," তাহা হইলে পিতার "ভক্তির সহিত ঈশ্বর জ্ঞানে আমার কথা শোন" ইহা বলা ধৃষ্টতা প্রকাশ হয় কি? "মাতৃদেবো ভব, পিতৃ দেবো ভব," ইহারা কুশিক্ষা প্রদানকারী মিথ্যা অর্থবাদ-পূর্ণ উপদেশ কি? শ্রীকৃষ্ণ সত্যই ভগবান ছিলেন বা যোগ-অনুপ্রাণিত অবস্থাতে উপ-দেশ সমূহ দিয়াছেন, ইহা নাই বা লইলাম; নির্লিপ্তভায় যিনি মহান্ তিনি যদি বলেন, কি ভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া, স্বার্থহীন থাকিয়া ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য জগতে স্থাপনা করিতে পারা যায়, তাহা তোমরা আমাকে আদর্শ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া শিক্ষা কর এবং ভক্তির সহিত ঈশ্বর জ্ঞানে আমার কথা শোন ও তাহা প্রতিপালন কর, তাহা হইলে তাঁহার কথা কি দোষের হইবে?

গীতাকে রূপক বলিয়া ধরিয়া লইলেও ক্ষতি নাই। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ ছিলেন কি না, আমাদের পরিচিত বর্ণিত কৃষ্ণে, কয়েকজন বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত কৃষ্ণকে যথা ঋগ্বেদীয় ঋষি কৃষ্ণকে, যোদ্ধা কৃষ্ণকে, দ্বারকাধীশ নির্লিপ্ত যোগীবৎ কৃষ্ণকে, বৃন্দাবনের বালক বীর গোপ কৃষ্ণকে, একসঙ্গে জড়াইয়া এক কৃষ্ণ করা হইয়াছে কি না, তাহা

লইয়া বাগ্‌ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। যে ভাবেই হউক, রূপক ভাবেই হউক, আধ্যাত্মিক ভাবেই হউক, পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যেই হউক, সেই কৃষ্ণকে দিয়া যাহা বলান হইয়াছে, নীতি অনুসারে যাহা ঈশ্বরের উপদেশের মত অতি উচ্চ শ্রেণীর উপদেশ, তাহা গ্রহণ করিলে কোনও ক্ষতি হইবে কি ?

সকল জীবই ভগবানের প্রকাশ, অর্থাৎ জীবাত্মা একভাবে ভগবানই। ইহা নাম ও রূপের ভিতর সীমিত থাকায়, মহাকাশ যেমন ঘটাকাশে সীমিত থাকে, সেইভাবে তাহাকে ভগবানের অংশ বলা যাইতে পারে। এই অংশ, মায়া বা অজ্ঞানের আবরণে আবদ্ধ ; এই অজ্ঞান অপসৃত হইলে মেঘে ঢাকা সূর্য্য মেঘের অপসারণে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইভাবে প্রকাশিত হয়। মানুষে দেবত্ব ভাবের বৃদ্ধিই ভগবানের অবতরণ। ভগবান জ্ঞানময়, জ্ঞানের অবতরণকে, দেবত্ব ভাবের অবতরণকে, ভগবানের অবতরণ বলা যাইতে পারে না কি ? ব্রহ্ম যদি তিনি হন, যিনি গুণাতীত, তাহা হইলে, অবতার কেন, ব্রহ্ম তিনিই যিনি সকল সময়েই in intense peace in intense activityতে থাকিতে সমর্থ হন। এই **intense peace in intense activity**, এই নির্লিপ্ততা ইহা মুখের কথা নয়। ইহা সম্ভব, দেহধারী সেই উত্তম পুরুষে, যিনি পুরুষোত্তম।

Vivekananda—If He comes to me, I can only recognise Him if He takes a human form. He is everywhere but do we see Him? We can only see Him if He takes the limitations of man.

Telang—Restraining all the senses, a man should remain engaged in devotion, making me his only resort.

Gandhi—This means that without devotlon and the consequent grace of God, man's endeavour is vain.

কোনও বিশিষ্ট টীকাকার পরম্ দৃষ্টার "পরম" শব্দ ও যুক্ত আসীত মৎপর বাক্যের "মৎ" শব্দকে আত্মা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভাষার্থে "আত্মজ্ঞানী হও" বলিয়াছেন। আপত্তি নাই, তবে পরের অধ্যায়ে ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্তের সহিত ইহা খাটিবে কি? ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন হইয়াছে বুঝিয়াই, চতুর্থ অধ্যায়ে, তিনি কে, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন।

যে স্বভাব বা প্রকৃতি "প্রকৃতির" নিয়মানুসারে পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকৃতিকে সংযত করিতে পুরুষ বা পৌরুষের আবশ্যক। পুরুষকারের দ্বারা যাহা দমিত না হয়, তাহার দমনে পুরুষোত্তমের শরণাগতির প্রয়োজন।

ভূপেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মেতে আটকাইয়া না থাকিলে ইন্দ্রিয় সংযম থাকে না, অর্থাৎ যখনই সেই নিরোধরূপ (ক্রিয়ার পরাবস্থা) অবস্থা নামিয়া যাইবে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় অন্বেষণে ব্যাকুল হইবে।... যাঁহার ক্রিয়ার পরাবস্থার রেশ লাগিয়াই থাকে, কখনও ছুটে না, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয় ব্যাপৃত হইতে পারে না। এই অবস্থাই "মৎপর" অবস্থা। মৎপর অবস্থাতে ইন্দ্রিয়গণের মনের উপর কোনও জোর চলে না।

ভক্তিপ্রদীপ। যুক্তঃ—devotee. আসীত মৎপর—should live fully devoted to ma. যুক্ত বৈরাগ্য (genuine asceticism) as distinguished from ফল্গু বৈরাগ্য (pseudo asceticism),

বিদ্যানন্দ। যুক্তঃ=যোগযুক্ত হইয়া।

শ্রীধর। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থান কিরূপ, তাহার উত্তর।

রামকণ্ঠ, প্রথম চরণ এইরূপ দিয়াছেন—তানি সংযম্য মনসা যুক্ত আসীত তৎপরঃ।...আত্মায় সুব্যবস্থিত যোগীতে. বিষয় কিছু করে না।

(৬২, ৬৩) ভগবৎ ধ্যানের দ্বারা পরিরক্ষিত নহে, এরূপ মন, বলবান ইন্দ্রিয়েরা চুরি করে, অর্থাৎ তাহাকে দখল করিয়া তাহাতে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন করায়, ও তাহাকে বিষয়ের ধ্যানে লাগায়। "বিষয়" এমন জিনিষ যে তাহার ছবিমাত্র মনে উদয় হইলে দ্রুতবেগে কাম, ক্রোধ. মোহ ইত্যাদির ভিতর দিয়া, মানুষ শেষে বিনাশে উপস্থিত হয়। অসংযত মন ও ইন্দ্রিয়. বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি কিরূপে নষ্ট করে, ও নষ্ট-বুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা এই ৬২ ও ৬৩ শ্লোকে সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। বিষয়ের ধ্যান হইতে, শেষ-নাশ পর্য্যন্ত. ক্রমগুলি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

পদচ্ছেদ। ধ্যায়তঃ বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গঃ তেষু উপজায়তে, সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ, স্মৃতি-ভ্রংসাৎ বুদ্ধি-নাশঃ বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি।

অন্বয়। বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ, স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশঃ বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।

কঠিন শব্দ। ধ্যায়তঃ=মন দিলে বা চিন্তা করিতে থাকিলে।

বিষয়ান্=বস্তু সকল ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ যাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়। পুংসঃ=পুরুষের। সঙ্গঃ=আসক্তি, অনুরাগ। কাম=লোভ বা পাইতে ইচ্ছা। সম্মোহঃ=মূঢ় ভাব, বিচার শক্তির লুপ্ত ভাব, উত্তেজনায় অভিভূত ভাব। স্মৃতি বিভ্রম=আত্মবিস্মৃতি, সে কে এবং কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিতেছে ইহা ভুলিয়া যাওয়া। বুদ্ধিনাশ=জ্ঞান হারান, কার্য্যতঃ সজ্ঞানে না থাকার ভাব, ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্তি। প্রণশ্যতি=বিনষ্ট হয়, মানুষ থাকে না—পশু হইয়া যায় ; কার্য্যের ফলে হয়তো পরিণামে মরণও হয়।

অনুবাদ। বিষয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়) চিন্তা করিতে থাকিলে বা তাহার দিকে মন দিলে, পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মায় ; আসক্তি হইতে তাহা পাইতে লোভ হয় ; লোভ (প্রতিরুদ্ধ হইলে) তাহা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মূঢ় ভাব, বিচার শক্তি লুপ্ত ভাব বা উত্তেজনায় অভিভূত ভাব জন্মায়। অভিভূত ভাব হইতে আত্ম বিস্মৃতি, অর্থাৎ সে কে এবং কাহার সহিত কি ব্যবহার করিতেছে, ইহা ভুলিয়া যাওয়ার ভাব আসে, ইহা হইতে বুদ্ধি নাশ অর্থাৎ কার্য্যতঃ জ্ঞান-হীনতার ভাব, অনেকটা ক্ষিপ্তাবস্থার ভাব উৎপন্ন হয়। এই বুদ্ধিনাশ ভাব হইলে সে বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সে আর মানুষ থাকে না, তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়।

কোন বিষয় মনে উদিত হইতে থাকিলে, সেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মিতে বাধ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্খা জন্মায়। প্রাপ্তিতে বাধা পাইলে বাধা প্রদানকারীদিগের প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হইবেই। যদি বল, বাধা না পাইলে পরিণামে নিবৃত্তি আসিবে ; তাহা হয় না, কারণ কাম দুষ্পূরণীয় (৩।৩৭) ; তৃষ্ণার পর তৃষ্ণা আসিবে, এবং কোন না কোন সময় কোথাও না

কোথাও একটি বাধা উপস্থিত হইবেই। মনে কর, তুমি দোকানে একটি ভাল বাদ্য যন্ত্র দেখিলে ও তাহার সুরেলা স্বর শুনিয়া আসিলে। দুই একবার মনে তাহা উদয় হইলেই আবার গিয়া তাহা শুনিতে ইচ্ছুক হইবে, এবং বার বার তোমার মনে সেই যন্ত্র ও স্বর জাগিয়া উঠিবে। তখন তাহা কিনিতে ইচ্ছা হইবে, মনে হইাব যে তোমার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে, যদি তুমি তাহা না কিনিতে পার। অর্থের অভাবে বা অন্য কোন কারণে যদি তোমার বাড়ীর লোক কিনিতে মানা করে, তাহা হইলে তুমি জলিয়া উঠিবে। ক্রোধ হইতে একটা মূঢ় অভিভূত ভাব, একটা পথহারা ভাব আসিবে। অভিভূত অবস্থা হইতে আত্ম-বিস্মৃতি আসে, সে ভুলিয়া যায় সে কোন বংশের ছেলে, বা কাহার উপর ক্রোধ করিতেছে ; সে হয়তো মারিয়াই বসে, বা টাকা চুরি করিয়াই বসে। আত্ম-বিস্মৃত ভাব হইতে একটা জ্ঞান-হারান ভাব, ক্ষিপ্ত ভাব আসে। তাহার নাশের আর বাকী থাকে কি? ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযমের অভাবে মানুষ হড়্ হড়্ করিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়।

শঙ্কর। সম্মোহ—কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-বিষয়-অবিবেকী। বুদ্ধিনাশ =অন্তঃকরণে কার্য্য অকার্য্য বিষয় বিবেচন-যোগ্যতা না থাকা। এই-রূপে যোগ্যতা না থাকা হইলে মনুষ্য নষ্ট-প্রায় হয় অর্থাৎ পুরুষার্থ অযোগ্য হয়। স্মৃতি=শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদিষ্ট সংস্কার। ধ্যান=তৈল ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি।

রামানুজ। যে বিষয়াসক্তির নাশ করে নাই ও আমাতে মন বসায় নাই, সে যত ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া বসুক্ না কেন, অনাদি পাপ বাসনার কারণ, তাহার দ্বারা বিষয়ের চিন্তন হওয়া অনিবার্য্য। চিন্তনের পর আসক্তি, আসক্তির পর কাম (আসক্তির পরিপক্বাবস্থার

নাম কাম, যে দশা প্রাপ্ত হইলে মানুষ বিষয় ভোগ বিনা থাকিতে পারে না। কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেকশূন্যতা যাহাতে মানুষ সব কিছু করিয়া ফেলে। ইহার পরে ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য আরম্ভ করা হইয়াছিল যে প্রযত্ন, তাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়। স্মৃতিনাশে বুদ্ধি নাশ, আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য যে বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া করা হইয়াছিল তাহার নাশ। তাহার পর আসে সংসারে ডুবিয়া নষ্ট হইয় যাওয়া।

মধুসূদন। যে ব্যক্তি বহিরিন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছে, তাহারও যদি মনের যুক্তিতা (নিগ্রহ) না থাকে, তাহা হইলে অশেষবিধ অনর্থের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সঙ্গ=আসঙ্গ, উহারা আমার সুখের হেতু, এই প্রকার শোভনাধ্যাস রূপ প্রীতি বিশেষ। কাম=ইহরা আমার হউক এই প্রকার তৃষ্ণা বিশেষ। সম্মোহ=কোন্‌টি কর্ত্তব্য, কোন্‌টি অকর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না। স্মৃতিবিভ্রম=শাস্ত্র এবং আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট অর্থের অনুসন্ধান বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধি নাশ=স্মৃতি ভ্রম হইতে বুদ্ধির অর্থাৎ ঐক্যাত্মাকার মনোবৃত্তির অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাই তত্ত্ব, এই প্রকার অবিচ্ছিন্ন একাগ্র যে চিত্তবৃত্তি, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে, বা উৎপন্ন হইলেও তাহা ফলের অযোগ্য হওয়ায়, তাহার বিলয় হইয়া থাকে। প্রণশ্যতি=সেই ফলভূত (ঐক্যাত্মাকার মনোবৃত্তি রূপ) বুদ্ধির বিশেষ রূপে লোপ হইলে, সেই ব্যক্তি সকল প্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

শ্রীধর। ক্রোধ হইতে সম্মোহ, কার্য্যাকার্য্য বিবেকের অভাব; তাহার পর শাস্ত্র ও গুরুজনের উপদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণে বিচলন বা ভ্রংশ হয়। বুদ্ধি=চেতনা। প্রনষ্ট=মৃত তুল্য।

রামদয়াল। বিষয়ের ধ্যান বদ্ধ-জীবকে মৃত্যুর মুখে লইয়া যায়। ক্রোধ হইতে সম্যক মোহ আইসে। সম্মোহ হইতে ইন্দ্রিয় বিজয়াদি শাস্ত্রানুযায়ী প্রযত্নের স্মৃতি লোপ হয়। স্মৃতি লোপ হইতে আত্ম জ্ঞানের চেষ্টা রূপ যে বুদ্ধি, তাহার তিরোধান হয়। বুদ্ধি নাশ হইলে বিষয় ভোগ রূপ সংসার কূপে পতন হয়—ইহাই মৃত্যু।

কোন টীকাকার স্মৃতি বিভ্রমের অর্থ "আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা তাহা ভুলিয়া যাওয়া" বলিয়াছেন।

গিরীন্দ্র শেখর। ধ্যান=বিষয়ের সহিৎ ইন্দ্রিয়ের যোগ। সঙ্গ= যোড়া লাগা বা বন্ধন। সম্মোহ=অতিরিক্ত ঝোঁক। স্মৃতি বিভ্রম= কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে জ্ঞান লোপ। বিষয়ের ধ্যান, ঠিক বিষয় চিন্তা নহে বিষয়–বোধ বা perception বা cognition.

সম্মোহ যথা কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে তাহাকে মারিবার ইচ্ছা। সঙ্গ=কামনার negative phase, কামনা, বস্তু-প্রাপ্তির মুখ্য ইচ্ছা। স্মৃতি বিভ্রম=কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান লোপ। বুদ্ধি=নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি, কেহ আমাকে মারিলে আমি তাহাকে মারিব বা তিরস্কার করিব তাহা বুদ্ধির দ্বারা স্থির করি।......বুদ্ধিনাশের ফলে এমন কাজ করিয়া ফেলে যাহাতে নিজের অনিষ্ট হয়।

গোয়েন্কা। বুদ্ধিনাশ - কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিশ্চয়াত্মিকা 'বুদ্ধি-শক্তি নষ্ট হয়।

ব্যোমব্রহ্ম। সম্মোহ=বিচার মূঢ়তা। স্মৃতি=ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান; পূর্ব্বোপলব্ধ কোনও সত্যের জ্ঞান। প্রণশ্যতি=ক্লেশ ভোগ করে।

Telang. Confusion of memory, loss of reason, utter ruin.

ভুপেন্দ্র নাথ। বিষয় চিন্তা হইতেই তদ্বিষয়ক ভোগেচ্ছা উৎপন্ন হয়; মানুষকে পাগল করিয়া দেয়, আত্মস্বরূপের কথা মনে

থাকে না...নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ অথবা ভগবৎ কথার অলোচনা ব্যতীত মনকে খালি রাখিলেই সে অভ্যস্ত ও আস্বাদিত বস্তু স্মরণ করিবেই। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে, জলে দুধে মিশিয়া যাওয়ার মত হয়, তখন তাহাকে প্রাণেন্দ্রিয়ের চেষ্টা হইতে পৃথক্ করিয়া বাহির করা অসম্ভব। তাই চতুর ব্যক্তি প্রাণায়াম জপ মন্থন ক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে মাখমে পরিণত করেন ; বস্তুটি মাখম হইয়া গেলে আর জলে মিশিবে না।... ...বুদ্ধি, ঠিকানায় না থাকিলে সে বুদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত যোগ দিবে, শকুনিরা মড়া পাইলে যেমন খুসী হয় সেই রকম একটা উৎকট আনন্দে সবাই মত্ত হইয়া উঠিবে।... সদসৎ–বিবেক-বুদ্ধিহীন অবস্থাকেই মৃত্যু বলে।...বাসনা ত্যাগ হইবে না, একাকী না হইলে। সে একাকী, জনশূন্য বাহিরের একাকী নহে। ক্রিয়ার পরাবস্থা নির্জ্জন মহাশূন্য। ইহাই মহাশ্মশান। সেই খানেই আমার সদাশিব মহাকাল বাস করেন।

ভক্তিপ্রদীপ। সঙ্গ=attachment. সম্মোহ=delusion প্রণশ্যতি =then is ruin.

রামকণ্ঠ। অচিন্ত্য পরমেশ্বরের মায়ায় শরীর মাত্রাকেই আত্মা বলিয়াছে ইত্যাদি। সত্যবস্তু আত্মাই মুখ্য ধ্যেয়। আত্মাকে বিস্মৃত করান।...স্মৃতি ভ্রংশ হইতে পারমার্থিক নিশ্চয়তা জ্ঞান চলিয়া যায়।... পুরুষ, সত্যস্বরূপ প্রতিষ্ঠা, অভাব লক্ষণ অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়।

Telang—ধ্যায়তঃ=ponder over সঙ্গ=attachmemt কাম= desire. সম্মোহ=want of discrimination· স্মৃতি-বিভ্রম=con· fusion of memory. বুদ্ধি নাশ=loss of reason. প্রণশ্যতি=is utterly ruined.

(৫৪) জগতে থাকিতে হইলে বিষয়ের স্পর্শে আসিতে হইবেই।

এ স্পর্শে আসিলে যাহাতে আত্মপ্রসাদ নষ্ট না হয়, তাহার জন্য কি ভাবে বিষয়ের ভিতর বিচরণ করা উচিৎ, ভগবান এইবার অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন, স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে বিচরণ করে, তাহার উত্তর দিয়াছেন।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

পদচ্ছেদ। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্তৈঃ তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরণ আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়-আত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি। (বিযুক্তৈঃ, বিমুক্তৈঃর পাঠান্তর)।

অন্বয়। তু বিধেয়াত্মা রাগ-দ্বেষ-বিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরণ প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। তু=পক্ষান্তরে অর্থাৎ ৬২ ও ৬৩ শ্লোকের অন্য দিক। বিধেয়াত্মা—বশীভূত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় যাহার, সেই পুরুষ; সংযতাত্মা; স্বাধীন অন্তকরণ যাহার সেই পুরুষ, কেহ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। রাগ-দ্বেষ বিমুক্তৈঃ—অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জ্জন দ্বারা। আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—স্বীয় বশে, আনীত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা। চরন=বিচরণ করিয়া, ভোগ করিয়া। প্রসাদম্—গ্লানি শূন্য প্রসন্নতা, সাম্য ভাবের তুষ্টি। অধিগচ্ছতি—পৌঁছাইয়া যান, থাকেন বা লাভ করেন। বিষয়ের উপর ইন্দ্রিয় ঘুরিয়া বেড়াইলেও বিপদ ঘটে না; বিপদ ঘটে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন হইলে (৩।৩৪)। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, নৌকা জলে ভাসিবে ভাসুক; কিন্তু জল যেন নৌকায় না প্রবেশ করে।

অনুবাদ। পক্ষান্তরে, অনুরাগ ও বিদ্বেষ বর্জ্জনের দ্বারা, সংযমাত্মা পুরুষ ঐ ভাবে স্বীয় বশে আনা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা, বিষয় সমূহে বিচরণ করিয়াও (গ্লানিশূন্য) প্রসন্নতায় (বা সাম্যে থাকার আনন্দে) থাকেন। (অনুরাগ ও বিদ্বেষই সকল অনর্থের মূল, এ কথা আবার

আমরা ৩।৩৪ শ্লোকে পাইব। নির্দ্বন্দ্ব, সাম্যভাব গীতার বিশেষ উপদেশ, ৩।৩৭ দেখ)

ইন্দ্রিয়গণ যখন উন্মুক্ত-মুখ, ও বিষয় সমূহ, অর্থাৎ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ যখন আমার ভিতর সর্ব্বদাই প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে হওয়া যায়? তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, স্ববশে রক্ষিত ইন্দ্রিয়েরা, বিষয়ে বিষয়ে ঘুরিয়া বেড়াইলেও, অর্থাৎ বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গুলির কাছে বার বার আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও, যে সংযত-চিত্ত পুরুষ মনকে অনুরাগ-মুক্ত ও বিদ্বেষ মুক্ত রাখে ও বিষয়ে নিমজ্জিত হয় না (২।৭১) সে নির্লিপ্ত থাকিয়া যথা কর্ত্তব্য কাজ করিতে থাকে। এই ভাব, ভগবান অনেক শ্লোকে বলিয়াছেন ও বলিবেন, যথা "মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয়", "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা" "দুঃখেস্বনুদ্বিগ্ন মনাঃ" (৩।৩৪, ৩৭ ; ৪।১০ ; ১৪।২২ ইত্যাদি) ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞা, ইহাই গুণাতীত অবস্থার বিশেষ ধাপ। যে অনুরাগ ও বিরক্তি জয় করিয়াছে, তাহার আত্মতুষ্টি নষ্ট হয় না।

যে রাগ দ্বেষকে জয় করিতে পারে নাই, যে বিষয়ে জড়িত হইয়া থাকে' তাহার শেষ পরিণাম কি হয়, তাহা ভগবান ৬২ ও ৬৩ শ্লোকে বলিয়াছেন।

—

রাগদ্বেষ যাহার নাই, তাহার মুখে খাবার থাকিলেও, জিহ্বা ও মন যদি বশে থাকে, সে আনন্দে মগ্ন থইবে না, বা বিরক্তির সহিত থু থু করিয়া ফেলিয়া দিবে না ; তাহার নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ভাব থাকিবে (২।৫৭)। যদি অপবিত্র খাদ্য না হয়, তাহা হইলে দেহ রক্ষার্থ যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই সে গ্রহণ করিবে, তাহাও উদাসীন ভাবে।

নির্লিপ্ত হইয়া বিষয় ভোগ করা পরমহংসদেবের কথায় "তুমি সংসারে থাক তাহাতে দোষ নাই, সংসার তোমাতে না থাকিলেই হইল ; জলের উপর নৌকা থাকিতে পারে, কিন্তু নৌকায় জল উঠিলেই নৌকা ডুবিয়া যায়।" পরমহংসদেব অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা গৃহস্থ বাড়ীর দাসীরা যেমন থাকে, ছুতোরের মেয়েরা যে ভাবে চিড়া কোটে ইত্যাদি।

এই শ্লোকটির সহিত পরের শ্লোক পড়িলে ভাল হয় ; উপরিউক্ত চিত্ত প্রসাদে কি হয়, পরের শ্লোকে কথিত হইবে।

শঙ্কর। আসক্তি ও দ্বেষ লইয়াই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহার অন্তঃকরণ ইচ্ছানুসারে বশে রহিয়াছে, সে রাগ-দ্বেষ-রহিত ও বশীকৃত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা অনিবার্য্য বিষয় সকল গ্রহণ করিতে থাকিয়াও প্রসাদ প্রাপ্ত হয়।

শঙ্কর, প্রসাদের অর্থ প্রসন্নতা, স্বাস্থ্য করিয়াছেন ;

শ্রীধর, শান্তি করিয়াছেন।

রামানুজ। চিত্তের শুভ আশ্রয়রূপ, আমি পরমেশ্বর, আমাতে মন নিক্ষেপ করিয়া রাগদ্বেষ রহিত হইয়া ইত্যাদি। প্রসাদ প্রাপ্তি — অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া যায়।

রামদয়াল। বিষয়াসক্ত জীব মুখে রামনাম জপ করে, কিন্তু মনে বিষয় চিন্তা করে। উহা উল্টাইয়া লও। নর্ত্তকী মাথায় কুম্ভ লইয়া নাচে, কিন্তু মন থাকে কুম্ভে।...এই শ্লোক ব্রজেত্ কিম্, তাহার উত্তর। যাহার মন আমাতে রহিল, তাহার ইন্দ্রিয়, বিষয়ে গিয়া পড়িলেও দোষ হয় না, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মনের নিগ্রহ যখন হয়, তখন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও দোষ হয় না।

ভক্তিপ্রদীপ। A self controlled person attains placidity of mind, accepting as he does, the pleasures through his mastered senses free from attachment or hatred.

বিদ্যানন্দ। বশীভূত অন্তঃকরণ পুরুষ রাগদ্বেষ রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ রহিত থাকিলেও, প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়।

মধুসূদন। পক্ষান্তরে মন যদি নিগৃহীত হয় তাহা হইলে বহিরিন্দ্রিয় সকল যদি নিগৃহীত নাও হয়, তথাপি কোন ক্ষতি হয় না। এই কথা বলিয়া ৮টি শ্লোকে কিন্ ব্রজেত অথাৎ কি রূপে বিষয়-দেশে গমন করেন, অর্থাৎ বিষয় গ্রহণ করেন, বলিলেন। বিধেয়াত্মা=বশীভূত চিত্ত প্রাপ্তি।......অনুরাগ ও দ্বেষবিহীন শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা। বিষয়ান্=অনিষিদ্ধ শব্দাদি বিষয় সকল। চরন=উপলব্ধি করতঃ। প্রসাদ=প্রসন্নতা অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষাৎকার-যোগ্যতা-রূপ স্বচ্ছতা। ইন্দ্রিয় সকল যদি সংযত মনের বশে থাকিয়া অনুকূল হয়, এবং রাগ দ্বেষ শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অনিষিদ্ধ বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও কোন রূপ দোষে লিপ্ত হইতে হয় না, প্রত্যুত তাহারা পরমাত্ম—সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা আনিয়া থাকে যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ হইয়া থাকে। মন নিজের বশে থাকিলে, রাগ ও দ্বেষ থাকিতে পারে না; উহারা না থাকিলে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাদের অধীন হইতে পারে না। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে চিত্ত-শুদ্ধির বাধা ঘটে না।

Telang আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মা=under the control of his own self. প্রসাদ=tranquility.

সন্তদাস। পরন্ত আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হইয়া আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বিষয় গ্রহণ পুরঃসর সংযত চিত্ত পুরুষ, স্বাভা-

বিক স্থায়ী প্রসন্নতা লাভ করেন। ইহাকেই নির্ম্মল সত্ত্বে স্থিতি বলে।

অরবিন্দ। ভোগ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ দুঃখ নাই; পুরুষের নিরন্তর স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে।

ভূপেন্দ্র নাথ। ক্রিয়া করিলে প্রাণ শান্ত হয়, প্রাণ শান্ত হইলে মন সন্তুষ্ট থাকে, বিষয় অন্বেষণে থাকে না। এই রূপ মনের দ্বারা বিষয়-ভোগ হইলেও শান্তির ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীধর। "কিম্ ব্রজেত" প্রশ্নের উত্তর। ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ অসাধ্য নহে।

রামকণ্ঠ। আত্ম বশ্যৈর্বিধেয়াত্মা—প্রত্যবমর্শ বিষয়ীভূত স্বাধীন আত্ম স্বভাব পুরুষ। রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইয়াই বিচরণ করিতে পারে।

(৬৫) উপরি উক্ত প্রসন্নতা লাভ হইলে কি হয় বলিতেছেন।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

পদচ্ছেদ। প্রসাদে সর্ব্ব-দুঃখানাম্ হানিঃ অস্য উপজায়তে, প্রসন্নঃ-চেতসঃ হিঃ আশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।

অন্বয়। প্রসাদে অস্য সর্ব্ব দুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে, হি প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে।

কঠিন শব্দ। প্রসাদে=উপরি উক্ত চিত্ত প্রসন্নতায়। হানি—নিবৃত্তি, নাশ। উপজায়তে=জন্মায়। হি—যে হেতু, কারণ। পর্যবতিষ্ঠতে=প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুবাদ। (পূর্ব্বোক্তশ্লোকে যাহার কথা বলা হইয়াছে সেই) চিত্ত প্রসন্নতায় সেই পুরুষের (অর্থাৎ উপরে যাহার কথা বলা হইয়াছে

তাহার) সকল দুঃখ নিবৃত্তি হয় ; কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে শীঘ্রই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। ৬৪ ও ৬৫ এক সঙ্গে পড়িলে ভাল হয়।

দুঃখ প্রশমিত করিবার নানাবিধ সাধনা আছে ; নানাবিধ মতবাদের নাম করা হয়, ধরিয়া থাকিবার জন্য। কিন্তু এই আত্ম-প্রসাদ ছাড়া এমন কোনও উপায় নাই, (যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিবার উপায় উপরে বলা হইয়াছে), যাহাতে সকল দুঃখ নাশ হয়। আর শুধু তাহাই নহে, মন আত্ম-প্রসাদে গ্লানি-শূন্য অবস্থায় থাকিলে, বুদ্ধি ঝটিতি ও আপনা আপনি, স্থৈর্য্য লাভ করে, অর্থাৎ সে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। যেখানে প্রসাদ, সেখানে বিষাদ নাই ; যেখানে বিষাদ সেখানে প্রসাদ নাই। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় বশীভূত যাহার, ও সেই কারণে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন যাহাতে হয় না, সে আত্ম-প্রসন্নতায় থাকে ; আত্ম প্রসন্নতায় সকল দুঃখ নাশ হয় ও বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৪ ও ৬৫ শ্লোকে অন্বয়ভাবে দেখান হইল ইন্দ্রিয় বশ্যতায় যাহা হয় ; ৬২ ও ৬৩ ও ৬৬ ৬৭ শ্লোক ব্যতিক্রম ভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশে না থাকিলে কি হয়, তাহা দেখান হইয়াছে।

শঙ্কর। প্রসন্নতা প্রাপ্তি হইলে,আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ নাশ হয়। তাহার বুদ্ধি সকল দিক্ হইতে আকাশের ন্যায় স্থির হইয়া যায়। কেবল আত্মরূপে নিশ্চল হইয়া যায়। কোন কোন টীকাকার "প্রসন্নচিত্তে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পায়" শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

রামদয়াল। চিত্তের প্রসন্নতাই সর্ব্বপ্রকার সাধনার উদ্দেশ্য। নির্ম্মল চিত্ত (ভগবানের) আমার মুখ্য দেহ, গৌণ দেহ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই, উপাস্যে অভেদ ভাবনা হয়, অজ্ঞানরূপ যে বিষয়ভাবনা, তাহা নিবৃত্তি হয়।

শ্রীধর। চিত্তপ্রসাদে সব দুঃখ দূর হয়, তৎপরে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিলক। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, কিন্তু লোক-সংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন; সন্ন্যাসমার্গী সেরূপ করেন না। কিন্তু গীতার সংন্যাস-মার্গী টীকাকার এই প্রভেদকে গৌণ বুঝিয়া সাম্প্রদায়িক আগ্রহে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন যে স্থিত-প্রজ্ঞের উক্ত বর্ণনা সংন্যাস-মার্গ সম্বন্ধীয়ই।

গিরীন্দ্র। চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায় রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইয়া বিষয়-ভোগ। বিষয়-ভোগ ব্যতীত চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, কারণ মানুষের ধাতুগত প্রকৃতি বিষয়াভিমুখী। গিরীন্দ্র শেখর কঠোপনিষদে ২।২০ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে অকাম ও বীতশোক ব্যক্তির ধাতু প্রসন্ন হইলে আত্মার দর্শন লাভ হয়।

গায়েঙ্কা। এই শ্লোক হইতে অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

জ্ঞানেশ্বরী। যদি হৃদয় প্রসন্ন থাকে তো দুঃখ কিসের, আর দুঃখ থাকিবেই বা কোথায়? সেই সময় বুদ্ধি নিজে পরমাত্মা স্বরূপে যাইয়া স্থিতি পায়।

মধুসূদন। চিত্তের স্বচ্ছতারূপ প্রসাদ হইলে পর অজ্ঞান বশতঃ প্রকাশমান আধ্যাত্মিকাদি সকল প্রকার দুঃখেরই বিনাশ হইয়া থাকে, যেহেতু প্রসন্নচেতা যতি ব্যক্তির শীঘ্রই বুদ্ধি অর্থাৎ "ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন" এই প্রকার বুদ্ধি পর্য্যবস্থিত হয় (পরি অর্থ সকল দিক হইতে, অবস্থিত অর্থাৎ স্থিত হইয়া থাকে) কেন না তাঁহার বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক আর নাই; সুতরাং প্রসন্নতা হইলে বুদ্ধির পর্য্যবস্থান (স্থিরতা), আর সেই স্থিরতা হইতে তাহার বিরোধী অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তাহার পর সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ

সকল প্রকার দুঃখের হানি (ক্ষয়) হইয়া যায়...চিত্ত প্রসাদ লাভ হইলে দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। প্রসন্নতাই বুদ্ধি স্থৈর্য্য সম্পন্ন করে। এই প্রসাদ ভূমি লাভ হইলে জাগতিক কোনও ব্যাপারই প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় মন যখন আত্মাকারা হইয়া যায়, মনে তখন আর তরঙ্গ উঠে না। মনের এই নিস্তরঙ্গ ভাবই মনের প্রকৃত সন্তোষ। মনের এই সুস্থ অবস্থায় বুদ্ধি আত্ম-মুখী হইয়া থাকে।

ভক্তিপ্রদীপ। Wisdom of a placid mind becomes steadfast in no time. **Telang** :—প্রসাদ=tranquility.

জগদীশ্বরানন্দ। জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্রে আছে, প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি আকাশবৎ, ঐরূপ চিত্তে শিব বা ব্রহ্ম বিরাজ করেন।

রামানুজ। মন নির্ম্মল হওয়ায়, প্রকৃতি সংসর্গে প্রযুক্ত দুঃখের নাশ হইয়া যায়। সেই প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের বিরোধী দোষসমূহ-রহিত চিত্ত, পুরুষের আত্মবিষয়ক বুদ্ধি সেই ক্ষণেই আমাতে স্থিত হইয়া যায়।

(৬৬) ইন্দ্রিয় যাহার বশীভূত নহে, তাহার বিষয়, দুই শ্লোকে বলিতেছেন।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

পদচ্ছেদ। ন অস্তি বুদ্ধিঃ অযুক্তস্য ন চ অযুক্তস্য ভাবনা, ন চ অভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?

অন্বয়। অযুক্তস্য বুদ্ধি নাস্তি, অযুক্তস্য ভাবনা চ ন, অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন, অশান্তস্য সুখং কুতঃ?

কঠিন শব্দ। অযুক্ত—যে রাগ দ্বেষহীন অবস্থায় যুক্ত নহে যাহার ইন্দ্রিয় সংযত (বা যোয়াল বদ্ধ বা yoked) নহে ; যে সমত্ব যোগযুক্ত বা সমাহিত চিত্ত বা চাঞ্চল্যহীন নহে, (যুক্ত আসীত মৎপরঃ ২।৬২) যে ভগবানে যুক্ত নহে। বুদ্ধিঃ=নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ; আমি ও আমার পরিত্যাগকারী বুদ্ধি ; প্রসন্নচিত্ত হইলে যে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় (২।৫৫) ; যে বুদ্ধি, বুদ্ধি-যোগ বা সাম্যবুদ্ধিতে পাই (২।৩৯, ৪১, ৫১, ৫৩)। নাস্তি বুদ্ধি—বুদ্ধি না থাকার মত হয় ; বুদ্ধি হৃত হইয়া যায় (২।৬৭) ; ক্ষিপ্তের মত হইয়া যায় (স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশঃ. (২।৬৩) ভাবনা=আত্মধ্যান ; ভগবৎ চিন্তা ; গভীর মনোনিবেশ ; ইহাকে স্থিতপ্রজ্ঞাও বলা যায়, কারণ ইহা রাগদ্বেষযুক্ত অসংযতেন্দ্রিয়, চঞ্চল-চিত্ত পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই গভীর মনোনিবেশ, পারমার্থিক সমস্যাদির সমাধান ও তদ্দ্বারা মানুষকে ছিন্ন-সংশয় করে বলিয়া ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটায় বলিয়া, ইহা মানুষকে শান্তিতে লইয়া যায়। শান্তি=বিক্ষেপ-শূন্য অবস্থা (২।৭০, ৭১) ; ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। সুখ=ব্রহ্মানন্দ (৫।২১ ; ৬।২৭, ২৮) ; ভূমা, ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। যে অযুক্ত, অর্থাৎ যে রাগ-দ্বেষ হীনভাব যুক্ত নহে যে চঞ্চল চিত্ত, যে সাম্য ভাব যুক্ত নহে, যে সমাহিত নহে, যাহার ইন্দ্রিয় yoked নহে, তাহার বুদ্ধি না থাকার মত হয় (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা থাকে না, ক্ষিপ্তভাবাপন্ন হয়) ; যে অযুক্ত তাহার ঈশ্বর ভাবনা বা গভীর মনোনিবেশ হয় না (যে মনোনিবেশ, উপরে কথিত কারণ সমুহের দ্বারা মনে শান্তি আনে) ; যাহার মনোনিবেশ হয় না, তাহার শান্তি বা বিক্ষেপ-শূন্য অবস্থা ঘটে না ; যে শান্তি প্রাপ্ত হয় না, তাহার সুখ বা ব্রহ্মানন্দ বা আত্মতুষ্টি কোথায় ?

অসংযত ইন্দ্রিয়ের দাপাদাপিতে, বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিতে, ও মনোনিবেশ-হীনতায়, সে সর্ব্বদাই শান্তিহীন ভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিণামে কোথায় লইয়া যায় তাহা ২।৬২, ৬৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে এখানে কিরূপে পারমার্থিক সর্ব্বনাশ সাধিত করে, ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ঘটিতে দেয় না তাহা বলা হইল।

শঙ্কর। অযুক্ত—যাহার অন্তঃকরণ সমাহিত নহে, সে রকম পুরুষে আত্ম-স্বরূপ বিষয়ক বুদ্ধি হয় না, আর ভাবনা অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের জন্য সাধন-তৎপরতাও হয় না। শান্তি=উপরামতা। সুখ—বিষয় সেবন সম্বন্ধী তৃষ্ণা হইতে যে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি। ভাবনা=আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ।

রামানুজ। মন আমাতে নিক্ষেপ না করিয়া, নিজের প্রযত্নে ইন্দ্রিয় দমনে নিযুক্ত পুরুষে, প্রকৃতি-সংসর্গ রহিত আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না; অতএব তাহার তদ্‌বিষয়ক ভাবনাও হইতে পারে না। ভাবনাহীন পুরুষের বিষয়েচ্ছা শান্ত হয় না। শান্তিহীন পুরুষের, বিষয়ে লালসাযুক্ত পুরুষের, নিত্য নিরতিশয় সুখ প্রাপ্তি হয় না। অযুক্ত—আমাতে যার মন অযুক্ত।

মধুসূদন। বুদ্ধি=শ্রবণ, মনন নামক বেদান্ত বিচার হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই রকম আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি। ভাবনা—বিজাতীয় প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) দ্বারা ব্যবধান হীন যে স্বজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ তাদৃশ নিদিধ্যাসনাত্মিকা ভাবনা, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবৎ চিন্তা। শান্তি—বেদান্ত বাক্য বিচার হইতে উৎপন্ন, অবিদ্যা, এবং তাহার কার্য্যের নিবৃত্তি স্বরূপ ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নতা সাক্ষাৎকাররূপ শান্তি। সুখ=মোক্ষানন্দ।...চিত্ত প্রসাদই বুদ্ধিকে যুক্ত করে। এই যোগ না হইলে আত্ম-স্বরূপে বুদ্ধি অবগাহন করিতে পারে না। বুদ্ধি স্থির না

হইলে. অর্থাৎ যুক্ত না হইলে, প্রকৃত ভাবনা বা গাঢ় অভিনিবেশরূপ ধ্যান জমে না। ধ্যানভূমি লাভ না হইলে শান্তি দেখা দেয় না। অশান্ত = আত্ম-সাক্ষাৎকারশূন্য। ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া, মনকে তাহার অনুগামী হইতে না দিলে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা কিছুই থাকে না।

শ্রীধর। অযুক্ত = অজিতেন্দ্রিয়। ভাবনা = ধ্যান। ভাবনা দ্বারাই বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাবনাহীনের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির আত্মাতে চিত্তের নিবৃত্তিরূপ শান্তিলাভ হয় না। সুখ॥ মোক্ষানন্দ।

জ্ঞানেশ্বরী। যাহার বুদ্ধি কখনও স্থির থাকে না, তার স্থিরতার ইষ্টও উপজাত হয় না।

সন্তদাস। যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহার ধ্যানও হয় না।

কৃষ্ণানন্দ। মনকে জয় করিতে না পারিলে, শ্রবণ, মনন, বেদান্ত বিচার দ্বারা আত্ম বোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না; যাহার ঈশ্বর-বুদ্ধি নাই, তাহার নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনার সম্ভাবনা নাই। তাহার আত্ম–সাক্ষাৎরূপ শান্তির উদয় হয় না।

ব্যোমব্রহ্ম। আত্ম-চিন্তা বিরত ব্যক্তির জ্ঞান নাই, সে কোনও বিষয়ে চিন্তা করে না ; যে চিন্তা করে না তাহার শান্তি আসে না,...

ভূপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত বুদ্ধি হবার যো নাই। ক্রিয়ার পরাবস্থায় আত্ম সাক্ষাৎকার না হইলে প্রকৃত শান্তি নাই, সুতরাং মুক্তির আনন্দ সে কিরূপে পাইবে ?

Gandhi—ভাবনা=devotion. **Davis** puts ভাবনা=right condition ; **Hill** puts it=reflection ; **Telang**—perseverance in the pursuit of knowledge ; **Radhakrishnan**, power of concentratton.

Modi—অভাবয়তঃ—of one who has no ভাবনা or devotion to the Lord, in the form of dedication of his actions to Him.

শান্তি=চিত্তপ্রসাদ।

বিভিন্ন টীকাকারেরা ভাবনার বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন। যথা সৎপথে থাকা, মননশীলতা ইত্যাদি। গিরীন্দ্র শেখর ভাবনা অর্থে তৃপ্তি করিয়াছেন। তিলক ভাবনা অর্থে দৃঢ়বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠা অথবা বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগ করিয়াছেন।

ভক্তিপ্রদীপ। বুদ্ধি—wisdom অযুক্ত=nondevotee, ভাবনা= meditation. অভাবয়তঃ=for one who does not meditate on the Lord. শান্তি - taanquility. সুখ=transceendental bliss.

বিদ্যানন্দ। অযুক্ত=যোগরহিত। ভাবনা=ভাল চিন্তা।

Telang—অযুক্ত=not self restraint. বুদ্ধি=steadiness of mind. ভাবনা=perseverance (ref. ধম্মপদ, 301). শান্তি= tranquility'

(৬৭) অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রজ্ঞার বিকাশ হয় না কেন, তাহাই বলিতেছেন।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

পদচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্ যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে, তৎ অস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি।

অন্বয়। চরতাম্ ইন্দ্রিয়ানাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে, হি তৎ বায়ু অম্ভসি নাবং ইব তস্য প্রজ্ঞাং হরতি।

কঠিন শব্দ। চরতাং=বিচরণশীল ; বিষয়ে বিষয়ে যাইতেছে, এরূপ স্বভাবের। অনুবিধীয়তে=অনুবর্ত্তন বা অনুসরণ করে।

অম্ভসি=জলে। নাবম্=নৌকা। হি=ঠিক সেই ভাবে; হি শব্দে, জোর দেওয়া হইল।

অনুবাদ। (বিষয়ে বিষয়ে অসংযতভাবে বিচরণশীল) ইন্দ্রিয় সমূহের, যে ইন্দ্রিয়কে যাহার মন অনুশরণ করে, সে ইন্দ্রিয়, তাহার প্রজ্ঞা, তাহার স্থির বুদ্ধিকে, অপহরণ করে; উহা হয় ঠিক সেই ভাবে যে ভাবে বায়ু, জলে ভাসমান নৌকার স্থির গতি অপহরণ করে। ঝড়ে, নিজের পথে নৌকাকে চালায়, ঘোরায়, এমন কি ডুবাইয়া দেয়; ইন্দ্রিয়ের দাপাদাপির প্রভাব বুদ্ধির উপর সেই ভাবেই হয়। (মহাভারত ৫।১২৯।২৭, গীতাপ্রেমী)।

৬৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে, অযুক্তের বুদ্ধি থাকে না; বুদ্ধি তাহা হইলে কোথায় যায়? ভগবান এই শ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন। বুদ্ধি ও মন ইন্দ্রিয়ের রাজা হইলে কি হইবে, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে মন (২।৬০) ও বুদ্ধি ক্রীতদাসের মত হইয়া যায়।

ইহা সকলেরই বিদিত যে কুরঙ্গ সঙ্গীত শুনিতে থাকিলে এত মুগ্ধ হয় যে ব্যাধ সেই সময় আসিয়া তাহাকে মারিয়া বা বাঁধিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। তাই কথায় বলে, কর্ণের লোভ অর্থাৎ শুনিবার লোভ কুরঙ্গকে মারে; চক্ষের লোভ অর্থাৎ রূপ দেখিবার লোভ পতঙ্গকে মারে. (কারণ সে অগ্নিশিখা দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে) ত্বকের লোভ অর্থাৎ স্পর্শের লোভ হস্তীকে মারে, (স্ত্রী হস্তীর স্পর্শে পুরুষ হস্তী এত মুগ্ধ হয় যে যাহারা হাতী ধরে, তাহারা পালিত স্ত্রী-হস্তী দিয়া বন্য পুরুষ-হস্তীকে মুগ্ধ অবস্থায় আনিয়া ফেলে, সেই সময় তাহারা চুপি চুপি গিয়া বন্য হস্তীর পিছনের পা বাঁধিয়া ফেলে); জিহ্বার লোভে মাছ মরে, (চার খাইতে তাহার ভিতর বঁড়সী আছে না জানিয়া, বঁড়শী খাইয়া ফেলে। বঁড়সী গলায় আটকাইয়া যায়); আর

নাকের লোভে অর্থাৎ গন্ধের লোভে ভৃঙ্গ মরে ; (অনেক ফুল এ রকম আছে যে; তাহার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভৃঙ্গ যখনই তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হয়, ফুলের পাপড়িগুলি আপনা আপনি মুদিয়া যায়, ও ভৃঙ্গ তাহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া মারা পড়ে)। যখন একটিমাত্র অসংযত ইন্দ্রিয়ের পিছনে মন ধাবিত হইলে, মাত্র সেই একটি ইন্দ্রিয়ই বিচার বুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দিতে সক্ষম হয়, তখন একাধিক ইন্দ্রিয় অসংযত হইলে ও তাহাদের পিছনে মন ধাবমান হইতে থাকিলে তাহারা কি না করিতে পারে ? "শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ, পঞ্চত্বমাপুঃ সগুণেন বদ্ধাঃ, কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গানরঃ পঞ্চভি রঞ্জিতঃ কিম্ ?" (একের পাছে যেয়ে পাঁচ, পাঁচে পাঁচ মিশায় ; পাঁচের পাছে ফিরে যেই, তার কি উপায় ?

শঙ্কর। ইন্দ্রিয় অনুসরণকারী মন আত্ম-অনাত্ম-সম্বন্ধী বিবেক-জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন বুদ্ধিকেও হরণ করে।

মধুসূদন। প্রজ্ঞা = আত্ম বিষয় শাস্ত্রীয় বুদ্ধি।

কৃষ্ণানন্দ। প্রজ্ঞান বিবেক।

Telang—The heart which follows the rambling sense leads away his judgment.

ভূপেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রিয়েরা বশীভূত হইবে কাহার ? মনের তো ? মনের ঘাড়ে যে ভূত চাপিয়া আছে। স্থির বুদ্ধিই প্রজ্ঞা। ইন্দ্রিয়ের বেগ সেই প্রজ্ঞাকে উড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বেগ তেমন হইবে না, যদি মন তাহাতে যোগ না দেয়। বিচার বিহীন মনই অবশ হইয়া কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো, মনো নাথস্তু মারুতঃ, মনের প্রভু প্রাণ। প্রাণ অভ্যাসের দ্বারা স্থির হইলে মন ও তৎসহ ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই বশীভূত হইয়া যায়।

শ্রীধর। সেই একটি ইন্দ্রিয় উহার অর্থাৎ মনের বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রজ্ঞা হরণ করে অর্থাৎ বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে,...বায়ু যেমন প্রমাদগ্রস্ত বা দিগ্‌ভ্রান্ত কর্ণধারের নৌকাকে, ইত্যাদি।

His soul, like bark with a rudder lost
On passion's changeful tide tos't (Scot)

ভক্তিপ্রদীপ। Just as the storm sweeps away a vessel on the sea. so also the followiug of the unregulated senses by by the mind, takes away the sense of determination.

বিদ্যানন্দ। বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়দিগের পিছনে যে মন দৌড়ায়, সেই মনই পুরুষের বুদ্ধি এই প্রকার হরণ করে, যেমন বায়ু ইত্যাদি।

রামানুজ। মনুষ্যের দ্বারা যে মন বিষয় সেবনযুক্ত ইন্দ্রিয়-মার্গে লাগাইয়া দেওয়া হয়, সে মন ঐ মনুষ্যের প্রকৃতি সংসর্গ রহিত আত্মা ও প্রকৃত প্রজ্ঞা, দুইই অপহরণ করিয়া লয়, অর্থাৎ বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত করায়, যেমন জলে ভাসমান নৌকা বায়ুর দ্বারা মার্গচ্যুত হয়।

(৬৮) যখন ইহা এইরূপ, (উপরে যাহা বলা হইয়াছে), তাহা হইলে ?—ভগবান বলিলেন—

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

অন্বয়। মহাবাহো, তস্মাৎ যস্য সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বশঃ=সর্ব্বপ্রকারে ; সকল (মধুসূদন)। ইন্দ্রিয়া-

র্থেভ্যঃ=ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে। নিগৃহীতানি=সম্পূর্ণরূপে গৃহীত অর্থাৎ ধৃত, অর্থাৎ বশীকৃত হইয়াছে, ঘোড়াকে যেমন বল্গা টানিয়া রাখিয়া সংযত ও বশীকৃত রাখা হয়; প্রত্যাহৃত। ইহাই "দম"। ৭০ শ্লোক "শম" সম্বন্ধীয়।

অনুবাদ। হে মহাবাহো অর্জ্জুন, সেইজন্য, যাহার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ. রস, গন্ধ, হইতে সর্ব্বতোভাবে **টানিয়া রাখা অবস্থাতে**, অর্থাৎ প্রতিনিবৃত্ত অবস্থাতে, রহিয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।

নিগ্রহ (৩।৩৩) ও নিগৃহীত ভাবার্থে এক; গ্রহ=গ্রহণ করা, বা বশে আনা দুইয়েতেই আছে। তবে ৩।৩৩ নিগ্রহে মনে হয় 'শম' ব্যবস্থিত অর্থাৎ রাগদ্বেষ পরিহার করা (৩।৩৪) ব্যবস্থিত; ইন্দ্রিয় সংযমের কথা ২।৬০ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে হইয়াছে; সুধীজনেরা যেন লক্ষ্য করেন। প্রথমে চাই আত্মবান হওয়া, ইন্দ্রিয়গণকে (কূর্ম্মের অঙ্গের মত) টানিয়া রাখার দ্বারাই হউক, বা মন বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অপহৃত হইতে না দেওয়ার দ্বারাই হউক। তবুও ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি) ইহাদের নিগ্রহ বা নিগৃহীত যাহাই করা যাউক না কেন, বিশেষ একটি ক্ষেত্রে (যেখানে সহজাত কাম ক্রোধ) প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি? (৩.৩৩)। আগন্তুক রাগদ্বেষ, তাহার জন্য নিগ্রহ বা নিগৃহীত করার ব্যবস্থা চলে, কিন্তু কর্ম্ম-ফলে প্রাপ্ত অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-নিয়ন্ত্রণ-কারিণী "প্রকৃতি"-প্রদত্ত, বুদ্ধির সহজাত এবং বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে, অর্থাৎ যাহাকে পরিষ্কার ভাবে ধরা যায় না, বা বোঝা যায় না, এমন ভাবে, স্থিত কাম ক্রোধ; তাহাকে দমিত বা অপসারিত করা এক রকম প্রায় অসম্ভব।

আগন্তুক নহে, তবে প্রকৃতির বিশেষ নিয়মে প্রাপ্ত কামক্রোধ, ইহাকে দমিত করিতে একেবারেই যে পারা যায় না তাহা নহে.; ভগবান পূর্ব্বে ইঙ্গিত দিয়াছেন (২।৬১) শ্লোকে ; এবং ইহার আলোচনাও তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে করিয়াছেন ; জানাইয়াছেন বুদ্ধি-সহজাত কামকে বিনষ্ট করিতে, সাহায্য লইতে হইবে, বুদ্ধির উপরে স্থিত, বুদ্ধি যাহার নিকট হইতে চেতনা ও ক্রিয়াশীলতা প্রাপ্ত হয়, সেই 'সঃ" সেই তিনি, অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে (৩।৪২); অর্থাৎ "প্রকৃতির" সহিত সংঘর্ষে সাহায্য লইতে হইবে "পুরুষের" ; অর্থাৎ আত্মা বা পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের কৃপার, যখন আত্মবল বা পুরুষকারে কুলাইবে না।

রামানুজ। অতএব প্রথমোক্ত বিধিতে শুভাশ্রয়রূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বরে-সংলগ্ন-চিত্ত-পুরুষের ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয়। (মহাভারত, ৪।৩৪।৫৯, "গীতাপ্রেমী")।

শঙ্কর। সকল প্রকারে, অর্থাৎ মানসিক আদি ভেদে।

রামদয়াল। যে হেতু ইন্দ্রিয়ের অধীন মন, মনের অধীন প্রজ্ঞা, সেই হেতু যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ সর্ব্ব প্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত চিত্তটি সর্ব্বদা ভগবানে স্থাপিত।

ভূপেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রিয়গুলিতে বিষয় স্পর্শ হইলেও তাহারা আনন্দে লম্ফঝম্ফ করিবে না, বিশ্বাসী ভক্ত ভৃত্যের মত, কেবল প্রভুর বাক্যানুসরণ করিবে। ইহা নিরন্তর সাধনাভ্যাস ও বিচার দ্বারা ঘটান যায়।...প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া প্রাণ সংযমে অভ্যস্ত হইতে হইবে। প্রাণ সংযম অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয় সংযম অনায়াস-সাধ্য হয়।

শ্রীধর। ইন্দ্রিয় সংযমের সাধনত্বাবশেষে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই অর্থ ; উপসংহারে, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, ইহাই জ্ঞাতব্য।

Jortin—The art of governing the passion is more useful and more important than many things, in the search and pursuit of which we spend onr day.

ভক্তিপ্রদীপ ! নিগৃহীত=controlled In the light of যুক্ত বৈরাগ্য।

মতিলাল। স্ব স্ব বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত। রামকণ্ঠ। নিগৃহীত=নিয়মিত।

মধুসূদন। তস্য শব্দে, সিদ্ধ ও সাধক উভয়েরই উল্লেখ করা হইল।

Telang—His mind is steady whooe senses are restrained on all sides from objects of senses.

(৬৯) সংযমী পুরুষ সংযমবিরোধী ব্যাপার সমূহকে ত্যাজ্য অর্থাৎ দৃষ্টির বহির্ভূত রাখেন, তাঁহাদের কাছে তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন অদর্শন-যোগ্য থাকে ; সংযমের প্রতি তাঁহারা সচেতন থাকেন। সাধারণ পুরুষ ঠিক বিপরীত স্বভাবের হয়।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাংজাগতি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

পদচ্ছেদ। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী, যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতঃ মুনেঃ।

অন্বয়। সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি, যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি, পশ্যতঃ মুনেঃ সা নিশা।

কঠিন শব্দ। নিশা=রাত্রি বা রাত্রির মত অন্ধকারময়, অর্থাৎ

দেখিবার, বুঝিবার বা লাভযুক্ত হইবার কিছু নাই এরূপ সত্তাহীন, অতএব তাহাতে চেতনা সম্পন্ন বা তৎপর হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। ভূতানাং—সাধারণ লোক, যাহারা জিতেন্দ্রিয় নহে। পশ্যতঃ—দৃষ্টিসম্পন্ন।

অনুবাদ। সাধারণ লোকের নিকট যাহা রাত্রি স্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জাগিয়া থাকেন। যাহাতে সাধারণ লোক জাগিয়া থাকে, দৃষ্টি-সম্পন্ন মুনি যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট তাহা রাত্রি।

সাধারণ মানুষের কাছে ইন্দ্রিয় সংযম এমন কিছু সত্ত্বা-সম্পন্ন, নিষ্ঠায় রাখিবার মত, বস্তু নহে; তাহাদের নিকট উহা রাত্রির মত আলোক-হীন অর্থাৎ তাহারা এই সিদ্ধান্ত রাখে যে উহার জন্য চক্ষু খুলিয়া সচেত থাকবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমী জিতেন্দ্রিয় যাঁহারা, তাঁহারা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা সচেত ও যত্নশীল থাকেন, পাছে অজ্ঞাতসারে কোথাও ত্রুটি হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, সাধারণ লোক যাহাতে জাগিয়া থাকে, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ, ইন্দ্রিয়ের সংযমহীনতা, বৈষয়িক ব্যাপার সমূহ, ইত্যাদি, যাহাতে তাহারা প্রমত্ত থাকে ও সর্ব্বদা বিচরণ করিতে থাকে, তাহা তাহাদের নিকট দিনের সমান, অর্থাৎ তাহাতে তাহারা মোটেই অসাড় হইয়া থাকে না, মানুষ যেমন দিনের বেলায় অসাড় হইয়া থাকে না, সর্ব্বদা তৎপরতায় থাকে; কিন্তু দৃষ্টি-সম্পন্ন মুনি বা মনীষী যাঁহারা তাঁহারা বোঝেন সংযমহীনতা অতি অসার, ঘৃণ্য পদার্থ, অগ্রাহ্যের সহিত তাহার দিকে চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতে হয়, মানুষ যেমন রাত্রিকালে চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া থাকে।

অথবা যে, আত্মজ্ঞান (বা ঈশ্বর চিন্তা) অন্য লোকেদের পক্ষে রাত্রি স্বরূপ, অর্থাৎ অজ্ঞান তিমিরে ঢাকা থাকে, সংযমী তাহাতে

জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার পূর্ণ উপলব্ধি রাখেন ; আর যে বিষয়-জ্ঞানে অন্যেরা চেতনাযুক্ত থাকে; সংযমী তাহাকে রাত্রির মত দেখে, অর্থাৎ মোটেই চেতনিত থাকেন না। অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানে আত্মনিষ্ঠায় সংযমী জাগিয়া থাকে ; পক্ষান্তরে বিষয়-জ্ঞানে বিষয় নিষ্ঠায় বিষয়ী জাগিয়া থাকে। আর একটি এইরূপ ব্যাখ্যা :—আত্মজ্ঞের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব দিনের মত, দ্বৈত ভাব রাত্রির মত; অজ্ঞের নিকট ঠিক বিপরীত। ব্রহ্ম বোধ জন্মিলে জগৎ মিথ্যা মনে হয় (শঙ্করানন্দ)। (এই শ্লোকটি ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধী শ্লোক গুলির সহিত থাকায়, প্রথম ব্যাখ্যাটি আমরা বেশী সুসঙ্গত মনে করি)।

এই শ্লোকটী কাব্য-সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, সুন্দর ও গুরুত্ব পূর্ণ।

শঙ্কর। তামস স্বভাবের জন্য সব পদার্থের অবিবেক উৎপাদন কারী রাত্রির নাম নিশা। পরমার্থ তত্ত্ব যাহা স্থিতপ্রজ্ঞের জ্ঞেয়, অন্যের নিকট তাহা রাত্রি, তাহারা ঘুমায়, যেমন বাতুড় ও নিশাচরেরা দিনে ঘুমায়, কিন্তু সেই পরমার্থ তত্ত্বে সংযমী জাগরিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা রূপ রাত্রিতে অন্য সকল প্রাণী, স্বপ্ন দেখা যেমন জাগার সমান, সেই ভাবে জাগিয়া থাকে কিন্তু মুনির জন্য তাহা রাত্রি। সেই জন্য অবিদ্যা অবস্থাতেই কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান নষ্ট হয়। আত্মজ্ঞানই দিবা। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে কি এই সব দৃশ্য রাত্রির মত অবিদ্যা মাত্র, সেই আত্ম-জ্ঞানীর সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাসে অধিকার ; প্রবৃত্তিতে নহে। আত্ম-জ্ঞান রূপ অন্তিম প্রমাণ, আত্মার প্রমাতাত্ব নিবৃত্ত করিয়া দেয়, তাহার পর নিজে লুপ্ত হয়। আত্ম-জ্ঞানীর কর্ম্মে অধিকার নাই। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাবার্থে ইহা বলেন ; অতএব ইহা স্থির হইল যে অবিদ্যা অবস্থাতেই কর্ম্মের বিচার করা হয়, জ্ঞানে বা বিদ্যায়

নহে। (তিনি শেষে আনিয়াছেন যে সন্ন্যাস সকলকারই লওয়া উচিৎ)

টীকাকারেরা প্রায় সকলেই ব্যাখ্যায় আত্মজ্ঞানের নানা কথা আনিয়াছেন। সাধারণতঃ ব্যাখ্যাগুলি এইরূপ—"বেদান্ত বাক্য হইতে উৎপন্ন", "আত্মসাক্ষাৎ রূপ" "আমি ব্রহ্ম হইয়াছি" "এই প্রকার প্রজ্ঞা তাহা সাধারণের নিকট অপ্রকাশ থাকে"; "অন্য লোকে বিষয়নিষ্ঠ; যোগী আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিতেই জাগ্রত অর্থাৎ নিয়ত আত্মাকেই অবলোকন করিয়া থাকেন," ইত্যাদি।

রামানুজ। যে আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধি সমস্ত প্রাণীদের জন্য আলোক হীন, সেই আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধিতে নির্ম্মল চিত্ত ইন্দ্রিয় সংযমী পুরুষ জাগ্রত থাকে, আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে থাকে। শব্দাদি বিষয় যুক্ত যে বুদ্ধিতে সমস্ত প্রাণী জাগিয়া থাকে তাহা মুনিদের নিকট প্রকাশ রহিত রাত্রি।

মধুসূদন। "যা" অর্থাৎ বেদান্ত বাক্য হইতে উৎপন্ন আত্ম সাক্ষাৎকার রূপ "আমি ব্রহ্ম হইতেছি" এই প্রকার যে প্রজ্ঞা, তাহা সমস্ত প্রাণিগণের নিকটে নিশার ন্যায় বলিয়া নিশা, কারণ তাদৃশী প্রজ্ঞা কোনও প্রাণীর নিকটই প্রকাশমান হয় না। তস্যাং জাগর্ত্তি; সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা অজ্ঞ জীবগণের নিশা; ইন্দ্রিয় সংযম বিশিষ্ট স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সাবধান থাকেন। যস্যাং জাগ্রতি অর্থাৎ দ্বৈত দর্শন রূপ যে অবস্থায় অবিদ্যা-নিদ্রা প্রসুপ্ত হইয়াই জীবগণ অর্থাৎ অবিদ্যা মোহিত জীবগণ জাগরিত থাকে অর্থাৎ স্বপ্ন কালে যেমন জীবগণ নিদ্রিত থাকিলেও অবিদ্যা বিলাসে জাগ্রত দশার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই রূপ জীবগণ, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়াও দ্বৈত-দর্শণ রূপ স্বপ্নের বিভাব-

জ্ঞান কল্পনা করিয়া সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; এই অবস্থার বিচিত্রতা এই যে ভেদ-বুদ্ধি রূপ অবিদ্যা নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেও, জীবগণ যেন জাগরিতই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, জীবগণের অবিদ্যা কল্পিত এতাদৃশ যে মিথ্যা, জাগ্রত ভাব, তাহা "সা নিশা" নিশার স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ পায় না, পশ্যতঃ মুনেঃ অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বকে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎকার করেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির নিকট। ...এই সংসার, অজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কাক পেচকের নিশার ন্যায়, কাক যেমন দিবা ভাগে আলোক দেখিতে পায়, পেচক তখন দেখিতে পায় না। আবার পেচক যখন রাত্রি ভাগে, অন্ধকারে দেখিতে পায়, কাক তখন দেখিতে পায় না ।...যাহার বিপরীত দর্শন হইয়াছে তাহার আত্মবস্তুর (স্বরূপ) দর্শন হইতে পারে না, কেননা বিপরীত দর্শন, বস্তুর অদর্শন (অসম্যক্ দর্শন) জনিতই হইয়া থাকে। আবার যাহার আত্ম-বস্তুর স্বরূপ দর্শন হইয়াছে তাহার বিপরীত দর্শন হয় না, কারণ বস্তুর যে অদর্শন তাহা বস্তুর দর্শনের দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে।...

শ্রীধর। ইহলোকে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদি-ব্যাপার-শূন্য সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীতেন্দ্রিয় কোনও ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব এই প্রকার লক্ষণ অসম্ভব ; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, সর্ব্বভূতগণের পক্ষে যাহা নিশা, অর্থাৎ যে আত্ম-নিষ্ঠা-অজ্ঞান, অন্ধকারাবৃত বুদ্ধি, জীবগণের নিশার ন্যায়, সেই আত্ম-নিষ্ঠাতে দর্শনাদি কার্য্যের অভাব বশতঃ সেই আত্ম-নিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জাগরিত হয়। কিন্তু যেই বিষয়-নিষ্ঠাতে ভূতগণ প্রবুদ্ধ হন, তাহা আত্ম-তত্ত্বদর্শী মুনিব পক্ষে নিশা অর্থাৎ উহাতে তাঁহার দর্শমাদি ব্যাপার নাই।...দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মেই দৃষ্টি থাকে, বিষয়ে নহে।

অরবিন্দ। সংসার-বদ্ধ জীবের যাহা রাত্রি, যে নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হইয়া যায় সেই অবস্থা...সংযমীর জ্ঞান ও শক্তির বর্দ্ধন, দিবস।

দামোদর। অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম করে, স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মত্যাগের অধিকারী। অজ্ঞান নাশেই জ্ঞানের উদয়। নিদ্রানাশে জাগরণ।

রামদয়াল। অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ে জাগ্রত, কিন্তু ভগবানে নিদ্রিত। সংযমী বিপরীত।...সুষুপ্তিতে প্রত্যহ একবার ব্রহ্মলোকে স্থিতিলাভ করে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। ইহাও ব্রজেত কিম্ প্রশ্নের উত্তর।

তিলক। এই বিরোধী ভাবাত্মক বর্ণনা আলঙ্কারিক। অন্ধকারকে অজ্ঞান এবং প্রকাশকে জ্ঞান বলা হয় (১৪।২২)। অর্থ, অজ্ঞানীর নিকট যাহা অনাবশ্যক, জ্ঞানীর তাহা আবশ্যক; যাহাতে অজ্ঞানী মগ্ন থাকে, উহাদের নিকট যেখানে উজ্জ্বল মনে হয়, সেইখানেই জ্ঞানী ব্যক্তি অন্ধকার দেখেন, অর্থাৎ তাহা তাঁহার অভীষ্ট নহে। যথা, জ্ঞানী কাম্য কর্ম্মকে তুচ্ছ মনে করেন, সাধারণ লোক উহাতে ঝুঁকিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্ম চাহেন উহারা চাহে না।

সচ্চিদানন্দ। আত্মার অকর্ত্তৃত্ব দেখাই জাগৃতি, না দেখাই নিশা। "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" শ্লোকে ইহার ভাব স্পষ্ট হইবে (৪।১৮)

বিশ্বনাথ ও বলদেব। বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্ম-নিষ্ঠা ও বিষয়-নিষ্ঠা। আত্ম-নিষ্ঠা বা আত্ম-প্রবণা বুদ্ধি অজ্ঞান তমসাচ্ছন্নগণের পক্ষে নিশা স্বরূপ। নিশায় কি কি ঘটে তাহা যেমন স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি জানিতে পারে না, সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে প্রাপ্যমান বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অজ্ঞানী ব্যক্তির হইতে পারে না। কিন্তু সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ বুদ্ধি প্রভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন না থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ

অনুভব করেন ; বিষয়-প্রবণা-বুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞগণ বিষয় ব্যাপারে শোক মোহাদি জনিত সুখ দুঃখাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে, কিন্তু তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির নিকট নিশার স্বরূপ। সুতরাং তিনি তাহার কিছুই অনুভব করেন না।

গিরীন্দ্রশেখর। সংযমীর আত্ম-দর্শন হয়, কিন্তু আত্মা সাধারণের কাছে অন্ধকারে নিহিত। সাধারণের যাহাতে জাগরণ, অর্থাৎ বহির্বিষয়ে সাধারণের যে প্রবৃত্তি, তত্ত্বদ্রষ্টা মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে তাহা অন্ধকারময়।

কৃষ্ণানন্দ। আত্ম-সাক্ষাৎকারক প্রজ্ঞা, অজ্ঞান-যুক্ত পুরুষগণের পক্ষে রাত্রির সমান। ঈদৃশ রাত্রিতে, সংযতেন্দ্রিয় জাগ্রত থাকেন ; এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞান যুক্ত পুরুষ জাগ্রত থাকেন, আত্ম-সাক্ষাৎকারী স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা, রাত্রি স্বরূপ। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে অপ্রকাশিত। দ্বৈত দৃষ্টি নিদ্রা।

সন্তদাস। সর্ব্বসাধারণ প্রাণিগণের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ অর্থাৎ যে আত্ম-নিষ্ঠা বিষয়ে সাধারণ জীব সকল অচেতন-প্রায় হইয়া থাকে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমকারী পুরুষ জাগ্রত থাকেন (অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা আত্মধ্যান পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন)। এবং যে বিষয়-নিষ্ঠাতে সাধারণ প্রাণীসকল সর্ব্বদা সচেতন থাকে (যে, বিষয়-সকলকে সর্ব্বদা ধ্যান করে) প্রবুদ্ধ মননশীল পুরুষের পক্ষে তাহা রাত্রি স্বরূপ (অর্থাৎ বিষয় চিন্তায় তাহার মন কদাপি লিপ্ত হয় না)

গোয়েন্কা। সকল প্রাণীগণের জন্য যাহা রাত্রির সমান, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ পরমানন্দের প্রাপ্তিতে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী জাগিয়া থাকেন। আর, যে বিনশ্বর সাংসারিক সুখ প্রাপ্তিতে সব প্রাণীরা জাগিয়া থাকে, পরমাত্মা-তত্ত্বজ্ঞানী মুনির নিকট তাহা রাত্রির সমান।

ব্যোমব্রহ্ম। যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ লোকে নিদ্রিতবৎ, সংযমী সেই বিষয়ে জাগিয়া থাকেন। যে ইন্দ্রিয় বিষয়ে সকল লোকে জাগিয়া থাকে, আত্ম-দর্শী তাহাতে নিদ্রিতবৎ থাকেন।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যোগীরা যেখানে জাগিয়া থাকেন, তাহা স্বপ্নহীনং যথা নিদ্রা। তিনি নিজের গৃহের বিপদ চক্ষে দেখিতেছেন অথচ মন তাঁহার নিষ্কম্প। যোগীদের এই অবস্থা যেমন সাধারণের নিকট রাত্রির মত, অর্থাৎ তাহারা উহার রহস্য বুঝিতে পারে না, তেমনি সাধারণ লোকে যখন তাহাদের গৃহ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হয়, হাসে, কাঁদে মতলব আঁটে, সে অবস্থাগুলি যোগীরা উদাসীনের মত দেখেন মাত্র। আবার গভীর সমাধির মধ্যে তাহাও টের পান না। (যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ বৃ, উ,)। ক্রিয়ার পরাবস্থা তিন প্রকারের হয়, গভীর, গভীরতর ও গভীরতম, ইহাতেও মনের মনন থাকে না, তবে তাহা তমাচ্ছন্ন নহে; জ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা। তাহাতে দৃশ্যাদি কিছুই থাকে না, কিন্তু দেহাদি উপাধি বর্জ্জিত আত্মার অনুভব থাকে। পরে তাহাও থাকে না। প্রথমটি সবিকল্প ও দ্বিতীয়টি নি।বকল্প সমাধি।

Vivekananda—When it is dark night for the (sense bound) world, the self controlled (man) is awake. And when the world is awake the sage sleeps. Where is the world awake ? In the senses...They even invent a God to help them, to give them more women, more money, etc.., never a God to help them beome more God-like. The sage keeps awake in the world of light, where man looks upon himself not as hody, but as infinite spirit, deathless immortal.

Radhakrishnan—When all beings are attracted by the glitter of sense objects, the sage is intent on understanding reality. He is wakeful to the nature of reality to which the unwise is asleep or indifferent.

ভক্তিপ্রদীপ। The devotee is wide awake about the self knowledge which is like a dark night to the worldly minded people. The worldliness in which the secular people are fully awake is like a dark nfght to a devotee etc.

বিত্তানন্দ। সংযমী—স্থিরবুদ্ধি পুরুষ।

রামকণ্ঠ। সর্ব্ববস্তু প্রকাশক স্বরূপ প্রকাশ নিরূপণ স্বরূপাবৃত্তি সংসারি-জনের পক্ষে তাহা নিশা শব্দে উক্ত হইল ; অনুন্মেষিত দৃষ্টি-শক্তির জন্য তাহারা প্রসুপ্ত থাকে। সেই সময় নিগৃহীত-সর্ব্বেন্দ্রিয় মুনি জাগ্রত থাকেন, অর্থাৎ বিগত মোহ থাকেন। যখন অন্যেরা জাগ্রত..., তখন সংযমী...যেন রাত্রিকালে অনবহিত থাকেন।

Telang–The self restrained man is awake, when it is night for all beings ; and when all beings are awake, that is the night of the right-seeing sage. Spiritual matters are datk as night to the common run of men, while they are wide awake on all worldly pursuits, etc.

(৭০) কিন্তু সংযমী তো চোখ কাণ বুজিয়া থাকেন না, সেরূপ থাকাতেও কোন ফল হয় না (২।৫৯)। তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া রূপ রসাদি বিষয় তাঁহাদের ভিতর প্রবেশ করিলে তাঁহাদের শান্তির কি অবস্থা হয়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

পদচ্ছেদ। আপূর্য্যমাণং অচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রং আপঃ প্রবিশন্তি যদ্ বৎ, তদ্‌বৎ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে, সঃ শান্তিং আপ্নোতি ন কাম-কামী।

অন্বয়। যদ্‌বৎ আপঃ আপূর্য্যনাণং অচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি তদ্‌বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিং আপ্নোতি, ন কাম-কামী।

কঠিন শব্দ। আপূর্য্যমাণং=সকল দিকে পরিপূর্ণ। অচলপ্রতিষ্ঠং= স্থির ভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ মর্য্যাদা সীমা অতিক্রম করে না। (মধুসূদন বিকল্পে বলিয়াছেন, যাহাতে মৈনাক আদি পর্ব্বত, অচল সমূহ অবস্থিত, ইহার দ্বারা সমুদ্রের অগাধতা কথিত হইল)। কামাঃ—কামনা; বাঞ্ছনীয় শব্দাদি। কামকামী=বিষয়কামী, যাহারা সংযমী নহে (২।৬৯) শান্তি—মোক্ষ (শঙ্কর); জীবন্মুক্তি (মধুসূদন); জ্ঞান (বিশ্বনাথ)।

অনুবাদ। যেমন নদীর জলরাশি, পরিপূর্ণ ও স্থির ভাবে অবস্থিত সমুদ্রে প্রবেশ করে (কিন্তু সমুদ্রে কোনও রূপ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে না, সমুদ্র স্থির উদাসীন থাকে, সে জলকে নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি করে) সেইরূপ কামনা-সকল (অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় সকল, যাহা সাধারণতঃ কাম্য অর্থাৎ উপভোগ্য বলিয়া গণ্য হয়) যে পুরুষে তাহার পরিপূর্ণতা অচঞ্চলিত রাখিয়া প্রবেশই করে (অর্থাৎ কোনও রূপ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং যে পুরুষ নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ভাবে, (২।৫৭) উদাসীন থাকে), সেই (সংযত-চিত্ত) পুরুষই

শান্তি লাভ করে (ইহাই শম ; দম ২।৬৮ ; ৪।২৬,২৭ দেখ ; বিষয়ে তৃষ্ণাশীল পুরুষে ইহা হয় না। (সে বাঞ্ছনীয় বিষয়ের অভিনন্দন করে ; অবাঞ্ছনীয়কে আসিতে দেয় না, অর্থাৎ বিষয় তাহার ভিতর রাগদ্বেষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। (ইহা সেই শান্তি যাহা ২।৬৬ শ্লোকে উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছে ও আবার ২।৭১ শ্লোকে আসিবে)।

স্থিরপ্রজ্ঞের বা গুণাতীতের বিশেষ কথাই এই যে, মন বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবে ; চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে বা অন্ধ করিয়া রাখিতে বলা হইতেছে না। আসুক না তাহাতে রমণীর রূপ, কিন্তু মন যদি জাগতিক বিষয়ে উদাসীন থাকে, মন যদি "মৎপর" অবস্থায় বা "পরমের" রূপে আকৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে বিষয় স্পৃষ্ট হইতে থাকিলেও তাহা মনে কোনও দাগ কাটিবে না। (মুণ্ডক ৩।২।২, গীতাপ্রেমী) ; বিষ্ণুস্মৃতি ৭২।৭।

শঙ্কর। যাহার সমস্ত কামনা, সমুদ্রে জল প্রবেশের মত আত্মায় লীন হইয়া যায় ইত্যাদি। শান্তি—মোক্ষ। প্রথম "কাম"=ইচ্ছা ; দ্বিতীয় অর্থাৎ কামকামীর "কাম"=বস্তু।

রামানুজ। শব্দাদি বিষয় ভিতরে আসুক আর না আসুক, যে পুরুষ আত্ম-সাক্ষাৎকারে তৃপ্ত, তিনি বিকার প্রাপ্ত হন না।

শ্রীধর। বিষয় সকল, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও ভোগ্য বস্তুর দ্বারা অবিক্রিয়মাণ যে মুনিতে প্রারব্ধ-কর্ম্ম সমূহ দ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি শান্তি অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করেন।

মধুসূদন। শান্তি—লৌকিক এবং অলৌকিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের নিবৃত্তি। কামকামী—কাম্য বিষয় সকলের কামনা করা যাহার স্বভাব। মৈনাকাদি পর্ব্বত সমুদ্রের ভিতর প্রবিষ্ট হইলেও, সমুদ্র অচঞ্চল থাকে।

সচ্চিদানন্দ। ৭০, ৭১, জীবদ্দশায় ব্রজেত কিম্ অর্থাৎ কিরূপ জীবন্মুক্তি হয় তাহাই বলিলেন।

তিলক। এই শ্লোকের ইহা অর্থ নহে যে শান্তি লাভের জন্ম কর্ম্ম করিবে না। ভাব এই যে, ফলাশায় তাঁহার মন বিক্ষুব্ধ হয় না, যিনি সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন।

রামদয়াল। বিষয় সমুহ ইন্দ্রিয় গোচর হইলেও, যে আত্মানন্দ বিভোর যোগী, সে কিছুতেই ক্ষুন্ন হয় না, সে-ই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিবিধ কামনা ত্যাগ করিয়া স্পৃহা-শূন্য হইয়া বিচরণ করেন; স্পৃহা যায় মমতা ত্যাগ করিলে।

বশিষ্ঠ গীতাতে ও বিষ্ণু স্মৃতিতে (৭২।৭) অনুরূপ শ্লোক আছে।

জগদীশ্বরানন্দ। পাতঞ্জল যোগসূত্রের কৈবল্য পদের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যোগ বাশিষ্ঠের শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে আছে কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ হয় না। আসক্তিই বন্ধন সৃষ্টি করে।

গিরীন্দ্র শেখর। কাম শব্দে ইচ্ছা না বুঝাইয়া কামনার বিষয়ীভূত বস্তু এবং তৎসন্নিধানে সেই বিষয়জনিত প্রত্যয় বা বস্তুবোধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কাম ও কামীতে এইরূপ অর্থ স্পষ্ট। ইচ্ছা বাহির হইতে আসে না, মনেই উদ্ভূত হয়, বহির্বস্তু-প্রত্যয়ই বাহির হইতে আসে।

সন্তদাস। জল সমুদ্রে প্রবেশ করিতে থাকিলেও সমুদ্র স্বীয় সীমা অতিক্রম করে না। তদ্রূপ বিষয় সকল যাহার মনে প্রবেশ করিতে থাকিলেও যাহার মন বিচলিত হয় না ইত্যাদি।

ভুপেন্দ্র নাথ। অসংখ্য নদী, সমুদ্রে ইত্যাদি। যখন কামনা থাকে না। তখন এই পাগল "আমি"টাও থাকে না।

শঙ্করানন্দ। অসংখ্য কাম্যবস্তুর ভিতর যিনি উদাসীন, তিনি জীবনেই মুক্তি সুখ অনুভব করেন।

ভক্তিপ্রদীপ। Just as, etc., so also the self controlled devotee who is filled with all desires, gets tranquility ; but not a slave of passion.

রামকণ্ঠ। যোগী সদসৎ বিবিধ পদার্থের সহিত সম্পর্কিত হইতে থাকিলেও তাহারা তাহাতে বিকৃতি উৎপাদন করিতে পারে না।... সেই প্রবুদ্ধ পুরুষ, সকল বিকল্প. কল্লোল, ক্ষোভ পরিক্ষয়ে শান্তি পাইতে থাকেন।

Telang। He, into whom all objects of desire enter, as water enter the ocean, which though replenished, steel keeps its position unmoved—he only obtains tranquility ; not he who desires those objects of desire.

(৭১) কি ভাবে চলিলে শান্তি পাওয়া যায় প্রজ্ঞা স্থির থাকে ভগবান তাহাই আবার সংক্ষেপে **উপসংহার** ভাবে বলিলেন। গুণাতীত পুরুষ এই ভাবেই বিচরণ করেন।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

পদচ্ছেদ। বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমান্ চরতি নিঃস্পৃহঃ, নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

অন্বয়। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিঃস্পৃহ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ চরতি, সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।

কঠিন শব্দ। পুমান্—পুরুষ। বিহায়=ত্যাগ করিয়া। নিঃস্পৃহ—আকর্ষণ বোধ যে করে না। নির্ম্মম—"মম মম" অর্থাৎ

"আমার আমার" যে করে না। নিরহঙ্কার—অহং অহং অর্থাৎ "আমি আমি" যে করে না, কর্তৃত্বাভিমান শূন্য। শান্তি—যাহার উল্লেখ ৬৬ ও ৭০ শ্লোকে করা হইয়াছে; গ্লানি হীনতা; ইহাতে থাকাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

অনুবাদ। যে পুরুষ সকল কামনা ত্যাগ করিয়া (প্রজহাতি যদা কামান্, ২।৫৫)। কোন বিষয়ের আকর্ষণে না পড়িয়া (সুখেষু বিগত স্পৃহঃ ২।৫৬), মমতা ও অহংতা ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আমার আমার ও আমি কর্ত্তা এই ভাব ত্যাগ করিয়া), বিচরণ করে অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার শান্তিতে গমন করা হয়, অর্থাৎ সে শান্তি পায়। জনক রাজাকে বিদেহী বলা হইত এইজন্য যে, দেহসর্ব্বস্ব "আমি ও আমার" তাঁহাতে ছিল না; তিনি বলিয়াছিলেন মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।

সাধনার সার কথা, গীতার এই শ্লোকে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। জ্ঞানবাদীরা "চরতি" কথার অর্থ "ভিক্ষা মাগিয়া খাও" করিয়াছেন। গীতাতে কোথাও এই উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা মাগিবে। এই প্রকার মনোভাব লইয়া কেহ কেহ পরিব্রাজক, "প্রবজ্যা অবলম্বন কর" ইত্যাদি অর্থ করিয়াছেন। (গীতা ১২।১৩); মহাভারত ১২।২৩৭।৩৪, গীতা ১৮।৫৩; ১৬।১৮।

শঙ্কর। যে সন্ন্যাসী পুরুষ সব কামনা ও ভোগ অশেষতঃ ত্যাগ করে; অর্থাৎ যেটুকু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন, মাত্র সেটুকু লইয়া থাকে, ইত্যাদি, সে-ই স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মবেত্তা, জ্ঞানী, সংসারের সকল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ নামক পরম শান্তি পায়, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ। কাম=শব্দাদি বিষয় ভোগ। যে পুরুষ শব্দাদি বিষয় ছাড়িয়া তাহাতে নিঃস্পৃহ ও মমতা রহিত হইয়া এবং অনাত্মা শরীরে আত্মাভিমান রহিত হইয়া আচরণ করে, সে আত্মার সাক্ষাৎ করিয়া শান্তি পায়।

নিঃস্পৃহ শব্দের কেহ অর্থ করেন, অনুকূল বস্তুর অভাব বোধ করিয়াও উহার প্রাপ্তির ইচ্ছা না রাখা।

মধুসূদন। কামান্—ত্রিবিধ কামনা। কামনা ত্যাগ করিলেই শান্তি পাওয়া যায়।

শ্রীধর। নির্ম্মম হইয়া অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ইত্যাদি।

রামদয়াল। জাগ্রত স্থূল কামনা, স্বপ্ন কামনা ও দিব্য কামনা (২।৫৫); লোক বাসনা, শাস্ত্র বাসনা ও দেহ বাসনা।·· "ভোগেন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ, তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ"

ভূপেন্দ্রনাথ। কাম ভোগেই লোক বাঁধা পড়ে; আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয়, চিত্তে আসক্তি লাগিয়া থাকে। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হইলে, নাদ বিন্দুর অতীত হইয়া নিষ্কল অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন চিত্ত থাকে না, আকাশ স্বরূপ হয়। আকাশে আর, কি আর দাগ কাটিবে? যোগীর এই অবস্থায় নামরূপই মনে থাকে না, তখন কিসেরই বা অহঙ্কার আর কাহারই বা মমতা হইবে?

রামকণ্ঠ। নিত্যতৃপ্ত অদ্বয় চিন্মাত্র প্রতিলব্ধ আত্মপ্রত্যয়ে নিঃস্পৃহ ইত্যাদি দেহবুদ্ধি প্রাণাদিতে আত্ম প্রত্যয়রূপ অবিচ্ছিন্ন অহঙ্কারও বিগত হয়।

Imitation of the Christ—Abandon all and thou shalt possess all. Relinquish desire and thou shalt find rest.

মতিলাল। যোগীর লক্ষ্য—ভগবান, কর্ম্ম তার ভগবানেরই ইষণা। কর্ম্মের বৈষম্য দর্শন মানব বুদ্ধিরই কার্পণ্য।

(৭২) এইবার উপসংহার। উপরে যে শান্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্থিতিই ব্রাহ্মী স্থিতি।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥ ৭২

পদচ্ছেদ। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ, ন এনাম্ প্রাপ্য বিমুহ্যতি, স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তঃকালে অপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণঃ ঋচ্ছতি।

অন্বয়। পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অন্তকালে অপি অস্যাম্ স্থিত্বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি। (অন্তঃকালেঽপি পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। এষা—ইহাই। বিমুহ্যতি=মোহগ্রস্থ হয়। অন্তকালে অপি—জীবনের শেষ সময়েও; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সমস্ত জীবন, এ অর্থ বোধ হয় বেশী সঙ্গত। ঋচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মী স্থিতি—ভগবান নিজেই পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মী স্থিতি কি; ইহা সেই শান্তি যাহা সেই পায় যে "বিহায় কামান্ ইত্যাদি"। ব্রহ্ম নির্ব্বাণ—যাঁহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থিত ছিলেন, মৃত্যুতে তাঁহারা যে স্থিতি পান, তাহা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নাম পাইয়াছে। মাধ্ব ইহাকে দেহ বিরহিতত্ব অর্থাৎ নামরূপহীন অবস্থা বলিয়াছেন। শঙ্কর মোক্ষ বলিয়াছেন। এই মোক্ষ কি? বোধ হয়, বুঝিতে সুবিধা হইবে এই ভাবে বলিলে যে ইহা খণ্ড চৈতন্যের মহাচৈতন্যে মিশিয়া যাওয়া। নির্ব্বাণ শব্দ ৫।২৪,২৬ ও ৬।১৫ শ্লোকে আসিয়াছে। ৫।২৪-২৫ শ্লোকে ব্রহ্মনির্ব্বাণের বিশেষ কোন ব্যাখ্যা গীতায় নাই; কিন্তু ৬।১৫ শ্লোকে

অর্থ গর্ভিত, "শান্তি নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি"। এখানে মরিবার পূর্ব্বে বা পরে, ইহার কোন ইঙ্গিত নাই। ইহা পরমা শান্তি যাহা, ঐ শ্লোকে ও তাহার পূর্ব্ব শ্লোকে ও ২।৬৬, ৭০, ৭১, শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আরও একটি কথা আছে উহা মৎ সংস্থামধিগচ্ছতি। আমাদের মনে হয় ইহাতে কয়েকটি অর্থ আছে, (১) আমার স্থিতিতে, (২) আমার স্বরূপে। আমার স্থিতিতে, অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মী স্থিতিতে, যাহা, ২।৭১ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। সে খানেও শান্তি শব্দ আছে। (২) আমার স্বরূপে অর্থাৎ (ক উদার সাম্য গুণাতীত ভাবে, বা (খ) পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যাওয়া ভাবে; বা (গ) আমার পরিজনদিগের ভিতর আমার ভাবে। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা মুক্তি চাহেন না, সেবক হইয়া থাকিতে চাহেন। ৫।২৪-২৬ ও ৬।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, আমরা নানা টীকার সহিত, এই নির্ব্বাণ শব্দ আলোচনা করিয়াছি।

কেহ কেহ এই নির্ব্বাণ শব্দ লইয়া বলিয়াছেন, যে নির্ব্বাণ শব্দ উপনিষদে নাই বলিয়া, এবং ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা বলিয়া, গীতা নিশ্চয়ই ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে, এবং গীতা নিশ্চয়ই বুদ্ধ দেবের পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও তো হইতে পারে যে উপনিষদ ও বুদ্ধ দেবের সময়ের মাঝের সময়ে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, (প্রয়োজনে, নানা সময়ে, নানা শব্দের উৎপত্তি হয়) এবং বুদ্ধ দেবের সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাই ইহা আসিয়াছে, হয়তো গীতা হইতেই আসিয়াছে। আর এক কথা গীতার নির্ব্বাণ এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্ব্বাণে বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতায় ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, ব্রহ্মে নির্ব্বাণ; বৌদ্ধ শাস্ত্রে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নাই। উহা **Total extinction or annihilation.** আর এক কথা, নির্ব্বাণ

শব্দ উপনিষদে না থাকিলেও, ইহার মূল "বাণ" শব্দ বহু প্রাচীন (সমন্বয় ভাষ্য, গৌর গোবিন্দ) নিরুক্তে বাণ পর্য্যায় মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে; ইহা হইতে আসিয়াছে নির্ব্বাণ. অবিষয়ত্ব বা নামরূপ পরিহারত্ব অর্থে, অর্থাৎ নিজস্বরূপে স্থিতি।

অনুবাদ। পার্থ, ইহাই "ব্রাহ্মী স্থিতি"; ইহা লাভ করিলে (অর্থাৎ ইহা যে লাভ করে সে) মোহাগ্রস্ত হয় না। জীবনের শেষ সময়েও ইহাতে থাকা হইলে, (যে থাকে) সে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করে। ("মৃত্যুর সময় পর্য্যন্তও" এই অর্থ বোধ হয় বেশী সঙ্গত অর্থ) (দ্রষ্টব্য—প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে)

এই পরম শান্তিতে অবস্থানকে, যে শান্তির উল্লেখ ৬০, ৭০, ও ৭১ শ্লোকে করা হইয়াছে, তাহাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি নামে এখানে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞায়, বা গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকা। এ স্থিতিতে যে থাকে তাহাকে শোক. মোহ. ভয় ইত্যাদি কোন বিক্ষোভ বিচলিত করিতে পারে না, সমুদ্র যেমন বিচলিত হয় না, সমুদ্র যেমন উদাসীন থাকে, তাহাতে অনবরতঃ জল প্রবেশ করা সত্ত্বেও। এই স্থিতিতে কলেবর ত্যাগই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্তি। (ব্রাহ্মী স্থিতি ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ. দুটিকে পারিভাষিক শব্দ ভাবে লওয়া যাইতে পারে) (বোধহয় বেশী সুসঙ্গত অর্থ :—মৃত্যু কাল পর্য্যন্তও, অর্থাৎ শুধু মৃত্যুকালে নয়, সমস্ত জীবন যে এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকে সে মৃত্যুতে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করে)। (মৃত্যুকালে তো ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকা বিশেষ দরকার; মহারাজ ভরতের মনে পালিত হরিণ শিশুর কথা আসিয়াছিল, তাই হরিণ জন্ম পান)।

ভগবান যেন বলিতেছেন, অর্জ্জুন তুমি স্থিতপ্রজ্ঞায় থাকিলে এই ব্রাহ্মীস্থিতি পাইবে; ইহা পরম শান্তিতে অবস্থান; ইহা পাইলে

তোমার শোক মোহ চলিয়া যাইবে। রাগ দ্বেষ হয়, কাঁচা আমির ও আমার"। রাগদ্বেষ হীনতাই চিত্ত শুদ্ধি।

ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত পূর্ণাঙ্গীন সাম্য ভাব বিশিষ্ট।—তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইল যে ত্রিগুণাতীত ভাবে, পূর্ণ সাম্য ভাবে, সাম্য দৃষ্টি-শালী হইয়া থাকাই ব্রাহ্মী স্থিতি। আমরা পণ্ডিত নহি, মূর্খ; তবে বড় বড় কথায় ঢাকিয়া ব্রহ্মকে উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে সাহসী নহি, বিশেষ করিয়া সেই সব কথা দিয়া যাহা নিজেরা বুঝি না। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসো গোচর, তবে মোটা বুদ্ধিতে সোজা ভাবে যদি বলিতে হয় তাহা হইলে বলিব আমরা তাঁহাকে ভাবিতে চাহি, সৎ অর্থাৎ আছেন;—আছেন জগতের প্রতি কণার অনন্ত ভাবে ভিতরে, এবং আছেন বাহিরে ও সর্ব্বত্র, অনন্ত প্রসারিত ভাবে; তিনি অনন্ত ভাবে মহান্, অনন্তভাবে সত্তাশীল অনন্ত ভাবে চৈতন্যময়; তিনি নির্গুন আবার সগুণ, তিনি নিষ্ক্রিয় অথচ ক্রিয়াশীল, কারণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, স্থিতি ও বিলীনতা প্রাপ্তি তাঁহাতেই হই-তেছে, এই হওয়াকে কোনও ভাষা না পাইয়া আমরা লীলা বা আনন্দ বলি; তাঁহার সেই আনন্দের ভাবে, ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়া চিৎ ও অচিৎএর, সকল রকম জাগতিক বিরুদ্ধ গুণের, অপূর্ব্ব মিলন তিনিই; সেই মিলনের কোনও ভাষা না পাইয়া আমরা আনন্দ নাম দিই। সেই মহান্, সেই সম, সেই ত্রিগুণাতীত, সেই তিনি—তিনিই ভগবান, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি মূর্ত্ত হইতে পারেন না, এমন নহেন। ব্রাহ্মী স্থিতি সেই মানুষের পাওয়া হয়, ব্রহ্ম ভুযায় কল্পতে তিনিই হন, যাঁহার ভিতর এই সাম্য ভাবের বিকাশ হয়। সুখে দুঃখে সাম্য ভাব, প্রতি জীবের প্রতি সমদৃষ্টিশালী হওয়া, তাহাদেরও সুখ দুঃখ বলিয়া কিছু

আছে ইহা উপলব্ধি করা, এবং সেই ভাবে ব্যবহার করা, ইহা যে অবস্থানে হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মী-স্থিতি বলা যুক্তিযুক্ত হয়। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত ভাব; জীব ও ব্রহ্ম এক ভাবা জ্ঞানীরা ভাবিতে থাকুন, জীবে জীবে এক ভাবা ইহাই যেন আমরা ভাবিতে শিখি।

স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না। কর্ম্ম–বন্ধন হয় না বলিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্য আর পুনর্জন্ম লইতে হয় না; মৃত্যুর সময় তাহার আত্মা মহা চৈতন্যে মিশিয়া যায়; ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। **ইহাই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ** (৫।২৪), ব্রহ্ম ভূযায় কল্পতে ৫।২৪, ২৫, ২৬ ; ১৮।৫৩,৫৪।

শঙ্কর। নির্ব্বাণ=মোক্ষ। এই উপরিউক্ত অবস্থা, সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস করে; কেবল ব্রহ্ম রূপে স্থির হওয়া হয়। অন্তঃকালে, এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে স্থিত হইয়া মানুষ ব্রহ্মলীনতা রূপ মোক্ষ পায়।

রামানুজ। নিত্য আত্মজ্ঞানে যুক্ত আসক্তি রহিত কর্ম্মে উৎপন্ন যে স্থির বুদ্ধির সাধন রূপা স্থিতি, ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, এ রকম স্থিতি। ইহাতে সংসার প্রাপ্তি ঘটিতে দেয় না। অন্তঃকালে= অন্তিম কালে।

মধুসূদন। এইরূপে চারিটি প্রশ্নের উত্তরের প্রসঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইল, তাহা যে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য ইহা কথিত হইল। স্থিতি—সকল প্রকার কর্ম্মের সন্ন্যাস পূর্ব্বক পরমাত্ম-জ্ঞান রূপ যে নিষ্ঠা। শেষ বয়সেও যদি কাহারও ব্রহ্ম-নিষ্ঠা রূপ এই স্থিতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি ব্রহ্মে নির্ব্বাণ অর্থাৎ নিবৃতি (অভেদ প্রাপ্তি) অথবা ব্রহ্ম স্বরূপ যে নির্ব্বাণ, অর্থাৎ নিজ হইতে অভিন্ন রূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

শ্রীধর। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান নিষ্ঠাকে প্রসংসা করিতে করিতে উপসংহার করিতেছেন:—পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ এই ব্রহ্ম প্রাপিকা স্থিতি লাভ করিয়া পুনরায় সংসারে মোহ প্রাপ্ত হন না, যে হেতু মৃত্যু কালে ইহাতে ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়।

তিলক। যদি কোন দিন দৈবযোগে এক ঘণ্টার জন্য এই ব্রাহ্মী স্থিতি অনুভূত হয়, তবে তাহাতে কিছু চিরন্তন লাভ হয় না, কারণ মৃত্যু কালে যদি কোন মনুষ্যের এই স্থিতি না থাকে, তবে মরণ কালে যেমন বাসনা হইবে তদনুসারে পুনর্জন্ম হইবে।

সন্তদাস। দেহান্তে মোক্ষ লাভ (মায়াতীত পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি=মোক্ষ, নির্ব্বাণ)।

ব্যোম-ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, লোকের আর বিষয় ভ্রম ঘটে না।

রামকণ্ঠ। ব্রাহ্মীস্থিতি=পরতত্ব পরমাত্ম-সংজ্ঞপ সম্বন্ধিনী স্থিতি। অন্তকাল=উপরম সময়ে। মোহ=দেহাদিতে আত্ম প্রত্যয়।

সচ্চিদানন্দ। এষা অর্থাৎ তোমা কর্ত্তৃক অবলম্বিত কেবল তুষ্ণী ভাব নহে। "অপি" পদের তাৎপর্য্য এই যে জীবদ্দশায় এই স্থিতি থাকিলেই হয় না, প্রয়ান কালেও ব্রহ্ম-স্মরণ আবশ্যক। সেইজন্য যোগ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম বন্ধ প্রহাণের পর কর্ম্ম-সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া থাক। তাহা হইলে যাবজ্জীবন মদ্ভাব ভাবিত হইয়া অন্তঃকালে তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, অর্থাৎ এই স্থিতিতে থাকিতে সমর্থ হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিবে। (যং যং বাপি স্মরণ ইত্যাদি ৮।৬)

জ্ঞানেশ্বরী। যে স্থিতির কারণ জ্ঞানীদের দেহান্তের সময় প্রবিকম্প হয় না, ভগবান অৰ্জ্জুনের কাছে সেই স্থিতির বর্ণনা করিলেন।

Radhakrishnan—ব্রাহ্মী স্থিতি = peace eternal.

Gandhi—ব্রাহ্মীস্থিতি = Resting in God. নির্ব্বাণ is not utter extinction so far as I have been able to understand the the central fact of Buddha's life. It is not the black dead, peace at the grave. Nirvan is utter extinction of all that is base instinct. It is living happiness of a soul conscious of haviug found its own abode in thc heart of the Eternal.

রামদয়াল। ধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিযুক্ত। প্রবৃত্তি মার্গে যাহারা আছে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি মার্গের কর্ম্ম করাইয়া অল্পে অল্পে কৌশলে, নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইতে হইবে। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পথ। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে প্রবল বিচার-বুদ্ধির আবশ্যক, তাই ইহাকে বুদ্ধিযোগ বলে।...নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞান-সাধনা (কর্ম্ম করে প্রকৃতি, এই জ্ঞান), ভক্তি-সাধনা (মৎকর্ম্ম পরমো ভব, সাধক আর নিজের জন্য কিছু করিতে পারে না), যোগ সাধনা চিত্তশুদ্ধি সব থাকে। জ্ঞানী ভক্ত হইয়া গেলে যুক্ততম হয়।

Aravinda—And yet he does not cease from work and action. He acts as others, but he has abandoned all desires and their longings. He has extinguished his individual ego in the One, lives in that unity and attains Brahma-Nirvana, the great immergence of the separate personal self into the vast reality of the one infinite impersonal Existence,

not the negative self-annihilation of the Buddhists...এই নির্ব্বাণ, বৌদ্ধ মতানুযায়ী আত্মলোপ সাধন নহে। ইহা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে, সেই এক অনন্ত সত্তার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া।

গিরীন্দ্রশেখর। রাজশেখরের অন্বয় লইয়া অর্থ করিয়াছেন :— ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি, ইহা পাইলে মনুষ্য মোহগ্রস্ত হয় না, ইহাতে থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়।

কৃষ্ণানন্দ। ব্রাহ্মীস্থিতি=আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদ দৃষ্টি। নির্ব্বাণ= জন্ম-মরণরূপ গতি নিবৃত্তি ; প্রারব্ধ ক্ষয়ে সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

মহাভারতে (১৮, ৫৪৩) নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "বিহায় সর্ব্ব সঙ্কল্পান্ বুদ্ধ্যা শারীর মানসং, স বৈ নির্ব্বাণম্ আপ্নোতি নির্বিন্নম্ ইবানলম্।

চিন্তামণি। ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ উভয়স্থলেই ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতায় ব্রহ্ম ও ভগবানে কোনও পার্থক্য নাই ; যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। এ অধ্যায় সাংখ্য (জ্ঞান) যোগের ; জ্ঞানীরা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ বলিয়া এখানে ব্রাহ্মীস্থিতি ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞানীদিগের মতে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ব্রাহ্মী স্থিতি, এবং তাহা হইতেই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ হয়। ৭১ শ্লোকে শান্তির অবস্থাই ব্রাহ্মী-স্থিতি।...ব্যাখ্যাকার কঠোপনিষদে রথী সারথি সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ শ্লোক লইয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, প্রথমে ইন্দ্রিয়গণ মনকে বিষয় সুখে প্রলুব্ধ করে, পরে ইন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া বুদ্ধিকে নিজ অনুকূল করিয়া লয় ও শেষে সকলে মিলিয়া জীবাত্মাকে নিজ অধীন করে।...অসংযত ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধি অপেক্ষাও দুর্ব্বল হইয়াও প্রবল ভাব ধারণ করে। ৫৫ হইতে ৭২

শ্লোকে—ইন্দ্রিয় ৫৮ হইতে ৬৮, মন, ৫৫।৫৬।৫৭, ইন্দ্রিয় মন আর বুদ্ধি ৬২, ৬৩, ভগবানের শরণাগতি এবং তাহার ফল সন্তোষ, শান্তি ব্রাহ্মী স্থিতি ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ, ৫৯, ৬১, ৬৫, ৬৬, ও ৬৯ হইতে ৭২ শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে।

ভক্তিপ্রদীপ। This is ব্রাহ্মীস্থিতি eternal state of realisation. Having obtained this, one does not get deludcd. Realising this even at the last moment of life, one attains complete emancipation.

বিদ্যানন্দ। ইহাই ব্রহ্মসম্বন্ধী স্থিতি অর্থাৎ ঈশ্বরকে যে চিনিয়াছে, ব্রহ্মকে যে পাইয়াছে তাহার ইহাতে শেষ সময়ে স্থিত হইলেও, মোক্ষপদ পায়।

Telang. This is the Brahmic state (the state of identification of one self with the Brahman. which results from a correct knowledge of the Brahman) ; attaining to this, one is never deluded and remaining in it in one's last moments, one attains Brahma-nirvana the Brahmic bliss.

ভূপেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ভগবান এতক্ষণ যাহা বলিলেন সেই জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিলেন। তাহা ব্রহ্মেতে থাকে।... যোগীরা অন্তঃকালে এই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত হন ; দ্বৈত ভাব মিটিয়া যায়।—ব্রহ্মের মৃত্যু নাই. সুতরাং ব্রহ্মেতে লয় হইলে বাঁচিয়া থাকিয়াও মুক্ত হওয়া হয়।...যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এই অবস্থা পায়, সেও নির্ব্বাণ পদ লাভ করে; বাল্যকাল হইতে সাধনাভ্যাস করিয়া যে এই স্থিতি লাভ করে তাহার তো কথাই নাই।

জগদীশ্বরানন্দ, শঙ্করানন্দের টীকার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলা হইয়াছে যে খট্টাঙ্গ ঋষি দেবতাদিগের নিকট হইতে তাঁহার অন্তিম কাল জানিয়া লইয়া, উপযোগী পন্থায়, এক মুহূর্ত্তে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

শঙ্কর, "প্রজহাতি যদা কামান্" হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সমস্তটা সাংখ্য বলিয়াছেন, বোধ হয় ব্রাহ্মীস্থিতি ইত্যাদি যাহাতে কর্ম্মের ভিতর গণিত না হইয়া জ্ঞানের ভিতর পড়ে, এইজন্য। তিনি ব্রাহ্মী স্থিতির অর্থ দিয়াছেন, সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া কেবল ব্রহ্ম-রূপে স্থিতি। তিনি দ্বিতীয় পংক্তির ভাবার্থ করেন "মৃত্যুকালেও এই স্থিতিতে স্থিত হইয়া পুরুষ যখন ব্রহ্মলীনতারূপ মোক্ষ লাভ করে; তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই যে সন্ন্যাস লইয়াছে তাহার আর কথা কি?"

ব্রাহ্মীস্থিতি, শঙ্কর মতে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত যে স্থিতি, identification of oneself with Brahman (Telang) রামানুজ মতে ব্রহ্ম প্রাপক, মধুসূদন মতে ব্রহ্ম বিষয়ক যে স্থিতি, নীলকণ্ঠ মতে ব্রহ্মবিদ্ সম্পর্কীয় স্থিতি। ইহাদের কয়েকজন টীকাকারের ব্যাখ্যার ভাবার্থ সমন্বয়-ভাষ্যকার এইরূপ দিয়াছেন:—"স্থিত প্রজ্ঞায় আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়; স্বরূপে অবস্থান হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একতা হইয়া থাকে, "ব্রহ্মে স্থিতি" এ বাক্যের যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনওটিতে সাক্ষাৎস্বরূপে ব্রহ্মে স্থিতি বুঝায় না। অতএব এই স্থিতপ্রজ্ঞা ব্রহ্মের স্বরূপে একতা বশতঃ ব্রহ্মভাবাপন্ন, ব্রহ্ম-বিষয়ক ব্রহ্মপ্রাপক স্থিতি হইয়া দাঁড়ায়। সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষে ব্রহ্মরূপতা হয়, সাংখ্য সূত্রে এই অর্থই দেয়। সাংখ্যের ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "বুদ্ধিবৃত্তির লয় হইলে যখন উপাধির খণ্ডভাব চলিয়া গিয়া, স্ব স্ব রূপে আত্মার পূর্ণ ভাবে স্থিতি হয়, তখন উহাকে ব্রহ্মরূপতা বলিয়া থাকে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

পদচ্ছেদ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ মংস্যন্তে ত্বাম্ মহারথাঃ, যেষাংচ ত্বং বহুমতঃ ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।

অন্বয়। মহারথাঃ ত্বাম্ ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে, ত্বম্ যেষাং বহুমতো ভূত্বা চ লাঘবম্ যাস্যসি।

কঠিন শব্দ। উপরতং=নিবৃত্ত। মংস্যন্তে=মনে করিবেন। বহুমতঃ—"বহু গুণে ভূষিত" এই রূপ সকলকার মত; সম্মানিত। ভূত্বা চ=হইয়াও। লাঘবম্=লঘুতা। যাস্যসি=প্রাপ্ত হইবে।

অনুবাদ। মহারথগণ তোমাকে ভয় বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ মনে করিবেন। তুমি যাহাদের নিকট সম্মা নত ছিলে, এরূপ হইয়াও (এখন) লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। (কেহ বুঝিবে না যে তুমি স্বজন প্রীতিতে ও গুরুজন বধ পাপ ভয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছ)।

ভুপেন্দ্রনাথ। সাধন ছাড়িয়া দিলে রিপুরা যে যাহা বলিবে, করিতে হইবে।

(৩৬) আর নিন্দাটা কিরূপ হইবে, ভাবিয়া দেখ—

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬।

পদচ্ছেদ। অবাচ্যবাদান্ চ বহূন্ বদিধ্যন্তি তব অহিতাঃ! নিন্দন্তঃ তব সামর্থ্যং ততঃ দুঃখতরম্ নু কিম্?

অন্বয়। তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যম্ নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরম্ কিং নু?

কঠিন শব্দ। অহিতাঃ=শত্রুগণ। সামর্থ্য—শক্তি; স্তুতি যোগ্যতা (মধুসূদন)। নিন্দন্তঃ=নিন্দা করিতে করিতে। অবাচ্য-বাদান্

আচরণ কিরূপ হয় তাহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হওয়াতে, ভগবান যাচাই করিবারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নির্মোহ অবস্থা স্থিত-প্রজ্ঞার অংশ, কাজেই যে স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ যাহার ব্রাহ্মী স্থিতি হইয়াছে, কোনও মোহ-জালে সে তো পড়িবেই না। ৫।২৪ শ্লোকে আমরা ইহাই পাই যে যিনি আত্ম-ক্রীড়, যিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নহেন, যিনি আ-ত্মতুষ্ট, আত্মারাম, তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনিই মৃত্যুতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ৫।২৫ ও ৫।২৬ শ্লোকে তাহা আরও পরিষ্কার রূপে এই ভাবে বর্ণিত হইয়য়াছে যে যাঁহার সমস্ত দ্বিধা মনশ্চাঞ্চল্য দূর হইয়াছে, যিনি সর্ব্বভূত হিতে রত, যিনি কাম ক্রোধ বিরাহত, সংযত চিত্ত তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনিই মৃত্যুতে ব্রহ্ম–নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ১৮।৫০ হইতে ১৮।৫৪ শ্লোকে ব্রহ্ম-ভূত শব্দও এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

যে কোন পুরুষের মৃত্যুকে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বলা হয় না; মাত্র উপরিউক্ত রূপে ব্রহ্মে স্থিত পুরুষের মৃত্যুকেই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বলা হয়। এই রূপ ব্রহ্মে স্থিত পুরুষের মন জীবিত কালেই মহান হইয়াছিল; ব্রহ্ম, অর্থাৎ মহানের সমতা ও তাহাতে মিশাইয়া যাইবার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, মাত্র দেহের দ্বারা সীমিত ছিল। তাই ঘটনাশে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, মৃত্যুকালে সেই ব্রহ্মে স্থিত পুরুষেরও সেই রূপ হয়, অর্থাৎ দেহাবদ্ধ ভাবে প্রতীয়মান দেহসম্বন্ধ বিহীন মহান, মহানে, ব্রহ্ম ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। মুক্তি বা মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তি বা সুখ দুঃখ হইতে মুক্তি শান্তিময় অবস্থা। কিন্তু ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ তাহারও উপরের অবস্থা; ব্রহ্মে সম্পূর্ণ নিমজ্জন। ব্রহ্মজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হইয়া অন্য কোথাও যায় না; ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকা ধর্ম্মযুদ্ধে বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এ যুদ্ধ নির্লিপ্ত ভাবে করিতে হয়। কর্ম্ম-যোগেরই উচ্চাবস্থা এই ব্রাহ্মী স্থিতি। শুধু যুদ্ধে কেন, মানুষকে এই স্থিতিতে সর্ব্বদাই থাকা উচিৎ। সন্ন্যাস-বাদীদের বা সন্ন্যাস মার্গী ও জ্ঞানবাদীদের কর্ম্ম করা বারণ, কিন্তু ব্রাহ্মী-স্থিতি কর্ম্মেতেই স্থিতপ্রজ্ঞা রাখা।

এই শ্লোকে মৃত্যুর কথা আছে ; সে মৃত্যুর কথা হইতে তিনটি কথা উঠে :—(১) সমস্ত জীবন স্থিতপ্রজ্ঞ থাকিয়া মৃত্যুকালে যদি কেহ সে অবস্থায় না থাকিতে পারে, (২) সমস্ত জীবন স্থিতপ্রজ্ঞ না থাকিয়া, মাত্র মৃত্যুকালে এই অবস্থা পায়, (৩) সমস্ত জীবন, মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। প্রথমটি সম্বন্ধে মহারাজ ভরতের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিণ শিশুর কথা মনে আসায় হরিণ জন্ম পাইয়াছিলেন। যোগীর যোগ, মৃত্যু দ্বারা যদি খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহার বিষয় ভগবান পরে বলিয়াছেন যে তাহারা পরের জন্মে যোগী হয় ইত্যাদি। শ্লোকে মনে হয় তৃতীয়টি নির্দ্দেশিত হইয়াছে, অর্থাৎ বোধ হয় এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে যে, যে, সমস্ত জীবন, মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকে, সেই-ই মৃত্যুতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পায়। দ্বিতীয়টিকেও এই শ্লোকের অর্থ বলিয়া অনেকে লইয়াছেন, তবে মনে হয় জীবনে স্থিতপ্রজ্ঞ না থাকিয়া, মৃত্যু কালে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সাধারণ ঘটনা নহে। স্থিত প্রজ্ঞা আজীবন রাখিলে, তবেই মৃত্যু কালে তাহা থাকিবে আশা করা যায়। তবে যদি কেহ পূর্ব্ব জন্ম সুকৃতির বশে, মৃত্যু সময় ব্রাহ্মী স্থিতি পায়, সে অন্য কথা। ব্রাহ্মী স্থিতিতে মৃত্যু, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করায়।

বলদেব এই প্রকরণের এইরূপ ভাবার্থ করেন "নিষ্কাম কর্ম্ম যোগে, জ্ঞানী, ভক্তির সহিত হরিকে স্মরণ করিয়া বিচরণ করিবে, অন্যথা বিঘ্ন ঘটিবে।

মধুসূদন বলেন "জ্ঞান, জ্ঞানের সাধনা, কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, এবং শুদ্ধির ফল জ্ঞান নিষ্ঠা, এই সকল কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অর্জ্জুনের মোহ শান্তির জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব রূপ সাংখ্য, আশক্তি-শূন্য কর্ম্মানুষ্ঠান এবং স্থিত প্রজ্ঞতা কথিত হইয়াছে।

যামুন মুনি কৃত গীতার্থ সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া রামানুজ বলিয়াছেন "আত্মা নিত্য, এই রূপ বুদ্ধি সাংখ্য বুদ্ধি; এই বুদ্ধি সহকারে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান, উহাই কর্ম্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধির যোগ-সাধন-সম্ভুত স্থিত প্রজ্ঞতা, এই। অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় এই।অধ্যায়ের প্রধান কথা সমত্ব মনোভাব রাখা ও স্থিত-প্রজ্ঞ বা গুণাতীত হওয়া। গুণাতীতত্বের একটি খুব বড় অংশ ইন্দ্রিয় সংযম, তাহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

গীতায় ব্রহ্ম শব্দ যে যে স্থানে আছে, তাহার কিছু—২।৭২ ৩।১৫ ৪।২৪, ২৫, ৩২; ৫।৬,১০, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৬,; ৬।১৪ ২৭, ২৮, ৩৮, ৪৪, ; ৭।২৯ ; ৮।১, ৩, ১১, ১৩, ১৭, ২৪ ; ১০।১২ ; ১১।৩৭ ; ১৩ ৪, ১২, ৩০ ; ১৪।৩, ৪, ২৬, ২৭ ; ১৭।১৪, ২৩, ২৪ ; ১৮।৪২, ৫০ ৫৩, ৫৪ , এই শ্লোকগুলি একের পর এক৷পড়িয়া গেলে, গীতা ব্রহ্মকে কি ভাবে বিবক্ষিত করিয়াছে তাহা বোধগম্য হইবে।

কর্ম্মযোগ ও মোক্ষ বা পরমপদ লাভ

জ্ঞানীরা বলেন কর্ম্ম যোগ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে মুক্তি দিতে পারে না। তাঁহাদের মতে নিষ্কাম কর্ম্ম, মাত্র চিত্ত শুদ্ধি উৎপন্ন করায়, উহা মুক্তি দিতে অক্ষম; মোক্ষের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, ও

জ্ঞানের জন্য চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়োজন, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম এই চিত্ত-শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত-শুদ্ধি হয়ই, স্বতন্ত্র সাক্ষাৎ ভাবে ইহা পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করে ও অনাময় পদ প্রাপ্তি করায় (২।৫১), স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ (২।৪০);

জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি পাওয়া, মোক্ষ নহে কি? জন্মগ্রহণ হয় কর্ম্মফলে; কর্ম্মযোগে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না; তাহা হইলে, কর্ম্মযোগ মোক্ষ প্রাপক নহে কি? জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মত কর্ম্মযোগও প্রত্যক্ষতঃ মুক্তি আনে, ইহা গীতায় বহু স্থলে কথিত হইয়াছে, যথা—

২।৩৯ (কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি); ২।৪০ (ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ); ২।৪৭ (মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ); ২।৫০ (জহাতীহ সুকৃতে দুষ্কৃতে); ২।৫১ (গচ্ছন্ত্যনাময়ম্); ২।৭২ (ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছাত); ৩।১৯ (পরমাপ্নোতি); ৩।৩১ (মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ); ৪।৯ (পুনর্জ্জন্ম নৈতি); ৪।১৫ (কৃতং কর্ম্ম মুমুক্ষুভিঃ); ৪।১৬ (মোক্ষসেঽশুভাৎ); ৪।১৯ (কর্ম্মবিজ্ঞানের, জ্ঞানাগ্নিঃ দগ্ধ কর্ম্মাণং); ৪।২২ (ন নিবধ্যতে); ৪।২৩ (প্রবিলীয়তে); ৪।২৪ (ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং); ৪।৩১ (যান্তি ব্রহ্ম সনাতনং); ৪।৩২ (বিমোক্ষ্যসে); ৪।৩৭ (কর্ম্মবিজ্ঞানের, জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে); ৪।৩৯ (পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি); ৫।৩ বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে); ৫।২৪ (ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি); ৫।২৫ (লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫।২৬ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে; ৫।২৮ (মোক্ষ পরায়ণ); ৬।১৫ (মৎসংস্থামধিগচ্ছতি) ইত্যাদি। ১৪।৪৬, ৫৬, (সিদ্ধিং বিন্দতি, আপ্নোতি পদমব্যয়ম্,)। ৪।১৪

(ন বধ্যতে) আরও, যথা ৩।২০, ৫।২, ৫।৫, ৫।৬, ৫।১২, ৬।১, ১২।১২, ১৩।২৪

কর্ম্মযোগ স্বতন্ত্রযোগ; অন্য কোন যোগের মুখাপেক্ষী নহে; মুখাপেক্ষী হইলে ইহা যোগ আখ্যা পাইত না। ভক্তিযোগও এইরূপ স্বতন্ত্র যোগ।

চিত্তশুদ্ধি কি ? টীকাকারেরা শব্দটি অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিশেষ ব্যাখ্যা দেন নাই। শাস্ত্র খুঁজিলে পাওয়া যায় যে, চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হইলে, উহাকে মল বিক্ষেপ ও অজ্ঞান বিরহিত করিতে হইবে। মল অর্থে ভোগ বাসনা, বিক্ষেপ অর্থে রাগ দ্বেষ জনিত চিত্ত চাঞ্চল্য এবং অজ্ঞান অর্থে ব্রহ্মাত্মৈক-জ্ঞান-হীনতা। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে একটি ব্যাখ্যা পাইয়াছি যাহা সরল এবং যাহার ভিতর সকল কথাই আসে, তাহা "আমি ও আমার" ত্যাগ। যেখানে "আমি ও আমার" নাই, সেখানে ভোগ বাসনাও নাই, যেখানে "আমি ও আমার" নাই সেখানে রাগ দ্বেষ নাই। যেখানে "আমি ও আমার" নাই, সেখানে সেই সঃ" নিজ মহিমায় অবস্থিত।

প্রথম ষটকে ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বহু শ্লোকে কর্ম্মযোগ আলোচিত হইয়াছে।

কারকাদি দ্বারা, কর্ম্মযোগের উপাদান মনে রাখা যাইতে পারে :—

কর্ত্তা—কর্ত্তৃত্বাভিমান রাহিত্য।

কর্ম্ম—ফলাকাঙ্খা না রাখা।

করণ—লেপ বা সঙ্গ বা স্বার্থবুদ্ধি রাহিত্য ; একাগ্র মনে, "অকর্ম্ম ভাবে কর্ম্ম করা।

সম্প্রদান—ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ।

অপাদান—চাঞ্চল্য হইতে মনকে টানিয়া আনা।

অধিকরণ—সমত্ব যোগে মন রাখা।

কর্ম্মযোগের জন্য চাই—অহংতা মমতা ত্যাগ, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, স্বজন-মোহ ত্যাগ, অসাম্য মনোভাব ত্যাগ, কামনা ত্যাগ, কর্ম্ম-ফলত্যাগ (যে ত্যাগ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিলে হয়), স্বার্থ ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ রাগদ্বেষ ত্যাগ, কর্ম্মে মত্তত। ত্যাগ. বিক্ষোভ বিক্ষেপ ত্যাগ, ইন্দ্রিয়ের অসংযত ভাব ত্যাগ বা ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পরিভ্রমণ ত্যাগ, অস্থির বুদ্ধি ত্যাগ, স্বধর্ম্ম পালন না করার প্রবৃত্তি ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগের বুদ্ধি-ত্যাগ।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, তাগী তাগী (ত্যাগী ত্যাগী) বলিলে গীতার মর্ম্ম কথা বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে কর্ম্ম-কাণ্ডের কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগের কর্ম্ম দুইটি পৃথক বস্তু।

পরিপ্রশ্ন-মালা

১-৩। ভগবান অর্জ্জুনকে অশ্রুপূর্ণ লোচন ও কৃপাবিষ্ট দেখিয়া কি বলিলেন ও কেন বলিলেন? কৃপা শব্দের অর্থ কি? দয়া ও কৃপাতে পার্থক্য কি? "ক্লৈব্য ভাবাপন্ন হইও না" ইহার অর্থ কি ও ইহা কেন বলিলেন? অর্জ্জুনকে "হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর" বলা কেন হইল? বিষীদন্তম্, অনার্য্যজুষ্টম্. অস্বর্গ্যম্, কশ্মলম্ ইহাদের অর্থ কি? অর্জ্জুনের মোহ কেন হইয়াছিল? মোহের অর্থ কি? কি বিষয়ে মোহ হইয়াছিল?

৪—৬। অর্জ্জুন, উত্তরে, তাঁহার যুদ্ধ ত্যাগেচ্ছার নূতন কি কারণ দর্শাইলেন? অর্থকামান্ শব্দের অর্থ কি? অন্যান্য কঠিন শব্দের অর্থ বল।

৭-৯। শিষ্যের মত উপদেশ চাহিবার জন্য অর্জ্জুন কি বলিলেন?

উপদেশ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই কি করিলেন? কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাব, ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতা, ও অন্যান্য কঠিন শব্দগুলির অর্থ কী।

কৃষ্ণ একটু হাসিয়া অর্জ্জুনের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। কেন হাঁসিলেন?

১১-১৫। ভগবান কি বলিলেন, বিস্তারিত ভাবে বল। যাহা বলিলেন, তাহা সাধারণ ভাবে পড়িলে শোক মোহ দূর করিবার মত শোনায় না; কি ভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে হইবে? সব শ্লোকগুলি লইয়া একটি সঙ্গতিপূর্ণ বিবৃতি দাও। অশোচ্য, গতাসু, অগতাসুর অর্থ বল। ন ত্বেবাহং শ্লোকের আলোচনা কর। তিতিক্ষা কি? ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকের আলোচনা কর ও তাহা হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? মাত্রা স্পর্শ ও অমৃতত্বের অর্থ কি?

১৬-২২। "নাসতে বিদ্যতে ভাবঃ" এ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর; ইহা হইতে কিরূপ দার্শনিক তত্ত্ব, বিশেষ দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে, পাওয়া যায়? সৎ, অসৎ, ভাব, অভাব এগুলির অর্থ কি? তত্ত্বদর্শীরা এ শ্লোকের সহিত সম্বন্ধিত কি কি তত্ত্ব পাইয়াছেন, তাহা পরের শ্লোকগুলি লইয়া বল। য এনম্ বেত্তি হন্তারম্ এ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর। কি ছয়টি বিষয় দেহে হয়, যাহা আত্মার হয় না? দেহ বিনাশশীল, আত্মা নহে; দেহ ছাড়িয়া কোন না কোন দিন আত্মা চলিয়া যাইবেই, মানুষ যেমন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে—এ কথাগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর? "আমরা দেহ নহি, আমরা আত্মা, অমর। মৃত্যু=দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া, আর ফিরিয়া না আসা, ইহা হইতেই থাকে, শোক নিরর্থক" এইভাব ফুটাইয়া তোলো।

২৩-২৫। আত্মাকে কাটা যায় না, ইত্যাদি কি কি বিষয় লইয়া ভগবান দেহ ও আত্মার কতকগুলি পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন? এই সব শ্লোকগুলিতে কঠিন শব্দ সমুহের অর্থ বল। নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, অব্যক্ত, অবিকার্য্য ও পূর্ব্বেকার শ্লোকের শাশ্বত ও পুরাণ শব্দের অর্থ বল। কেন "নানুশোচিতুমর্হসি"?

২৬-২৭। অথ চৈনং ইত্যাদি দুইটি শ্লোক ভগবান কেন বলিলেন? সাবধান হইয়া ইহাদের অর্থ কর। শ্লোক দুটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহাতেও দুঃখের কোন কারণ নাই—ইহা কেন?

২৮-৩০। অষ্টাবিংশতিতম শ্লোকের ব্যাখ্যা কর; অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি? কেন দুঃখ হওয়া উচিত নহে। তত্ত্বদর্শীরা আত্মার অলৌকিকতার বিষয়, আর কি বলিয়াছেন? দেহ ও আত্মা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, উহারা যদি সকল প্রাণীতেই এইরকম, তাহা হইলে কেন এ বিষয়ে নিজেকে ক্লিষ্ট করিবার কারণ থাকে না? ব্যাখ্যা কর।

৩১-৩৮। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ স্বধর্ম্ম পালন, এ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন, আর এই যুদ্ধ, মোহে পড়িয়া অর্জ্জুন যদি না করে, তাহা হইলে তাহার কি রকম মাথা নিচু হইবে সে সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? ক্ষত্রিয়, ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়ী হইলেই বা কি পায়, নিহত হইলেই বা কি পায়, যে প্রসিদ্ধ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, এবং যাহা শুনাইয়া ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন, সেই "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গ" শ্লোকটির ব্যাখ্যা কর; আর, কি ভাবে যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না, সেই সাম্য ভাবের উপদেশ, যাহা পরের শ্লোক এবং যাহা গীতার প্রাণের কথা, এইবার তাহারও আলোচনা কর। কেন ইহাকে

গীতার কেন্দ্রীয় কথা বলা হইল? অর্জ্জুনের কোন্ পাপ সম্বন্ধে ভয় হইয়াছিল?

ভগীবান যে দেহী অর্থাৎ আত্মা, ও দেহ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে এত কথা বলিলেন, তাহাকে সাধারণতঃ আত্মানাত্ম-বিবেকের কথা বলা হয়, এই আত্মানাত্ম-বিবেকের অর্থ কি? ইহা বলিলেন এই জানাইতে যে শোক ইত্যাদি আত্মার নহে, দেহের—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে কোন শোক হইবে না, তাহার আলোচনা কর; তাহা ছাড়া "অপরিহার্য্য যাহা, তাহাতে শোক করিয়া লাভ নাই, তাহা অশোচ্য," উদাহরণ সমূহের সহিত ইহার আলোচনা কর। আত্মানাত্ম-বিবেক সাংখ্যের অংশ বলা হয়; সাংখ্যের অর্থ কি, মূল অর্থই বা কি ও গৌণ অর্থই বা কি? গৌণার্থ অনুসারে কেন কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বলা হয়? কিন্তু সাম্য মনোভাব লইয়া স্বধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য' ইহা সাংখ্যের কোন অর্থেরই বাধক হয় না, ইহা দেখাইয়া দাও। বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন হয় না, এই বুদ্ধিযোগের অর্থ কি? এই প্রকরণের অবশিষ্টাংশ বুদ্ধি-যোগ; কি কি বিষয় ইহাতে বলা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দাও। ভগবান ইহার প্রশংসায় কি বলিলেন। ব্যবসায়াত্মিকা শ্লোকটি ব্যাখ্যা কর। বেদবাদীদের সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন ও কেন বলিলেন? নিষ্কাম কর্ম্মের ভাব, অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করা বিষয়ে. বেদবাদীদিগের মনের ভাব ও ক্রিয়া সমূহ কেন পরিত্যজ্য? কেন বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়া? নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মবান্ ইহাদের অর্থ কি? মানুষকে গুণাতীত অবস্থায় আনা গীতার আসল উদ্দেশ্য, কি ভাবে এই কথাগুলি গুণাতীতত্ত্ব-সূচক তাহা দেখাও। "যাবান্ অর্থ" শ্লোকটির (৪৬) পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাও। অতিক্রম ইত্যাদি কঠিন শব্দগুলির অর্থ বল।

৪৭-৫৩। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই শ্লোকটিকে কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী কেন বলা হইয়াছে? ইহার প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা কর ও ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। নিষ্কাম অর্থে সংকল্পহীনতা নহে, ইহা কেন? তাহা হইলে নিষ্কামের ঠিক অর্থ কি? পরের শ্লোকে যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণির অর্থ কি? বুদ্ধি যোগে যে কর্ম্ম করা হয় তাহা, এবং যে কর্ম্ম করা হয় না তাহা, ইহাদের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট ও কেন? "যোগই কর্ম্মের কৌশল" ও সমত্বং যোগ উচ্যতে, এই বাক্যগুলির অর্থ কি? কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে, কি পাওয়া যায়? স্থির বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অর্থবাদের প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিৎ তাহা রাখিলে অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইলে, মন কিরূপ স্বভাবের হইয়া উঠে? স্থির বুদ্ধিতে যোগ প্রাপ্তি ঘটে, ইহার অর্থ কি? কৃপণ ইত্যাদি কঠিন শব্দ গুলির অর্থ বল।

৪৫-৭০ অর্জ্জুন কি কি প্রশ্ন করিলেন তাহাদের অর্থ কি? স্থিতপ্রজ্ঞের শাব্দিক অর্থ কি? ভগবান, প্রথম প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন, ব্যাখ্যা করিয়া বল। যাহা বলিলেন তাহা কেন গুণাতীতের লক্ষণ? ভগবান দ্বিতীয় প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন? "রসোঽপ্যস্য পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ও "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই কথা গুলির অর্থ কি? জ্ঞান, পুরুষকার ও ভক্তির সমন্বয় এই শ্লোক গুলিতে যদি হইয়া থাকে তাহা দেখাও। বুদ্ধিযোগের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করিয়া তাহাতে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, কেন? ইহা কি ভাবে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল তাহা দেখাও। ইন্দ্রিয়, পণ্ডিত দিগের মনকেও বিপথে চালিত করে; মন যদি বশে না থাকে, মানুষ কি ভাবে প্রণষ্টতির দিকে যায়, তাহা দেখাও। ইন্দ্রিয় সংযম, রাগ দ্বেষ হীন ভাবে বিষয়ে বিচরণ, ও চিত্ত প্রসাদ ইহারা কি ভাবে

যুক্ত ? আত্ম প্রসাদ কি ? "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" এই শ্লোকটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা কর। শান্তির কি অর্থ ? যাহার মন ইন্দ্রিয়ের পিছনে ঘোরে, তাহার কি হয়, বল। কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগৃহীত রাখিবে ?" অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের এই গুলি যে উত্তর, তাহা দেখাও। মুনিরা (অর্থাৎ সংযমীরা) ও সাধারণ লোকেরা, ইন্দ্রিয় সংযম ও অসংযম, (অথবা ব্রহ্ম ভাবনা ও বিষয় ভাবনা), ইহাদের কাহারা কি ভাবে দেখে, তাহা বর্ণনা কর। সমুদ্রে জল অনবরতঃ প্রবিষ্ট হইতেথাকিলে সমুদ্র উদাসীন থাকে, সেইরূপ কামনা সকল মনে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলেও যে উদাসীন থাকে, সেই ব্যক্তির কি লাভ হয় ? তাহা যদি "শান্তি" হয়, কি প্রকারের সে শান্তি ? কঠিন শব্দ গুলির অর্থ কর।

৭১, ৭২, উপসংহারে ভগবান কি বলিলেন ? যে নিঃস্পৃহ, যে "বিহায় কামান্" যে অহংতা মমতা বর্জ্জিত, সে কি পায় ? এ বিষয় পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থানে কি বলা হইয়াছে ? শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যা দাও। ব্রাহ্মী-স্থিতি ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ইহাদের ব্যাখ্যা কর। ভগবান, হৃষীকেশ, গুড়াকেশ, এগুলির ব্যুৎপত্তি-জাত অর্থ কি ?

জ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোক

(জ্ঞান অর্থাৎ যাহা নূতন কিছু তত্ত্ব মুলক বা উপদেশ ভাবে বলা) দ্বিতীয় অধ্যায়ে, উপদেশ ও জ্ঞানের অনেক কথা আছে, উদাহরণ স্বরূপ তাহর কিছু উল্লেখ করা হইল!

২—১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪; হইতে ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, হইতে ৩১, ৩৭, ৩৮।

ইহার পরে কর্ম্মযোগের শ্লোক; কিন্তু ইহাদের প্রায় সব গুলিই জ্ঞানের; যথা ২।৪০—৫৩, ৫৫—৭২, স্থিত প্রজ্ঞার উপর যে সব শ্লোক আছে, তাহা সব জ্ঞানে ভরা।

কর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্লোক।

প্রথম ষট্ক, কর্ম্ম মূলক। এ অধ্যায়ের প্রায় সমস্ত শ্লোক কর্ম্ম সম্বন্ধীয়। জ্ঞানের শ্লোকের ভিতরও বহু শ্লোক কর্ম্ম সম্বন্ধীয়। ২।৩, ৭, ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৪৫, ৪৭; ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৪, ৬৮, ৭১, ।

ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক ২।৭ ৫১, ৬১ ।

আমরা অন্যান্য অনেক বিষয়ের কথা পাই, যথা—উপদেশ প্রার্থনা, ৭। জন্মান্তর বাদ ১২; ১৩, ২২। বেদ ক্রিয়াদি ৪২, ৪৩, ৪৪। স্বধর্ম্ম পালন—৩১, হইতে ৩৬। বুদ্ধি—৩৯, ৪১, ৪৪, ৪৯, হইতে ৫৩, ৬৩, ৬৫, ৬৬। ৫৪ হইতে ৭২ শ্লোক বা অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত বহু শ্লোকে আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী শব্দ পাই। ত্রিগুণ—৪৫। সমত্ব ১৪, ১৫ ৩৮, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫৭; ৬৪, ৭০, ৭১।

প্রসাদ, শান্তি—৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২। অমৃতত্ব অনাময়ত্ব ১৪, ৫১। ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ—৭২। আত্ম তুষ্টি—৫৫, ৬৪। আত্মার অবিনশ্বরতা, দেহের পরিবর্ত্তনশীলতা—১৩ ১৬, হইতে ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০। ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম—৫৮, ৬১, ৬৪ ও ৬৬, হইতে ৭২। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা—৫৯, ৬১। পুরুষকার—৩, ১৪, ৩৭, ৩৮, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৬১, ৬৮। কর্ম্মবন্ধ—৩৯, ৪০, ৪৩, ৫১। কর্ম্ম বিষয়ক ৪০, হইতে ৫২। স্থিতপ্রজ্ঞ প্রকরণে অনেক কর্ম্ম সম্বন্ধীয় শ্লোক আছে যথা—৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১। মনে রাখিবার মত শ্লোক ২, ৩, ৫, ৭, ১১, হইতে ২৫, ও ২৭, ২৮, ২৯ ৩২, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৫, হইতে ৭২।

S. Subba Rauর অনুদিত পূর্ণ প্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের গীতা হইতে গৃহীত :—

২।৫, অর্থ কামান্ শব্দের এক অর্থ, who are my wealth and joy. ২।১১, the wise grieve not for the dead as for the living. ২।১৬, সৎ অসৎ=righteousness and unrighteousnness ; or, অসৎ (প্রকৃতি) and সৎ (ব্রহ্ম) there is no absence. ২।১৭, custom being to mention ব্রহ্ম first and then soul, that custom has been followed here. Soul is limited by space and not all pervading, In the succeeding slokas also, ব্রহ্ম has been described first and then soul ২।২৯ speaks of the Lord. ২।৩০ সর্ব্বস্য দেহে=in স্থুল and লিঙ্গ শরীর। ২।৩৮ is যোগসূত্র between the forgoing and after-coming portions. সাংখ্য= knowledge of the Lord and the soul. ২।৪০ = lifts one from the great fear of সংসার। সমাধৌ=to settle the mind. ২।৪৫, নিত্যসত্ত্বস্থ=stand on the Eternally Excellent , আত্মবান=Have the Lord within you ২।৪৭=Only in respect of action. there is eligibility in thee. ২।৫২, নির্ব্বেদ=fnll benifit to be gained. ২।৫৩, যোগ=reach the Lord. ২।৫৪, সমাধিস্থ=one who is in meditation. ভাষা=description. ২।৫৫ আত্মনি=in the Lord. ২।৭০ চরতি also means experiences. ২।৭২ ব্রাহ্মীস্থিতি =state in relation to ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

পঞ্চাশাধিক টীকা, উপনিষদ্, মহাভারত কথামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সহ, বহুতথ্যপূর্ণ মৌলিক ও বিশদ ব্যাখ্যা সম্বন্ধ গ্রন্থ

প্রথম খণ্ড—প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় ৫০০ পৃষ্ঠা ; মূল্য ছয় টাকা, রেজিষ্ট্রী ডাক মাশুল এক টাকা চারআনা, স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪৪০ পৃষ্ঠা; মূল্য ছয় টাকা, তবে যাঁহারা প্রথম খণ্ড কিনিয়াছেন বা কিনিবেন, তাঁহাদের জন্য মূল্য তিন টাকা, (দোকানে, তিনটাকা বার আনা), রেজিষ্ট্রী ডাকমাশুল একটাকা চার আনা, স্বতন্ত্র।

গ্রন্থকার বৃদ্ধ, Money Order করিয়া তাঁহাকে টাকা পাঠান্; টাকা পাইবা মাত্র পুস্তক প্রেরিত হইবে। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

গ্রন্থ নানা কারণে এইভাবে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করাইয়া মুদ্রিত করাইতে হইতেছে ; তবে পাঠকের যাহাতে সমগ্র গীতার ধারাবাহিকতা মনে গাঁথিয়া লইতে, ও তাহার রসে গোড়া হইতে পুষ্ট থাকিতে পারেন, সেইজন্য, প্রথম অধ্যায়েই 'অধ্যায় সংযোগ' নামক একটি মৌলিক পরিচ্ছেদ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার—শ্রী ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service. (B 6/15) Pitambarpura, Varanasi).

পুস্তক দুই খণ্ড, গ্রন্থকারের নিকট হইতে, বা কলিকাতার মহেশ লাইব্রেরী (College Square) ও অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তক বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য। প্রশংসা পত্রের বৃহৎ দুইখানা পুস্তিকা দেখুন।

এই গ্রন্থে, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর, মধুসূদন, রামকণ্ঠ, মধ্ব, তিলক, রামদয়াল, কৃষ্ণানন্দ, অরবিন্দ, মহানামব্রত, সন্তদাস, গিরীন্দ্রশেখর, ভক্তি প্রদীপ, ব্যোমব্রহ্ম চিন্তামণি, জ্ঞানেশ্বর, বিদ্যানন্দ, বলদেব, বিশ্বনাথ, সচ্চিদানন্দ, নীলকণ্ঠ আনন্দগিরি, গান্ধী, কৃষ্ণপ্রেম, রাধাকৃষ্ণণ. গৌরগোবিন্দ, গীতাপ্রেমী, বিনোবা, ভূপেন্দ্রনাথ. তেলাং. গোয়েনকা, সুরেন্দ্র দাস গুপ্ত, জগদীশ্বরানন্দ, মতিলাল, অনিল বরণ, দামোদর, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক, বহু মহাত্মাগণের ভাষ্য. টীকা ও আলোচনার উদ্ধৃতি পাইবেন। এই গ্রন্থ একাধিক শ্রেণীর পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি পড়িবেন; পরিপ্রশ্নমালা ও

অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকগুলি ভক্তিমূলক, কোন্‌গুলি কর্ম্মমূলক, ও কোন্‌গুলি জ্ঞান মূলক, ইহার নির্দ্দেশ পাইয়া উপকৃত হইবেন যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা ভূমিকা, কঠিন শব্দের অর্থ ও অনুবাদ পড়িবেন। যাঁহারা আরও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য গ্রন্থকারের যুক্তিপূর্ণ মৌলিক ব্যাখ্যা, নানা তথ্যাদিপূর্ণ আলোচনা ও পঞ্চাশাধিক ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থ সমূহের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। যিনি যে সম্প্রদায়ের, তিনি সেই সম্প্রদায়গ্রাহ্য টীকা পাইবেন। গবেষকেরা এতগুলি টীকা পাইয়া (যাহার অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য), মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণা পাইবেন। এত টীকার ও আলোচনার উদ্ধৃতি ও reference কোনও পুস্তকে নাই।

গ্রন্থকার বৃদ্ধ .৭৬) ও রুগ্ন। গীতার বাকী অংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, কিন্তু মুদ্রিত করাইবার অর্থ নাই।

তাঁহাকে সাহায্য করুন।

মণীষিবৃন্দের অভিমত

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, M.A., D Litt. পদ্মবিভূষণ ঃ-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। ইহাতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক প্রাচীন ও নবীন ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাংশ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভগবদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পাঠকের বিশেষ সাহায্য লাভ হইবে বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়নে বৃদ্ধাবস্থাতে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা শতমুখে করিতে ইচ্ছা হয়। সমগ্র গীতার মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়টি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ, ইহা এই অধ্যায়ের টীকাকার মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই অধ্যায়ের সবিশেষ আলোচনা গীতার মর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে সহায়ক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। আশা করি গীতা প্রেমী সাহিত্যিক ও সুধীজনের নিকট এই ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমুচিত আদর লাভ করিবে।

শিবতুল্য স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, ইনিProf. P. N. Mukerjee নামে, Physics ও Mathematics-এর বিখ্যাত Professor ছিলেন, এখনও বিজ্ঞানের নূতনতম তথ্য সমূহের সংবাদ রাখেন। তন্ত্রের নানা গ্রন্থ প্রণয়ন, ইনি ও Count Avalon (Jnstice Woodroffe) এক সঙ্গে করিয়াছেন। বিরাট জপসূত্রম্, ও ষড়দর্শন ও বেদান্তের বহু ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের ইনি প্রণেতা। গত বৎসর কাশীতে যে আখিল ভারত নেপাল তিব্বতীয় তন্ত্রসভা ও প্রদর্শনী হইয়াছিল ইনি তাহার একজন সভাপতি ছিলেন। ইহার বয়স নবতি (৯০) বৎসরের কাছা কাছি। ইহাঁর আশীর্ব্বাদ পাওয়া ভাগ্যের

কথা। প্রশস্তি স্বরূপ নিম্নে দেওয়া, আমার নামের "ক্ষেত্র" ও "পদ" সম্বলিত কবিতাটি পাইবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছে ঃ—

যদ্‌গাবো বিদুষেহ দদুঃ স্তনপয়ঃ সর্ব্ব শ্রুতীনাম্ মধু
ধর্ম্মক্ষেত্রমখে তদেব হবিষাহভূৎ কৃষ্ণ কাদম্বিনী।
ক্ষেত্রজ্ঞস্তনুতে পদেন পরিতঃ ক্ষেত্রং সুধী সেবিতং
সাহসৌ ক্ষেত্রপদে চিরং ভবতু নো গীতা সুধাবর্ষিনী ॥

(উপনিষৎ রূপা গাভী সকল সর্ব্বশ্রুতির মধু যে স্তনপয়ঃ বিদ্বৎ-পুরুষকে দিয়াছেন, সেই স্তনসুধা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মহা-সমর মখাগ্নিতে হবিরূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কৃষ্ণকাদম্বিনী (শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃতা গীতামৃতবর্ষিনী মেঘমালা) হইল। ("যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্য)।" ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা সুধীগণের সেবিত ক্ষেত্র (গীতা-পাঠ-ধ্যান-ভাষ্য টীকা-নিবন্ধাদি) পদ দ্বারা সর্ব্বতঃ বিস্তারিত করিতেছেন। (ইহা দ্বারা গীতারূপা মেঘ-মালার বর্ষণের ক্ষেত্র সমস্তাৎ প্রসারিত হইয়াছে।) এখন, আমাদের "ক্ষেত্রপদে" (ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তৃক 'পদ্যমান', কি না, নিয়োজিত ক্ষেত্রে) সেই ঐ গীতারূপা কৃষ্ণকাদম্বিনী চিরতরে সুধা সন্দোহ বর্ষিণী হউন।)

ইহার পরের আর একটি পত্রে স্বামীজি লিখিয়াছেন"....আমি বিশ্বাস করি আপনার এ মহান উদ্যম সুধী সমাজে সমাদৃত হইবে, এবং বিশ্বনাথের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, Ex-Governor, West Bengal Ex-Chief Justice, Calcutta High Court, Present Chairman, Law Commission ও Legal Terms Commission, প্রথিতযশা শাস্ত্রগবেষক ও Prabuddha Bharata ও উদ্বোধনে প্রকাশিত উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধের লেখক। ইনি আমার পুস্তক, একের পর এক কিনিয়া পড়িয়া, অভিমত দিয়াছেন; প্রথম খণ্ডের উপর অভিমত ঃ–

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার প্রথম খণ্ডটি আমার পড়িয়া দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে, গীতার প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যার প্রণালী ও পরিধি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে, বোধ করি গীতাই সর্ব্বাধিক আলোচিত, ও সর্ব্বাধিক ব্যাখ্যাত গ্রন্থ, অন্ততঃ আধুনিক কালে। শ্রীকৃষ্ণ কথিত ঐ জীবন-বেদের ব্যঞ্জনা এমনি সর্ব্বাত্মক যে, ভক্তেরা উহার আশ্রয় লইয়াছেন, জ্ঞানীরা উহাতে পরমতত্ত্বের সন্ধান পইয়াছেন, এবং কর্ম্মীরাও উহারই শ্লোক পরম্পরার মধ্যে পৌরুষের বাণী ও মানবোচিত পরম কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনিয়াছেন। নানামতের অনুসারী নানাজনে একই উপদেশের মধ্যে নিজ নিজ মতের সমর্থন আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন,

তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পঞ্চাশাধিক টীকা, ভাষ্য ও প্রবন্ধাদিতে ব্যক্ত। ঐ বহুমতের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া, গীতার রসাস্বাদ এবং নিজেরও ক্ষমতানুরূপ একটা অভিমত গঠন করিতে হইলে, বিভিন্ন টীকা, ভাষ্য ও প্রবন্ধগুলি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন কিন্তু কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে এইগুলি সংগ্রহ করা কেবল মাত্র দুষ্কর নহে, অসম্ভব। বর্ত্তমান গ্রন্থকার, গীতার অর্থজিজ্ঞাসুদের, ঐ অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, গীতার সমস্ত টীকা ভাষ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে, উহার বিভিন্ন মনীষিকৃত, বিভিন্ন ব্যাখ্যা একত্রিত করিয়া সরল, সুবোধ্য, সাবলীল বাংলায় করিয়াছেন। তাহা ছাড়া শ্লোকের অনুবাদ দিয়াছেন, অন্বয় দিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত, শ্লোক সমষ্টির অন্যান্য সুধীজনকৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করিবার পূর্ব্বে, একটি নিজকৃত আলোচনা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ বিরাট কার্য্য আর কেহ পূর্ব্বে করিতে সাহসী হন নাই; গ্রন্থকার যে পরিণত বয়সে নিজের একক চেষ্টায় এমন একটি কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য, মনীষা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে

হয় তাঁহার গ্রন্থখানা, পাশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট variorum Edition জাতীয় পুস্তকের অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর, কারণ তিনি মাত্র অপরের মতামত সংগ্রহ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অতি বিনীত ভাবে নিজের মতামতও দিয়াছেন, সেই মত প্রজ্ঞালোকিত ও গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। এই পুস্তকের সংযোজন দ্বারা বাংলা সাহিত্য সত্যই সমৃদ্ধ হইল। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের পরিবর্ত্তী খণ্ড প্রকাশ করিতে সম্প্রতি চেষ্টিত আছেন, কিন্তু অর্থাভাব তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। আশা করি ধনবান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁহার আনুকুল্য করিতে অগ্রসর হইবেন, এবং আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্র বলিয়া অভিমানী রাষ্ট্রও এই মহৎ প্রচেষ্টার দিকে তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের উপর তাহার অভিমতঃ—শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার অর্থবলে বলী নহেন। কোন ক্রমে গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিবার পর, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য আনুকূল্য যাচ্ঞা করিয়া পশ্চিম বাংলা সরকার, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অনেক বাঙ্গালী ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে একজন অবাঙালী

বদান্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

গ্রন্থ খানির প্রথম খণ্ড পড়িবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, এবং উহার অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিয়া একটি লিখিত অভিমতও আমি গ্রন্থকারকে প্রেরণ করি। এবারে দ্বিতীয় খণ্ড খানি সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম যে ইহাতে প্রথম খণ্ডের বিশেষত্ব গুলি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই নয়, আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর হইয়াছে। গ্রন্থকার রামকণ্ঠ প্রমুখ আরও চারিজন টীকাকারের ব্যাখ্যা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক যে ভাবে পঞ্চাশাধিক টীকাকারের মানস রস একত্রিত করিয়া তাহার যোগফল পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, এবং উপরন্তু নিজস্ব ব্যাখ্যান দ্বারা সেই রস-সমবায়ের গুণাগুণ ও গীতার মর্ম্মকথা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। এই একখানা গ্রন্থ পাঠ করিলে গীতার টীকা সাহিত্যের সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া আসা যায়, এবং তৎপর, গ্রন্থকারের স্বকৃত ব্যাখ্যাটির সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে গীতার নিহিতার্থ চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য সকল পাঠকই অতটা গভীর ভাবে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিবেন না, কিন্তু যাঁহারা গীতার উপদেশের মোটামুটি অথচ সামগ্রিক জ্ঞান চাহেন, তাঁহারাও এই পুস্তকটিতেই যথোপযুক্ত নির্দ্দেশ

পাইবেন—কারণ এই গ্রন্থদত্ত টীকা ও ব্যাখ্যার একটি বিশেষত্ব, উহার স্তর বিভাগ। পাঠক ইচ্ছা করিলে গভীরতর আলোচনার অংশ বাদ দিয়া উপরের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত সাধারণ ভাবে বিবৃত শ্লোক পরিচয়টি পড়িয়া যাইতে পারেন। গ্রন্থটির বিবিধ বিশেষত্বের কথা আমি প্রথম খণ্ড সম্পর্কে দত্ত অভিমতে উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থকার প্রাচীন হইয়াছেন, তাঁহার জীবিত কালে তিনি যেন সম্পূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা কামনা করিবেন। এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ অপ্রকাশিত থাকিয়া গেলে একটি মহৎ প্রয়োজনের অপমৃত্যু ঘটিবে এবং বাংলার শাস্ত্র সাহিত্য বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইবে।

ডাঃ (শ্রীমতী রমা চৌধুরী M. A., Ph. D, D. Litt (Oxon) অধ্যক্ষা, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কলিকাতাস্থ লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ; ও প্রাচ্য গবেষণাগার "প্রাচ্য বাণী" প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা :—পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত "শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা" গ্রন্থের দুই খণ্ড পাঠ করে বিশেষ উপকৃত এবং পরিতৃপ্ত হয়েছি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা অধ্যাপক। অথচ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাখ্যার মৌলিকতা ও ভাষার স্বচ্ছতা যে কোনো সংস্কৃতের অধ্যাপকের অপেক্ষা অল্প নয়। গীতার অন্তর্নিহিত প্রত্যেক নিগূঢ় তত্ত্বকে

তিনি তাঁর স্বভাবগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সত্য-ভিত্তিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে একজন প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত সাধক, প্রকৃত মরমী দরদী ঈশ্বর কৃপা প্রাপ্ত, সুধন্য জনেরও পরিচয় এই সুন্দর গ্রন্থে পাওয়া যায় ছত্রে ছত্রে. এইটিই এর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পদ্মভূষণ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ—এই দ্বিতীয় খণ্ডটিকে আমি বহুবার পড়িয়াছি এমন পাণ্ডিত্য পূর্ণ গভীর ব্যাখ্যা আমি আর দেখি নাই। অন্তঃকরণ বৃত্তি ও তাহার নাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল্য সকলে বুঝিবে না; আপনার মতের সহিত আমার মতের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে মনে খুবই আনন্দ বোধ করিয়াছি। আমার লিখিত "On the Nature of Self" পুস্তকে, পাশ্চাত্য দর্শনের সমালোচনা করিতে গিয়া, এই অমূল্য তথ্যটি আমি সুধী সমাজে উপস্থিত করিয়াছি। ১১ হইতে ৩৮ শ্লোকের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট উপাদেয় মনে হইয়াছে। গীতার নিগূঢ় অর্থ এই আলোচনা হইতে পাওয়া যায়। আপনি যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য্য। ভগবান আপনার মুখ দিয়া যেন নিজেই গীতার অর্থ প্রকাশিত করিতেছেন।

প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে ইহাঁর অভিমত প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত

হইয়াছে। পরে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ঐ খণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। আপনার গীতা মনোযোগ সহকারে মাঝে মাঝে পড়ি ও আপনার অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর তাহা দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হই।

অযাচক সংস্থার মণ্ডলেশ্বর, কর্ম্মযোগী শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে তাহার "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (প্রথম খণ্ড), এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূত পুর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথমখণ্ডে গীতার প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় গ্রথিত হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ সমস্ত গীতা একত্রে বাহির করা গ্রন্থকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত তাহার বহু মূল্যবান সন্দর্ভ, কেবল গ্রন্থখানাকে স্বল্পব্যয় সাধ্য করিবার জন্যই দিতে পারেন নাই। তথাপি গ্রন্থের বিরাট কলেবর। ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হউক, এবং গীতা সাহিত্য জগতে এক নূতন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করুক। গ্রন্থখানার প্রশংসার কোনও ভাষা নাই। নিপুণ বিশ্লেষণ, কুশলী আলোচনা বিদগ্ধ জনোচিত মনস্বিতা, সূক্ষ্ম বিচার এবং বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। অসংখ্য লেখক ও ভাষ্যকারের টীকা টিপ্পণীর সমাবেশ যেন এক বিদ্যুদালোকিত প্রদর্শনী গৃহের দৃশ্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নিজস্বতা প্রকটিত

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মহাখ্যাতিমান ভাষ্যকারদের তীক্ষ্ণ সূর্য্যালোকে বা উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে তাঁহার মাটির প্রদীপের পলিতার আলো নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই ; ইহা আশ্চর্য্য।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছেনঃ কাশী পীতাম্বর পূরা নিবাসী বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গীতার দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় অধ্যায়) আমি দেখিয়াছি। "ইনি বৈজ্ঞানিক ; ইনি আবার গীতার তত্ত্ব কি লিখিবেন ?" এইরূপ বিদ্রূপ দুই চারিজন শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্যক্তি একদা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্পাদিত গীতায় দেখিলাম, যেখানে তিনি প্রচলিত মত বা ব্যাখ্যা হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিসন্ধতা জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি অসামান্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আলোচনার ভিতরে সুগভীর আস্তিক্য এবং যুক্তিনিষ্ঠা সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লোক পরিজ্ঞাত ব্যাখ্যাতাদের ব্যাখ্যা সমূহ তিনি উদঘাটন করিয়া দেখইয়াছেন, সাধারণ্যে অপরিজ্ঞাত কোনও কোনও গীতা ভাষ্য কারের মর্ম্মার্থের পরিচয় তিনি তাঁহার সুসম্পদনায় অবগুণ্ঠনমুক্ত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও শ্রমপ্রিয়তার অপূর্ব্ব নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু নিজের উপলব্ধির আলোকে গীতার তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করিয়া ধরিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। যেখানে যেখানে তাঁহার ব্যক্তিগত

গীতাস্বাদনের বিবরণ রহিয়াছে, সেখানেই তিনি নিজস্বতার মহিমায় সমুজ্জল। অন্ধপাণ্ডিত্যের পথে তিনি চলেন নাই. গোঁড়াদের যুক্তিতেও তিনি ভোলেন নাই ওজন করিয়া প্রায় প্রত্যেকটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং আমার মতে, গীতার্থ আলোচনায় এক নূতন ভঙ্গার পথিকৃত হইয়াছেন। [স্বামীজি মাসের পর মাস আমার গীতার দুই তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী বিজ্ঞাপন তাঁহার "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় দিয়াছেন। আমার নিকট হইতে একটি পয়সাও লন নাই; অধিকন্ত নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।—গ্রন্থকার।]

শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত সঞ্চালক অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। আমার অগ্রজকল্প শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপধ্যায়ের গীতার দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় অধ্যায়) পাইলাম পূর্ব্বে প্রথম খণ্ড পড়িয়াছিলাম। প্রথম খণ্ডের সকল গুণ এই গ্রন্থে আছে কিন্তু বিচার বিমর্শে বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার অন্য ব্যাখ্যাকারদের সহিত গ্রন্থকার পাঠক দিগকে পূর্ব্বের ন্যায় পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ মহত্ত্ব তাঁহার নিজের ব্যাখ্যায় ও সমাধানে পাইতেছি। গীতায় নানা স্থানে নানা কথা বলা হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ শ্রদ্ধার বলে তাহাদের মধ্যে সঙ্গতি পাইয়াছন এবং সেই সঙ্গতি পাঠকদের সম্মুখে অতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এঁর বুদ্ধি মোটেই "মোটা" নহে। চিরাভ্যস্ত বিশ্লেষণশীল

বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় গীতার খুব সদর্থ করিয়াছেন। ইহার আদর হওয়া উচিত। আশা করি সময়ে সে আদর হইবে এবং তাহার ফলে সম্পূর্ণ গীতা প্রকাশিত হইয়া জনহিত সাধন করিবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, Gereral Secretary Belur Ramkrishna Math, (ইনি গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ভাষ্য সমূহের আলোচনা সমৃদ্ধ বহু গ্রন্থ প্রণেতা; ইনি আমার বই কিনিয়া পড়িয়া অভিমত দিয়াছেন : আপনার গীতা খানিতে প্রাচীন আচার্য্যদের এবং আধুনিক পণ্ডিতদের মতামত সন্নিবেশিত হওয়ায় উহা খুবই সুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (critically) গীতা পড়িতে চাহেন, তাঁহাদের ইহা খুব সাহায্যকারী হইবে, চিন্তায় আলোড়ন আনিবে, এবং গীতার তাৎপর্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পোঁছানর সহায়ক হইবে।

(ইনি দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে জানাইয়াছেন) :—I am sure, like the First part, this Second part also will be equally appreciated by the Scholars and general readers alike. I have already given my comments on the First part, and for the Second part also, I hold the same view.

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য M. A. (Hon), Ph. D. (Lond.), D. Litt (Lin) Bar-at-Law, কাব্যতীর্থ,

ন্যায় বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), ময়ূরভঞ্জ প্রোফেসার, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়। অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের প্রতি-পাদ্য দ্বিতীয় অধ্যায়, ঔপনিষদ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সার নির্য্যাস, এ সম্বন্ধে সুধী সমাজে মতদ্বৈধ নাই। গীতার মর্ম্মকথা স্বরূপ এই অধ্যায়টিকে প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকার আর্য্যধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিলেন। গীতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবার উদ্দেশ্যে বিরাট মনীষি-গোষ্ঠী, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সতত প্রযত্নশীল রহিয়াছেন। তাঁহাদের টীকা ও ব্যাখ্যাত্মক অন্ততঃ ৫৬ খানি গ্রন্থ হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। প্রাচীন ও নবীন মত সাম্রাজ্যের বিরাট সমাবেশে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্যমান গ্রন্থখানি শুধু সংকলনাত্মক নহে। গ্রন্থকার স্বীয় মননশীলতা দ্বারা সর্ব্বমত সামঞ্জস্যবাহী একটি সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থ খানি বিদ্বৎ সমাজ ও ধর্ম্ম পিপাসু সাধারণ জন সমাজের সমান ভাবে উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার বর্ত্তমানে ৭৬ বৎসরের লোলচর্ম্ম, ক্ষীণ দৃষ্টি অর্থ সংগতি শূন্য বৃদ্ধ। জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়াইয়া, শুধু অন্তরের প্রেরণায় তাঁর সারাজীবনের সাধনা জনকল্যাণার্থ রাখিয়া যাইতে চান। তাঁর এই অনবদ্য নিষ্কপট দান জগৎ প্রসন্ন নম্র চিত্তে গ্রহণ করুক্ এই প্রার্থনা পুরুষো-

ত্তামের নিকট নিবেদন করি। (ডাঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বইখানি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, সেই গোড়া হইতে ইহা পড়িয়াছেন, ও গুণাগুণ নোট করিয়াছেন। আমি ইঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী।—গ্রন্থকার।)

ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য M.A. Ph. D. ব্যাকারণাচার্য্য প্রাক্তন পুরাণ গবেষক, কাশীরাজ ন্যাস, ও Research Assistant, Varanasi Sanskrit University. (ইনিও আমার বই যখন মুদ্রিত হইতেছিল, সেই গোড়া হইতে ইহা পড়িয়াছেন, ও গুণাগুণ নোট করিয়াছেন। আমি ইঁহারও নিকট বিশেষরূপে ঋণী।—গ্রন্থকার):- শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত (প্রচলিত সর্ব্বটীকা গ্রন্থের সারাংশ সহিত) গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইল। ইতঃপুর্ব্বে গ্রন্থকার ইহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম ভাগ যে পদ্ধতিতে প্রণীত হইয়াছে, এই ভাগেও সেই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তবে এই অংশের ব্যাখা বিশদতর মনে হয়। গ্রন্থকার স্বব্যাখায় সর্ব্বত্রই (বিশেষ করিয়া যেখানে তিনি নবীন ও পৃথক ব্যাখ্যা দিয়াছেন) পর্য্যাপ্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া করিয়াছেন দেখা যায়—"আমাদের মোটাবুদ্ধি" বাক্য তিনি বারবার ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি কয়েক স্থলে তাঁহার নবীন ব্যাখ্যা স্বাধীন চিন্তা-কারীর দৃষ্টিতে উপাদেয়ই হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক অন্ধ দৃষ্টিতে তিনি নিজেকে কোথাও আবদ্ধ রাখেন নাই, এবং বর্ত্তমান স্থলে

এই দৃষ্টি ভঙ্গীর আবশ্যকতা আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব্ব ব্যাখ্যার দোষ স্পষ্টতই দেখাইয়াছেন (নম্রভাবে) যথা– "আরও অনেক যুক্তি অনেকেই দিয়াছেন, মূর্খ আমরা, আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকে" (পৃষ্ঠ ১৩), "মহাজনেরা যেন আমাদের ক্ষমা করেন" (পৃ ২৫ ইত্যাদি। গীতার মূল তাৎপর্য্য বিষয়ে গ্রন্থকারের একটি নিজস্ব দৃষ্টি আছে দেখা যায় এই বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয়ের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি দ্রষ্টব্য,— গীতার মুল কথাটি এই সুখ দুঃখে সমভাব রাখা (পৃ ৯৮) আমরা........ব'লিয়াছিলাম যে সাংখ্য বা অধ্যাত্মজ্ঞান কি ভাবে গীতার পাদপীঠ হইয়াছে (পৃ ১৮৯), গীতার লক্ষ্য গুণাতীত হওয়া পৃ ১৯৭), 'ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা' শ্লোকটীকে ২ ৪৫) "গীতার মুখ্য কথা বলিয়াছেন, অনুরূপভাবে, 'বিহার কামান্' (২।৭১) শ্লোককে, "সাধনার সারকথা" রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কয়েক স্থলে গ্রন্থকার আবশ্যক বিষয়ে বিশদ বিচার করিয়াছেন, যাহা গীতা-রসিকগণের ভাল লাগিবে আশা করা যায়। গীতা ও মহাভারতের সম্বন্ধের বিষয় (পৃ ১৩-১৭-তে) আলোচিত হইয়াছে, যাহা শ্রদ্ধালু ব্যাক্তিকে মুগ্ধ করিবে। গীতোক্ত সাংখ্য ও সন্ন্যাস আদি বিষয়েও গ্রন্থকারের বিশিষ্ট দৃষ্টি আছে, যাহা ভালভাবেই উপন্যস্ত হইয়াছে, এবং যাহা আলোচকগণের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে (পৃ ১৮ ২৪ দ্র)। এইসব বিষয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, তবে গ্রন্থকার যে যুক্তি সমুহ দিয়া স্বমন্তব্যকে টিকাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষনীয়

নহে। কয়েকস্থলে গ্রন্থকারের মত আমাদের খুবই উপাদের মনে হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার যে দীর্ঘকাল যাবৎ গীতার অন্তরঙ্গ অনুশীলন করিয়াছেন, উহা এই মত সমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। গীতার "প্রতিপাদ্য বিষয়" লইয়া গ্রন্থকার বলেন—উদ্দেশ্যে ও বর্ণনায় গীতার কোথায়ও সংগতিহীনতা পাওয়া যাইবে না (পৃ ২৮)। বিশেষ জিজ্ঞাসু যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি, অংশটি পাঠ করেন, তবে উপকৃত হইবেন। ব্যাখ্যায় বহুস্থলেই উপনিষদ, মহাভারত, অন্যান্য গীতা (যেমন বশিষ্ঠ গীতা) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমানার্থক বচন সংকলিত হইয়াছে। এমন কি বহু পাশ্চাত্য বিদ্বানের বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে, Shakespear, (পৃঃ ১৮৪) Addison (পৃঃ ১৪৫) Longellow (পৃঃ ১৩১) Goethe (পৃঃ ১৩৯) ইত্যাদির বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্রূপ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকের বাক্যও সংকলিত হইয়াছে দেখা যায় (পৃঃ ১৬২)। Imitation of the Christ গ্রন্থ হইতেও বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে (৭ শ্লোক)। গ্রন্থকার আরও এক কাজ করিয়া পাঠকদের উপকার করিয়াছেন; তিনি বহু বিশিষ্ট শব্দ (যথা —পুরুষ, অমৃত, আদি) কতবার কোথায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সূচী দিয়াছেন। এই সবের দ্বারা ব্যাখ্যার উপাদেয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মনু আদির গ্রন্থ হইতে অনুরূপ ভাব ব্যঞ্জক শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। ২২২ শ্লোকের ব্যাখ্যায়

শান্তিপর্ব্ব ; বিষ্ণুসংহিতা ও বৃহঃ উপঃর বাক্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা গীতা বাক্যের তাৎপর্য্য ভালভাবে বুঝা যাইতে পারে। ব্যাখ্যা ও সংগতি বিষয়ে গ্রন্থকারের পরিশ্রম লক্ষণীয়। এই বিষয়ে ২।১০ ২।৩৮ আদি স্থল বিশেষতঃ দ্রষ্টব্য। ২।২৮ শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যানও দ্রষ্টব্য। ২ ৪৮ শ্লোক ব্যাখ্যায় বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য আছে দেখা যায়। জন্মান্তরবাদ (২।১২), সৎ-অসৎ-অর্থ বিচার (২।১৬) জীবানু ও দেহজন্ম (২।২৩), ক্ষনিক বিজ্ঞানবাদ (২।২৭), নির্ব্বাণ (২ ৭২) আদি প্রসঙ্গ সমুহ সুখপাঠ্য ও গ্রন্থকারের মননের জ্ঞাপক।

দুই এক স্থলে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের মিল হয় হয় নাই যথা (১) ২।২৬,২৭ শ্লোকের বিশেষণ রূপে তিনি "ব্যাসকূট" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ; ব্যাসকূটে দুর্বোধ্য শব্দাবলী থাকে সেরূপ এদুটি শ্লোকে নাই। [এ দুটি শ্লোকের শাব্দিক অর্থ হইতে যে ভাব বাহির হয়, তাহাতে নিজের ভিতরই অসংগতি আসে বলিয়া, আমরা ব্যাসকূট শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, যথাস্থানে আমাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য —গ্রন্থকার), (২) স্থিতপ্রজ্ঞার বিষয়ে ১৮টি শ্লোক আছে, গ্রন্থকার এই ১৮ সংখ্যার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কারণ ঐ সংখ্যা বহুবিষয়ে আসিয়াছে যথা ১৮ পর্ব্ব, গীতার ১৮ অধ্যায়, ইত্যাদি ; আমরা এই ১৮ সংখ্যায় এমন কিছু রহস্য পাই না। (রহস্য আছেই, ইহা আমরা বলি নাই, তবে

কৌতুহল উদ্রেক করে— গ্রন্থকার)। (৩) কেহ কেহ কোন কোন শ্লোকের সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠ দিয়াছেন, যাহা শঙ্করাদি প্রদত্ত পাঠ হইতে বিপরীত অর্থাত্মক। "ক্রিয়াবিশেষ বহুলাম্" স্থলে ব্যোমব্রহ্ম বহুক্রিয়া বিশেষাং" পাঠ দিয়াছেন (২।৪৩), যাহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন বহু পরিমাণে হইয়াছে। গ্রন্থকার পাঠের যুক্তাযুক্তত্ব বিষয়ে ক্বচিৎ বিচার করিয়াছেন। (শুধু ব্যোমব্রহ্ম কেন অনেকেই যথা রামকণ্ঠ, মধ্ব (২।১৬) ইত্যাদি সাধারণ পাঠের বিপরীত অর্থাত্মক পাঠ দিয়াছেন; আমরা কয়েক স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছি, তবে যুক্তাযুক্তত্ব বিচার করি নাই, কারণ তাহাতে ধৃষ্টতা হইত—গ্রন্থকার)

এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ছাপার দোষ প্রচুর আছে, যাহা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সর্ব্বথা স্বাভাবিক মনে হয়। পৃঃ ১১ "সহযাত" আছে যাহা "সহজাত" হইবে; পৃঃ ১৮৭-এ "আবীক্রিয়ত্ব" উহা "অবিক্রিয়ত্ব" হইবে। (প্রেসের বিষয়ে "নিবেদনে" লেখা হইয়াছে; তাহা ছাড়া, গ্রন্থকার বৃদ্ধ, একচক্ষে ছানির জন্য দেখিতে পান না, দ্বিতীয় চক্ষেও ছানি পড়িয়াছে, তবু lens সাহায্যে কোন রকমে proof carrect করেন; গ্রন্থকারকে একাহাতে সবই করিতে হইতেছে; হাত কাঁপে তবুও লিখিতে হইতেছে। বহুভুল রহিয়া গিয়াছে সুধীজনেরা যেন তাহা ক্ষমা করেন— গ্রন্থকার)

শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী Ex Governor. West Bengal Ex-Chief Justice Calcutta High Couirt.

গ্রন্থকার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। কতখানি অধ্যাত্ম-পিপাসা এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে যে সারাজীবন জড়বিজ্ঞানের সাধনার পর অধ্যাত্ম তত্ত্বে আত্মনিয়োগ করা তাহা হইতেই অনুমেয়। আমি জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিশ্বাস করি। সে জন্য জড় বিজ্ঞানীর হাতে অধ্যাত্ম বিশ্লেষণ আমার বিশেষ প্রিয়। আলোচ্য পুস্তকে সেই বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার পরিচয় পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার প্রথম পঞ্চম দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় মাত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে গীতার ভাব ধারার পারম্পর্য্য কিছু ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা হয়। কিন্তু গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়ের ভূমিকায় অপ্রকাশিত অধ্যায় গুলির সার মর্ম্ম সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ কথা এখন সর্ব্বজন বিদিত যে গীতা শুধু ধর্ম্ম ভাব যুক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা নহে ;ইহা রূপক ছলে লিখিত আধ্যাত্মিক যোগ বিজ্ঞানও বটে '....আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকার এই দুই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কৃষ্ণ কেশব প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়াছেন, এবং প্রতি শ্লোকের শেষে সেই শ্লোকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিও দিয়াছেন। প্রাচীন এবং আধুনিক টীকাকারদের মত সন্নিবেশিত করিতে অসাধারণ পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রী অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য M A. (Hist and Eng)

B. T. সাহিত্য শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ C. M. A. B. College, Varanasi. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র পদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বলিত সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের ন্যায়, আলোচ্য খণ্ডেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবীন ও প্রাচীন পঞ্চাশাধিক ভাষ্যকারের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা ও টিপ্পণীর উদ্ধৃতি গ্রন্থটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে ঐগুলি অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্ব নির্ণাষু পাঠকের পক্ষে গীতার্থ মননের সবিশেষ সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুবিখ্যাত ভগবদ্ বাক্যগুলির এবং উহাদের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমুহের বোধ সৌকর্য্যের জন্য লিখিত, গ্রন্থকারের স্বকীয় বিস্তৃত অনুবাদ ও শব্দার্থ, জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকের মার্গ প্রদর্শক হইবে। সুপ্রবীন গ্রন্থকার যে বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এইরূপ একটি অভিনব Variorum edition প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সকলের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন। এই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে যে কোন ব্যক্তি উপকৃত হইবেন, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমরা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীহৃসুদ্ চন্দ্র চৌধুরী M. A. Retired Principal, Colonelganj College, Allahabad আপনার বহু পরিশ্রমের ফল, এই অপূর্ব্ব গীতা গ্রন্থখানি। গীতার ব্যাখ্যায় যেমন মৌলিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি

সহজ বোধগম্য ভাষায় কঠিন তত্ত্বগুলির অনুভূতিমূলক তাৎপর্য্যও লিখিয়াছেন। মনে হয় আপনার কঠিন পরিশ্রম সব দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছে।

বিভিন্ন মতবাদের এবং সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাবধারা একত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু মননশীল পাঠকদিগের জন্য পুস্তক খানিকে খুবই মূল্যবান করিয়াছেন। আমি আপনার এই গীতা গ্রন্থখানিকে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত ও লাভবান হইয়াছি। আপনি একজন ধীমান ও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক, তাই আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে গীতার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইয়াছে। আপনার গীতার অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীঅনির্ব্বাণ। ইনি পরে সম্পূর্ণ সমালোচনা পাঠাইবেন, প্রাথমিক ভাবে লিখিযাছেন :—প্রথম খণ্ডের গোড়ার অংশটুকু পড়ে মনে হল আপনি যা লিখেছেন, তা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে লিখেছেন, সহজেই হৃদয় পূর্ণ করে। আপনার উদার দৃষ্টি ভঙ্গীকে শ্রদ্ধা জানাই।

বাসুদেব পত্রিকা চতুঃ সম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত ব্রজবিদেহী স্বামী শ্রীধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবা কাব্য-তর্ক-ব্যাকরণ-তীর্থ লিখিত)— গ্রন্থখানি (প্রথম খণ্ড) আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য অতি সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে। গীতা

আরম্ভের পূর্ব্বে "গীতার অধ্যায়গুলির শ্লোকসংখ্যা" হইতে "অধ্যায় বিবৃতি" পর্য্যন্ত প্রতি অধ্যায়ের পূর্ব্বে ভূমিকা ও সূচী ও অধ্যায় শেষে পরিপ্রশ্নমালা ইত্যাদি, গ্রন্থের বিষয়বস্তু বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার সহায়ক হইয়াছে। প্রতি শ্লোকে ক্রমশঃ পদচ্ছেদ, অন্বয়, কঠিন শব্দের অর্থ, অনুবাদ, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থানের সমালোচনা, এবং তৎপর টীকাকারগণের মত সন্নিবেশিত হইয়াছে। "কঠিন শব্দ" অনুচ্ছেদে বিশদরূপে বিবেচনা করিয়া অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ঐ "কঠিন শব্দ" পরিচ্ছেদে ও অনুবাদে টীকাকারগণের মত আলোচনা করিয়া সুচিন্তিত ও সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সমালোচনা সুনিপুণভাবে করা হইয়াছে। (প্রথম অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকের অনুবাদে ১।৭৮ পৃষ্ঠা হইতে; পঞ্চম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকের অনুবাদে ৫।১০২ পৃষ্ঠা হইতে: দ্বাদশ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকের অনুবাদে, এবং পঞ্চদশ অধ্যায় ১, ২, ৩, ৪ শ্লোকগুলির কঠিন শব্দ অনুচ্ছেদে ও অনুবাদে কৃত সমালোচনা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এইরূপে টীকাকারগণের মত পৃথক পৃথক ভাবে সন্নিবেশিত কারয়া সমস্ত বিষয় সমালোচনা পূর্ব্বক সুনিপুণ ও সুস্পষ্টভাবে নিজের মত ব্যক্ত করা গীতার সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহাতে অনেক কিছু সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং অনেক নূতন কথাও বলা হইয়াছে। গীতাখানির কোথাও কোন গোজামিল বা কষ্টকল্পনার রেখাপাত না থাকায়, বাস্তবিক ইহা অতি

উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হইয়াছে এবং আমারও খুবই ভাল লাগিয়াছে। ৭৫ বৎসর বয়সে শোকপ্রাপ্ত, রোগগ্রস্ত ও দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণ অবস্থায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় কঠিন পরিশ্রম করিয়া এইরূপ অনুভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা লিখিয়া বাস্তবিকই আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।...সম্পূর্ণ গ্রন্থ-খানি প্রকাশিত হইলে, উহা জনসাধারণের নিকট অতি আদরের বস্তু হইবে।....গীতা ব্যাখ্যার বহুস্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন (যথা আমরা "মূর্খ..." ১।১৮ পৃষ্ঠা) "আমাদের মোটাবুদ্ধি" ...(১২।১০৬)..."ক্ষমা লাভ করিব" (১৫।১৪), "ক্ষমার্হ হইব" (১৫।১৯২) ইত্যাদি) তাঁহার এই সকল কথার উত্তরে আমি বলিতেছি যে তাঁহার মহত্ব হেতুই তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন,....। পুস্তকটি বহুল প্রচার হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

Book Review—In the review of a certain book of much fame, speaking well on the view taken by the author of that book on স্থিতপ্রজ্ঞ, the Reviewer has spoken of that view, as independently given and "forcefully defended by a recent commentator in his Gita in Bengali, the retired Professor of Chemistry of the Allahabad University, Sri Kshetra Pada Chatterjee. (এ লেখাটির সংবাদ আমি পরে অন্যের মুখে পাই, সমালোচক মহোদয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি)।

উদ্বোধন পত্রিকা। (প্রথম খণ্ড), আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার প্রথম. পঞ্চম. দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। পুস্তকের ভূমিকাতে উক্ত চারি অধ্যায় লইবার কারণ দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যার উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। গ্রন্থকার পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে বহু শ্লোকের প্রাচীন ও নবীন মতের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে ভাল বাসেন তাঁহারা এই গ্রন্থে বহু চিন্তনীয় বিষয় দেখিতে পাইবেন। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতিগুলি গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

উদ্বোধন। (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই কথাই মনে হয় যে, সুধী গ্রন্থকার একমাত্র গীতাকেই জীবনের সার করিয়াছেন। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ, যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা।" এই খণ্ডে কেবল গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টি স্থান পাইয়াছে। ইহাতে গীতার পঞ্চাশাধিক টীকার উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকবর্গের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিত। যিনি যে সম্প্রদায়ের, তিনি সেই সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী টীকা ইহাতে পাইবেন। অধ্যায়-বিবৃতি ও বিশদ ব্যাখ্যায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অনেক

উদ্ধৃতি বহুস্থানে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। একসঙ্গে এত অধিকসংখ্যক টীকাসম্বলিত সুচিন্তিত মত-সহ এইভাবে গীতা প্রকাশ এই প্রথম। আমরা আশা করি প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও পাঠকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

উজ্জীবন পত্রিকা। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। প্রাচীনকাল হইতেই বহু সিদ্ধ, জ্ঞানী ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পুরুষ নিজ নিজ অনুভূতিলব্ধ ব্যাখ্যার দ্বারা এই মহাধর্ম্মশাস্ত্রের রস সকলকে আস্বাদন করাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গীতা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না—ইহাই ধর্ম্মজ্ঞগণের অভিমত। আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের প্রচুর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। দীর্ঘকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় প্রবীণ বয়সের বিচক্ষণতায় তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে সহজ সরলভাবে গীতার এই সংকলনটি প্রকাশ করিয়াছেন যাহা সাধারণ পাঠক ও গভীরভাবে অনুশীলনকারী পাঠক সকলের নিকটই সমভাবে গ্রহণীয় হওয়ার যোগ্য। এই সংকলনটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন ও আধুনিক বহু ভাষ্যকার ও মহাত্মাগণের টীকার সার সংক্ষেপ উদ্ধৃতিঃ রামানুজ, শঙ্কর, শ্রীধর, মধ্ব, জ্ঞানেশ্বরী, মধুসূদন, কৃষ্ণপ্রসন্ন, তিলক, রামদয়াল, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, গান্ধী, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পঞ্চাশাধিক বিভিন্ন প্রকার ভাষ্যরূপ পুষ্পের দ্বারা যে অপরূপ মালিকা গ্রথিত হইয়াছে

তাহাতে গীতাশাস্ত্রের বিচ্ছুরিত হারকদ্যুতির ন্যায় বিভিন্ন দিগ্‌দর্শী সামগ্রিক রূপ সুপ্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় একই গ্রন্থে এইরূপ এতগুলি টীকাযুক্ত গীতাগ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে ১ম, ৫ম, ১২ ও ১৫শ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ২য় অধ্যায় সংকলিত হইয়াছে। রসাস্বাদনের পক্ষে ইহাতে কিছুটা বাধা সৃষ্ট হয় বটে, তবে লেখক কর্ত্তৃক-উক্ত আর্থিক অসচ্ছলভাব দেখাও মনে রাখা দরকার। (গীতার ধারাবাহিকতা বুঝিবার ও সামগ্রিক রসাস্বাদনের জন্যই প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বহুতথ্যপূর্ণ একটি মৌলিক পরিচ্ছেদ "অধ্যায় সংযোগ", অধ্যায়গুলি বাধ্য হইয়া খাপছাড়া ভাবে দিতে হইবে বলিয়াই দেওয়া হইয়াছে, নিবেদনে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার)। আমরা অন্য খণ্ডগুলির প্রকাশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি। গীতাশাস্ত্র লইয়া যাঁহারা চর্চ্চা করেন তাঁহারা এই সংকলনটিকে বিশেষ মূল্যবানরূপে গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

দেশ পত্রিকা। (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থকার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রবীন ও মনীষীব্যক্তি। তিনি তপস্বী পুরুষ। তাঁহার প্রণীত আলোচ্য গীতা গ্রন্থখানি তাঁহার তপঃপরায়ণতার পরিচায়ক। প্রথম খণ্ডে গীতার চারিটি অধ্যায় আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে বিস্তৃত ভুমিকায় আলোচ্য বিষয়টি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্বয়, অনুবাদ ও তৎসহ গ্রন্থকারের

সুচিন্তিত অভিমত সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের অন্তে পরিপ্রশ্নমালা, উল্লেখযোগ্য শ্লোক, কঠিন, শব্দগুলির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা, গ্রন্থখানিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছে। গুণাতীত অবস্থা লাভ গীতার প্রধান লক্ষ্য, গ্রন্থকারের মোটা-মুটি ইহাই সিদ্ধান্ত। তাঁহার বক্তব্য, সহজ, সরল ও সর্ব্বজন বোধগম্য, এবং বৈজ্ঞানিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার আধুনিক এবং প্রাচীন টীকাকারগণের অভিমত প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে প্রদত্ত হওয়াতে, আলোচ্য সংস্করণ উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। গীতারস পীপাসু ব্যক্তিগণ আলোচ্য গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের পরিবেশিত গীতামৃত একাধারে আস্বাদন করিয়া উপকৃত হইবেন, এবং আনন্দ লাভ করিবেন। অবশিষ্ট অধ্যায় গুলির প্রকাশ সত্বরই হইবে, ইহাই আশা করি।

হিমাদ্রি পত্রিকা। (প্রথম খণ্ড):—প্রস্থান ত্রয়ীর অন্য-তম, জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সাধকের পরমাশ্রয় ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য টীকাদির সংখ্যা অজস্র। বহু ধর্ম্মাচার্য্য, উচ্চকোটির সাধক, সম্প্রদায়-নেতা ও মনীষী এই মহান গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা দ্বারা এ দেশের ধর্ম্মান্দোলন ও কৃষ্টির উপকার সাধন করিয়াছেন। সব ব্যাখ্যা ও টীকা ভাষ্যাদির সহিত পরিচয় রাখা সাধারণ পাঠ-কের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। এমতাবস্থায় শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টো-পাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থটি প্রকৃত জনকল্যাণ সাধন করিবে

বলিয়া মনে করি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রবীন শিক্ষাবিদ্, শেষ বয়সে কাশীধামে আসিয়া ভগবৎ চিন্তা এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় দিনাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও শ্রমের ফলশ্রুতি এই গ্রন্থটি। পঞ্চাশেরও অধিক ভাষ্য তিনি অধিগত করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে নিজের ব্যাখ্যা সমেত প্রধান প্রধান মতবাদ ব্যাখ্যা ও টীকা টিপ্পনী তাহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। গীতার উপর নানা বৈচিত্রময় মতবাদের যে আলোকপাত বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়াছে, তাহার এক চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বল প্রদর্শনী এই গ্রন্থে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে রহিয়াছে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব মনোহর ব্যাখ্যা। আধ্যাত্ম রস পিপাসু পাঠককুল অবশ্যই ইহা পাঠে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন। এই কল্যাণকর গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে আমরা সত্যকার আনন্দলাভ করিব।

বসুমতী। (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থকার একজন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। বহু পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তকখানি কয়েক শ্রেণীর পাঠকদিগের চাহিদা মেটাবার দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে, যথা যাঁদের তন্ন তন্ন করে গীতা পড়বার সময় বা শিক্ষা নাই, যাঁরা প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হয়েছে মাত্র সেই কথাই জানতে চান, আলোচ্য গীতার প্রতি অধ্যায়ের বিবৃতি তাঁদের চাহিদা মেটাবে। এর সঙ্গে পরিপ্রশ্নমালা ও অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকগুলি ভক্তিমূলক, কোন্‌গুলি ধর্ম্মমূলক এবং কোন্‌গুলি জ্ঞানমূলক, পাঠক তারও নির্দ্দেশ লাভ করে উপকৃত হবেন। এতদ্

ব্যতীত গ্রন্থকার গীতার অন্বয়, কঠিন স্থল, ও শব্দগুলির বিশ্লেষণ করে সাধারণের বোধেরও উপযোগী করে দিয়েছেন, এবং নিজেই প্রশ্নভুলে তার মীমাংশা করেছেন। ভূমিকাতে পুর্ব্বাপর অধ্যায়গুলির সম্বন্ধে ও নামকরণের তাৎপর্য্য সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ পদ্মবিভুষণ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন "প্রাচীন ও বর্ত্তমান বহু টীকার উদ্ধরণ এই পুস্তকে আছে, গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে অবধারিত বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপযোগিতা আছে; অসাধারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের সহিত" বহু মুল্যবান্ ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য টীকার উদ্ধৃতি, প্রভূত পরিমাণে এই গ্রন্থে ব্যবহার করে এই গীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। প্রয়োজন সপক্ষে রামকণ্ঠ ও তেলাঙ্গের টীকাও উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যাঁরা গীতার উপর ভবিষ্যতে গবেষণা করবেন, এই গ্রন্থ তাঁদের বিশেষ উপকার সাধন করবে। মোটের উপর এরূপ একখানি গীতা সাধারণ ব্যক্তি হইতে বিদগ্ধ গীতাধ্যেতা ব্যক্তি মাত্রের নিকটই আদৃত হবে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রী জীবন্যায়তীর্থ। ইনি অসুস্থ তবুও লিখিয়াছেন। আমি আপনার অনুসন্ধিৎশা ও বিশ্লেষণী বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এত সূক্ষ্মভাবে বিচার গীতা বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই: গীতা বিষয়ে আপনার অনুশীলন বিস্ময়-

কর। অসুস্থ না হইয়া পড়িলে, আমি এত দিনে পুস্তক দুইখণ্ড পড়িয়া ফেলিতাম ; আমি না পড়িয়া বা উপর উপর দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করিনা যথা সত্তর সত্বর পাঠ করিয়া অভিমত পাঠাইতেছি।—(ইহা পরে র।হয়াছে।—গ্রন্থকার)

চভুঃ সম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত ব্রজবিদেহী স্বামী ধনঞ্জয় দাসজ কাঠিয়া বাবা-তর্ক-তর্ক ব্যাকরণ তীর্থ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চাশাধিক টিকাদি হইতে উদ্ধৃতি সহ বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত)—শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।... শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার দিতীয় খণ্ড গ্রন্থখানি পাইয়া পরম আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াও আাম আগ্রহে উহা পাঠ করি, এবং তৎ সম্বন্ধে আমার অভিমত তাঁহাকে জ্ঞাপন করি। উক্ত অভিমত বাসুদেব পত্রিকায় (৫ম বর্ষ, ১০মসংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১) প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার বিভিন্ন ভাষ্যাদি ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধিত বহু সংস্করণই ইতঃ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য সংস্করণটি নিজ বৈশিষ্ট্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার বার্দ্ধক্য জনিত দৈহিক অসামর্থ্য, দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, শোকগ্রস্ত চিত্ত—সকলই উপেক্ষা করিয়া এক অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার স।হত এই সংস্করণটী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রতি শ্লোকের ক্রমশঃ পদচ্ছেদ, অন্বয়, কঠিন শব্দার্থ, অনুবাদ, বিশেষ বিশেষ স্থানের ব্যাখ্যা, তুলনামূলক সমালোচনা

এবং তাহার পর ভাষ্য ও টীকাকার গণের মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার কর্তৃক শ্লোকার্থের এই অভিনব বিন্যাসে শুধু যে সকল শ্রেণীর পাঠকগণের শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণে আত্যন্তিক সহায়তা করা হইয়াছে তাহাই নহে, এইরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে শ্রীভগবানের দিব্য বাণী যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকাকার গণের অভিমত প্রতি শ্লোকের ক্ষেত্রেই সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ও তুলনা মূলক আলোচনার ফলে বিষয় বস্তুর অনুধাবন খুবই সহজ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আমার মনে হয় ইহা চিন্তাশীল গবেষকগণেরও গীতা সম্বন্ধীয় গবেষণা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবে।

গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে বলিয়াছেন—'স্বয়ং গীতা মাতাই কৃপা করিয়া আমার মনে অর্থ ফুটাইয়া দিয়াছেন, আমার নিজস্ব মৌলিক ব্যাখ্যা সমুহ সহজ বুদ্ধি সঙ্গত ও সংকীর্ণতা হীনভাবে সরল ভাষায় ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা যেন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।—ইহা বিনয় বা অতিশয়োক্তি নহে; একটি সত্য ও স্বাভাবিক বিষয়েরই সরল স্বীকারোক্তি। বস্তুতঃ এই পুস্তকে প্রতিটি শ্লোকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি শ্রীশ্রীভগবৎ প্রেরণা সম্ভুত বলিয়াই মনে হয়। কোথায়ও কোন আড়ষ্টতা নাই, কষ্ট কল্পনাও নাই, শ্রীভগবানের দিব্য বাণীর প্রতিটি উক্তিরই সুসঙ্গত তাৎপর্য্য এই পুস্তকে যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন শ্লোকের প্রচলিত অর্থ বা ব্যাখ্যা গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তিনি যেখানে (তাঁহার ভাষায় "মোটা বুদ্ধিতে") অর্থ বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে

তিনি তাঁহার সুচিন্তিত যুক্তিও দিয়া তাঁহার অভিমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথচ তাঁহার কোনও ব্যাখ্যা কোনও স্থলেই এক-দেশ-দর্শন দোষ দুষ্টহয় নাই। পরন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহার বক্তব্যের ইতিহাস-ভিত্তিক বিন্যাস বক্তব্যের প্রামাণিকতা স্থাপন করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের নিবেদনে ও ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি মূর্খ—তাঁহার কোন পাণ্ডিত্য নাই; কিন্তু আমরা দেখিতেছি—পুস্তকটির সর্ব্বত্রই তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা, গভীর মননশীলতা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার সহজ সাবলীল গতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার ফলেই শ্লোকের অর্থপ্রকাশনে কোথাও জড়তা নাই এবং বিদগ্ধ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বিষয় বস্তুকে অযথা জটিল করিয়া দেওয়াও হয় নাই। গ্রন্থকার তাঁহার গভীর সংবেদনশীল মন লইয়া এই পুস্তকটী প্রণয়ণ করায় পুস্তকটীর আদর সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটই হইবে, এবং গবেষকগণের পক্ষেও এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে।

কয়েকজন "বই বাজারের" বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যে গ্রন্থকারকে বইয়ের অধিক প্রচার ও বিক্রয়ের জন্য গ্রন্থখানাকে সংক্ষিপ্ত করিরার পরামর্শ দিয়াছেন, বলিয়াছেন যে—"পদচ্ছেদ ও অন্বয় তুলিয়া দিতে হইবে, অত বেশী টীকাকারদের উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধর ও মধুসূদন—এই চারিজনের মতের উদ্ধৃতি দিলেই চলিবে, এবং উহাও অতি

সংক্ষেপে চার পাঁচ লাইনে দিলেই হইবে, Bibliography-ও অতিশয় সংক্ষেপে, মাত্র একলাইনে দিলেই চলিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি"—তাঁহাদের সেই সমস্ত কথা আমার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ গ্রন্থ সংক্ষেপ করিলে উহা লঘু হইয়া যাইবে, এবং উহার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যও কমিয়া যাইবে ; আমার মনে হয় যে ঐরূপ সংক্ষেপ করা দূরের কথা, বরং গ্রন্থের আরও কিছু কলেবর বৃদ্ধি পাইলে ও গ্রন্থমধ্যে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতির ভাষ্য ও টীকার বাংলা ভাষায় যে সব বর্ণণা করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলে ঐ সকল কথার সহিত ভাষ্য ও টীকার মূল সংস্কৃত পংক্তিগুলিরও উদ্ধৃতি থাকিলে আরও ভাল হইত—কারণ তাহাতে অনুসন্ধিৎসু সুবিজ্ঞ পাঠকগণের ও গবেষকগণের মূল ভাষ্য ও টীকার সহিতামলাইয়া দেখার সুযোগ হইত—তাহাতে তাঁহারা আরও অধিক উপকৃত হইতেন ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। গ্রন্থের গৌরব ও মর্য্যাদাও ইহাতে আরও বৃদ্ধি পাইত। যাহা হউক আমার মনে হয়, গ্রন্থের বিক্রয় ও প্রচারের চিন্তার কারণ নাই. এই গ্রন্থের স্বকীয় গুণে ও বৈশিষ্ট্যেই ক্রমশঃ তাহার বিক্রয় ও প্রচার হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য—এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অধ্যায় গুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আশা করি এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুদ্রণে সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত কে, কে, বিড়লাজীর ন্যায়, অন্যান্য অধ্যায়গুলির মুদ্রণের জন্যও কোন না কোন ধার্ম্মিক

দানবীর তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির প্রকাশের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেন. ভক্তিভারতী. ভাগীরথী. "গীতা মাধুরী" ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও খ্যাত সম্পাদক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া পরম উপকৃত হইলাম। গ্রন্থকার পরম পণ্ডিত, সর্ব্বোপরি তিনি ভগবদ্‌ভক্ত মহানুভব পুরুষ। গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং মাধুর্য্য তাঁহার সুকঠোর সাধনা এবং সুবিপুল অধ্যবসায় সহকারে আমাদিগকে আস্বাদন করাইবার জন্য একান্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এমন উদার অনুভব বা অনুভূতির প্রভাবে তিনি আমাদের মনের বহুবিধ জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নিত্য সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার আগ্রহ এবং আকুলতার অন্ত নাই। তাঁহার যুক্তি দার্শনিক পরিভাষায় দুরূহ নহে। তাঁহার কথা সহজ ও সরল। আমাদের মত অজ্ঞ ব্যক্তিরও বুঝিতে ক্লেশ হয় না। তিনি বলিয়াছেন—'দেহই বিনশ্বর, কিন্তু দেহী অবিনশ্বর।' শুধু তাহাই নহে, 'উহা ঈশ্বরাংশ'। বস্তুতঃ অংশ অংশীকে লাভ করিয়াই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেহী কি ভাবে এই পূর্ণতা লাভ করে, বা অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই হইতেছে

প্রশ্ন। গ্রন্থকার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকটি আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই উপলব্ধি গীতাধ্যায়ী বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই উপভোগ্য এবং উপজীব্য। সর্ব্ব উপনিষদের সার গীতা, এবং গীতার সার সত্যটি উক্ত একটি শ্লোকেই সমাহৃত হইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়াছে বলা যায়। উক্ত শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—আমাদিগকে কর্ম্ম কাণ্ডের উপর উঠিতে হইবে, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইবে। সর্ব্বদা মনটি নিত্য বস্তুতে প্রণিহিত রাখিতে হইবে। সর্ব্ববিধ কামনা বাসনা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, সর্ব্বোপরি আত্মবান হইতে হইবে। মায়াবদ্ধ জীব আমরা। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত নিজেদের চেষ্টায় এই পাঁচটি আদেশের কোনটি প্রতিপালন করাই সহজ নয়। শেষ আজ্ঞা টি তো আরও বলবান। নির্গুণা ভক্তি লাভের এই অবস্থা। এক ভরসা গীতার যিনি প্রবক্তা, তিনি সকলের আত্মা 'যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সহ।' শ্রীভগবানকে আমাদের আত্মাস্বরূপেই উপলব্ধি করিলেই এই শ্লোকটি সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জীবনে সত্য হইতে পারে। কারণ আত্মা সকলেরই প্রিয়। আত্মাকে প্রিয়ভাবে উপাসনা করিবে। শ্রুতির এই উদ্গীতি শুকমুখ বিগলিত ভাগবতী বাণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটি ধ্বনিতে জাগিয়াছে। আমরা কৃষ্ণ নামটি মধুর করিয়া পাইয়াছি। সেই নামে গীতার নাম এবং নামী এক হইয়া আমাদের কাছে নামিয়া আসেন।

তাঁহার কারুণ্য মহিমা মূর্ত্ত মাধুর্য্যের বীর্য্যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। আমরা আশা পাই, ভরসা পাই। আত্মবান হইবার অবলম্বন পাই। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাত গীতানুভ অন্তিম জীবনে সেই আশ্বাসে আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহার চরণে নমস্কার।

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় M.A. প্রথিতযশা সমালোচক। শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ধর্ম্মানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকগণের এক মহান উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি গীতার পঞ্চাশের অধিক টীকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা পুস্তকে ঐ সকল টীকার-সারমর্ম্ম দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, ইংরাজী সকল ভাষায় গীতার যত টীকা বা আলোচনা লেখা হইয়াছে, তিনি যথাসম্ভব সকল গ্রন্থই সংগ্রহ করিয়া সারমর্ম্মের উদ্ধার করিতে যত্ন করিয়াছেন। এতগুলি গীতার ভাষ্য ও টীকা অনেকের পক্ষে সংগ্রহ করাই কঠিন; সংগ্রহ করিয়া সার উদ্ধার করা আরও কঠিন। গীতা ভিন্ন উপনিষদ্ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তক এবং তাহার আলোচনা হইতেও তিনি মন্তব্য সকল উদ্ধার করিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্ণে ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া অসাধারণ পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি যে মূল্যে পুস্তক বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ছাপাইবার খরচ উঠিবে না। তিনি এইভাবে সমগ্র গীতা সম্পাদন করিয়া পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছেন; সমগ্র গ্রন্থ ছাপাইবার সুযোগ না হইতে

পারে ইহা ভাবিয়া তিনি যে অধ্যায়গুলি পূর্ব্বে ছাপাইবার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেগুলি পূর্ব্বে ছাপাইতেছেন। গীতামাহাত্ম্যে গীতাকে উপনিষদের সার বলা হইয়াছে। আবার উপনিষদ বা বেদান্ত বেদের সার। এজন্য আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে গীতা ভাষ্যের ভূমিকায় গীতাকে সমগ্র বেদের সার বলিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদের সার স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর পক্ষে গীতা অতি অমূল্য গ্রন্থ। আমরা আশা করি সকল ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু, ক্ষেত্রপদবাবুর এই উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ক্ষেত্রপদ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন যে বঙ্কিম চন্দ্রের অনুশীলন গ্রন্থ হইতেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্কিম চন্দ্র অবশ্য সমগ্র গীতার ব্যখ্যা লিখেন নাই। কিন্তু যে কয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহাতে অনেক মহামূল্য মন্তব্য আছে। যথা, গীতা ৪।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা। আশা করি তিনি যথাসময়ে সেই সকল ব্যাখ্যা হইতে প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধার করিবেন। (ঐ শ্লোকের এবং অন্যান্য অনেক শ্লোকের উপর বঙ্কিম বাবুর মন্তব্য লওয়া হইয়াছে। কথাটা তুলিবার জন্য বসন্ত বাবুকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি। —গ্রন্থকার)

বেদাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও পরম দার্শনিক সাধু শ্রীঅনির্ব্বাণ পরে আর এক পত্রে জানাইয়াছেন :—আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানাইতেছি, একে সমালোচনা বলে মনে

করিবেন না। আপনি বহু গীতাধ্যায়ীর মতকে এক জায়গায় জড় করে, শাস্ত্রাধ্যায়ীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন গীতা মে হৃদয়ং পার্থ ; শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের চরম রহস্য জানা বা ব্যক্ত করা, মানুষের সাধ্যাতীত ; তাঁরই দেওয়া বুদ্ধি-যোগের আলোকে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হলে, আমাদের ব্যাখ্যায় তারই প্রতিফলন ঘটে। যিনি যেমন বোঝেন, তিনি তেমন বোঝেন ; সবাই আমার প্রণম্য। ব্যাখ্যার শেষ নাই হবেও না। আপনার ব্যাখ্যা এই পরম্পরাগত ব্যাখ্যার তালিকায় একটি বিশিষ্ট সংযোগ বলে মনে হয়েছে। অমানী ও মানদ হয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। পড়ে আমি পেয়েছি প্রচুর।

পঞ্চতীর্থ উপাধি ভূষিতা শ্রীগঙ্গাদেবী ঃ—সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ ; পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ পৃথিবীতে এমন কোন মতবাদী নাই, যিনি গীতামৃত পানে পরিপুষ্ট হন নাই—গীতামৃত রসে স্বমতের পরিপোষণ করেন নাই। গীতা এমনই মহান, এমনই ব্যাপক। স্বনামধন্য প্রাতস্মরণীয় মহামনীষীগণ প্রায় সকলেই গীতার মর্ম্মার্থ অনুধ্যান এবং উদ্‌ঘাটনের প্রযত্ন করিয়াছেন। সম্প্রতি পরম মনীষি ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতার আদ্যন্ত দেখিলাম। ইহাঁর গীতার্থ অনুধ্যান ভারতীয় ধর্ম্ম সাহিত্যে এক মহান অবদান। কেবল মাত্র গীতার পাণ্ডিত্য অথবা মনীষা দ্বারাই গীতার মর্ম্মোদঘাটন সম্ভবপর নহে। সাধনা "তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্‌" প্রয়োজন। ইনি বহুবর্ষ যাবৎ গীতার

সাধনায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। কৃপাময়ী গীতা ইহাঁকে কৃপা করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম রহস্য ইহঁার অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

ইহঁার ব্যাখ্যাত গীতার্থ পাঠে, গীতারস পিপাসু সুধীজন গীতার নব রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, পুলকিত হইবেন। এই গীতা-গ্রন্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহামনীষিগণের ব্যাখ্যার উল্লেখে ইহা রূপায়িত সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণ ইহাতে স্বমতের সহিত অন্যান্য বহুমতের পার্থক্য, ও সামঞ্জস্য বিচারের মহান্ সুযোগ পাইবেন।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ. M.A. (Gold Medalist, কাব্য ব্যাকারণ তীর্থ, Principal, Bhatpara Sanskrit College Special Lecturer Jadavpur University.— মাননীয় প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রসায়ন শাস্ত্রের যে পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার রসবিশ্লেষণে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি প্রথম খণ্ডে প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার বহুবিধ ব্যাখ্যা-সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু একখানি গীতা পাঠে সংক্ষেপে সকলের মতবাদ জানিতে হইলে, এই গীতাই কৌতুহলী পাঠকদের অবলম্বনীয়। রসায়ন শাস্ত্রে যেমন প্রত্যেক অংশকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয় গীতার

প্রত্যেক শব্দ, যাহার সহজে অর্থবোধ হয় না, শুধু কঠিন শব্দ নহে দ্ব্যর্থক শব্দগুলিও যতবার কোথায় কিরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় সত্যই বিস্ময়কর। শ্রীভগবান যেন তাঁহার সঙ্কলিত সমগ্র গীতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমাপ্ত করিয়া যাইবার মত অনুগ্রহ করেন। দেশের ইহা একটি পরম সম্পদরূপে রক্ষিত হইবে। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। বেদ ও উপনিষদের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আপাতদৃষ্ট বিরোধ সমাধানই গীতার প্রধান লক্ষ্য, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমিও একমত। কর্ম্মজনিত কষায় যাহাতে সঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য ফলত্যাগই প্রধান উপায়, কিন্তু কর্ম্মত্যাগ নহে, ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। এত আলোচনার মধ্যেও তুই এক স্থানে একটু বক্তব্য বলিতেছি, যথা—প্রথম শ্লোকে কুরুক্ষেত্রের 'বিশেষণ' ধর্ম্মক্ষেত্র বলিবার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল? যুযুৎসু কৌরব ও পাণ্ডব সমবেত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের যুদ্ধ করাই সম্ভাবিত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেহ হইয়াছে যে যুদ্ধ হইল কি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল? এই সন্দেহের কারণ রূপে তুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, একটি কুরুক্ষেত্র—কুরুবংশের গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সুতরাং যুদ্ধ নিশ্চিতই হইবে। কিন্তু 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বিশেষণ দ্বারা সন্নিহিত স্থান্বীশ্বর (থানেশ্বর) ধামে দক্ষ যজ্ঞে প্রাণ পরিত্যাগিনী সতীর অঙ্গ পতিত হওয়ায়—উহা নিবৃত্ত পথের নির্দ্দেশক হইতে পারে,

উভয় পক্ষই হয় তো বা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে—এই জন্য ধৃতরাষ্ট্রের সংশয় ও সেইজন্য সঞ্জয়ের প্রতি প্রশ্ন। এই একটি শ্লোকই সমস্ত গীতার বীজ। অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমগ্র গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'যাবানর্থ' উদপানে'—(৪৬) এ শ্লোকটির সাধারণ যে কয়টি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরেও আর একটি ব্যাখ্যা সম্ভবপর। সে ব্যাখ্যা দ্বারা গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। উদপানে সর্ব্বতঃ সপ্লুতোদকে সতি যাবান্ অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। কূপ যদি বিস্তৃত জলাশয়ে পরিণত হয়, তাহার দ্বারা যত পরিমাণ প্রয়োজন সাধিত হয়—তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্নের নিকটে সর্ব্ববেদ (জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডে—সমস্ত ভাগেই) সেই পরিমাণ প্রয়োজন (মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত) সাধিত হয়। কর্ম্ম মোক্ষের পরিপন্থী নহে, ইহা গীতার মত) এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে—অর্থাৎ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে 'যাবান' 'তাবানের' অর্থ যে পরিমাণ বা সে পরিমাণ, এ অর্থ পরিত্যক্ত হয়, এবং কর্ম্মকাণ্ডকে পরিহাস করা হয়। বিরাট জলাশয় সত্ত্বে ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ঘণ্টা, সেইরূপ বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকটে সমস্ত বেদের প্রয়োজন হয় ঘণ্টা, অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন। সর্ব্ববেদ বলিতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়ই। সন্ন্যাসীও উপনিষৎ পাঠ করেন, বা উপনিষৎ পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হন, তাহাকে উপেক্ষণীয় বলিয়া

শ্রীভগবানের উপদেশ —সঙ্গত হয় না। নতুবা সর্ব্বপদের সঙ্কোচ করিয়া কেবল কর্ম্মকাণ্ডের অর্থ ধরিতে হয়। ইহাও অনুচিত। পূর্ব্ব প্রদর্শিত অর্থের সহিত উপনিষদ্ বাণীর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। য ইহ গার্গ্যক্ষর-মবিদিত্বা যদ্দদাতি যজুহোতি যত্তপস্যতি, তস্যফলমন্তবন্ত ভবতি"। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বেও অনুরূপ শ্লোক আছে—'যথোদপানে মহতি সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তথা সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ"—এইখানে দেখা যায় যে, উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহতি (সতি) যথা, বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তথা।" গীতা যে উপনিষদেরই প্রতিচ্ছায়া, ইহা সর্ব্বস্বীকৃত। এইটুকু যাহা লিখিলাম, ইহা আমার কল্পিত কথা নহে, পূজ্যপাদ কাশীপ্রাপ্ত পিতৃদেব পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত "গীতা বিচারের" একটু অংশ। গীতা ব্যাখ্যার ত'অন্ত নাই। তথাপি গ্রন্থকার যে বিচার বিশ্লেষণ ও সঙ্কলন করিয়াছেন—তাহা অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার সর্ব্বথা কাম্য। কয়েকটি মুদ্রণের দোষ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—ভবিষ্যৎ তৃতীয় ভাগে গ্রন্থকার অবহিত হইলে প্রীতিলাভ করিব। গৃহীতব্য (১—১০০ পৃঃ) ও (১—১০৫ পৃঃ) উচিৎ (১২—১০৮) (১৫—২২) প্রভৃতি। (এইরূপ বহু ভুল আছে গ্রন্থকার ক্ষীণ দৃষ্টি-সম্পন্ন জানিয়া সুধীজনেরা যেন তাহা ক্ষমা করেন।—গ্রন্থকার) (পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রবর ন্যায়তীর্থ মহাশয় শুধু পণ্ডিত নহেন, অতি মহৎ। তিনি এই অজানা ও মূর্খ গ্রন্থকারকে কৃপা

পরবশ হইয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার অভিমতে দুটি শ্লোকের যে নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, প্রয়োজন না বুঝিলে গ্রন্থাকার তাহা "পরিত্যাগ করিতে পারেন।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যই গীতার ভাল ভাল ব্যাখ্যা সংগ্রহ করা, নিজের কৃতিত্ব দেখান নহে। ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের পিতৃদেব কাশীপ্রাপ্ত পুণ্য শ্লোকে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা যাহা ন্যায়তীর্থ মহাশয় উপরন্তু ব্যাখ্যা ভাবে দিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা উপরে দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া গ্রন্থকার কাহারও সমালোচনার কোন অংশ কোন ক্ষেত্রেই ত্যাগ করে নাই—এ ক্ষেত্রের তো কথাই নাই।—গ্রন্থকার।)

শ্রীঅরবিন্দের Essays on Gita এবং তাঁহার অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদক, গীতার একটি সংক্ষিপ্ত ও একটি বিরাট সংস্করণের রচয়িতা, "গীতার বাণী" ইত্যাদি বহু গ্রন্থের প্রণেতা. পরম যোগী, পরম দার্শনিক, শ্রীঅনিল বরণ রায় M.A. (Eng and Phil)—B.L বাংলা দেশের স্থানে স্থানে এখনও বৃহৎ দীর্ঘিকার অবশেষ দেখা যায় ; লোকে বলে উহা অসুরে কাটিয়াছিল। মানুষের পক্ষে অত বিরাট দীঘি খনন সম্ভব, আজিকার মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য·বেদ, মহাভারত শ্রীমদ্ ভাগবত প্রভৃতি বিরাট গ্রন্থ সম্বন্ধেও লোকে বলে অত বড় গ্রন্থ মানুষের লেখা সম্ভব নহে —দেবতারা লিখিয়াছেন (আধুনিক যুগে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে এমনই একজন লোকের আবির্ভাব

হইবে, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও, তাহাকে সম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার গীতার বিরাট সংস্করণে। গীতা বেদ বেদান্তের সার সংকলন—এমন কোন অধ্যাত্ম সত্য নাই, যাহার পরিচয় গীতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এমন একখানি বই লইয়া যে অসংখ্য ভাষ্য টীকা রচিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক।—সত্য একই, কিন্তু তাহার বহুদিক, বহু ব্যঞ্জনা আছে—সে সবই যে একই ব্যক্তি একই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে পারিবে, তাহা সম্ভব নহে। গীতা প্রেমিকেরা গীতার নানা ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত হইতে চায়, কিন্তু সে সব সংগ্রহ করা শুধু কঠিন নহে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধ্যাপক ক্ষেত্রপদ প্রধান প্রধান ব্যাখ্যাগুলি একত্র সংগৃহীত করিয়া, গীতা পাঠকদের একটি বড় অভাব দূর করিয়াছেন। সে জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। "অর্থাভাবে এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ অপ্রকাশিত থাকিয়া গেলে একটি মহৎ প্রয়োজনের অপমৃত্যু হইবে এবং বাংলা শাস্ত্র সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "আমার এই ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নহে, অধ্যাত্মবোধ বা ধর্ম্মের অভাব নহে, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think (চিন্তা করবার অক্ষমতা, অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে এখনও দর্শন শাস্ত্রকে অবহেলা করা হইতেছে, তাহার মূল

কারণ হইতেছে—চিন্তা-"ফোবিয়া" এই ত্রুটী দূর করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই ; সেজন্য সর্ব্বত্র দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দিবার উপর জোর দিতে হইবে, এবং সে জন্য বাংলা সাহিত্যে এই একটি অপূর্ব গ্রন্থ হইয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে বইটি অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এই চিন্তার অক্ষমতা হইতেই আসিয়াছে পুস্তক ক্রয় করিতে অনিচ্ছা। আজও আমাদের দেশের লোক পুস্তক ক্রয় করাকে অর্থের অপব্যয় মনে করেন স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোনও বই আমাদের দেশে খুব কম বিক্রয় হয়। ইহাতে একটা দেশের উন্নতি, সেই সঙ্গেই জাতীয় প্রগতি সাংঘাতিক ভাবে ব্যাহত হয়। পুস্তক যদি বিক্রয় না হয় গ্রন্থকারেরা তাহা লিখিবেন কেন আর প্রকাশকেরা তাহা ছাপাইবেন কেন ? অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, আয়ের একটা অংশ ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করিয়া গৃহে গৃহে পুস্তকালয় করা—তাহা হইলে মেয়েদের জন্য ভাবিতে হইবে না।

স্বামী তেজসানন্দজী, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিত্তামন্দির (ডিগ্রী কলেজ)। এলাহাবাদ বিশ্ববিত্তালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় রচিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা "দ্বিতীয় খণ্ড" পাঠ করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি এই গবেষণামূলক পুস্তকে প্রায় পঞ্চাশাধিক টীকা, টীকা ভাষ্য ও পুণ্যশ্লোক মণীষিবর্গের জ্ঞানগর্ভ বাণী ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা

উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে গীতার আপাতঃ বিরোধী অনেক মতবাদ ও জটিল প্রশ্নের সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক অসম্প্রদায়িক দৃষ্টি ভঙ্গী সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া বৈদগ্ধ সুধী সমাজের অনেক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের গভীর মননশীলতা, পাণ্ডিত্য শাস্ত্রানুরাগ ও মৌলিক অনুসন্ধিৎসা খুবই প্রশংসনীয়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

এই সব প্রশংসা পত্র ছাড়া, আরও বহু প্রশংসা পত্র প্রথম খণ্ডে গ্রথিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ, যে সব স্বনামধন্য মণীষিগণের ও যে সব সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর যাঁহারাএ খনও অভিমত পাঠান নাই, তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন যে শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া তাঁহারা এই দুইখানি বই পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে পড়া হইয়া গেলেই অভিমত পাঠাইবেন। সাধু বৈষ্ণব, হিমালয়ের নিভৃত স্থানে নির্জ্জনবাসী মহাত্মা শ্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্রেমজী, গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রশংসা পাইতাম। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি অতি সুন্দর অভিমত পাঠাইতেন। অনেকেই বই কিনিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। গ্রন্থাকার বৃদ্ধ (৭৬), শোকগ্রস্ত রুগ্ন ও অর্থহীন। অন্য খণ্ডগুলির প্রকাশ ভগবান যেন করাইয়া দেন। তিনি সকলের কৃপাপ্রার্থী]